

শ্রীকৃষ্ণ-লীলাযুগ্ম

ভাগবতাচার্যোপনামকেন

মহাপ্রভুপাদ-

শ্রীমতা নীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা
প্রণীতম্ ।

কলিকাতা রাজধানী

১৪ ২/১ বাহির মিডাপুর রোড, গড়শার-

নিবাসিনা

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ-ঘোষালেন প্রকাশিতম্ ।

বলরাম দে ষ্ট্রীট ইতিনাম্নি বহুনি ৭২-তম-সংখ্যক-ভবনে

মেট্রিকাফ-ইত্যাখ্যন্ত্রে,

বন্দ্যোপাধ্যায়োপাধিকেন

শ্রীমতা আশুতোষ-শর্মাণা মুদ্রিতম্ ।

১৩২৫ সাল ।

কর্ষাধিকারো গ্রন্থকারসৌব ।

[মূল্যম্—সার্বমূল্যমাত্রম্ ।

বিজ্ঞাপন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পার্থিব লীলা ধারণা করা সহজ বিষয় নহে ; বিশেষতঃ তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনলীলা সাধারণ মানবচিন্তের অগোচর। ভজন-সাধন ব্যতিরেকে কেবল পঠিত বিদ্যা ও বৈষয়িক বুদ্ধির সাহায্যে তাঁহার উপলব্ধি হয় না। সেই জন্য অর্থপরা পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই, শিক্ষিত সভ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে স্বেচ্ছা কৃষ্ণলীলা লইয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ভগবন্তীপার মধ্যে অসম্ভাবনা, কদর্যতা ও অশ্লীলতার আশঙ্কা করিয়া, অনেকে উহা একবারেই বাতিল বোধে নামঞ্জুর করিতে চাহেন ; কেহ কেহ আপন অনভিপ্রেত অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত বোধে পরিবর্জন করিয়া, কেবল মনোযোগিত ঐতিহাসিক অংশগুলিই রাখিতে ইচ্ছা করেন ; কেহ কেহ বা ভিত্তিশূন্য অর্থহীন “আধ্যাত্মিক” নাম দিয়া এক প্রকার অভিনব রূপকাণ্ডের কল্পনা করিয়া থাকেন। আমার ভজন-সাধন তে নাইট, পঠিত বিদ্যাও অতি সঙ্কীর্ণ ; কিন্তু ঈশ্বরকল্প ঋষি-দিগের নাকো আমার অটল বিশ্বাস। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, পুরাণে শ্রীকৃষ্ণলীলা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই ঠিক ; মহর্ষি বেদব্যাসের আদেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাতে অণু-মাত্র অসম্ভাবনা, কদর্যতা বা অশ্লীলতার সম্ভাবনা থাকে না। সর্বত্র মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রাতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং তাঁহার কাব্যদ্বারা তাহাই সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন। বৃন্দাবনলীলায় মানব-চরিত্র প্রদর্শন, তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

ভগবানের লীলার উদ্দেশ্যই জীব-শিক্ষা। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ও দ্বারকার, অবস্থান করিয়া, স্বয়ং আচরণপূর্বক সংসারী মনুষ্যের উপযুক্ত, রাজনীতি

ধর্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি লৌকিক শিক্ষা দিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও যোগ-বিষয়ক উপদেশও দিয়া গিয়াছেন; পবিত্র শ্রীবৃন্দাবনে কেবল—প্রেম আর প্রেম।

মানুষে মানুষে প্রেম হয় না; পরব্রহ্মের সহিত জীবেরই প্রেম হইয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনীয় অগাধ প্রেমসাগরের উত্তাল তরঙ্গে জ্ঞান, যোগ, এমন কি ঈশ্বরের অসীম ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন,— দেখা যায় যায়—যায় না। ফলতঃ শ্রীবৃন্দাবনে ঐশ্বর্য্য পরব্রহ্মের সুপবিত্র প্রেমময়ী লীলা ভিন্ন আর কিছুই নাই। আম তাহাই যথাবুদ্ধি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

পূরে বলিয়াছি,—ঈশ্বাক্যে আমার অটল বিশ্বাস। আর্ধ্য মহাঈশ্বর সর্ব্বসমক্ষে বেদবাক্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন; সেই জন্ত আমি প্রমাণ স্থলে ঐশ্বাক্য অবিকল উদ্ধৃত করি নাই; নিজ ভাষায় প্রয়োজনীয় ঐশ্বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছি। অত্যাশ্চর্য্য শাস্ত্রীয় বচন অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছি। অনেকেই অনেক প্রকার টীকা টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদের সহিত মূল শ্রীমদ্ভাগবত মুদ্রিত করিয়াছেন; অতএব শ্রীকৃষ্ণলালার স্থল অর্থ সকলেই জানেন; সেই জন্ত মূল গ্রন্থের ধারাবাহিক সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ধারাবাহিক ব্যাখ্যা করি নাই। যে যে লীলা অসম্ভব, কদর্য্য বা অশ্রীল বলিয়া প্রথমপাঠেই প্রতীয়মান হয়, সেই সেই লীলা অবলম্বন করিয়া, সম্ভাবনা, উদারতা ও পবিত্রতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তদ্বিষয়ে সর্ব্বলোক-সমাদৃত টীকাকার-চূড়ামণি শ্রীধরস্বামীই আমার প্রধান সহায়; তদ্বিত্ত স্থানে স্থানে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য, সনাতন গোস্বামী, রূপগোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর পদানুসরণ করিতে হইয়াছে। ফলতঃ এই গ্রন্থে যাহা কিছু বিচার ও সিদ্ধান্ত আছে, তাহা উল্লিখিত মহাত্মভাবদ্বিগেরই; কেবল শব্দ-বিশ্বাস আমার।

যদিও ভগবানের বৃন্দাবনলীলা ব্যাখ্যা করাই আমার উদ্দেশ্য, তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণতত্ত্ব দেখাইবার জন্ত গোলোকলীলা হইতেই লিখিতে বাধ্য হইলাম। বর্তমান গ্রন্থে ভগবানের রাসলীলা পর্য্যন্তই বিবৃত হইল; তাহাও সংক্ষেপে লিখিয়াছি; যদি সজ্জনগণের সাহুস্রাগ অভিপায় বুঝিতে পারি, এবং আমার পরমায়ু থাকে, তবে এই গ্রন্থ আবার বিস্তারপূর্ব্বক পরিবদ্ধিত করিয়া, অত্যান্ত লীলার সহিত প্রকাশ করিব; ইহা কেবল আপাততঃ আদর্শস্বরূপ সজ্জনসমাজে অর্পিত হইল।

গ্রন্থখানি প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিয়াছিলাম; পরে অনেকের সান্তিশয় অনুরোধে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে হইল; কিন্তু গ্রন্থের বঙ্গাংশ সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ নহে। বাঙ্গালা পাঠ করিয়া সংস্কৃত বুঝিবার সুবিধা হইবে না। সংস্কৃত অংশ অপেক্ষা বঙ্গাংশে অনেক অধিক কথা লিখিতে হইয়াছে; সুতরাং যাহারা সংস্কৃত জানেন, তাঁহাদিগকেও বাঙ্গালা পাঠ করিতে অনুরোধ করি; পরন্তু যাহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

সম্প্রতি দ্রব্যাসামগ্রী ঘেরূপ হুন্দুল্য, তাহাতে এই গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিব, আমার এক্ষণ আশা ছিল না; কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ছিল। তাঁহারই অমোঘ ইচ্ছার তাঁহারই পরম ভক্ত ব্রহ্মজীবর শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র চৌধুরী তদীয় স্বর্গ্য পিতা ৬ উপেন্দ্রমোহন চৌধুরীর স্বরণার্থে গ্রন্থ মুদ্রাকনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্বর্গীয় ৬ উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী একজন আদর্শ পুরুষ। তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও অভিমানশূন্য, বিষয়-কর্ম্মের সংসর্গে থাকিয়াও ঐকান্তিক ভগবন্তক এবং পরোপকারের নিমিত্ত মুক্তহস্তে ধনবষণ করিয়াও অনামলুক ছিলেন। পিতৃগুণালঙ্কৃত ওকুণ্ণবয়স্ক শ্রীমান্ সতীশচন্দ্রের এই স্মৃৎসং সদগুণে তাহার স্বভাব-সমুজ্জল পিতৃনামই

উজ্জলতর হইয়া উঠিল। যে মঙ্গলময় পুরুষ তাঁহাকে এইরূপ সংকার্য্যে প্রব-
 ত্তিঃ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার মঙ্গল বিধান করিবেন; আমার আশীর্বাদ
 বাহ্যমাত্র। এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, যদিও শ্রীমান্ সতীশচন্দ্রের
 কল্যাণেই আমার এই শুভ উদ্ভূত সফল হইল, তথাপি আমার পুত্রকল্প
 প্রিয়তম শিষ্য শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষালের সৰ্ব্বতোমুখ প্রবক্তব্যতিরেকে,
 আমি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। তাঁহার প্রতি নৈমিত্তিক
 আশীর্বাদ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমি তাঁহার
 নিত্যআশীর্বাদক।

বিজ্ঞাপ্য-বিষয়ক সকল কথাই বিজ্ঞাপন করা হইল; কেবল শ্রম-
 সফল্যের কথা অবশিষ্ট আছে। প্রায় সকল গ্রন্থকারই বিজ্ঞাপনের শেষে
 লিখিয়া থাকেন, “পাঠকবর্গের সন্তোষ বা কিঞ্চিৎ উপকার হইলেই শ্রম
 সফল বোধ করি”। কিন্তু আমার সে কথা লিখিবাব প্রয়োজন নাই; কারণ
 যাহার লীলা আলোচনা করিলে ভবশ্রমও বিশ্রাম পায়, আমি সেই
 পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র লীলাই আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং
 আমার শ্রম সফল হইয়াছেট। ইতি

১৩২৫
 ২২শে জ্যৈষ্ঠ

}

শ্রীনীলকান্ত দেবশৰ্ম্মণঃ।

—

শুদ্ধিপত্রম

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৮	১০	স্বস্বরূপেণ	স্বস্বরূপেণ
২০	৯	স্বাংশান্	স্বাংশান্
২৫	১২	নেদিতাঃ	নোদিতাঃ
২৯	১৪	সূ চতং	সূচিতং
৩৫	৭	ঋতো	ঋতো
৪৪	১৬	সভাম্	সতাম্
৫৮	৩	চোরোহহং	চোরোহহং
৬৪	৭	অমুশৈব	অমুশৈব
৮১	১৪	বু ঠৈ	বু ঠৈ
৮২	৭	হ্রস্বতাম্:	হ্রস্বতাম্
৮৫	৭	সম্মতঃ	সম্মতঃ
১০৫	২	কণি	কণি
১৩৫	৬	চালয়িতুং	চালয়িতুং
১৫৪	৩	সমুৎস্রকা	সমুৎস্রকাঃ
১৬৮	৮	সদ্রত	সদ্রতা
ইহা ভিন্ন বাঙ্গালায়			
৫৯	১৬	ভবৎ	ভগবৎ

শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্ ।



গোলোক-লীলামৃতম

✽ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

যমাশ্রয়ং সমাশ্রিতা নরো নৈতি যমাশ্রয়ম্ ।

তমাশ্রয়ে হৃদা কৃষ্ণং ন বাঞ্ছান্ততমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

মনোহরং তে দিদৃক্ষা চেৎ কালং বৃথৈব মা কর ।

সত্বরং কৃষ্ণপাদাজ-মধু কিঞ্চিৎ সমাহর ॥ ২ ॥

কৃষ্ণপ্রেমসুধোন্মত্তং কৃষ্ণপ্রেমৈক-জীবনম্ ।

কৃষ্ণতদৈক-বেদ্যরং কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ৩ ॥

সবিগ্রহ স্রব্রহ্ম শ্রীবংশীবদনং শ্রয়ে ।

সুধাসান্দি-সমুদগীত-সম্মোহিত-জগন্ময়ম্ ॥ ৪ ॥

প্রচোদিতা পুরা যেন বাণী বেদস্বরূপিণী ।

বিধেমুখাদ্ বিনয়ীতা বাসুদেবঃ স মে গতিঃ ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণ গোলোক-পতিঃ কৃষ্ণো নরঃ কাহং ধরাচরঃ ।

দুরাশা মাং সুদুর্বেবাধং দুর্গমার্গং নিনীষতি ॥ ৬ ॥

ভক্ষ্যাতাবোহথবা ন স্যা-দুচ্ছিষ্ট-ভোজিনঃ কচিৎ ।
পূর্বসূরিগণোচ্ছিষ্ট-ভুজো মে ভাবনা কুতঃ ॥ ৭ ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈধৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ৮ ॥

গোলোকে রাজতে নিত্যং ভগবানখিলেশ্বরঃ ।
শ্রীরাধা-বল্লভঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥ ৯ ॥

“আনন্দচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভি যএব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” ১০ ॥

অনেন বুধ্যতে ব্রহ্ম-সংহিতা-বচনেন হি ।
নিত্যং বিরাজতে কৃষ্ণো গোলোকএব চিন্ময়ে ॥ ১১ ॥

এতৎ সবিস্তরঞ্চাস্তি গোপালতাপনী-শ্রুতৌ ।
দ্রষ্টব্যং তদ্দিদৃক্ষা চেৎ কস্যাচিদপি জায়তে ॥ ১২ ॥

গোলোকো লোক্যতে লোকৈর্নানেন চর্ম্মচক্ষুষা ।
জ্ঞানাজ্ঞানপরীতেন প্রেমেনেত্রেণ দৃশ্যতে ॥ ১৩ ॥

পদং তৎ পরমং বিষ্ণোঃ পশ্যন্তি সূরয়ঃ সদা ।
দিবীব বিস্তৃতং চক্ষুঃ স্পর্শমিত্যাহ চ শ্রুতিঃ ॥ ১৪ ॥

ঐতাবত্র চ “তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদ”মিত্যপি ।

অতীন্দ্রিয়-চিদাকার-ভগবদ্ধাম-সূচকম্ ॥ ১৫ ॥

পদং যস্য স বিষ্ণুঃ হি সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

যৎ পদং তদ্বৎসং ধাম তদীয়ং সূরিগোচরম্ ॥ ১৬ ॥

পার্থং প্রত্যেবমেবোক্তং শ্রীমন্তগবতা স্বয়ম্ ।

চন্দ্রসূর্যাদ্যভাস্যত্বং স্বধাম্নশ্চিন্ময়স্ত হি ॥ ১৭ ॥

“ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাক্ষো ন পাবকঃ ।

যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” ১৮ ॥

অনন্তং তচ্চ তদ্ধাম চৈতন্যানন্দসদৃশম্ ।

স্বভাসা সর্ববমাবৃত্তা প্রপঞ্চাদ্রাজতে বহিঃ ॥ ১৯ ॥

অনন্তভগবদভূতে-ব্রহ্মাণ্ডং পাদমাত্রকম্ ।

মায়াপারে ত্রিপাদভূতি-রনন্তেতি ঐতৈর্বচঃ ॥ ২০ ॥

স্বয়ং ভগবতাপ্যুক্তং কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে ।

“বিস্তৃত্যাহমিদং কুৎস-মেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥” ২১

ব্রহ্মাণ্ডং পৃথগন্তীতি তস্ত্র নানন্ততা-কৃতিঃ ।

তদ্ধাম চিন্ময়ং বিশ্বং তন্ময়ং বৈকৃতং যতঃ ॥ ২২ ॥

ফেনাদিকং যথা বার্থো ভাসতে বারিবৈকৃতম্ ।

চিদকৌ ভাসতে বিশ্ব-মিদং তদ্বৈকৃতং তথা ॥ ২৩ ॥

ଚିଦାଲୋକମୟସ୍ତାସ୍ତ୍ର ନାନ୍ତଃ କଞ୍ଚନ ଭାସକଃ ।

ସ୍ବଭାସା ଭାସତେ ଶସ୍ବଦ୍ ଗୋଲୋକଃ ସ୍ବପ୍ରକାଶକଃ ॥ ୨୪ ॥

କ୍ରିବଣାର୍ଥୋ ହି ଗୋ-ଶବ୍ଦୋ ଲୋକୋ ଭୁବନଯୁଚ୍ୟତେ ।

ଅତୋ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟଃ ଧାମ ଗୋଲୋକ ଇତି ଗୀୟତେ ॥ ୨୫ ॥

ତତ୍ତ୍ଵ ଜ୍ଞାନମୟଃ ଜ୍ୟୋତି-ର୍ନାଗ୍ନେୟଃ ନଚ ଭାନବମ୍ ।

ସ୍ବରୂପେନୈବ ଚିଦ୍ରୂପଃ ଭଗବନ୍ନାମ ଶାଶ୍ବତମ୍ ॥ ୨୬ ॥

ସକଳଂ ଚିନ୍ମୟଃ ତତ୍ର ନ କିଞ୍ଚିଦପି ଭୌତିକମ୍ ।

ମାୟାଶୃଙ୍ଗ-ବିହୀନସ୍ତା-ଦମିତ୍ରଂ ସର୍ବବଦାତ୍ମଧ୍ୟମ୍ ॥ ୨୭ ॥

କାଳାନଧିକୃତସ୍ତାତ୍ତ୍ଵ ଯତ୍ତ୍ଵାଭାବବିକୃତିର୍ନାହି ।

ଐକରୂପ୍ୟଂ ସଦା ତତ୍ର ଶାନ୍ତିରପ୍ୟନପାୟିନୀ ॥ ୨୮ ॥

ବିରତୋ ଶେଷସୂତ୍ରସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦରୈଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶିତା ।

ପୁରା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାହୁକ୍ତା ଭାଷ୍ୟକୃଦ୍ବରୈଃ ॥ ୨୯ ॥

ଅସ୍ମାଭିରପି ତତ୍ତ୍ଵେତ୍ତତଂ ବଚୋହନୃଦ୍ୟ ସ୍ବଭାଷୟା ।

ଦର୍ଶ୍ୟତେ ସ୍ବଧ୍ବବୋଧାୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ୟସମ୍ମାନ-ଭାର୍ଗବତଃ ॥ ୩୦ ॥

“ଅସ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୋ ଲୋକଃ ପ୍ରବିଷ୍ଟୀର୍ଣଃ ପ୍ରଜାପତେଃ ।

ଐରନ୍ୟଦାୟମାଭାତି ସରୋ ଯତ୍ରାର୍ଣବୋପମମ୍ ॥ ୩୧ ॥

ଅନ୍ୟଥଃ ସୋମବର୍ଷୀଚ ଯତ୍ର ଭାତି ନିରସ୍ତରମ୍ ।

ରାଜତେ ବ୍ରହ୍ମାଣୋ ବେଶ୍ୟ ଯତ୍ରାଚ ଶ୍ରୀମଦୁର୍ଜ୍ଜିତମ୍ ॥” ୩୨ ।

জ্যোতির্ময়োহস্তি লোকশ্চেৎ শ্রীতঃ প্রজাপতেরপি ।
প্রজাপতিপতেলোকো নাস্ত্যতি কো বদেদ্ বুধঃ ॥ ৩৩ ॥

গীতায়াং পরমং ধাম শ্রুত্যাঞ্চ পরমং পদম্ ।
পদদ্বয়ং সমার্থং হি ভগবদ্ভুবন-প্রমম্ ॥ ৩৪ ॥

তত্র পূর্ণঘড়ৈশ্বর্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণো নিখিলেশ্বরঃ ।
স্বাভিন্নৈঃ স্বজনৈঃ সার্কং স্বানন্দমুপসেবতে ॥ ৩৫ ॥

ঘনহং তনুমবধু ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রসম্মতম্ ।
গীতাস্থ-ভগবদ্বাক্যং মানমস্তি শ্রুতাবপি ॥ ৩৬ ॥

“ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহ-মমৃতস্তাবায়স্তু চ ।
শাস্ততস্তু চ ধর্ম্মস্য সুখশ্চৈকান্তিকস্তু চ ॥” ৩৭ ॥

ঘনীভূতমহং ব্রহ্ম ব্যাখ্যেতি তত্র বিদ্যতে ।
প্রতিষ্ঠাশব্দমাশ্রিত্য শ্রীধরস্বামিভিঃ কৃতা ॥ ৩৮ ॥

গায়ত্র্যামপি ‘দেবস্য’ ‘ভগ’ ইত্য্যন্ত যদ্বচঃ ।
তচ্চাপি ভগবন্মূর্ত্তি-সূচকং বুধ্যতে স্ফুটম্ ॥ ৩৯ ॥

ভগবদেন যল্লক্ষ্যং তত্তেজো ব্রহ্ম নিশ্চিতম্ ।
যস্তু ভগঃ স লক্ষ্যশ্চ দেবশ্চেতি পদেন হি ॥ ৪০ ॥

তেজস্তেজসিনোরৈকো দোষোহন্যোহ্যশ্রয়ী ভবেৎ ।
অতশ্চ ভগবান্ মূর্ত্তঃ প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মণো ব্রুবম্ ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মাণো দেবভাসহং গায়ত্র্যন্তমতিস্ফুটম্ ।

কৃষ্ণাভিপ্রায়কং ব্রহ্ম-সংহিতায়াং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪২ ॥

“যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-

কোটিষশেষ-বসুধাদি বিভূতি-ভিন্নম্ ।

তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনস্তমশেষভূতং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” ৪৩ ॥

“আচার্য্য-বুদ্ধি-বিদ্যাভিঃ কোহপ্যাত্মানং ন পশ্যতি ।

স্বাং তনুং দর্শয়েদাত্মা স্বয়ং যন্তু স পশ্যতি ॥” ৪৪ ॥

স্ফুটমস্তি শ্রুতৌ তত্র তমুশকস্ততো ধ্রুবম্ ।

ঘনং তমুশকঞ্চ চিৎস্বস্থাপি বিদ্বতে ॥ ৪৫ ॥

ঘনংঃ দ্বিবিধং লোকে দৃশ্যতে সকলৈরপি ।

অপর্যাপেক্ষি তত্রৈক-মনন্যাপেক্ষি চাপরম ॥ ৪৬ ॥

যথা জলং মৃদায়ুক্তং ঘনং সৎ পিণ্ডতামিয়াৎ ।

স্বয়মেব ঘনীভূতং কুরুকশ্চ ভবেৎ পুনঃ ॥ ৪৭ ॥

তথা চিদাত্মকং ব্রহ্ম বিদ্বং স্তাদ্ গুণসংযুতম্ ।

স্বয়ৈধেব ঘনীভূতং ভগবদ্-বিগ্রাহো ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

সূক্ষ্মমূর্ত্তিঃ বিশিষ্টঃ বহুরূপিত্বমিচ্ছয়া ।

অস্তাঙ্কিশক্তিমন্তর্য্য ত্রিদশানাং শ্রুতীরিতম্ ॥ ৪৯ ॥

তত্ত্বচ্চ ভাষ্যকৃৎবৈর্যোঃ সূত্রভাষ্যে সমর্থিতম্ ।
 অচাল্যমুক্তিমানাভ্যাং দ্রষ্টব্যং তদবুভুৎসুভিঃ ॥ ৫০ ॥

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ-বিষ্ণোর্য্যোতির্নয়ং বপুঃ ।
 স্পর্শমুদীরিতং শ্রুত্যা দর্শ্যতে তৎ স্ভাষয়া ॥ ৫১ ॥

“হিরণ্যশ্মশ্রুদিত্যে হিরণ্যকেশ এষ সঃ ।
 আনখাগ্র-স্ববর্ণাভো দৃশ্যতে জ্যোতিরাত্মকঃ ॥” ৫২ ॥

অপকীর্ত্তভূতোখাঃ সুরাণাং সূক্ষ্মবিগ্রহাঃ ।
 সম্ভবন্তি চ সৌরশ্চ বিষ্ণো-শ্চিদ্বিগ্রহস্তদা ॥ ৫৩ ॥

অবিচিন্ত্যপ্রভাবশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্তাখিলাত্মনঃ ।
 আনন্দঘনমুক্তিহে ন কশ্চিদ্ বিস্ময়ো ধ্রুবম্ ॥ ৫৪ ॥

বস্তুতো ন বিশেষোহস্তি কৃষ্ণব্রহ্মস্বরূপয়োঃ ।
 সরূপারূপতায়ান্তু বিশেষো হি প্রকাশতঃ ॥ ৫৫ ॥

যথা শীততরো দৃষ্টঃ করকো হি জ্বলাদপি ।
 কৃষ্ণানন্দস্তথা স্বাদু-তরো ব্রহ্মসুখাদপি ॥ ৫৬ ॥

অতো ভূম্যাদকং তত্র নাস্ত্যেব ভূতপঞ্চকম্ ।
 সচ্চিদানন্দসান্দ্ৰা সা কৃষ্ণমুক্তিরিতি স্থিতম্ ॥ ৫৭ ॥

বাসো-ভূষাদিকং তস্মৈ চিন্ময়ং সর্ববমেব হি ।
 চিদানন্দময়ে দেহে সঙ্গতং চিদ্বিভূষণম্ ॥ ৫৮ ॥

“କୃଷିତ୍ୱବାଚକଃ ଶବ୍ଦୋ ଣଶ୍ଚ ନିର୍ବୃତ୍ତିବାଚକଃ ।

ତୟୋରୈକାଂ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମା କୃଷ୍ଣ ଇତ୍ୟାଭିଧୀୟତେ ॥” ୫୯ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣନାମୋହନ୍ତି ନିରୁକ୍ତିଃଶାସ୍ତ୍ରତଃ ସ୍ଫୁଟମ୍ ।

ଅତ ଆନନ୍ଦରୂପତ୍ଵଂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ନାମତୋହପି ଚ ॥ ୬୦ ॥

ଅତାବୁକ୍ତଂ “ସମେବୈଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମତେ ତେନ ଲଭ୍ୟତେ ।”

ଅତସ୍ତଦ୍ଦର୍ଶନେ ମୂଳଂ ତତ୍କୃପୈବ ହି କାରଣମ୍ ॥ ୬୧ ॥

ଅରୂପମିତି ଯଦ୍‌ବେଦେ ପୁରାଣେହପି ଚ ଦୃଶ୍ୟତେ ।

ପ୍ରାକୃତାକାର-ରାହିତ୍ୟ-ମଭିପ୍ରେତ୍ୟ ତଥୋଦିତମ୍ । ୬୨ ॥

ଅଥବା ଭଗବଜ୍ଞେୟାତି ବ୍ରହ୍ମା ସଂ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତମ୍ ।

ତଦଭିପ୍ରେତ୍ୟ ବେଦେ ଚ ପୁରାଣେ ଚ ତଥୋଦିତମ୍ ॥ ୬୩ ॥

ଏକତ୍ର ସ୍ଥିତହୋୟୁକ୍ତ-ମରୂପ-ତମୁଶବ୍ୟୋଃ ।

ଅନ୍ୟଥା ତୁର୍ନିବାରଂ ସ୍ୟାଂ ପରସ୍ପରବିରୋଧିନୋଃ ॥ ୬୪ ॥

“ଅରେ ଦ୍ରଫ୍ଟବ୍ୟ ଆତ୍ମାସା”-ବିତ୍ୟସ୍ୟାଶ୍ଚ ଅତେର୍ଗତିଃ ।

କା ଭବେଦ୍ ଯଦ୍‌ସାବାତ୍ମା ନୀରୂପ ଏବ କେବଳମ୍ ॥ ୬୫ ॥

ଅଶୀର୍ବସ୍ତୁ ଶିରଃପୀଡ଼ା-ବଦେବାନର୍ଥକଂ ତନେଂ ।

ଅତେର୍ବଚଃ କଥଂ ରୂପ-ହୀନୋ ଦ୍ରଫ୍ଟବ୍ୟତାମିୟାଂ ॥ ୬୬ ॥

ଅପାଦୋ ଯାତି ନିସ୍ପାଞ୍ଜି-ଗୃହୀତୀତ୍ୟାଦି ଯଦ୍‌ବଚଃ ।

ଅତାବୁକ୍ତଂ ତଦତ୍ୟସ୍ତ-ମସନ୍ନତଂ ପ୍ରତୀୟତେ ॥ ୬୭ ॥

তত্রাপি চ বিরুদ্ধানাং শব্দানাং কা গতিৰ্ভবেৎ ।

অপ্রাকৃতস্বরূপস্য রূপস্য স্বীকৃতিং বিনা ॥ ৬৮ ॥

নির্বোধে সতি মুখ্যার্থে ন যুক্তা লক্ষণা কচিৎ ।

সবাধো যত্র মুখ্যার্থ-স্তত্রৈব লক্ষণোচिता ॥ ৬৯ ॥

যন্তেচ্ছ্যৈব সঞ্জাত-মসম্ব্যাকার-সংযুতম্ ।

স্ববিশালমিদং বিশ্বং নিরাকারস্ত স স্বয়ম্ ॥ ৭০ ॥

এষ বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিং কথং বা সংস্পৃশেদপি ।

সিদ্ধাস্তোহ ব্রাস্তুশাস্ত্রস্য নির্গতস্য চতুর্মুখাৎ ॥ ৭১ ॥

ন সন্দৃশ্যন্ত তদ্রূপং প্রপঞ্চাস্তর্গতৈর্জনৈঃ ।

শুণসম্বন্ধহীনৈহি তল্লোকস্থৈঃ সূদৃশ্যতে ॥ ৭২ ॥

যথা স্থলস্থিতং বস্তু জলমগ্নো ন পশ্যতি ।

মায়াভীতং তথা রূপং মায়ামগ্নো ন পশ্যতি ॥ ৭৩ ॥

যথা জলে স্থিতং বস্তু পশ্যন্ত্যেব জলেচরাঃ ।

স্থলস্থিতঞ্চ পশ্যন্তি যথৈব চ স্থলেচরাঃ ॥ ৭৪ ॥

তথৈব ভগবদ্রূপং গোলোকস্থঞ্চ চিদঘনম্ ।

পশ্যন্তি চিদঘনাকারা-স্তল্লোকবাসিনঃ পরম্ ॥ ৭৫ ॥

ঐশ্বর্যাপি তদ্রূপং তদন্ত-দিব্যচক্ষুষা ।

অপশ্যদজ্জুনো দূরে আস্তাং ভাগবতী তনুঃ ॥ ৭৬ ॥

ଅତଃଚ ତତ୍କୃପାମୂଳଂ ତଦ୍ଦର୍ଶନମିତି ସ୍ଥିତମ୍ ।

ଶାସ୍ତ୍ରଶ୍ରଦ୍ଧାବତାମତ୍ର ନାସ୍ତି ସନ୍ଦେହ-କାରଣମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଲୋକେହପି ଦ୍ଵିବିଧଂ ରୂପଂ ପରମ୍ପର-ସୁସଂଯୁତମ୍ ।

ସ୍ଥୂଳରୂପଂ ବହିର୍ଦୃଶ୍ୟଂ ଭାବରୂପଂ ତଥାନ୍ତରମ୍ ॥ ୧୮ ॥

ଭାବଂ ବିନା ନହି ସ୍ଥୂଳଂ ତଦ୍ବିନା ଚ ନ ସ କ୍ଵଚିତ୍ ।

ସ୍ଵଚିନ୍ତା-ଚତୁରୈରେତଂ ସୁବୋଧ୍ୟଂ ନ ଚେତରୈଃ ॥ ୧୯ ॥

ସ୍ଥୂଳରୂପଂ ସମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଯତତେ ତତ ଏବ ହି ।

ସ୍ଵବୁଦ୍ଧିଃ ସାଧକଃ ପୂର୍ବଂ ଭାବରୂପୋପଲବ୍ଧୟେ ॥ ୮୦ ॥

ତତଃ ସ୍ଥୂଳଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଭାବମେବ ହି କେବଳମ୍ ।

ଯଦା ସ କ୍ଷମତେ ଢ୍ରୟଂ ତଦୈବ କୃଷ୍ଣ-ଦର୍ଶନମ୍ ॥ ୮୧ ॥

ଯୋ ଦନ୍ତାଦାଦିତଃ ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଦର୍ଶନେ ଯତତେ ଜନଃ ।

ଇତଃ ଭ୍ରୟଂ ତତୋ ନୟଂ ନୟଂ ତସ୍ତୋଭୟଂ ଭବେତ୍ ॥ ୮୨ ॥

ଅଭିମାନେନ ଯାନନ୍ତଃ ଦିଦର୍ଶୟିଷୁରାତ୍ମନଃ ।

ବିକ୍ଷିତଃ ସ୍ଵୟମେବାସୌ ପରବନ୍ଧନ-ତତ୍ପରଃ ॥ ୮୩ ॥

ସ୍ଥୂଳରୂପଂ ପ୍ରାପନ୍ନଂ ସର୍ବଦା ସ୍ଥୂଳମେବ ହି ।

ସୂକ୍ଷ୍ମଂ ସର୍ବଦା ସୂକ୍ଷ୍ମ-ସେଷୋଽସ୍ତି ନିୟମୋ ଧ୍ରୁବଃ ॥ ୮୪ ॥

ଚିତ୍ରସ୍ତୁ ଭଗବଦ୍ଋପଂ ସର୍ବଦୈବୋଭୟାତ୍ମକମ୍ ।

ସ୍ଥୂଳଂଽପି ସ୍ଵସୂକ୍ଷ୍ମଂ ତଂ ସୂକ୍ଷ୍ମଂ ଯୁଗପଦ୍ଵୟମ୍ ॥ ୮୫ ॥

“ন স্থূলঃ স ন সূক্ষ্মশ্চ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ সর্বদা ।
বর্ণহীনঃ সদা প্রোক্তো নিত্যঞ্চ শ্যামসুন্দরঃ ॥” ৮৬ ॥

যুগপদ্ ভিন্নভাবে তত্র মানমসৌ প্রতিঃ ।
কৃষ্ণেহচিস্ত্যমহৈশ্বর্যো ন কিঞ্চিদপি দুর্ঘটম্ ॥ ৮৭ ॥

গোলোককৃষ্ণয়োঃ শশ্ব-দাধারাধেয়তাস্তি হি ।
তথাপি ভগবন্মুতিঃ পরিচ্ছিন্না নহি কচিৎ ॥ ৮৮ ॥

বিশ্বাসকাতরৈরত্র স্মরণীয়মিদং জনৈঃ ।
অচিস্ত্যকারিতা যা সা ভগবন্তস্ত লক্ষণম্ ॥ ৮৯ ॥

জ্ঞানদৃষ্টাবনস্তা শ্রী-মূর্তিঃ প্রেম্নি তু সন্মিতা ।
ভাবভেদেন ভক্তানা-মেকাপি বহুদেয়তে ॥ ৯০ ॥

নিত্যং কিশোর এবাসৌ ভগবানস্তকাস্তকঃ ।
নবীন-নীরদশ্যামঃ স্কুমার-বরাজকঃ ॥ ৯১ ॥

স্বনৎসন্মগ্নিমঞ্জীর-শোভি-পাদ-সরোরুহঃ ।
পুরটাভ-ধটানক-সুপেশল-কটীতটঃ ॥ ৯২ ॥

গলদোলামলামূল্য-বনমালা-বিভূষিতঃ ।
করাজুলি-পরামৃষ্ট-মুরলী-স্বরিতাধরঃ ॥ ৯৩ ॥

সুনাসা-বিলসচ্ছত্র-শ্রীখণ্ড-তিলকাঙ্কিতঃ ।
সুনীল-পেশল-স্নিগ্ধ-কুণ্ডলাবৃত-মস্তকঃ ॥ ৯৪ ॥

ଶିରଃ-ଶୋଭି ବିଚିତ୍ରାଭ-ପିଚ୍ଛଚୂଡ଼ାସମନ୍ବିତଃ ।

ଭୂଷିତୋ ଭୂଷଣେଃ ଶନ୍ଧଃ କେୟୂର-ବଳୟାଦିଭିଃ ॥ ୧୫ ॥

ଭଗ୍ନିତ୍ରୟ-ଯୁତ-ଶ୍ରୀମଦ୍-ବରାଞ୍ଜୋନ୍ମାସିତାଧିଳଃ ।

ଚିତ୍ରପତ୍ର-କୁସୁମାକୀର୍ଣ୍ଣ-କଦମ୍ବମୂଳ-ସଂସ୍ଥିତଃ ॥ ୧୬ ॥

ବାମାଞ୍ଜ-ରାଧିକାଶ୍ଳେଷ-ସୁଧସନ୍ତାର-ସନ୍ତୁତଃ ।

ଚିନ୍ମୟୀଭିଃ କିଶୋରୀଭି-ନିନିମେଷ-ନିରୀକ୍ଷିତଃ ॥ ୧୭ ॥

କୋଟିକନ୍ଦର୍ପଦର୍ପସ୍ମ-ରୂପୋ ନିରୂପମଃ ସ୍ବୟମ୍ ।

ନିଧିଲାନନ୍ଦ-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-କାନ୍ତି-ଶାନ୍ତି-ସମାଶ୍ରୟଃ ॥ ୧୮ ॥

ଇତ୍ୟଂ ସୁଧମୟେ ଧାନ୍ନି ସୁଧସାନ୍ନ୍ଦ୍ରସୁବିଗ୍ରହଃ ।

ସେବିତଃ ଶୋଭତେ ଶନ୍ଧଃ ସ୍ଵସ୍ତେବ ଶକ୍ତିଭିଃ ସଦା ॥ ୧୯ ॥

ତାମାଞ୍ଜ ସର୍ବଶକ୍ତିନୀ-ମୁକ୍ତମା ରାଧିକା ମତା ।

ହ୍ଲାଦିନୀ-ଶକ୍ତି-ସାର-ଶ୍ରୀ-ବିଗ୍ରହା କୃଷ୍ଣଜୀବନା ॥ ୧୦୦ ॥

ସା ରାଧୟତି ତଂ ନିତ୍ୟ-ମାନନ୍ଦ-ସନ-ବିଗ୍ରହମ୍ ।

ରାଧିକେତି ତତ୍ତୋ ନାମ ନିତ୍ୟଂ ତନ୍ତ୍ରା ନ କଲ୍ପିତମ୍ ॥ ୧୦୧ ॥

ବସ୍ତୁତୋ ନିର୍ଘଟ୍ୟା କୃଷ୍ଣଂ ରାଧୟନ୍ତି ନରାଞ୍ଚ ଯେ ।

ଅର୍ହନ୍ତି ରାଧିକା-ନାମ ତେହାପି ନାମ-ନିରୂପିତଃ ॥ ୧୦୨ ॥

କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ରାଃ ପ୍ରଧାନତ୍ବାଂ ପ୍ରେମସାନ୍ନ୍ଦ୍ରହତଞ୍ଚ ତଂ ।

ତସ୍ୟାମେବ ସଦାଋଢ଼ଂ ରାଧିକା-ନାମ ନିଶ୍ଚିତମ୍ ॥ ୧୦୩ ॥

সর্বত্র পুরুষো ভোক্তা ভোগ্যা প্রকৃতিরৈব চ ।
নির্গীতং নিগমেনৈত-ল্লোকেহপি দৃশ্যতে তথা ॥ ১০৪ ॥

অতশ্চ পুরুষঃ সেব্যঃ প্রকৃতিঃ সেবিকা মতা ।
ততশ্চ পুরুষো রাধ্যঃ প্রকৃতী রাধিকা ধ্রুবম্ ॥ ১০৫ ॥

অতএব সদা কৃষ্ণং রাধয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ।
রাধিকা প্রকৃতিশ্রেষ্ঠা বিশুদ্ধপ্রেমরূপিণী ॥ ১০৬ ॥

তদ্বৃন্তয়শ্চ সেবন্তে তঞ্চ তাঞ্চ সহস্রশঃ ।
রূপিণ্যঃ সাহচর্য্যেণ তস্যাঃ সখ্যা মতা হি তাঃ ॥ ১০৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ সেবিতস্তাভি-র্ষথানন্দং সমশ্নুতে ।
তাসাং তং সেবমানানা-মানন্দস্তচ্ছতাধিকঃ ॥ ১০৮ ॥

পূর্ণানন্দং পুনর্ষৎ তাঃ স্বপ্রেম্মানন্দয়ন্তি হি ।
ভাবুকৈঃ প্রেমিকৈরেব বোধ্যং তন্নাগ্নগোচরম্ ॥ ১০৯ ॥

গোপায়তি সদা বিশ্বং স্বানন্দাংশৈ র্যতো हरिঃ ।
অতো গোপো মতো নিত্যং গোপাস্তচ্ছক্তয়ো মতাঃ ॥ ১১০ ॥

“উপজীবন্তি মাত্রাং হি তস্যানন্দস্য সর্বদা ।
ভূতানি সকলানীতি শ্রুতৌব সমুদোরিতম্ ॥” ১১১ ॥

তস্য তাসাঞ্চ গোলোকে রসাস্বাদঃ পরস্পরম্ ।
সর্বরসাত্ময়ত্বেন রাস ইত্যভিধীয়তে ॥ ১১২ ॥

যত্রানন্দস্ততঃ প্রেম যতঃ প্রেম ততশ্চ সঃ ।

ন হি প্রেম বিনানন্দ-স্তং বিনা চ ন তৎ কচিৎ ॥ ১১৩ ॥

রাধা প্রেমঘনা কৃষ্ণ আনন্দঘন-বিগ্রহঃ ।

যতো রাধা ততঃ কৃষ্ণঃ স যতঃ সা ততস্ততঃ ॥ ১১৪ ॥

রাধাং বিনা ন কৃষ্ণঃ স্যাৎ তং বিনা চ ন সা কচিৎ ।

মন্যমানঃ পৃথক্ তৌ তদ্-বিশুদ্ধহৃদে বিমুহ্যতি ॥ ১১৫ ॥

বুধ্যতে প্রেমিকৈঃ প্রেমা-নন্দয়োঃ প্রণয়ো মিথঃ ।

একং বিনা তয়ো ন স্যাৎ সস্তাপ্যন্তস্য নিশ্চিতম্ ॥ ১১৬ ॥

কৃষ্ণস্তাস্তঃ কচিল্লীনা কচিদ্বা তদ্বহিঃ স্থিতা ।

স্বেচ্ছয়া সেবতে রাধা পরমানন্দ-বিগ্রহম্ ॥ ১১৭ ॥

রাধাকৃষ্ণেতি নামাপি বোদ্ধব্যামেকমেব হি ।

কচিদযুক্তং বিষুক্তংবা চিদ্বিগ্রহৌ তয়োৰ্বথা ॥ ১১৮ ॥

বৎসলাখ্যাস্তথা ভাবা নন্দাদি-নামধারিণঃ ।

মোদন্তে পরমানন্দং সেবমানা নিরন্তরম্ ॥ ১১৯ ॥

সেবন্তে সখিভাবাস্তং শ্রীদামাদ্যাঃ সবিগ্রহাঃ ।

হাস্তক্ৰীড়াদিভিঃ শব্দং শুদ্ধসখ্যাসমুদ্ভবৈঃ ॥ ১২০ ॥

চিৎপাদপাঃ প্রতীক্যাজ্ঞাং চিৎপুষ্পফলমস্তকাঃ ।

নীরবা অভিতঃ শব্দ দাসাইব স্থিতাঃ স্থিরাঃ ॥ ১২১ ॥

দ্রষ্টারো বেদমন্ত্রাণা-মৃষয়ঃ শাস্ত্ৰচেতসঃ ।

স্তবাস্তু বিহগাকারাঃ স্ব-স্বরৈরিব সামভিঃ ॥ ১২২ ॥

স্বরভিধ্বান্নীতিশ্চ বর্দ্ধয়ন্তী স্বপালকম্ ।

স্বসারৈবর্দ্ধধা ভূত্বা চরত্যানন্দ-সদানি ॥ ১২৩ ॥

প্রপঞ্চে প্রথিতা ভাবা যে যে চ মধুরাদয়ঃ ।

সর্বৈ সমূর্তয়ঃ শশ্বৎ সেবন্তে সকলেশ্বরম্ ॥ ১২৪ ॥

আনন্দানুগতাঃ সর্বৈ ভাবাস্তদ্ বুধ্যতে বুধৈঃ ।

মূর্ত্তানন্দমতস্তত্র সেবন্তে ভাবমূর্ত্তয়ঃ ॥ ১২৫ ॥

অবতীর্য্যাবনৌ কৃষ্ণো দীব্যতি শ্বেচ্ছয়া যদা ।

গোলোকস্থান্তুদা সর্বান প্রকাশয়তি তত্র চ ॥ ১২৬ ॥

কৃষ্ণপ্রিয়া তদা রাধা মনোবাক্কায়কস্মৃতিঃ ।

কৃষ্ণং সংসেব্য ভূলোকে কৃষ্ণসেবাং দিশত্যসৌ ॥ ১২৭ ॥

থুৎকৃত্য বিষয়ানন্দং হিত্বা ধনজনাদিকম্ ।

কৃষ্ণপ্ৰীত্যা স্বয়ং প্ৰীতা করোত্যাশ্র-নিবেদনম্ ॥ ১২৮ ॥

শিক্ষাদীক্ষাদিকং সর্ব-মনপেক্ষ্যৈব রাধিকা ।

হিত্বা চ বিধিকৈষ্কর্য্যং প্রেম্না কৃষ্ণং ভজ্যেৎ সদা ॥ ১২৯ ॥

কৃষ্ণো ন লভ্যতে জীবৈ রাধিকানুগতিং বিনা ।

প্রেমলভ্যো যতঃ কৃষ্ণঃ প্রেমাধারশ্চ রাধিকা ॥ ১৩০ ॥

রাধানাম সমুচ্চার্য কৃষ্ণনাম ততঃ পরম্ ।

উচ্চার্যামিত্যুপাদিষ্ট-মতঃ প্রেমবিশারদৈঃ ॥ ১৩১ ॥

তামেবানুগতাঃ সখাঃ সখ্যাস্তস্তা অহনিশম্ ।

সাধয়ন্তি তয়োঃ প্রীতি-মনন্যাসক্তচেতনাঃ ॥ ১৩২ ॥

এষ প্রেমরহস্যজ্ঞৈর্গোপীভাবঃ সমুচ্যতে ।

রাগাত্মিকা চ যা ভক্তিঃ সন্তুজ্জৈর্ভগ্যতে ভুবি ॥ ১৩৩ ॥

গোপীভাবং সমাশ্রিত্য যে কৃষ্ণং সমুপাসতে ।

গোপীভাবেন তে কৃষ্ণং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৪ ॥

ভাবানুরূপমাপন্য রূপং শুদ্ধচিদাত্মকম্ ।

স্বখমূর্ত্তিং সমাশ্লিষ্য মোদন্তে চিরনিবৃত্তাঃ ॥ ১৩৫ ॥

ইত্থং স্তম্ভময়ে ধাম্নি স্তম্ভানন্দ-স্তবিগ্রহঃ ।

গোপীভিঃ প্রেমরূপাভিঃ স্তম্ভং সেবতে हरिঃ ॥ ১৩৬ ॥

চিক্রান্নি চিদঘনা নিত্যং শোভন্তে সর্ববিগ্রহাঃ ।

ভাসমানা জলাত্মানো জলে জলোপলা ইব ॥ ১৩৭ ॥

যে শতগুণিতানন্দা তৈরিরীয়ে উদারিতাঃ ।

সর্ববৈধামাশ্রয়ন্তেবাং কৃষ্ণং আনন্দরূপধৃক্ ॥ ১৩৮ ॥

যদানন্দময়োহভ্যাস-দ্বিতি ব্যাসেন সূত্রিতম্ ।

ব্রহ্মণো রূপমানন্দ ইতি যচ্চ শ্রুতৈর্বচঃ ॥ ১৩৯ ॥

অর্থ এব তয়োৰ্ভাতি গোলোকে ভগবান্ স্বয়ম্ ।

যন্তানন্দস্ত মাত্ৰাং হি ব্রহ্মাণ্ডমুপজীবতি ॥ ১৪০ ॥

তদ্রূপং ভাবুকৈৰ্ভাব্যং প্রেমিকৈঃ প্রাপ্যমেব চ ।

রস্ৰুঞ্চ রসিকৈঃ শব্দ-দিতরৈর্ন সুরৈরপি ॥ ১৪১ ॥

তদানন্দ-ঘনে রূপে সংলক্ষে চ ধূতে হৃদি ।

পরিষ্বস্তে চ নির্বাণ-মুক্তিশ্চাপি তৃণায়তে ॥ ১৪২ ॥

প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মণঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

তসৈব দীপ্তিতি ব্রহ্ম জগদ্ধেতুরিতি স্থিতম্ ॥ ১৪৩ ॥

চিদ্গোলোক-বিহারিণং জলধরশ্যামং ত্রিভঙ্গং সদা

সচ্চিদ্রূপীতধটীলসংকটিতটং চিদভূষণোদ্ভাষিতম্ ।

চিশুঞ্জীরলসংপদং প্রবিলসচ্চিদ্বেণুনদ্ধাধরং

চিৎপিচ্ছাঘ্নিতমস্তকং স্মর মনঃ শ্রীরাধিকাবল্লভম্ ॥ ১৪৪ ॥

ব্রহ্মণোহপি প্রতিষ্ঠায়াং কৃষ্ণে চিদ্ধামচারিণি ।

ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাস্বতঃ সতাম্ ॥ ১৪৫ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্থামিনা বিরচিতৈ

শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতে গোলোকলীলামৃতম্ ।

অবতার-লীলামৃতম্ ।



গোপালং স্ব-স্বরূপেণ নমামি নতমস্তকঃ ।

গোপালং স্বাংশকৈঃ শশ্ব-দবতারৈশ্চ ভূরিভিঃ ॥ ১ ॥

“যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্য গ্লানিৰ্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধৰ্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ২ ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥” ৩ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্বাক্য-মবতার-প্রমাণকম্ ।

অবতারাস্ততঃ কালে ভবন্ত্যেবেতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪ ॥

কচিদংশেন শক্ত্যা বা কলয়াবতরেৎ কচিৎ ।

নাবতরেৎ অয়ং কৃষ্ণঃ স্বস্বরূপেণ সৰ্ববদা ॥ ৫ ॥

সোহবতরেৎ সমালোচ্য কার্যলাঘব-গৌরবে ।

অতএবাবতারাণাং তারতম্যং বিনিশ্চিতম্ ॥ ৬ ॥

গুণাবিস্তীৰ্ণদংশা য়ে বিধি-বিষ্ণু-মহেশ্বরঃ ।

সূক্ষ্মা গুণাবতারান্তে সৃষ্টি-স্থিত্যন্তকারিণঃ ॥ ৭ ॥

মৎস্য-কূৰ্মাদয়ো য়ে চ লোকাভীত-বলান্বিতাঃ ।

মতা অংশাবতারান্তে কালে কালে ভবন্তি হি ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণানন্তশক্তিীনা-মাশ্রিত্যৈকতমাং পুনঃ ।

নরা এবাবতারেধু গণ্যন্তে কপিলাদয়ঃ ॥ ৯ ॥

সর্বকর্ম্য-সমাধানং সঙ্কল্পেনৈব যদ্যপি ।

সিধ্যৎ তস্য তথাপীদং লীলামাত্রমহৈতুকম্ ॥ ১০ ॥

লোকবন্তু (হরে) লীলা-কৈবল্যমিতি সূত্রিতম ।

ব্যাসেনাপ্যখিলজ্ঞেন হেতুস্তরমপশ্যতা ॥ ১১ ॥

অবতারা হৃসঙ্কেয়াঃ শাস্ত্রোক্তমিতি যদ্ বচঃ ।

সত্যমেব যতো জীবাঃ সর্বৈ তচ্ছক্তি-সম্ভূতাঃ ॥ ১২ ॥

“বহু ভূত্বা জনিষ্যেহহ”-মিতি যচ্চ শ্রুতৈর্বচঃ ।

তেনাপি সূচ্যতে সর্ব-ভূতানামবতারতা ॥ ১৩ ॥

অত্যল্প-শক্তিযুক্তত্বাৎ পশু-পাক্ষ-নরাদয়ঃ ।

অবতারেষু গণ্যন্তে ন সর্বৈহপি কদাচন ॥ ১৪ ॥

একাপি রাজতী মুদ্রা ধনমেব ন সংশয়ঃ ।

তদ্বস্তুস্ত বদেৎ কো বা ধনীতি ধরণীতলে ॥ ১৫ ॥

ধনাধিক্যাধিকারী তু ধনীতি ধবন্ততে জনৈঃ ।

অবতারাস্ততস্তে যে প্রভূত-শক্তি-শালিনঃ ॥ ১৬ ॥

বস্তুতস্ত স এবৈকো বহু সম্ভূয় দীব্যতি ।

আত্মৈব চাত্মনা সার্ক-মাঅন্তেবাত্মসাধনঃ ॥ ১৭ ॥

স্বমায়য়া মোহয়িত্বা স্বাংশানৈব পুনশ্চ তান্ ।
 স্বাংশৈরেব সদা জীবান্ পরিত্রাতি কৃপাপরঃ ॥ ১৮ ॥
 স্বতৃপ্তানপি সঃ স্বাংশান্ সংপীড্য ক্ষুধয়া ভৃশম্ ।
 স্বাংশৈরেবান্ন-ভূতৈশ্চ তৎপীড়াং হি চিকিৎসতি ॥ ১৯ ॥
 চিন্ময়ানপি স্বস্ত্রাংশান্ ধৰ্ময়িত্বা পিপাসয়া ।
 স্বাংশেন জলরূপেণ তর্পয়তি পুনশ্চ তান্ ॥ ২০ ॥
 স্বাংশেনৈব ভিষগ্ভূত্বা স্বাংশেনৈব চ রোগিণঃ ।
 স্বাংশানৈব সদা জীবান্ স্বয়মেব চিকিৎসতি ॥ ২১ ॥
 এবং দুঃখশতৈর্জীবান্ স্বাংশান্ স্তম্ভয়ানপি ।
 সংযোজ্য চ পুনঃ স্বাংশৈ-রাশ্বাসয়তি তান্ সদা ॥ ২২ ॥
 এতেষামপি দুঃখানাংবিদ্যা মূল-কারণম্ ।
 তস্তা অপি প্রতীকারো-পায়ং স কৃত্বান্ প্রভুঃ ॥ ২৩ ॥
 স্বনিশ্বাসাত্মকং বেদ-মুৎপাদ্য ব্রহ্মণো মুখাৎ !
 স্বাংশেনৈব গুরুভূত্বা নিজাংশান্ শিক্ষয়তাসৌ ॥ ২৪ ॥
 তদৰ্থং হৃদি সঙ্কার্যা সসরূপং স্মরন্ পুনঃ ।
 অবিদ্যাদূঢ়বন্ধোহপি জীবো বন্ধাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
 কৰ্ম্মপ্রবণয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞানপ্রবণয়া তথা ।
 প্রেমপ্রবণয়া চৈব বেদপাঠস্তিথ্যমতঃ ॥ ২৬ ॥

সমানাচার্য্য-শিষ্যাণা-মপি বুদ্ধি-প্রভেদতঃ ।

ভাবানুরূপবেদার্থঃ প্রতিভাতি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৭ ॥

কশ্মিণঃ স্বর্গলাভায় যজন্তে দেবতা মথৈঃ ।

লভন্তে তৎ স্তুত্বং ক্ষুদ্রং জায়ন্তে চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানিনো ব্রহ্মসায়ুজ্য-মিচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি চ ।

তেষাস্তু স্তুত্বলিপ্সুনাং স্বসন্তাপি বিনশ্যতি ॥ ২৯ ॥

তন্ন তন্নেতি চিন্তন্তঃ প্রেমিকাস্তু সবিগ্রহম্ ।

পরমানন্দমীক্ষন্তে নিগূঢ়ং নিগমাস্তুরে ॥ ৩০ ॥

তমেব সেবমানাস্তে দেহান্ হিহা চ পার্থিবান্ ।

সংলভন্তে চ তৎসেবাং গোলোকে চিৎশরীরিণঃ ॥ ৩১ ॥

এতাবদ্ভাগাবস্তোহি সাধকা নাধিকাঃ ক্ষিতে ।

তেষাং তদ্ বিরলত্বঞ্চ ভগবানুক্রবান্ স্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥

“মনুষ্যাণাং সহশ্রেয়ু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিদ্ভ্যাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥” ৩৩ ॥

সাধনানাং কঠোরত্বে চাস্তি শ্রীভগবদ্বচঃ ।

অর্জুনং প্রতি যৎ প্রোক্তং কুরুপাণ্ডব-সংযুগে ॥ ৩৪ ॥

“ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্জলতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তুর্কিং লভতে পরাম্ ॥” ৩৫ ॥

স্বপ্রাপ্তে রতিগৃঢ়ত্ব-সর্বসদগতি-শেষতে ।

উপদিষ্ট্যার্জুনং কৃষ্ণঃ স্নোপদেশং সমাপয়ৎ ॥ ৩৬ ॥

“সর্ববিশুদ্ধতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইচ্ছোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৩৭ ॥

“মম্মনা ভব মদন্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥ ৩৮ ॥

“সর্ববন্ধস্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ॥ ৩৯ ॥

“ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।

ন চাশুশ্রমবে বাচ্যং নচ মাং যোহভ্যসূয়তি ॥” ৪০ ॥

স্বগৃঢ়ং দুর্লভং বস্তু নাপ্যতে সকলৈঃ সদা ।

আপ্যতে চ শুভাদৃষ্টাৎ কদাচিদেব কেনচিৎ ॥ ৪১ ॥

নাবির্ভবতাতঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রতিচতুর্য়ুগম্ ।

নাবিকরোতি লোকেহস্মিন্ স্বসেবামতি-দুর্লভাম্ ॥ ৪২ ॥

বৈবস্বত-মনোঃ প্রাপ্তে চাক্ষাবিংশ-চতুর্য়ুগে ।

দ্বাপরাস্তে স্বয়ং কৃষ্ণঃ রূপয়াবির্ভবত্যসৌ ॥ ৪৩ ॥

শিক্ষয়েচ্চেৎ স্বসেবাং হি স্বয়ং সূষ্ঠু ভবেত্তদা ।

একস্য শ্রাৎ কথং প্রীতিঃ কোহপরো জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ৪৪ ॥

নিত্যসিদ্ধানতঃ কৃষ্ণঃ স্বস্বরূপান্ স্নহজ্জনান্ ।
প্রপঞ্চঃ প্রকটীকৃত্য স্বসেবাং শিক্ষয়ত্যসৌ ॥ ৪৫ ॥

আত্মনোহনস্ত-শক্তিৎ শ্রুতু্যক্তং ব্রহ্মলক্ষণম্ ।
প্রকাশয়তি মাধুর্য্যং ভগবল্লক্ষণঞ্চ সঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণো নাবতারস্ত ভগবান্ স্বয়মেব সঃ ।
সর্বাবতার-মূলত্বা-দবতারীতি কথ্যতে ॥ ৪৭ ॥

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
কৃষ্ণতেজোহংশ-সম্ভূতং তত্ত্বং সর্বমিতি স্থিতম্ ॥ ৪৮ ॥

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়হেতু-চতুর্ন্যুখাদ্যা
মৎস্তাদয়োহদ্ভুতবলাঃ কপিলাদয়শ্চ ।
যচ্ছক্তিলেশশরणाঃ প্রভবন্তি সর্বৈ
সর্বৈশ্বরং তমুপযামি জগচ্ছরণ্যম্ ॥ ৪৯ ॥

সর্বাবতার-সংনম্যে কৃষ্ণে ভগবতি স্বয়ম্ ।
ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাস্ততঃ সতাম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতো শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে
অবতারলীলামৃতম্ ॥

জন্ম-লীলামৃতম্ ।

—:::—

সদ্ব্যজ্ঞাতশিশুং বন্দে দুষ্ক-কংস-ভয়ঙ্করম্ ।

স্বশাস্ত-সমচিত্তানাং সাধুনামভয়ঙ্করম্ ॥ ১ ॥

অধুনালোচ্যতে জন্ম-লীলা লীলাবিহারিণঃ ।

অজন্মনোহপি সন্তুক্ত-গণ-চিত্তসুখপ্রদা ॥ ২ ॥

মন্ত্ৰেণ মানবং কোচ-দস্থিমাংসাদিসংহতম্ ।

বাসুদেবং সদাসন্তং কৃষ্ণমানন্দবিগ্রহম্ ॥ ৩ ॥

চোরলম্পটধৃষ্ঠাদি-কুশকৈদৃষয়ন্তি চ ।

কেচিন্নরবরহেন চান্মুগুহুস্তি পাণ্ডিত্যঃ ॥ ৪ ॥

কেচিচ্চ পণ্ডিতস্মৃতা কল্পয়িত্বা কুরূপকম্ ।

দর্শয়িত্বা অপাণ্ডিত্যং লীলামপলপন্তি চ ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণস্তোম্বরতাং কেচিৎ স্বীকুর্ন্বন্তি পরন্তু তে ।

ঐশ্বরীর্নামুমোদন্তে লীলাসুস্থ স্তুত্বগ্রহাঃ ॥ ৬ ॥

ঐশ্বরোহপি নিরৈশ্বর্য্যঃ কিম্ভূতা বা কিমাস্পদঃ ।

তএব তদ্বিজানন্তি নিরুত্তাপোহনলো যথা ॥ ৭ ॥

অসন্তাবনয়া হেবং পরিভূতা বদন্তি তে ।

সুনির্ম্মলার্শশাস্ত্রাণাং সমিচ্ছন্তি চ তক্ষণম্ ॥ ৮ ॥

বিশ্বাসঃ স্থস্থিরো যেষাং সর্বশক্তিময়েশ্বরে ।

ন হসস্তাবনা তেষু সাবকাশা কথঞ্চন ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মচর্য্যত্রিতৈঃ পূর্বৈব-যোগিভিঃ পরমর্ষিভিঃ ।

ঈশ্বরত্বং নিরাক্ষ্যেব বর্ণিতং শাস্ত্রবিস্তরে । ১০ ॥

রজস্তমঃস্বভাবাস্তু তদ্ব্যাখ্যানে কৃতোত্তমাঃ ।

এতদেব হি শাস্ত্রাণাং দুর্দশা-মূলকারণম্ ॥ ১১ ॥

আত্মোপম্যেন তে সর্বের দিদৃক্ষন্তি পরেশ্বরম্ ।

ন সহস্তু ততস্তস্মৈ চরিতং যদলৌকিকম্ ॥ ১২ ॥

সকথানেতান্ নমস্কৃত্য কৃষ্ণনাম-প্রজল্লকান্ ।

বয়ং ভাগবতাং লীলাং লোচয়ামো যথামতি ॥ ১৩ ॥

রজস্তমঃস্বভাবা হি বয়ঞ্চাপি ন সংশয়ঃ ।

তথাপি ভগবল্লালা-স্বাদ-লোভেন নেদিতাঃ ॥ ১৪ ॥

ত্রিবিধা ভগবল্লালাঃ শাস্ত্রকৃষ্টিনিরূপিতাঃ ।

ত্রিষু ধামসু রাজস্তু ভক্তানন্দপ্রদায়কাঃ ॥ ১৫ ॥

গোলোকনিষ্ঠিতা লীলা তত্রৈকা নিত্যসংস্থিতা ।

আলোচিতা সমাসেন সা পূর্ব্বং বহুবিস্তৃতা ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয়া ভক্তচিস্তস্থা মতা সাধ্যাঙ্গিকা বুধৈঃ ।

ভাগবতেহস্তু তন্মানং শিববাক্যং সতীং প্রতি ॥ ১৭ ॥

“সদ্বৎ বিশুদ্ধং বস্তুদেবশব্দিতং
 যদীয়তে তত্র পুমানপারুতঃ ।
 সশ্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাস্তুদেবো
 হৃদোক্সজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ ১৮ ॥

প্রপঞ্চে প্রকটা চান্ধা যথাকালং বিলোক্যতে ।
 সৈবান্ধাভিঃ সমালোচ্যা সাম্প্রতং ভক্ততৃষ্ণয়ে ॥ ১৯ ॥

তত্রাপি ব্রজলীলৈব সমাস্বাদ্য প্রধানতঃ ।
 যত্রামুরাগঃ স্বস্থানা-মরুচিচ্চ বিকারিণাম্ ॥ ২০ ॥

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
 ইন্দ্রারিব্যাকুলঃ লোকঃ মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥” ২১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতোক্তেন বাক্যেনৈতেন সূচিতম্ ।
 সর্বেশ্বরত্বমক্ষুণ্ণং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব কেবলম্ ॥ ২২ ॥

পুরাণবচনং মানং নেতি বাচ্যং ন যৎ শ্রুতৌ ।
 ব্রহ্মনিশ্চিসিতত্বং তি পুরাণানাং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৩ ॥

“অরে বেদেতিহাসাশ্চ পুরাণাশ্চাখিলানি চ ।
 ব্রহ্মনিশ্চিসিতানী”তি প্রাহ মাধ্যন্দিন-শ্রুতিঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রতিজ্ঞাত-মৈশ্বর্যমসমাধিকম্ ।
 ঋষিণা তস্য কার্যেণ তদেব প্রতিপাদিতম্ ॥ ২৫ ॥

তদেব বিশদীকৃত্য শাস্ত্রযুক্ত্যানুসারতঃ ।

অত্র প্রদর্শ্যতে কিঞ্চিদ্ গুৰ্বনুগ্রহসম্বলৈঃ ॥ ২৬ ॥

“ভূমি-দৃপ্ত নৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতায়ুতৈঃ ।

আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ২৭ ॥

“গৌড়-ভ্রাশ্রমুখী খিল্লা রুদন্তী করুণং বিভোঃ ।

উপস্থিতাস্তিকে তস্মৈ বাসনং স্বমবোচত ॥ ২৮ ॥

“ব্রহ্মা তদুপধার্ষাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ ।

জগাম সত্ৰিনয়ন-স্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥ ২৯ ॥

“তত্র গতা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্ ।

পুরুষং পুরুষ-সূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ ॥ ৩০ ॥

“গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং

নিশম্য বেধান্ত্রিদশানুবাচ হ ।

গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুন-

বিধীয়তামাশু তথৈব মাচিরম্ ॥ ৩১ ॥

“পুত্রৈব পুংসাবধূতো ধরাজ্বরো

ভবন্তিরংশৈর্যদুষু পজন্ত্যতাম্ ।

স যাবদূর্ব্বা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ

স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশচরেদ্ভুবি ॥ ৩২ ॥

“বস্তুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ ।

জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তুমরন্তিয়ঃ ॥” ৩৩ ॥

অসম্ভবমিবাভাতি শ্রুতমাত্রমিদং ধ্রুবম্ ।

কৃতে তু মননে দীর্ঘে নাস্তাসম্ভাবন-ভয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

সবেবষামেব ভাবানা-মন্ত্যধিষ্ঠাতৃদেবতা ।

চিন্ময়ী যৎ শ্রুতিঃ প্রাঙ “তৎসৃষ্টাঃ প্রাবিশচ্চ তৎ ॥” ৩৫ ॥

অতশ্চিৎ যুক্তলৌপ্তিজ্জ-তির্য্যঙ্নরাদিষু স্থিতা ।

সমাপি তারতম্যেন বাহরেন প্রভায়েতে ॥ ৩৬ ॥

যুক্তলাদাবলক্ষ্যাপি তত্র চিদ্ বুদ্ধসম্মতা ।

অতোহন্তশ্চেতনা পৃথ্ৱী মূন্ময্যাপি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

দেবতা সর্বভূতস্থা সর্বং বেদীতি বেদ্বি যঃ ।

অধর্ম্মাৎ স বিভেত্যেব স এব ব্রহ্মবিদ্বত্তঃ ॥ ৩৮ ॥

একাক্ষে যদ্বগা জাতা জাবানাং সর্বমেব হি ।

দৃশ্যতে সর্বদা লোকে খেদয়তি কলেবরম্ ॥ ৩৯ ॥

অঙ্গোপাঙ্গানি পৃথ্ৱ্যা তি নরতির্যাঙ্নগাদয়ঃ ।

নরাদীনামতঃ ক্রেশে পৃথ্ৱ্যাঃ ক্রেশো ভবেদধ্রুবম্ ॥ ৪০ ॥

আত্মজস্বাথবা ক্রেশে পিত্রোঃ ক্রেশো ভবেদ্ যথা ।

তথাঅজ-নরক্রেশে পৃথ্ৱ্যাঃ ক্রেশচ্চ সম্ভবেৎ ॥ ৪১ ॥

বিদিত্বা দৈত্যহৃদাষ্টৈশ্চ কংসাভিঃ কদর্থিতান্ ।
মানবান্ ভগবন্নিষ্ঠান্ কাতরাভূদতো ধরা ॥ ৪২ ॥

অসদঙ্গজদণ্ডেন সদঙ্গজ রিরক্ষয়া ।
শরণং স্ববিধাতারং যযৌ চিদগো-শরীরিণী ॥ ৪৩ ॥

লোকেহপি বিপদাপন্ন-স্তুৎপ্রতীকারদুর্নলাঃ ।
জীবা যান্তি বিধাতারং শরণং মনসৈব হি ॥ ৪৪ ॥

এতচ্চাস্তিক্যবুদ্ধ্যা হি বোদ্ধব্যমাত্মনিষ্ঠয়া ।
বাক্পাণ্ডিত্যাভিমানিন্যা ন স্থলদৃশ্যনিষ্ঠয়া ॥ ৪৫ ॥

চিক্রপান্থর্যামিনৌ চ ধরাধিষ্ঠাতৃদেবতা ।
ধারয়েৎ কামরূপঞ্চ নাদ্ভুতং তৎ কদাচন ॥ ৪৬ ॥

চিক্রান্নি গমনং সূক্ষ্ম-চিদেহশ্চ নচাদ্ভুতম্ ।
নাসম্ভবঃ সমালাপো ব্রহ্মাদি-চৎশরীরিভিঃ ॥ ৪৭ ॥

ধর্ম্মমূলং হি গোজাতি-গোশব্দো ধর্ম্মবাচকঃ ।
গৌরূপেণ তয়া তস্মাৎ সূচতং ধর্ম্মরক্ষণম্ ॥ ৪৮ ॥

ধর্ম্মে সংরক্ষিতে পৃথ্বী ভবেদেব সুরক্ষিতা ।
অরক্ষিতে তথা তস্মিন্ সাপি যাতি চ সংক্ষয়ম্ ॥ ৪৯ ॥

দেবানাং সশরীরত্বং পূর্বমেব প্রদর্শিতম্ ।
শাস্ত্রতো দর্শিতঃ সম্যক্ লোকশ্চাপি প্রজাপতেঃ ॥ ৫০ ॥

রজোগুণাশ্রিতো ব্রহ্মা স্ফৰ্ত্তো তস্মাদধিকারিতা ।
ন রক্ষণে ততো বিষ্ণুং স যযৌ সত্ত্বসংশ্রয়ম্ ॥ ৫১ ॥

যন্তীরে প্রযযৌ ব্রহ্মা নাসাবয়ং পয়োনিধিঃ ।
শুদ্ধসত্ত্বময়ং স্থানং বিশালত্বাৎ তথোদিতম্ ॥ ৫২ ॥

সত্ত্বঞ্চ বস্তুদেবাখ্যং বাস্তুদেব-বিকাশনম্ ।
এতৎ প্রদর্শিতং পূৰ্ব্বং সাধকানাং হৃদন্তরে ॥ ৫৩ ॥

গমনং ব্রহ্মণো যুক্তং দেবৈরিন্দ্রাদিভিঃ সহ ।
তচ্চাপি স্মৃথবোধ্যং হি স্মৃধানাং বিমলাত্মনাম্ ॥ ৫৪ ॥

মনসাভিনিৰ্বিষ্টেন জীবো যদবলম্বতে ।
ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিতা দেবা মজ্জন্তি তত্র নিশ্চিতম্ ॥ ৫৫ ॥

সর্বজীবনিকায়োহসৌ বিধাতা যত্র গচ্ছতি ।
সবিপ্রহাস্তদা দেবা অনুগচ্ছন্তি তত্র তম্ ॥ ৫৬ ॥

ততো বিজ্ঞপ্তিমাশ্রত্য পৃথিব্যা ব্রহ্মণো মুখাৎ ॥
অদূর-ভগবজ্জন্ম-বার্তাং নারায়ণোহব্রবীৎ ॥ ৫৭ ॥

অধ্যাত্মচিন্তয়া চাপি সর্বমভ্যুপগম্যতে ।
স্মৃধানাং স্মৃথবোধায় কিঞ্চিদত্র প্রদর্শ্যতে ॥ ৫৮ ॥

আদৌ তমো রজস্তম্ভাৎ ততঃ সত্ত্বং ততঃ পরম্ ।
ভগবদ্বাক্স-সম্প্রাপ্তি-স্তুতঃ শাস্তিস্তচ্চ শাস্ততী ॥ ৫৯ ॥

“পার্শ্ববাদারুণো ধূম-স্তম্ভাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ ।

তমসস্ত রজস্তম্ভাং সত্ত্বং যদব্রহ্মদর্শনম্ ॥” ৬০ ॥

পৃথ্বী তমঃপরাতুতা ব্রহ্মাণং রাজসং গতা ।

স গতঃ সাত্ত্বিকং বিষ্ণুং স চ কৃষ্ণং গুণাং পরম্ ॥ ৬১ ॥

এতাবতা ন মন্তব্য-মাধ্যাত্মিকী মুনের্মতা ।

ব্যাখ্যেতি চ মৃষেবাসৌ দেবলোকাদি-কল্পনা ॥ ৬২ ॥

দেবানাং দেবলোকানাং ব্যাপারো বস্ততোহস্তি হি ।

জীবদেহগতস্তস্য ভাব আধ্যাত্মিকো মতঃ ॥ ৬৩ ॥

উদ্বাহে বস্তুদেবস্য নাস্তি কিঞ্চিদলৌকিকম্ ।

প্রতীয়তে তু চিত্রেব কংসং প্রত্যশরীরবাক্ ॥ ৬৪ ॥

কদাচিৎ কেনচিৎ স্বপ্নে দৃশ্যতে দেববিগ্রহঃ ।

বদন্তচিরসস্তাবি শুভং বা চাশুভং ফলম্ ॥ ৬৫ ॥

অদৃশ্যবক্তৃকা বাণী জাগরে শ্রয়তেহপি চ ।

বিশ্বাস-কাতরৈঃ কিন্তু গণ্যতে নহি নাস্তিকৈঃ ॥ ৬৬ ॥

বিজ্ঞেয়া দেববাণী সা সত্যার্থৈব ততোহত্র চ ।

ভোজরাজশ্রুতা বাণী নাশ্রদ্ধেয়া কদাচন ॥ ৬৭ ॥

রূপতো নামতশ্চৈব কৃষ্ণস্যানন্দসাম্প্রতা ।

পুরা প্রদর্শিতা সা চ জন্মতো দর্শ্যতেহধুনা ॥ ৬৮ ॥

আবির্ভাবো ভবেত্তস্য সহস্রাশ্চর্য্যবৎ পুনঃ ।

ভক্তদ্বারেণ বা লোকৈঃ প্রতীতো লৌকিকো যথা ॥ ৬৯ ॥

শুদ্ধসত্ত্বাবতারঃ শ্রী-বশুদেবো মহামনাঃ ।

তৎপত্নী দেবকী দেবী সর্ববথা তৎস্বরূপিণী ॥ ৭০ ॥

স্বভাব-কৰ্ম্মরূপাদি-সূচকং নাম মানবাঃ ।

অহিস্ত্যেব তথা প্রায়ো দৃশ্যতে চ ধরাতলে ॥ ৭১ ॥

শব্দিতং বশুদেবেতি বিশুদ্ধং সৰ্বমুজ্জিতম্ ।

ততঃ সৰ্বস্বভাবোহসৌ বশুদেবেতি নামভাক্ ॥ ৭২ ॥

সৰ্ববৃত্তির্মতা ভক্তিৰ্ভক্তিপূর্ণা চ দেবকী ।

ভজতে সা তু তন্মাম সদ্ভক্তপিতৃনামতঃ ॥ ৭৩ ॥

অতঃ সমুচিতৌ তৌ হি ভগবজ্জনকৌ মতৌ ।

ভগবাংশ্চ তয়োরেব পুত্রৌ ভবিতুমর্হতি ॥ ৭৪ ॥

নিত্যশ্চ মিথুনীভাবো বোধব্যো ভক্তিসদ্বয়োঃ ।

পূর্ণোতপি ভগবান্ কৃষ্ণো নিত্যশ্চাপ্যাজ্ঞস্তয়োঃ ॥ ৭৫ ॥

অতস্তয়োৰ্যোরেব ভগবান্ পুত্রতাং গতঃ ।

ভক্তাভিলাষসিদ্ধার্থং ভক্তাধীনঃ স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ৭৬ ॥

বশুদেবঃ সপত্নীকঃ কংসকারাগৃহে বসন্ ।

ভগবন্তং সদা ধ্যায়ন্ ভীতঃ কালমযাপয়ৎ ॥ ৭৭ ॥

নিয়তধ্যাননিষ্ঠস্য নম্ৰষড়াঙ্গজস্য চ ।

বসুদেবস্য হৃদ্যন্তু-রাবিভূতঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ৭৭ ॥

এবং ভাগবতে স্পষ্টং বেদব্যাসেন বর্ণিতম্ ।

উক্তঞ্চ শুকদেবেন সর্ববজ্রভক্তযোগিনা ॥ ৭৮ ॥

“ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়প্রদঃ ।

আবিবেশাংশ-ভাগেন মন আনকছুন্দুভেঃ” ॥ ৭৯ ॥

অত্রাংশভাগশব্দেন তস্যাংশত্বং প্রতীয়তে ।

অনন্যভগবৎস্তু প্রতিজ্ঞাতং মুনীশ্বরৈঃ ॥ ৮০ ॥

তৎস্বয়ং-ভগবৎস্য শাস্ত্রেহভ্যাসোহপি দৃশ্যতে ।

তৃতীয়াত্র ততো জ্ঞেয়া সহার্থৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৮১ ॥

গীতা-পঞ্চদশাধ্যায়া-ষট্‌দশশ্লোকবর্ণনে ।

তথৈবাত্মাষিতঃ শ্লোকঃ শঙ্করৈর্ভাব্যকৃদ্বৈঃ ॥ ৮২ ॥

আনন্দগিরিণা তেষাং সম্ভাষ্যং বিশদীকৃতম্ ।

অতঃ কৃষ্ণস্য পূর্ণত্বং নির্বিবাদং স্ননিশ্চিতম্ ॥ ৮৩ ॥

সংসারস্তাবতারোহসৌ কংসোহতীব দুর্মাশয়ঃ ।

নিত্যঞ্চ ভগবদ্বেষী স্ববিলাস-পরায়ণঃ ॥ ৮৪ ॥

তস্য কারাগৃহে রুদ্ধ-স্তস্মাদ্ ভীতশ্চ যো নরঃ ।

ষট্‌পুত্রনাশ-নির্বিল্লো হরিং পশ্যেৎ স এব হি ॥ ৮৫ ॥

ଅତ୍ର ପୌରାଣିକୀ ବାର୍ତ୍ତା ବିଦ୍ରୁତେ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ।
 ସାମାଲୋଚ୍ୟ ସମୁଦ୍ଧାସଃ ସାଧକାନାଂ ଭବେନ୍ମହାନ୍ ॥ ୪୬ ॥
 ଅକ୍ଷେରାଦୌ ପ୍ରଜାତ୍ସକ୍ତୁ-ମରୀଚିମନସୋହତବଂ ।
 ମନସୋହବତାରଃ ସ ଯତୋ ବ୍ରହ୍ମମନୋତବଃ ॥ ୪୭ ॥
 ସମାସନ୍ ସଟ୍ସୁତାନ୍ତସ୍ତ ମରୀଚେମହିମାସ୍ଥିତାଃ ।
 ମନୋହବତାର-ଜାତହ୍ୱାଂ ତେବାଂ ସଢ୍ଵଭୋଗ୍ୟରୂପତା ॥ ୪୮ ॥
 ଜହସୁସ୍ତେ ନିରାକ୍ଷୟ କନ୍ୟାସକ୍ତଂ ପିତାମହମ୍ ।
 ଲଭଧ୍ୱଂ ଭୁବି ଜନ୍ମେତି ବ୍ରହ୍ମା ତାନଶପଂ ତତଃ ॥ ୪୯ ॥
 ରୁଦ୍ରତନ୍ତ୍ରାନ୍ ସମାଲୋକ୍ୟ ପ୍ରୋବାଚ ଚ କୃପାପରଃ ।
 ଦେବକୀ-ଜଠରେ ଜନ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଂସ-ବିହିଂସିତାଃ ॥ ୫୦ ॥
 ପୁନରେବାପ୍ୟଥ ସ୍ୱର୍ଗଂ ନ ମେ ବାଗୀ ରଥା ଭବେଂ ।
 ତେ ବିଷୟାବତାରାଃ ସଢ୍ଵ ଦେବକ୍ୟାଃ ପୁତ୍ରତାଂ ଗତାଃ ॥ ୫୧ ॥
 କଂସହତା ସୟୁଃ ସ୍ୱର୍ଗଂ ଜାତଃ କୃଷ୍ଣଃ ଅୟଂ ତତଃ ।
 ଏଷା ପୌରାଣିକୀ ବାର୍ତ୍ତା କୃଷ୍ଣ-ଲୀଳାର୍ଥ-ବୋଧିକା ॥ ୫୨ ॥
 କାରାୟାମିବ ସଂସାରେ ସଭୟଂ ଯୋ ବସେଂ ସଦା ।
 ସଢ୍ଵଭୋଗାନ୍ତସ୍ତ ନଶ୍ୱେୟୁ-ନ୍ତସ୍ତ କୃଷ୍ଣା ଭବେଂ ସ୍ତୁତଃ ॥ ୫୩ ॥
 ଉପଦେଶମିମଂ ଦାତୁଂ କୃଷ୍ଣେନାତି-କୃପାବତା ।
 କାରାୟାମବତୀର୍ଥ୍ୟେବ ଲୀଳେୟଂ ପ୍ରକଟୀକୃତା ॥ ୫୪ ॥

দেবক্যাঃ সপ্তমো গর্ভঃ প্রণীতো যোগমায়য়া ।
গোকুলে রোহিণীকৃষ্ণৌ স্থাপিত ইত্যলৌকিকম্ ॥ ৯৫ ॥

অসাধ্য-সাধিকায়ান্তু স্থিতায়া ভগবদ্বশে ।
অসাধ্যং নাস্তি মায়ায়া-স্ততস্তত্র ন বিস্ময়ঃ ॥ ৯৬ ॥

যোন্তা যোন্তস্তুরং জীবা নীয়ন্তেহহর্নিশং যয়া ।
কিমন্তুতমিদং তস্তা দেবকী-গর্ভ-কর্ষণম্ ॥ ৯৭ ॥

লোকেহপি যৎ শ্রুতো গর্ভে জায়তেহস্তত্র নিশ্চিতম্ ।
একজন্মনি সোহপি দ্বি-গর্ভজো বুধ্যতাং বুধৈঃ ॥ ৯৮ ॥

হৃদি ভাগবতং রূপং বহুদেবো দদর্শ যৎ ।
দেবকৌ তদদৌ কর্ণে শিষ্যকর্ণে যথা গুরুঃ ॥ ৯৯ ॥

এতদেবাভবদ্ গর্ভ-বীজং দেব্যা হলৌকিকম্ ।
শুক্রশোণিতসংযোগা-ন্ন তদগর্ভেহিভবৎ ততঃ ॥ ১০০ ॥

স চ গর্ভে মনশ্শেব জাতস্তদুদরে ন হি ।
শ্রীমন্তাগবতে স্পষ্ট-স্তুচ্চাপি মুনিনোদিতম্ ॥ ১০১ ॥

“ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং
সমাহিতং শূরশ্রুতেন দেবী ।
দধার সর্ববাস্ককমাত্মভূতং
কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ” ॥ ১০২ ॥

ততো ব্রহ্মাদিভির্দেবৈ-সুতং কারাগৃহমাগতৈঃ ।

অনন্তবিদিতৈরেব স্তুতো গর্ভগতো हरिः ॥ ১০৩ ॥

অসম্ভব-ভিয়া নৈব হেয়মেতৎ সুধীবরৈঃ ।

কামগত্বমদৃশ্যত্বং দেবানাং শ্রুতিসম্মতম্ ॥ ১০৪ ॥

শুদ্ধচিত্তে যদা ভাতি বাসুদেবঃ সতাং তদা ।

ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিতা দেবা-সুত্রে মজ্জন্তি নিশ্চিতম্ ॥ ১০৫ ॥

অত্র সবিশ্রহং দৃষ্ট্বা কারাস্ত্ব-দেবকী-হৃদি ।

মূর্তাস্তঃ তুচ্ছবুঃ কৃষ্ণং তে দেবা নাত্র বিস্ময়ঃ ॥ ১০৬ ॥

দেবকীগর্ভদিব্যত্বে দর্শিতা শাস্ত্রসম্মতিঃ ।

তদগর্ভ-জন্মনোহপীথং দিব্যত্বং দর্শাতেহধুনা ॥ ১০৭ ॥

“দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ববিশ্বাহাশয়ঃ ।

আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুঙ্কলঃ” ॥ ১০৮ ॥

অতো ভগবতো জন্ম নাভবল্লোক-বিশ্রুতম্ ।

আবিরাসীদতি প্রোক্তং শুকেন যোগিনা যতঃ ॥ ১০৯ ॥

কারণাৎ কার্যাসম্ভুতি-জ্ঞান্নেতি কথ্যতে বুদ্ধৈঃ ।

আবির্ভাবঃ প্রকাশস্ত নিত্যসিদ্ধস্ত বস্তুনঃ ॥ ১১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণেনাপি সম্প্রোক্তং দিব্যত্বমাত্মজন্মনঃ ।

কুরুক্ষেত্ররণারম্ভে স্মিত্রমজ্জুর্নং প্রতি ॥ ১১১ ॥

“জন্ম কৰ্ম্মচ মে দিব্য মেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনৰ্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্জুন” ॥ ১১২ ॥

দিব্যমিত্যস্ত টীকায়াং শ্রীধরস্বামিভিঃ কৃত্য ।

অলৌকিকমিতিব্যাখ্যা বিদ্যতে স্পষ্টমেব হি ॥ ১১৩ ॥

অপ্রাকৃতমিতিব্যাখ্যা স্বভাষ্যে শঙ্করৈরপি ।

দিব্যশব্দস্ত স্পষ্টা কৃতান্তি পরিদৃশ্যতে ॥ ১১৪ ॥

স্বয়ং ভগবতো জন্ম লোকাতীতস্য কৰ্ম্ম চ ।

অলৌকিকমচিস্ত্যর্থং ধ্রুবং ভবিতুমর্হতি ॥ ১১৫ ॥

দিব্যামেব হি জন্মাদি-লীলাং লোকেহস্ত মানুষ্যে ।

দিদর্শয়িষুণা শ্রীমৎ-পুরাণং মুনিনা কৃতম্ ॥ ১১৬ ॥

শুদ্ধসত্ত্ব সমুদ্ভূতং হরিং ভক্তিঃ প্রকাশয়েৎ ।

বসুদেবে ততো জাতো দেবক্যা নির্গতো হরিঃ ॥ ১১৭ ॥

অতঃ কৃষ্ণো ন সঞ্জাতো দেবক্যা উদরে কচিৎ ।

আবির্ভূতঃ সদা সিদ্ধ ইতি তত্ত্ববিদাং মতম্ ॥ ১১৮ ॥

এতচ্চ ভগবৎ-প্রাণৈঃ শ্রীচৈতন্য-পদানুগৈঃ ।

রূপগোস্বামিভির্ব্যক্তং লঘুভাগবতামৃতে ॥ ১১৯ ॥

“যদ্বিলাসো মহাশ্রীশঃ স লীলাপুরুষোত্তমঃ ।

আবিবৃভূষুরত্রাবি-কৃত্য সঙ্কর্ষণং পুরঃ” ॥ ১২০ ॥

ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତାବିକର୍ତ୍ତବ୍ୟ-ତଦନ୍ତ୍ୟାହ ଈଶ୍ଵରଃ ।

ହୃଦୟେ ପ୍ରକଟନ୍ତସ୍ୟ ଭବତ୍ୟାନକହୃନ୍ଦୁଭେଃ ॥ ୧୨୧ ॥

ଭୂମିଭାରନିରାସାୟ ଦେବାନାମଭିଧାକ୍ଷୟା ।

ଦ୍ଵାପରସ୍ତାବସାନେହସ୍ମି-ଲ୍ଲକ୍ଷ୍ମୀବିଂଶେ ଚତୁର୍ଯୁଗେ ॥ ୧୨୨ ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀରାକ୍ଷିଣାୟ-ସଦ୍ରୂପ-ମନିରୁଦ୍ଧତୟା ସ୍ମୃତମ୍ ।

ତଦ୍ଦିଦଂ ହୃଦୟସ୍ତେନ ରୂପେଣାନକହୃନ୍ଦୁଭେଃ ॥ ୧୨୩ ॥

ଐକ୍ୟଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ତତୋ ଗଚ୍ଛେଽଂ ପ୍ରାକଟ୍ୟଂ ଦେବକୀ-ହୃଦି ।

ପ୍ରେମାନନ୍ଦାମୃତେନ୍ତସ୍ତା ବାଂସଲୈକ-ସ୍ଵରୂପିଭିଃ ॥ ୧୨୪ ॥

ଲାଲ୍ୟମାନୋ ହରିନ୍ତୁତ୍ର ବର୍ଦ୍ଧତେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଇବ ।

ଅଥ ଭାଦ୍ରପଦାଷ୍ଟମ୍ୟା-ମସିତାୟାଂ ମହାନିଶି ॥ ୧୨୫ ॥

ତସ୍ତା ହୃଦସ୍ତୁରୋଭୂୟ କାରାୟାଂ ସୂତି-ସନ୍ନାମି ।

ଦେବକୀଶୟନେ ତତ୍ର କୃଷ୍ଣଃ ପ୍ରାଦୁର୍ଭବତ୍ୟସୌ ॥ ୧୨୬ ॥

ଜନୟିତ୍ରୀ-ପ୍ରଭୃତିଭି-ସ୍ତାଭିରିତ୍ୟବଗମ୍ୟାତେ ।

ଲୌକିକେନ ପ୍ରକାରେଣ ସ୍ଵଧଂ ଶିଶୁରଞ୍ଜୟତ ॥ ୧୨୭ ॥

କୃଷ୍ଣସ୍ତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣାସ୍ତେ ଚିଦ୍ଘନସ୍ତେ ଚ ଜନ୍ମନଃ ।

ଦିବ୍ୟାସ୍ତେ ଚ ପ୍ରମାଣଂ କି-ମପେକ୍ଷ୍ୟାଞ୍ଜାନ୍ତ୍ୟାତଃ ପରମ୍ ॥ ୧୨୮ ॥

ଅତଃଏବ ଚ ତଦ୍ଦେହେ ନାଭିବନ୍ ସମ୍ପ୍ରାଧାତବଃ ।

ର୍ଷାଚ୍ଛିଦାନନ୍ଦସାନ୍ଦ୍ରୋହସୌ ସମ୍ପ୍ରାତନ୍ତସ୍ୟ ବିଗ୍ରହଃ ॥ ୧୨୯ ॥

দেবক্যা বসুদেবেন চান্ধৈরপি বহিঃস্থিতৈঃ ।

অদৃশ্যত কথং চক্ষু-চক্ষুষেতি চেদুচ্যতে ॥ ১৩০ ॥

পদ্মং যো লজ্জয়েৎ শৈলং মুকুটং বাচয়েদ্ বচঃ ।

স্বচ্ছয়া দর্শয়েদ্রূপং সঃ স্বমেতৎ কিমদ্ভুতম্ ॥ ১৩১ ॥

শকটৈঃ প্রথমাধ্যায় বিংশসূত্র-বিচারণে ।

চিহ্নপদর্শনং নৃণা-মীশেচ্ছয়া সমর্থিতম্ ॥ ১৩২ ॥

নারদং প্রতি যদ্বাক্য-মীশ্বরস্ত স্মৃতাৱপি ।

দৃশ্যতে তেন চ স্পর্শ-মেতদেৱাবগম্যতে ॥

“মায়াহেমা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ ।

সর্বভূত-গুণৈর্যুক্তং ন ত্বং মাং দ্রষ্টুমর্হসি ॥ ১৩৩ ॥

এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে ।

ইচ্ছন মুহূর্ত্তানশোয়-মীশোহহং জগতো গুরুঃ” ॥ ১৩৪ ॥

“এষ যং বর্ণুতে তস্য স্বতনুং দর্শয়েৎ স্বয়ম্ ।

আত্মেতি” শ্রুতিরপ্যাহ কিমপেক্ষ্যমতঃপরম্ ॥ ১৩৫ ॥

বাসভূষা-গদা-চক্র-শঙ্খ-পঙ্কজলাঙ্ঘিতঃ ।

আবিভূতশ্চতুর্বাহু-হরিরিত্যবদন্ মুনিঃ ॥ ১৩৬ ॥

বিশ্বরূপং নিরীক্ষ্যৈব ভীতঃ পার্থো রণাঙ্গনে ।

এতচ্চি বৈষ্ণবং রূপং দ্রষ্টুমৈচ্ছৎ স্বশাস্তয়ে ॥ ১৩৭ ॥

“কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-

মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন

সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে” ॥ ১৩৮ ॥

স্পষ্টীকৃতঞ্চ পত্নং তদ্ ভাষাকৃৎ-কুলকুঞ্জরৈঃ ।

স্বভাষ্যে শঙ্করৈঃ সৃষ্ট জন্মনির্দেশ-পূর্ববকম্ ॥ ১৩৯ ॥

কচিল্লোকে চতুর্বাহু-বাসোভূষণ-ভূষিতঃ ।

ভৌতিকাদুদরায়ৈব নিঃসরেন্দ্রৌতিকঃ শিশুঃ ॥ ১৪০ ॥

অতোহপি বুধ্যতে সম্যগ্ বাসুদেবস্ত বিগ্রহঃ ।

চিদানন্দঘনাকার আপ্তবাক্যানুসারতঃ ॥ ১৪১ ॥

কদাচিৎ স্বেচ্ছয়া লীলা-রক্ষণার্থঞ্চ বিগ্রহম্ ।

স্বীচক্রে ভৌতিকঞ্চাপি তৎক্ষণাৎ সর্ববশন্তিমান্ ॥ ১৪২ ॥

আনন্দঘনরূপোহপি প্রতীতো ভৌতবৎ প্রভুঃ ।

ভৌতদেহোচিতং কার্য্যং যথাৎ সঙ্গসাধয়ৎ ॥ ১৪৩ ॥

বস্ত্ততো নরলোকেহস্মিন্ চিত্রভাববতাং নৃণাম্ ।

ভাবানুরূপরূপোহসৌ লীলার্থং যুগপদ্ বভৌ ॥ ১৪৪ ॥

পূর্ববজা যে তু দেবক্যাঃ পুত্রাঃ কংস-বিহিংসিতাঃ ।

প্রাকৃতা এব তে জ্ঞেয়া গভীর্দেব বিনিঃসৃতাঃ ॥ ১৪৫ ॥

লোকেহপি দৃশ্যতে পিত্রোঃ প্রনয়সপ্তপুত্রয়োঃ ।

স্বণা শ্রুতিনোরেষ সংসারে জায়তে ভ্রশম্ ॥ ১৪৬ ॥

ততো নির্বেদমাপনৌ হিত্বা পুত্রাদি-বাসনাম্ ।

শ্রীহরৌ চিন্তমাধায় সংসারান্ মুক্তিমিচ্ছতঃ ॥ ১৪৭ ॥

ছিন্ত্যেব তয়োঃ কৃষ্ণঃ সংসার-ানগড়ং দৃঢ়ম্ ।

ইত্যেষা মুক্তিদা শিক্ষা দত্তা কৃষ্ণেন লীলয়া ॥ ১৪৮ ॥

বহুদেবো দেবকী চ পুত্রীভূতং জনার্দনম্ ।

ব্রহ্মত্বেনৈব তুন্টাব বিদিত্বা তং হি তত্ত্বতঃ ॥ ১৪৯ ॥

“বিদিতোহসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

কেবলামুভবানন্দ-স্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক্ ॥ ১৫০ ॥

“রূপং যন্তৎ প্রাহরবাস্তুমাছং

ব্রহ্মজ্যোতির্নিগুণং নির্বিবকারম্ ।

সন্তামাত্রং নির্বিবশেষং নিরীহং

স ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ” ॥ ৫১ ॥

শ্রীমস্তাগবতে স্পর্শ-মীদৃশ্যেব তয়োঃ স্তুতিঃ ।

বিস্তৃতাস্ত্যত্র বাহুলা-ভিয়া নৈব সমুদ্ধৃতা ॥ ১৫২ ॥

পিতৃভ্যাং যাচিতঃ কৃষ্ণঃ স্তুতোহভূচ্চ দ্বিবাছধৃক্ ।

আদিদেশ চ সংনেতু-মাত্মানং গোকুলং প্রতি ॥ ১৫৩ ॥

পিতৃ-ষাচ্-এণ-চ্ছলেনাভূৎ স্বেচ্ছয়েব তথাবিধঃ ।
ন যুক্তমৈশ্বরং রূপং যতো প্রেমময়ে ব্রজে ॥ ১৫৪ ॥

নিগড়েদৃঢ়বন্ধোহপি কারারুদ্ধোহপি শূরজঃ ।
মুকুন্দসুতমাদায় গৃহান্নিরগমৎ সুখম্ ॥ ১৫৫ ॥

স্বীতান্যামপি কালিন্দ্যাং জলদেহপি চ বর্ষতি ।
কৃষ্ণবাহং ন পম্পর্শ বস্তুদেবং তয়োজ্জলম্ । ১৫৬ ॥

বিস্ময়স্তাবকাশোহত্র বিদ্যতে ন মনাগপি ।
নরাকৃতি-পরব্রহ্ম-বাঙ্গয়া কিম্ম দুর্ঘটম্ ॥ ১৫৭ ॥

কেনোপনিষদঃ শিক্ষা প্রমাণং তত্র পুঙ্কলম্ ।
তৃণং চালয়িতুং দক্ষুং নাশকোচ্চানিলোহনলঃ ॥ ১৫৮ ॥

তত্রোপলক্ষণার্থো হি নামোল্লেখস্তয়োদ্দয়োঃ ।
সর্বাসামেব শক্তীনা-মভীর্ষা ব্রহ্ম-তত্ত্বতা ॥ ১৫৯ ॥

ইন্দ্রো বর্ষতি ভাত্যাস্মা-দিত্যাছাহাপরা শ্রুতিঃ ।
স্বয়ং ভগবতাপুঙ্ক্তা সর্বেষামাত্ত্ববশ্যতা ॥ ১৬০ ॥

“যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেইখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তন্ত্বেজো বিদ্ধি মামকম্” ॥ ১৬১ ॥

যচ্ছক্ত্যা শক্তিমৎ সর্ববং জগদেতচ্চরাচরম্ ।
তং বহন্তুং হৃদা কৃষ্ণং কা শক্তির্বাধিতুং ক্ষমা ॥ ১৬২ ॥

ধারয়তো হৃদা ব্রহ্ম বাধা কাপি ন বিচ্যতে ।

ইত্যেতদর্শিতং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ॥ ১৬৩ ॥

বস্তুদেবং মহাভাগং বহিস্তং ব্রহ্ম মূর্ত্তিমৎ ।

ন বাধতেস্ম তদ্ব্যাপি নিগড়াদি চ মুদ্রবম্ ॥ ১৬৪ ॥

বস্তুদেবস্ততশ্চৈত্য যশোদা-সূতিকাগৃহম্ ।

দদর্শ সস্তুতাঃ তাক্ষ নিদ্রয়া হত-চেতনাম্ ॥ ১৬৫ ॥

স্থাপয়ন্ স্বস্তুতং তত্র সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম নরাকৃতি ।

যশোদা-তনয়াং মায়াং নীহা কারাং পুনর্যযৌ ॥ ১৬৬ ॥

পুত্রদানং প্রতিজ্ঞায় কংসায়ানকদুন্দুভিঃ ।

কথং তদনাথা চক্রে ধার্ম্মিকোহপি চেদুচ্যতে ॥ ১৬৭ ॥

প্রাণাত্যায়ে মৃষাবাদো ন দোষায়েতি লৌকিকম্ ।

শাসনং ধৰ্ম্মশাস্ত্রাণাং পরন্তু ধৰ্ম্ম এব সং ॥ ১৬৮ ॥

বস্তুতস্তু মূষোচ্চাষা শব্দমাত্রেন কেবলম্ ।

অরক্ষৎ পরমং সত্যং মূর্ত্তিমৎ সত্যবিদ্বরঃ ॥ ১৬৯ ॥

সত্যঃ জ্ঞানং তথানন্দঃ স্বরূপং ব্রহ্মলক্ষণম্ ।

তদ্ব্রহ্ম মূর্ত্তিমৎ কৃষ্ণ-স্তব্রহ্ম সত্যরক্ষণম্ ॥ ১৭০ ॥

উদ্‌যোগপৰ্বণি শ্রীমদ্-ব্যাসেনাপি তথোদিতম্ ।

সত্যং পরমং শ্রীমদ্-গোবিন্দসৈব সৰ্ব্বথা ॥ ১৭১ ॥

“সত্যো প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ।

সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দ-স্তুত্যাং সত্যো হি নামতঃ” ॥১৭২॥

অতঃ শ্রীবসুদেবেন সত্যসারো হি রক্ষিতঃ ।

যশ্চিন্নবগতে সর্ববং ভবেৎ সত্যময়ঃ জগৎ ॥ ১৭৩ ॥

স্থিতঃ সংসার কারায়াং কৌশলাৎ তঞ্চ বঞ্চয়ন ।

যো রঞ্জেদ্ হৃদব্রজে কৃষ্ণং নিভূতং স হি মুক্তিভাক্ ॥ ১৭৪ ॥

পরং ব্রহ্ম পরিত্যজ্য মায়াং যদনয়দ্ বশুঃ ।

স্বয়মেব ততো ভ্রান্ত্যা বন্ধোহভূৎ সূতরাং পুনঃ ॥ ১৭৫ ॥

অতঃপরঞ্চ যন্মায়া কংসহস্তাদ্দিবং গতা ।

ন তচ্চিত্রং যতঃ সৈব সর্বাবদুত-বিধায়িনৌ ॥ ১৭৬ ॥

জন্ম কৰ্ম্মাচ কৃষ্ণস্য দিব্যমেব ন লৌকিকম্ ।

বিগ্রহশ্চ চিদানন্দ-ঘন এবেতি চ স্থিঃ ॥ ১৭৭ ॥

শিশুনাট্যপরং বিধিবদ্ধতরং, বস্তুবংশধরং জগতঃ পিতরম্ ।

জনি-ভানকরং জন-জন্মহরং, নরলোকচরং স্মার দেববরম্ ॥১৭৮॥

আবির্ভাবেহদ্বিতে ব্রহ্ম-ঘনমূর্ত্তেঃ স্ময়ং হরেঃ ।

ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাস্ততঃ সত্যম্ ॥ ১৭৯ ॥

ইতি শ্রীনালাকাস্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতৈ

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে জন্মলীলামৃতম্ ॥

অসুরসংহার-লীলামৃতম্ ।



ব্রজেশং শরণং জীব দৈত্যারিং বালবিগ্রহম্ ।
ব্রজেশং যঃ স্বয়ং সর্ব-পিতাপি পিতরং গতঃ ॥ ১ ॥

জ্ঞানেন জায়তে ব্রহ্ম সন্মাতং জ্ঞানিভিঃ পুনঃ ।
তজ্জ্ঞানং ভক্তিমুখ্যে-দৃশ্যতে তৎ সবিগ্রহম্ ॥ ২ ॥

তদাপি পরমানন্দঃ সাধকৈনৈব লভ্যতে ।
ঈশ্বর-জ্ঞানসম্বন্ধে ভয়সঙ্কোচ-সম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥

যদা প্রেম ভবেৎ পূর্ণং নৈশ্বৰ্য্যং ভাসতে তদা ।
সখা সূতঃ পতিশ্চেতি জায়তে ভাব ঈশ্বরে ॥ ৪ ॥

তদৈব পরমানন্দঃ স্বাদ্যতে সাধকৈর্ভবম্ ।
সখ্যাদি-ভাববন্ধে ভয়াদে ন হি সম্ভবঃ ॥ ৫ ॥

দেবকী-বসুদেবাভ্যাং জাতঃ কৃষ্ণোহত এব হি ।
সম্যগাস্বাদিতঃ কিন্তু প্রেমিকৈব্রজবাসিভিঃ ॥ ৬ ॥

দ্বিধাপি স্তাদিয়ং ব্যক্তি-রেকস্মিন্ সাধকে ক্রমাৎ ।
অভিনীয় তু সুস্পর্শং কৃষ্ণেন দর্শিতা পৃথক্ ॥ ৭ ॥

শাস্তাদি-মধুরাস্তং যৎ পঞ্চমা প্রেম তৎ ক্রমাৎ ।
লভতে ভক্ত একোহপি ক্রমসাধন যোগতঃ ॥ ৮ ॥

ମହାନାମପି ଭାବନା-ମୁକ୍ତମତ୍ତଂ ଯଥୋକ୍ତମ୍ ।

ଅତଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମସ୍ତେଷୁ ଭାବୋ ମଧୁର-ସଂକ୍ଷିପ୍ତତଃ ॥ ୯ ॥

ସନ୍ଧ୍ୟା-ବାଂସଲ୍ୟ-ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ-ପ୍ରଧାନା ବ୍ରଜବାସିନଃ ।

ଅତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଲୀଳାସୁ ବ୍ରଜଲୀଳୋକ୍ତମୋକ୍ତମା ॥ ୧୦ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଦି-ବନ୍ଦିତେ କୃଷ୍ଣେ ସନ୍ଧ୍ୟାଦିଭାବ ଉର୍ଜ୍ଜିତତଃ ।

ଶ୍ରେଷ୍ଠାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠତରସ୍ତତ୍ର କିମ୍ବ ବକ୍ତବ୍ୟମସ୍ତି ବା ॥ ୧୧ ॥

ବ୍ରଜଭାବଃ ସୁଦୂର୍ବୋଦ୍ୟୋ ମୟା ମନ୍ଦଧିୟାପି ସଃ ।

ଆଲୋଚ୍ୟତେ ସ୍ବତୋବାୟ ଯଥାଞ୍ଚତି ଯଥାମତି ॥ ୧୨ ॥

ଈଶ୍ବରୋହପି ବ୍ରଜେ କୃଷ୍ଣଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁତ୍ରଃ ପତିସ୍ତଥା ।

ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟାବରକଂ ପ୍ରେମ ବିଶୁଦ୍ଧଂ ତତ୍ର କାରଣମ୍ ॥ ୧୩ ॥

ରାଜାନମପି ତନ୍ମିତ୍ରଃ ତନ୍ୟାତା ମହିଷୀ ତଥା ।

ମିତ୍ରଂ ପୁତ୍ରଂ ପତିକୈବ ମନ୍ୟାନ୍ତେ ନ ତୁ ଭୂପତିମ୍ ॥ ୧୪ ॥

ଈଶ୍ବରାଂଶୋ ଯଥା ଜୀବଃ ପ୍ରେମ୍ନୈବ ବନ୍ଧ୍ୟାଭାମିୟାଂ ।

ଈଶ୍ବରୋହପି ତଥା ପ୍ରେମ୍ନା ନିଶ୍ଚିତଂ ଯାତି ବନ୍ଧ୍ୟାତାମ୍ ॥ ୧୫ ॥

ବ୍ରଜବାସିବନ୍ଧଃ କୃଷ୍ଣୋ ଯା ଯା ଲୀଳା ବ୍ରଜେହକରୋଂ ।

ଆତ୍ମୋ ଦୈତ୍ୟବଧସ୍ତାସୁ ତଦାଦୌ ସା ବିଲୋଚ୍ୟତେ ॥ ୧୬ ॥

ସବ୍ଧଂ ରଜସ୍ତମଶ୍ଚେତି ପ୍ରସିଦ୍ଧା ହି ଗୁଣାନ୍ତୟଃ ।

ବାଧ୍ୟବାଧକ-ସମ୍ବନ୍ଧଃ ସଦା ତେଷାଂ ପରମ୍ପରମ୍ ॥ ୧୭ ॥

সশ্বেন ভগবন্তুক্তী রজসা ভোগবাসনা ।

তমসা জায়তে জন্তো-জীবহিংসাদি-নৌচধীঃ ॥ ১৮ ॥

সাস্বিকাঃ সর্বদা দেবা অশ্বরা রাজসাস্তথা ।

তামসা রাক্ষসাস্টৈব দ্বন্দ্ব-শ্বেষাং মিথস্ততঃ ॥ ১৯ ॥

স্বর্গেহপি সর্বদা দ্রোহো দৈত্যানাং রাজসাত্মনাম্ ।

ত্রিদশৈঃ সাস্বিকৈঃ সার্কং কথিতোহস্মি শ্রুতাবপি ॥ ২০ ॥

মানবেষপি বিদ্যন্তে তে দেবাস্থর-রাক্ষসাঃ ।

তত্তদগুণময়শ্চেন তত্তদ-ভাবমুপাগতাঃ ॥ ২১ ॥

রাজসাস্তামসাশ্চাতো মানবা হরিবিদ্বিষাঃ ।

হরিভক্তদ্বিষষ্টৈব দৃশ্যন্তে ভুবি সর্ববতঃ ॥ ২২ ॥

অবাতরদ্ যদা কুণ্ঠো যেন রূপেণ যত্র চ ।

তদা তত্রাভবন্ ভক্তাঃ কেচিচ্চ তদ্বিরোধিনঃ ॥ ২৩ ॥

তেষু রজঃস্বভাবা যে বোদ্ধব্যান্তে নরাস্থরাঃ ।

তমঃস্বভাবা বোদ্ধব্য মানবা নররাক্ষসাঃ ॥ ২৪ ॥

অস্ত্যুর্বহিষ্ণু ভক্তানাং মন্তুরায়ান্ স্বয়ং হরিঃ ।

হস্তি তানিতি বোদ্ধব্য-মনয়া লীলয়া হরেঃ ॥ ২৫ ॥

সংসারো মুর্ত্তিমান্ কংসো ভোজবংশসমুদ্ভবঃ ।

চরতিস্ম কদাচারং প্রেষয়িত্ব ব্রজে চরান্ ॥ ২৬ ॥

অধুনা প্যনুসন্ধানে কৃতে হৈত্রৈব ধরাতলে ।
 ন দুর্লভোহপরঃ কংস উগ্রসেনস্ততোপমঃ ॥ ২৭ ॥
 মায়য়া তে চরাঃ সর্বৈব পশাদি-রূপধারিণঃ ।
 বিঘ্নমাচরিতুং শশ্বদ্ গোকূলে উপচক্রমুঃ ॥ ২৮ ॥
 কংসানুচরবর্গাণাং যন্নানা-রূপধারিতা ।
 যথার্থমেব তদ্যস্মা-দসুরাঃ কামরূপিণঃ ॥ ২৯ ॥
 অথবা হঠযোগেন কামরূপধরো ভবেৎ ।
 যঃ কোহপি মানবস্তত্র সম্মত্যস্তি পতঞ্জলেঃ ॥ ৩০ ॥
 বেদেহপি দৃশ্যতে দৈত্য-দেবানাং কামরূপতা ।
 আগুবাক্যং বিনাভীতং কেবা দর্শয়িতুং ক্ষমাঃ ॥ ৩১ ॥
 কংসেন প্রেষিতা যে যে চরাঃ কৃষ্ণজিঘাংসয়া ।
 প্রবলা পুতনা তেষাং পুরোমার্গপ্রদর্শিনী ॥ ৩২ ॥
 হস্তঃ শত্রুস্ততং কশ্চিচ্চরেণ গরলং দিশেৎ ।
 ইতি সংশ্রয়তে লোকে দৃশ্যতে চ সহস্রশঃ ॥ ৩৩ ॥
 তদবিযাক্তস্তনাং কংসঃ পুতনাং প্রেরয়েদিতি ।
 কিং চিত্রং বিস্ময়ঃ কো বা তদ্বধে কৃষ্ণকর্তৃকে ॥ ৩৪ ॥
 সবিন্দুৎকৃষ্টসূর্যোন্দু-নক্ষত্রমখিলং জগৎ ।
 তদ্ভাসা ভাসতে নিত্য-মিত্যাহ মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥ ৩৫ ॥

বালগ্রহতয়া শাস্ত্রে পূতনা যা সমীৰিতা ।

তচ্ছক্তি-মল্লসিদ্ধেয়ং পূতনা কংসনোদিতা ॥ ৩৬ ॥

অন্যা চ ডাকিনীনাম্নী বর্ততে বালঘাতিনী ।

তচ্ছক্তি-মল্লসিদ্ধা যা 'ডাইনী'তুচ্যতে জনৈঃ ॥ ৩৭ ॥

তদানীং তাদৃশী নারী বালগ্নী পূতনাখ্যায়া ।

প্রথিতাসীদৃগ্ৰবং লোকে তত্র কশ্চিন্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

গ্রামে বা নগরে পূর্বং পূতনৈকা তথাবিধা ।

আসীদেব বিহিংসন্তী শিশুন্ মল্লাদি-মারণৈঃ ॥ ৩৯ ॥

অত্য়পি 'ডাইনী'-দৃষ্টিং বর্জয়ন্ত্যঃ কুলপ্রিয়ঃ ।

প্রায়ো রক্ষন্তু তদ্বীতা নবসূতান্ সদা সূতান্ ॥ ৪০ ॥

ছাদয়ন্তীদৃশী নারী ক্রূরাং প্রকৃতিমাত্মনঃ ।

ভদ্রবেশা সূভাষাচ প্রায়ো ভবতি যত্নতঃ ॥ ৪১ ॥

তৎকালে পূতনৈবৈষা 'ডাইনী'-প্রবরাভবৎ ।

অতোহজ্ঞভূপতিঃ কৃষ্ণ-নাশ এনাং গৃষোজয়ৎ ॥ ৪২ ॥

যস্মাচ্ছক্তিং সমালভ্য পূতনা পূতনাভবৎ ।

তেনৈব নিহতা সাত্ৰ বিস্ময়ো নহি বিদ্বতে ॥ ৪৩ ॥

বিষঞ্চাপি বিষং জাতং প্রাণপ্রাশং যদিচ্ছয়া ।

তেন প্রশমিতং তচ্চ ন তত্র কোহপি বিস্ময়ঃ ॥ ৪৪ ॥

যদি কশ্চিৎ স্মরন্ কৃষ্ণং বিশ্বাসেন বিষং পিবেৎ ।
 তন্মাম কীর্তয়ন্ বাপি তং মৃত্যু ন স্পৃশত্যপি ॥ ৪৫ ॥
 স্মৃতিরপ্যেতদেবাহ কৃষ্ণমুদ্दिश্য মুক্তিদম্ ।
 তদ্ বাক্যঞ্চ সমুদ্ভূত্য স্পর্শ্য সস্প্রদর্শ্যতে ॥ ৪৬ ॥
 “অরিমিত্রং বিষং পথ্য-মধর্মো ধর্মতাং ত্রজেৎ ।
 স্ত্রপ্রসঙ্গে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্যয়ঃ ॥” ৪৭ ॥
 যং স্মরন্ কীর্তয়ন্ যঞ্চ ন যাতি বিষপো মৃতিম্ ।
 জনস্তদা স্যং তস্মৈ বিস্ময়ঃ কো বিষাশনে ॥ ৪৮ ॥
 শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকং যচ্চ পূতনাস্তনদংশনম্ ।
 লীলৈব সাবগন্তব্যং তস্যোচ্ছয়া হি সা মৃতা ॥ ৪৯ ॥
 অতো নার্থাস্তুরং কার্যং বিষয়ে শাস্ত্রসম্মতে ।
 যুক্ত্যা চ সম্মতে সম্যগস্ত শাস্ত্রমনাহতম্ ॥ ৫০ ॥
 পূতনা-মৃতদেহস্য বৃহৎ বর্ণিতং যথা ।
 অতিরঞ্জনমস্ত্যেব তত্র তদবগম্যতে ॥ ৫১ ॥
 রসপোষায় সর্বত্র কর্তব্যমতিরঞ্জনম্ ।
 দৃষ্টৌ রসবিদাং তদ্বি ভূষণং নতু দূষণম্ ॥ ৫২ ॥
 কাব্যং হি তাদৃশং নাস্তি পুরাবস্তঞ্চ তাদৃশম্ ।
 তারতম্যেন দৃশ্যেত ন যস্মিন্নতিরঞ্জনম্ ॥ ৫৩ ॥

অতোহত্রাপি স্ত্রীবর্ষ্যঃ সোঢব্যং সারদর্শিভিঃ ।

পূতনাদেহমাশ্রিত্য বর্ণিতং যম্মহমিণা ॥ ৫৪ ॥

অন্যৈব দিশা বোধ্যঃ সর্ববর্ষ্যঃ কৃষ্ণবিদ্বিষাম্ ।

বৃন্তাস্তো বর্ণনেনালং তৎসর্ববর্ষ্যং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫৫ ॥

বিদ্বা হি ত্রিবিধাঃ শাস্ত্রে বর্ণিতা তত্ত্বকোবিদৈঃ ।

আধ্যাত্মিকাধিদৈব্যাধি-ভৌতাস্তে নামতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৬ ॥

ত্রিবিধা অপি তে জাতা ব্রজে কৃষ্ণ-বিনয়ৈঃ ।

শ্রেয়াংসি বহুবিনয়ানি তদপীথং প্রদর্শিতম্ ॥ ৫৭ ॥

তত্র চেন্দ্রকূতো বর্ষো বিজ্ঞেয় আধিদৈবিকঃ ।

অগ্রে সোহপি সমালোচ্য-স্তৎকথাবসরে ময়া ॥ ৫৮ ॥

পূতনা-বক-বৎসান্ব-শকটাস্তুভুজঙ্গমাঃ ।

তদ্বিধাশ্চ তথাচান্তো বিজ্ঞেয়া আধিভৌতিকাঃ ॥ ৫৯ ॥

তত্ত্বদুৎপাতজাশ্চিস্তা যা জাতা ব্রজবাসিনাম্ ।

তা এবাধ্যাত্মিকা জ্ঞেয়া বিদ্বাঃ সন্তাপকারিণঃ ॥ ৬০ ॥

ভক্তানাং ত্রিবিধা বিদ্বা বার্যাস্তে সর্বদা ময়া ।

ইতি দর্শয়িতুং লোকে কৃতমিথং কৃপালুনা ॥ ৬১ ॥

যথা সন্দর্শিতা সম্যক্ কৃষ্ণেনানন্তশক্তিনা ।

আধ্যাত্মিকাদিবিদ্বেষু ত্রিষেব প্রভুতাত্মনঃ ॥ ৬২ ॥

তথৈব দর্শিতা স্বস্ত শক্তিরব্যাহতা সদা ।

জলস্থলান্তরীক্ষেষু হরিণা বিশ্বচারিণা ॥ ৬৩ ॥

জলে প্রশমিতস্তেন নাগেন্দ্রঃ পূতনাদিকাঃ ।

হতাঃ কংসচরা ভূমৌ তৃণাবর্ত্তো বিহায়সি ॥ ৬৪ ॥

শ্রীহরিং ধ্যায়তো জীবান্ জপাদৌ নিত্যকর্ম্মণি ।

শনৈঃ কামাদয়োহভ্যেত্য সংসারপ্রভবা হৃদি ॥ ৬৫ ॥

চিন্তাশ্চ শতশো দুষ্টা বাধস্তে ইতি সজ্জনৈঃ ।

স্ববিজ্ঞাতং তদেবাত্ হরিণা দর্শিতং স্ফুটম্ ॥ ৬৬ ॥

তত্তদ্-ভাবসমাপন্বা যে ভূমৌ নররাক্ষসাঃ ।

নরাসুরাশ্চ জায়ন্তে অধর্ম্মনিরতাঃ সদা ॥ ৬৭ ॥

মনসা ভগবন্তং তে দ্বিসন্ত্যেব নিরস্তুরম্ ।

ভক্তানাং ভক্তনানন্দে অন্তুরায়্য ভবন্তি চ ॥ ৬৮ ॥

সাক্ষাৎ তেনাবতীর্ণেন শ্রীমন্তগবতা সহ ।

তন্তুত্বেশ্চ ব্যরুধ্যন্ত নাস্ত্যত্র কোহপি বিস্ময়ঃ ॥ ৬৯ ॥

অতো নার্থান্তুরং কার্য্যং বিষয়ে শাস্ত্রসম্মতে ।

যুক্ত্য চ সম্মতে সম্য-গন্তশাস্ত্রমনাহতম্ ॥ ৭০ ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

শ্রীহরেঃ সঙ্গবো মর্ত্ত্যে সুখমূর্ত্তেরিতি স্থিতম্ ॥ ৭১ ॥

শিশুঃ স্বয়ং প্রবলতমান্ স্বলীলয়া

জঘান যো বিবুধরিপূন্ স্বনষ্টয়ে ।

• সমাগতান্ সকলসুরৈরভিষ্টুতঃ

শিবং স নো দিশতু সদা সতাং গতিঃ ॥ ৭২ ॥

ব্রহ্মণো বালবেশস্ত দুর্দাস্তাস্বরনাশনে ।

ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাস্বতঃ সতাম্ ॥ ৭৩ ॥

ইতি ত্রীনীলকান্তদেব-গোশ্বামিনা বিরচিতৈ

ত্রীকৃষ্ণলীলামৃতে অস্বরসংহার-লীলামৃতম্ ।

চৌর্য্য-লীলামৃতম্ ।



কৃষ্ণাখ্য-পরমব্রহ্ম নমামি চৌর্য্যমাচরৎ ।

কৃষ্ণাখ্য-পরমযিঞ্চ রক্ষিতং যেন তদ্বি ॥ ১ ॥

অধুনা ভগবচ্চৌর্য্য-মালোচিতুমহং যতে ।

অষ্টৈর্বিগীয়তে যন্ত তদ্বিষ্টিঃ প্রগীয়তে ॥ ২ ॥

শ্রুত্যা যদুদিতং তদ্ধি দর্শিতং লীলয়া পুনঃ ।

কৃষ্ণেন বর্ণিতং তচ্চ ব্যাসেন জীবমুক্তয়ে ॥ ৩ ॥

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্ ।

প্রতিজ্ঞাতমিতি শ্রীমদ্-ব্যাসেন বলপূর্ব্বকম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণশ্চ পরব্রহ্ম-ঘনাকার ইতি স্থিতম্ ।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহ-মিতি স্বশ্চেব বাক্যতঃ ॥ ৫ ॥

মৃত্যুমত্যোতি বিজ্ঞায় তমেবেতি শ্রুতীরিতম্ ।

অতঃ কৃষ্ণপরিজ্ঞানং বিনা মুক্তির্ন জায়তে ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণেন ব্রজলীলায়াং দর্শিতা ব্রহ্মতাত্পনঃ ।

যামান্নাত্ত পরা প্রীতিঃ প্রাপ্যতে মোক্ষমীপ্সৃতিঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণচরিতে তস্মা-ন্নরাচারেণ সন্মিতে ।

পদে পদে ভাবেদেব সংশয়ঃ স্তমহান্ হৃদি ॥ ৮ ॥

শ্রুতান্তুপরতশ্চেন সন্মিতে তু ন সংশয়ঃ ।

ধীমতাং হৃদয়ে স্থান-মবাপ্নোতি মনাগপি ॥ ৯ ॥

স্বর্ণাক্ষৌ রজতাক্ষেন সাদৃশ্যং ন সমর্থতি ।

স্বর্ণাক্ষঃ সাম্যমাপ্নোতি স্বর্ণাক্ষেনৈব কেবলম্ ॥ ১০ ॥

“ব্রহ্মময়ং জগৎ সর্বং ন নানাস্তীহ কিঞ্চন ।

জন্ম মৃত্যুমবাপ্নোতি স যো নানৈব পশ্যতি ॥” ১১ ॥

“নান্যৎ সংশ্রয়তে যত্র যত্রান্যন্নহি দৃশ্যতে ।

জ্ঞায়তে চ ন যত্রান্যৎ স ভূমা হুমৃতঞ্চ সঃ ॥” ১২ ॥

“বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপত্ততে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥” ১৩ ॥

“বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব অপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥” ১৪ ॥

“যে চৈব সাধ্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাস্ত যে ।

মন্ত এবৈতি তান্ বিদ্ধি নহং তেষু তে ময়ি ॥” ১৫ ॥

“ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥” ১৬ ॥

“ন প্রহৃষ্যৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজ্যেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥” ১৭ ॥

ইত্যাदि श्रुतिगीतार्थः समं वदति सर्वतः ।

मुक्तिमेति समं पश्यान् वन्दनक्षाममेक्षकः ॥ १८ ॥

রাগদেবাদয়ো যস্য হৃদয়ং ন স্পৃশন্তি হি ।

প্রিয়ে বা বিপ্রিয়ে বাপি স এব মুক্তিভাগ্ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

सार्धो चोरे बुधे मुढे पुत्रे शत्रौ च सर्वदा ।

ब्रह्म पश्यान् समाप्नोति नित्यानन्दं नचाश्रया ॥ २० ॥

दर्शयन्निমमेवार्थं चোরো ভূত্বা স্বয়ং প্রভুঃ ।

লোকানশিক্ষয়ন্তস্বং নিমিত্তীকৃত্য গোপিকাঃ ॥ ২১ ॥

दक्षिणीरादि गोपीनां धनं सर्वमचोरयत् ।

वाचा तिरस्कृतश्चापि हसन्नेव स्थितः परम् ॥ २२ ॥

দৌরাত্ম্যং তস্য গোপীষু নৈতাবদেব কেবলম্ ।

স্বয়ং ভুক্ত্বা দদৌ শেষং বানরেভ্যো যথেষ্পিতম্ ॥ ২৩ ॥

এতেনাপি যদা গোপ্যো নাকুপ্যন্তঃ প্রতি কচিৎ ।

ভাগুভঙ্গ-মলোৎসগা-দীনি ধাক্ট্যান্মখাচরৎ ॥ ২৪ ॥

অকালে হমোচয়দ্ বৎসান্ সুপ্তান্ বালানরোদয়ৎ ।

গোপীনাং মনসঃ সাম্যং বুভুৎসু ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ২৫ ॥

দুরেহস্ত ক্রোধবান্ধাপি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণস্য ধৃষ্টতাম্ ।

প্রত্যুত প্রাপুরানন্দং পরমং ব্রজগোপিকাঃ ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণধ্বংস্তয়া জাতং তাসাং যৎ পরমং সুখম্ ।

ব্যাসেন বর্ণিতং কিঞ্চিদাভাষেণৈব সুন্দরম্ ॥ ২৭ ॥

“কৃষ্ণশ্চ গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্য কৌমার-চাপলম্ ।

শৃণুস্ত্যাঃ কিল তন্মাতু-রিতি হোচুঃ সমাগতাঃ ॥” ২৮ ॥

“বৎসান্ মুঞ্চন্ কচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ

স্তেয়ং স্বাদন্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্লিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ ।

মৰ্কটান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাস্তি ভাণ্ডং ভিনন্তি

দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্ ॥” ২৯

“হস্তাগ্রাহে রচয়তি বিধিং পীঠকোলুখলাঠৈ-

শ্চিদ্ভং হস্তনিহিতবয়ুনং শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ ।

ধ্বাস্তাগারে ধৃতমগিগণং স্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং

কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃতোষু সূব্যগ্রচিন্তাঃ ॥” ৩০ ॥

“এবং ধার্ট্যামুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তো

স্তেয়োপায়ৈ বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে ।

ইথং স্ত্রীভিঃ সন্তয়নয়নস্রীমুখালোকিনীভি-

র্যাখ্যাভার্থা প্রহসিতমুখী নহ্যপালকুমৈচ্ছৎ ॥” ৩১ ॥

রুচিরতেন চাপল্যং ব্যাসেন সুবিশেষিতম্ ।

অতঃ কৃষ্ণশ্চ ধার্ট্যেন গোপীনামভবৎ সুখম্ ॥ ৩২ ॥

অতশ্চ কৃষ্ণধার্ট্যং যদ্ যশোদায়ৈ হৃবেদয়ন্ ।

তৎপরং পরিহাসার্থং তদ্বাক্যোনৈব বুধ্যতে ॥ ৩৩ ॥

ধার্ম্যানীত্যস্ত টীকায়াং শ্রীধরস্বামিভিঃ কৃত্য ।

ব্যাখ্যাস্তি পরিহাসার্থা তদ্বার্থা চ স্মদুগমা ॥ ৩৪ ॥

রে চৌর চৌর ইত্যেব-মাক্রুষ্টস্তাভিরচ্যুতঃ ।

ত্বং চৌরোহহং গৃহস্বামী-ত্যেবং বদতি নির্ভয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ত্বং চৌরোহহং গৃহস্বামী-ত্যেতদ্ যদ্ ভগবদ্বচঃ ।

তৎ পরীহাসবদ্ভাসং তদ্বগর্ভস্তু নিশ্চিতম্ ॥ ৩৬ ॥

লৌকিকস্তাত্ত্বিকশ্চেতি চৌরো হি দ্বিবিধো মতঃ ।

পববিস্তহরশ্চাত্তো দ্বিতীয়ো ধনসঞ্চয়ী ॥ ৩৭ ॥

অভাবেন পরস্বং যো হরতীহ কচিচ্ছ্রনঃ ।

লঘুপাপকরঃ সোহসৌ রাজদণ্ডেন মৃচ্যতে ॥ ৩৮ ॥

ধনং সঞ্চীয়তে যেন দীনেভ্যোহদদতা সদা ।

চৌরচূড়ামণিঃ সোহসৌ ন যুক্তিং লভতে কচিৎ ॥ ৩৯ ॥

“যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবদেব হি তদ্বনম্ ।

অধিকং যোহভিমন্তেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥” ৪০ ॥

ইতি শাস্ত্রেণ কৃষ্ণস্য “ত্বং চৌর” ইতি যদ্ বচঃ ।

যুক্তমেবাধিক-ক্ষীর-দধ্যাদি-স্বামিনীং প্রতি ॥ ৪১ ॥

গৃহস্বামী চ গোপীনাং কৃষ্ণ এব ন সংশয়ঃ ।

ব্রহ্মাণ্ডস্বামিনস্তস্য স্বামিত্বং সকলে গৃহে ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যাতং সাম্প্রতং তস্মাৎ স্বামিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।

“শ্রীধরঃ সকলং বেদী-তুষ্টির্যং প্রতি শাস্তবী ॥ ৪৩ ॥

“যস্যাহমন্মুগ্ধহামি হরিষ্যে তদ্ধনঃ শনৈঃ ।

ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যং পুরাণে বিদ্যতে স্ফুটম্ ॥ ৪৪ ॥

কৃত্য কৃপা পরীক্ষা চ কৃষ্ণেনাতি-কৃপালুনা ।

হরতা ক্ষীরদধ্যাদি গোপীনাং বিভ্রমুত্তমম্ ॥ ৪৫ ॥

ক্ষীরেণ বানরাণাং যৎ তর্পণং কৃষ্ণকর্তৃকম্ ।

তদিথমেব বোদ্ধব্যং সমদর্শন-সূচকম্ ॥ ৪৬ ॥

হরামি ধনমেকস্ত চাপরস্মৈ দদাম্যহম্ ।

ইথং মে ব্রহ্মণো লীলা স্বেচ্ছয়া বহুরূপিণঃ ॥ ৪৭ ॥

মদন্তো নাস্তি দাতাত্র মদন্তো নাস্তি তস্করঃ ।

তত্তজ্রপধরঃ পৃথ্ব্যা-মহং খেলামি সর্বদা ॥ ৪৮ ॥

এতত্ত্বমুপাদেষ্টুং শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্ ।

হতা গোপীধনং ক্ষীরং বানরেভ্যো দদৌ পুনঃ ॥ ৪৯ ॥

উভয়াভিপ্রায়কোহয়ং চৌর্যাচারোহখিল-প্রভোঃ ।

লীলায়াং বালচাপলাং ব্রহ্মজ্ঞানন্তু তাস্বিকম্ ॥ ৫০ ॥

চৌরাদয়ো ন সম্যাপ্সিন্ লোকেহন্তে সাধবোহপি বা ।

অহং ব্রহ্মৈব খেলামি তত্তজ্রপেণ সর্বদা ॥ ৫১ ॥

ভগবানিত্যুপাদেষুং শ্রুত্ব্যক্তামাঙ্গুসর্বতাম্ ।

ভেদদর্শন-মুগ্ধানাং মুক্তয়ে চাচরৎ তথা ॥ ৫২ ॥

মর্ত্যচৌরেহপি চৌরত্ব-জ্ঞানমজ্ঞান-মূলকম্ ।

কিং পুন ব্রহ্মসান্দ্রে শ্রী-কৃষ্ণে সর্বময়ে বিভৌ ॥ ৫৩ ॥

মর্ত্যচৌরেহপি জীবন্ত সৌভাগ্যেন ভবেদ্ যদা ।

কৃষ্ণজ্ঞানং তদা মুক্তিঃ স্তাদেব নাগ্ৰথা ক্বচিৎ ॥ ৫৪ ॥

তেনৈব হ্রিয়তে বিস্তং তেনৈব চ প্রদীয়তে ।

হুত্বা গোপীপয়ো দধা মর্কেভ্য ইতি দর্শিতম্ ॥ ৫৫ ॥

নীতিবিদ্যা তথা তত্ত্ব-বিদ্যা ভিন্নে উভে ধ্রুবম্ ।

নীতিঃ সংসারিণাং যুক্তা তত্ত্বস্ত মুক্তিমিচ্ছতাম্ ॥ ৫৬ ॥

নীর্থৌ চৌরো ভবেচ্চৌরঃ সাধুশ্চ সাধুরেব হি ।

তস্মৈ চৌরশ্চ সাধুশ্চ ব্রহ্মৈব ন ততঃ পৃথক্ ॥ ৫৭ ॥

তত্ত্বশিক্ষা-প্রদা কৃষ্ণ-বেজলীলাতি-দুর্গমা ।

নীতি-দৃষ্ট্যা তু দৃষ্টাসৌ ধ্রুবং মলিনতামিয়াৎ ॥ ৫৮ ॥

যদ্ বেদান্তে চ গীত্যাং ব্রহ্মস্বরূপমীরিতম্ ।

তদেব স্তথবোধায় লীলয়া দর্শয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৫৯ ॥

অহো দুঃখমহো দুঃখং শ্রীকৃষ্ণ-চরিতং শুচি ।

বিকূর্বন্তি মহামোহাৎ কৃষ্ণমায়া-বিমোহিতাঃ ॥ ৬০ ॥

ভগবানপি চৌরোহভূৎ যেষাং হিতবিধিৎসয়া ।
ত এব চরিতং তস্মৈ নানুমোদন্তু ঐশ্বরম্ ॥ ৬১ ॥

“অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্ ॥ ” ৬২ ॥

ইত্যেতদতিদুঃখেন জীবানুকম্পিনা স্বয়ম্ ।
কৃষ্ণেন কথিতং মিত্রং স্বপ্রাণ-প্রতিমং প্রতি ॥ ৬৩ ॥

চরামি যৎকৃতে চৌর্যং চোরং বস্ত্রি স এব মাম্ ।
এষা প্রচলিতা বাণী ফলিতা কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬৪ ॥

চণ্ডালে ব্রাহ্মণে চৌরে বদান্তে গবি হস্তিনি ।
সর্বত্র পশ্যতঃ কৃষ্ণঃ সমং মুক্তিরিতি স্থিতম্ ॥ ৬৫ ॥

যত্নস্তি বাঞ্ছা ভববারি-পারে
সুখে চ নিত্যে পুরুষার্থসারে ।
শশ্বন্মনো মে চপলং কিশোরং
ভজস্ব গোপী-নবনীত-চোরম্ ॥ ৬৬ ॥

গোপীদুগ্ধ-দধিক্ষীর-চোরে কৃষ্ণেহখিলেশ্বরে ।
ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাস্ততঃ সতাম্ ॥ ৬৭ ॥

ইতি ত্রীনীলকান্ত-দেব গোস্থামিনা বিরচিতৈ
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে চৌর্যলীলামৃতম্ ॥

মৃদুক্ষণ-লীলামৃতম

—o—

নমামি বালকং ব্রহ্ম মৃদুক্ষণ-পরায়ণম্ ।

অনন্তমুদরং যস্য ব্রহ্মাণ্ডৈক-পরায়ণম্ ॥ ১ ॥

বিনা রসাস্তুরাস্বাদং রসপুষ্টি ন জায়তে ।

বাললীলাস্তরে কৃষ্ণ-স্তদৈশ্বর্যমদর্শয়ৎ ॥ ২ ॥

ব্রহ্ম প্রেমধাম্নো মে হ্যন্তকাপি সুধায়তে ।

ইতি সন্দর্শয়ন্ কৃষ্ণঃ খেলন্ মৃদমতক্ষয়ৎ ॥ ৩ ॥

নৃবেদয়দ্ যশোদায়ৈ স্যস্ত মৃদুক্ষণং স্বয়ম্ ।

মিত্রবর্গ-মুখ-দ্বারা কৃষ্ণঃ সর্বহৃদি স্থিতঃ ॥ ৪ ॥

আরোপয়ৎ স্বমিত্রেষু মৃষাবাগ্ দোষমচ্যুতঃ ।

স্বয়ঞ্চাপলপন্ মাতৃ-সন্নিধানে স্বকর্ম তৎ ॥ ৫ ॥

অত্রাপি দ্বাবভিপ্রায়ৌ বালস্য ব্রহ্মণঃ সতঃ ।

লীলা-সৌষ্ঠব-রক্ষা চ স্ব-স্বরূপস্য সূচনা ॥ ৬ ॥

স্বভাব এষ বালানাং সর্ববিষাং হি ছুরাঙ্গনাম্ ।

স্বদোষং সঙ্গিষু ন্যস্ত সমিচ্ছন্তি স্বসাধুতাম্ ॥ ৭ ॥

এষ লীলা-সৌষ্ঠবার্থো বাহ্যার্থঃ স্ফুট এব হি ।

আলোচ্যস্তাঙ্ঘ্রি কষ্টার্থঃ কৃষ্ণবাক্-সত্য-সূচকঃ ॥ ৮ ॥

বস্য কুক্ষাবিদং বিশ্বং ভক্ষ্যং তস্যাপরং কিমু ।

স্বতন্তুপ্তঃ সদা যোহসৌ কথং বা ভক্ষয়েদপি ॥ ৯ ॥

মৃষাবাদচ্ছলেনৈবং ব্রহ্মত্বং স্বস্য সূচিতম্ ।

ব্রহ্মণো লক্ষণত্বেন যৎ শ্রুত্যা সমুদীরিতম্ ॥ ১০ ॥

অস্বীকৃতমতো যদ্ধি স্বস্য মুদ্রাক্ষণং ভিয়া ।

সত্যমেব বচন্তস্য তদ্ ব্রহ্মণো নরাকৃতেঃ ॥ ১১ ॥

“নাহং ভক্ষিতবানস্ব সর্বৈ মিথ্যাভিশংসিনঃ ।

যদি সত্যগিরস্তুহি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্ ॥” ১২ ॥

যৎ সমারোপয়ৎ কৃষ্ণো মিথ্যা-বাদং স্বসজ্জিবু ।

সত্যং তদেব চ শ্রীমৎ-কৃষ্ণস্য ব্রহ্মণো বচঃ । ১৩ ॥

তদ্বাক্যোহদাস্তপুত্রস্য বিশ্বাসো নাভবদ্ যদা ।

মাতুঃ কৃষ্ণস্তদা কুক্ষৌ ব্রহ্মাণ্ডং সমদর্শয়ৎ ॥ ১৪ ॥

অপশ্যদ্ গোপিকা তত্র কুক্ষৌ যজ্জগদম্মুতম্ ।

দৃষ্ট্বা চাচিন্তয়দ্ যতদ্ ব্যাসদেবেন বর্ণিতম্ ॥ ১৫ ॥

“সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থানু চ খং দিশঃ ।

সাদ্রি-দ্বীপাক্রিভূগোলং সবাযুগ্মীন্দুতারকম্ ॥” ১৬

“জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্পান্ বিয়দেব চ ।

বৈকারিকাগীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণান্তয়ঃ ॥” ১৭ ॥

“এতদ্ বিচিত্রং সহজীবকাল-
 স্বভাব-কৰ্ম্মাশয়-লিঙ্গভেদম্ ।
 সূনোস্তনো বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে
 ব্রজং সহাত্মানমবাপশঙ্কাম্ ॥” ১৮ ॥

“কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া
 কিংবা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ ।
 অথো অমুশৈব মমার্ভকস্ত
 যঃ কশ্চনোৎপত্তিক আত্মযোগঃ ॥” ১৯ ॥

“অথো যথাবল্ল বিতৰ্কগোচরং
 চেতো-মনঃ-কৰ্ম্ম-বচোভিরঞ্জসা ।
 যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে
 স্তুত্বির্বভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্ ॥” ২০ ॥

“অহং মমাসৌ পতিরেষ মে স্তুতো
 ব্রজেশ্বরস্তাখিল-বিদ্রুপা সতী ।
 গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহ-গোধনাশ্চ যে
 যন্মায়য়েৎ কুমতিঃ স মে গতিঃ ॥” ২১ ॥

যস্মাদ্ ভবন্তি ভূতানি যত্র সন্তি বিশস্তি যৎ ।
 প্রত্যক্ষমিতি বেদার্থং কৃষ্ণে মাত্রে ব্যদর্শয়ৎ ॥ ২২ ॥

দৃষ্টাপরা যশোদা চ মাত্রা পুত্রোদরে পুনঃ ।
কৃষ্ণোহন্তোহপি তথা কৃষ্ণো-দরে দৃষ্টো ব্রজোহপরঃ ॥২৩॥

“তদন্তুরস্য সর্বস্য তচ্চ সর্ববহিঃস্থিতম্ ।
ইতি বেদার্থ স্রুশেন দর্শিতো লীলয়ৈতয়া ॥” ২৪ ॥

বিশ্বরূপমুপাদিশ্য দর্শিতশ্চ রণাঙ্গনে ।
প্রত্যোতু তদিমাং লীলাং প্রত্যয়ী শ্রুতিগীতয়োঃ ॥ ২৫ ॥

প্রমাণধাস্তি সূক্ষ্মচ-মেতদর্থ-প্রবোধকম্ ।
গ্রন্থে পঞ্চদশীনাং বেদান্ত-গ্রন্থ-মূর্দ্ধনি ॥ ২৬ ॥

“নিশ্চিদ্র-দর্পণে ভাতি বস্তুর্ভং বৃহদ্ বিয়ৎ ।
সচ্চিদ্রঘনে তথা নানা-জগদ্গর্ভমিদং বিয়ৎ ॥” ২৭ ॥

তৃপ্যন্তি জ্ঞানিনোহেতদ্ বুদ্ধিবৈশ্বর্যমদ্ভুতম্ ।
প্রেমিকাস্তু ন তুষ্যন্তি দৃষ্ট্যপি নিজচক্ষুষা ॥ ২৮ ॥

সখি-পুত্র-পতিত্বেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্ ।
আস্বাচ্চ নীরসৈশ্বর্যং কো বা তস্য লঘেৎ সূধীঃ ॥ ২৯ ॥

বাৎসল্য-প্রতিমা গোপী দৃষ্টেতদ্ ভয়মাপ সা ।
পার্থশ্চ সখ্য-স্বর্বস্ব আস্তাং তোষোহতিদূরতঃ ॥ ৩০ ॥

সখ্যাস্যোপরি বাৎসল্য-মতঃ পার্থযশোদয়োঃ ।
সমানেহপি ভয়ে কশ্চিদ বিশেষো দৃষ্টতে স্ফুটম্ ॥ ৩১ ॥

পার্থঃ কৃষ্ণস্য দৃষ্টৌ ব বিভুত্বং পরমাদ্ভুতম্ ।

তৎক্ষণাদীশ্বরং মত্ত্বা ভাতঃ কৃষ্ণং সমানমৎ ॥ ৩২ ॥

যশোদা তু স্বপুত্রস্য বিভুত্বৈ সংশয়ং গতা ।

বিতর্ক্য বহুধা পশ্চা-দাশ্রয়দ্ জগদীশ্বরম্ ॥ ৩৩ ॥

চিরঞ্চ মাতৃদৃষ্টৌ ত-ন্নাশ্চরৎ কৃষ্ণবৈভবম্ ।

তদ্-বিভুত্বমভূন্মগ্নং ক্ষণাদ্ বাৎসল্য-সাগরে ॥ ৩৪ ॥

সন্তুষ্টমেব জগদ্গর্ভং যশোদা কৃষ্ণমীশ্বরম্ ।

নিজাক্ষে স্থাপয়িত্বাপ মুদং ব্রহ্মসুখাৰ্দ্দনীম্ ॥ ৩৫ ॥

“অস্থূলশ্চানুশ্চেতি” ব্রহ্মণঃ শ্রুতি-সম্মতে ।

যুগপদ্ বিভুতাণুত্বৈ ব্রহ্মণৈব প্রদর্শিতে ॥ ৩৬ ॥

ইত্থঞ্চ দশিতা প্রেম্নঃ কৃষ্ণেনাদ্ভুত-শক্তিতা ।

প্রেমাকৌ বিশ্ববদ্ ভাতি জ্ঞানং তত্রচ মজ্জতি ॥ ৩৭ ॥

অতএব মুনীন্দ্রেণ বিস্মিতেনেব বর্ণিতম্ ।

অদ্ভুতং প্রেম-মাহাত্ম্যং সূভগাভীর-ঘোষিতঃ ॥ ৩৮ ॥

“ত্রয্যা চোপনিষদ্বিস্তৃপ্ত সাঙ্খ্য-যোগৈশ্চ সাঙ্খ্যতৈঃ ।

উপর্গায়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্ততাত্ত্বজম্ ॥” ৩৯ ॥

এষা হি ভগবল্লীলা লোকশিক্ষিক-হেতুকা ।

গোপীনাং নিত্যসিদ্ধানাং শিক্ষাপেক্ষা ন বিদ্যতে ॥ ৪০ ॥

তত্রৈকস্বং জগৎ কৃৎস্নং কৃষ্ণদেহে চরাচরম্ ।
তদ্বহি বস্তু-মাত্রং হি ন বিদ্বত ইতি স্থিতম্ ॥ ৪১ ॥

নিত্যস্বত্বপ্তোহপি চ মূর্ত্তিকাশনঃ
সত্যস্বরূপোহপ্যযথার্থ-ভাষণঃ ।
ক্ষুদ্রোহপি কুক্ষাবখিল-প্রকাশন
আস্তাং সহায়ো মম মোহবিশেষণঃ ॥ ৪২ ॥

শিশোরপ্যুদরে বিশ্বং নহি চিত্রং হরেরিতি ।
ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাস্বতঃ সতাম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোষামিনা বিরচিতৈ
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে মৃদ্ধক্ষণ-লীলামৃতম্ ।

দামোদর-লীলামৃতম্ ।

নমামি দামবন্ধং তৎ পরব্রহ্ম নিরন্তরম্ ।

শ্রুতিভির্ষৎ সূনির্গীতং নিৰ্ব্বহিচ্চ নিরন্তরম্ ॥ ১ ॥

অনন্তোহপি ভবেদ্ বন্ধ-শ্চিত্রমেতন্ন সংশয়ঃ ।

তত্রাপি গুণবন্ধঃ স্ভা-দেতদত্যন্তমদ্ভুতম্ ॥ ২ ॥

তত্রাপ্যবলয়া-ভীর-যোষিতা চ যশোদয়া ।

ভবেদ্ বন্ধো হরি-স্তন্ধি চিত্রাৎ চিত্রতরং পুনঃ ॥ ৩ ॥

কঠোপনিষদি “ব্রহ্ম বক্তা শ্রোতা তথেক্সিঃ ।

আশ্চর্য্যাঃ সর্ব এবৈতে” ইত্যুক্তং স্পষ্টমেব হি ॥ ৪ ॥

অতো ব্রহ্মঘনঃ কৃষ্ণ আশ্চর্য্য এব নিশ্চিতম্ !

চরিতং তস্য চাশ্চর্য্যং ভবেদিত্তি কিমদ্ভুতম্ ॥ ৫ ॥

আশ্চর্য্যো যদি বক্তাস্য শ্রোতাচ বিরলো যদি ।

বিদ্বাদ্ ব্রহ্ম কথং জীবো মুক্তিং বা প্রাপ্নুয়াৎ কথম্ ॥ ৬ ॥

অতঃ সৎসপি শাস্ত্রেষু জ্ঞানার্থং ভজতাং স্বয়ম্ ।

ধ্যানার্থঞ্চাবতীৰ্য্যাসৌ স্বরূপং দর্শয়েদ্ধরিঃ ॥ ৭ ॥

নরবুদ্ধৌ যদাশ্চর্য্যং সহজং তৎ পরেশ্বরে ।

ইতি বিস্মৃত্য মুহুন্তি ব্রহ্মাশ্চর্য্যো হি মানবাঃ ॥ ৮ ॥

নরাণাং যদসাধ্যং তদসাধ্যং ব্রহ্মণো যদি ।
বিশেষো বিজ্ঞতে কো বা ব্রহ্ম-মানবায়োস্তুদা ॥ ৯ ॥

যুগপদ্ বেদবাক্যেন স্থূলোহণুশ্চাপি যো ভবেৎ ।
যুগপৎ স নিরস্তোহপি ভক্তৈর্বন্ধো ভবেদ্ধুবম্ ॥ ১০ ॥

পূজনে বন্দনে তস্য তথা ভোষো ন জায়তে ।
যথা ভক্তকৃতে তস্য সন্তোষো দৃঢ়বন্ধনে ॥ ১১ ॥

অতঃ স্ববন্ধনং কৃষ্ণঃ সমিচ্ছন্নেব লীলয়া ।
দৌরাভ্যাং কর্তুমায়েতে যশোদা-ভবনে ভ্রূশম্ ॥ ১২ ॥

মাতাপি মোহিতা মহা শ্রীকৃষ্ণঃ স্বাত্মজং শিশুম্ ।
অশাস্তস্মৃত-শাস্ত্যর্থং তং বন্ধুং সমচেষ্ঠত ॥ ১৩ ॥

অতিদীর্ঘেণ দান্বাসৌ বেষ্ঠয়িত্বা শিশূদরম্ ।
গ্রন্থিবন্ধক্ষেপেহপশ্যৎ দ্ব্যঙ্গুলোদ্যমং স্বদাম তৎ ॥ ১৪ ॥

অনীয় চাপরং দাম গ্রন্থিকালে তথৈব সা ।
অপর্যাপ্তমপশ্যৎ তৎ তনূদর-নিবন্ধনে ॥ ১৫ ॥

বহুশৃণ্যোবমানীয় দামানি নন্দগেহিনী ।
উনানি পূর্ববদদ্‌ষ্ণু বিস্ময়ং পরমং যযৌ ॥ ১৬ ॥

অস্তৃণ্যভাবৎ তস্যাঃ স্বশক্তিং স্বগুণং প্রতি ।
প্রস্মিন্নসর্বগাত্ৰাপি যতন্তেষ্ম চ লজ্জয়া ॥ ১৭ ॥

ସର୍ବବିଞ୍ଚିତ୍ତଃ ହରିର୍ଭାବଃ ବୁଦ୍ଧା ମାତୁର୍ମନୋଗତମ୍ ।

ସ୍ବୟଂ ବଦ୍ଧୋଽଭବଂ ପଞ୍ଚାଂ କୃପୟା ଭକ୍ତ-ବଂସଳଃ ॥ ୧୮ ॥

“ସ୍ବମାତୁଃ ସ୍ବିନଗାତ୍ରାୟା ବିସ୍ତ୍ରସ୍ତକବରଞ୍ଚଜଃ ।

ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପରିଶ୍ରମଃ କୃଷ୍ଣଃ କୃପୟାସୌଂ ସବନ୍ଧନେ ॥” ୧୯ ॥

“ଅଗୋରଗୁହରଂ ବ୍ରହ୍ମା ମହତୋଽପି ମହନ୍ତରମ୍ ।”

ଞ୍ଚତ୍ୟର୍ଥ ଇତି କୃଷ୍ଣେନ ଦର୍ଶିତୋ ଲୀଳୟିତୟା ॥ ୨୦ ॥

ପ୍ରେମ୍ନଞ୍ଚ ପରମାଞ୍ଚର୍ଯ୍ୟ-ଶକ୍ତିଃ ଦର୍ଶିତଃ ପୁନଃ ।

ସେନ ଭକ୍ତୋ ଭବେଚ୍ଛକ୍ତୋ ବଶୀକର୍ତ୍ତୁ ମପୀଶ୍ବରମ୍ ॥ ୨୧ ॥

ସୁକେନାପି ତଥୈବୋକ୍ତଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଜପିତୁର୍ମୁଖାଂ ।

ସଂସାରାନ୍ମୁକ୍ତିମିଚ୍ଛନ୍ତଃ ବିଘ୍ନୁରାତଂ ପ୍ରତି ସ୍ବୟମ୍ ॥ ୨୨ ॥

“ଏବଂ ସନ୍ଦର୍ଶିତା ହଞ୍ଜ ହରିଣା ଭକ୍ତବଶ୍ୟତା ।

ସ୍ବବଶେନାପି କୃଷ୍ଣେନ ସମ୍ୟେଦଂ ସେନ୍ଧରଂ ବଶେ ॥” ୨୩ ॥

ଦୂରେହନ୍ତ୍ବ ଶୁକବାର୍ତ୍ତାପି ଶ୍ରୀମନ୍ତଗବତା ସ୍ବୟମ୍ ।

ଆତ୍ମାନୋ ଭକ୍ତବଶ୍ୟାଃ ସୁସ୍ପର୍ଯ୍ୟମେବ କୀର୍ତ୍ତିତମ୍ ॥ ୨୪ ॥

“ଅହଂ ଭକ୍ତପରାଧୀନୋ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଇବ ଦ୍ବିଜ ।

ସାଧୁଭିର୍ଗ୍ରସ୍ତ-ହୃଦୟୋ ଭକ୍ତୈର୍ଭକ୍ତଜନପ୍ରିୟଃ ॥” ୨୫ ॥

କେଚିଦାଧ୍ୟାତ୍ମିକୀଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଂ ସଂବୋଜ୍ୟାତ୍ର ମନୀଷୟା ।

ଲୀଳାସ୍ବରୂପମୁଂସଞ୍ଜ୍ୟ କଲ୍ପୟାନ୍ତୁ ଚ ‘ରୂପକମ୍’ ॥ ୨୬ ॥

যশোদা সাস্বিকী বুদ্ধি-সুদাম প্রেম কেবলম্ ।

শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মৈব হৃদয়ং ব্রজমণ্ডলম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি তেযাং মতং তন্তু সত্যমেবাতিসুন্দরম্ ।

খপুষ্পমিব তন্তুতু বিনা দেহং নিরাস্পদম্ ॥ ২৮ ॥

লোকে কশ্চিদ্ যদা ক্রুদ্ধঃ কঞ্চিৎ প্রহরতি ক্ৰচিৎ ।

প্রহৰ্ত্তা বস্তুতন্তুত্র ক্রোধ এব ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

দেহাত্ময়ং বিনা কিন্তু স ক্রোধোহপি খপুষ্পবৎ ।

কেবলং শব্দমাত্রং হি প্রহৰ্ত্তুং নাপি চ ক্ষমঃ ॥ ৩০ ॥

এবং কশ্চিদ্ যদা ভক্তঃ সেবতে ভক্তিতো হরিম্ ।

দেহোহসারাস্পদং তস্যাঃ সেবিকা ভক্তিরেব হি ॥ ৩১ ॥

দেহমপেক্ষতে সা তু সৰ্ব্বথা সেবিতুং হরিম্ ।

অনুথা ভক্তিসত্তাপি ভুলোকে ন প্রতীয়তে ॥ ৩২ ॥

তস্মাৎ ক্রোধশ্চ ভক্তিশ্চ ভাবো বাধ্যাত্মিকোহপরঃ ।

স্বস্বানুরূপকার্য্যার্থং দেহং কঞ্চিদপেক্ষতে ॥ ৩৩ ॥

সা ভক্তিঃ পরমাত্মা চ সচ্চিদানন্দরূপধৃক্ ।

গোলোকে রাজতে নিত্যং তদ্বিকাশো ব্রজেহপ্যয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

ধ্যানার্থং সাধকানাং হি চিদ্বেহেন হরিঃ ক্ৰচিৎ ।

ক্ৰচিদ্ ভোতেন দেহেন স্বেচ্ছয়া ক্রীড়তি প্রভুঃ ॥ ৩৫ ॥

ଅତୋ ବୃନ୍ଦାବନେ କୃଷ୍ଣୋ ରୂପବାନେବ ନିଶ୍ଚିତମ୍ ।
 ଯଶୋଦା ରୂପିଣୀ ଚୈବ ରଞ୍ଜୁଷ୍ଟ ରଞ୍ଜୁରେବ ହି ॥ ୭୬ ॥

ଗୋପ୍ୟାଃ ପ୍ରେମ୍ନୈବ ବନ୍ଧୋହଢ଼ୁ-କ୍ଷରିର୍ଯଦ୍ୱାପି ତତ୍ତତଃ ।
 ତଥାପି ଦାମ ମସ୍ତୁବାଂ ନିମିତ୍ତଂ ହରିବନ୍ଧନେ ॥ ୭୭ ॥

ସ୍ବାଶ୍ମୁଲୋନମଭୂଦ୍ଦାମ ଯଥାବଦ୍ ଯଂ ପୁନଃ ପୁନଃ ।
 ତାଞ୍ଚିକଂ କାରଣଂ ତତ୍ର ସମାଲୋଚ୍ୟାଞ୍ଚ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତି ॥ ୭୮ ॥

ଅହନ୍ତା-ମମତେ ଯାବଦ୍ ବର୍ତ୍ତେତେ ପ୍ରବଳେ ହ୍ରଦି ।
 ମସ୍ତୁବୋହପି ହରିନ୍ତାବ-ନ୍ନହି ତଦ୍ବନ୍ଧନଂ କୁତଃ ॥ ୭୯ ॥

ଅହଂ ବନ୍ଧାମି ଗୋପାଳଂ ରଞ୍ଜିତ୍ୱା ଚୈବ ମଦୀୟା ।
 ଇତି ଦକ୍ଷେନ ମାତାପି ନାଶକ୍ରୋଦ୍ ବନ୍ଧୁମାତ୍ମଜମ୍ ॥ ୮୦ ॥

ସ୍ୱଗ୍ନା ଯଦାଭବଦ୍ ଗୋପ୍ୟାଃ ଅଶକ୍ତୋଚ୍ଚ ସ୍ୱଦାମନି ।
 ଆତ୍ମୀୟାଦ୍ ବନ୍ଧୁସ୍ତଦୈବାସୋ କୃପୟୈବ ଅସ୍ତଃ ହରିଃ ॥ ୮୧ ॥

ଆକୃଷ୍ଟଂ ଧ୍ରୋପଦୀବସ୍ତ୍ରଂ ବର୍ଜିତେଷ୍ୱୈବ କେବଳମ୍ ।
 ଯଶୋଦାୟାସ୍ତ ତଦାମ ହ୍ରସତିସ୍ମି ପୁନଃପୁନଃ ॥ ୮୨ ॥

ପ୍ରେମ୍ନା ଯଦ୍ୱାପି ଧ୍ରୋପତ୍ତା ଗୋପୀ ଶତଶ୍ଚୁଣୋକ୍ତମା ।
 ତଥାପି ଲୋକଶିକ୍ଷାର୍ଥଂ ହରିନୈବଂ ପ୍ରଦର୍ଶିତମ୍ ॥ ୮୩ ॥

ଅନପେକ୍ଷ୍ୟା ସ୍ୱସାମର୍ଥ୍ୟଂ ଧ୍ରୋପଦୀ କୃଷ୍ଣମାତ୍ରିତା ।
 ଯଶୋଦା ସାତ୍ତ୍ୱିମାନାସୀ-ଦିତ୍ୟେବ ତତ୍ର କାରଣମ୍ ॥ ୮୪ ॥

অহস্তা-মমতে দে তু ব্রজেতাং সংক্ষয়ঃ যদা ।

প্রেম-দাম তদা পূর্ণঃ স্মাদ্ বশ্যশ্চ তদা হরিঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতীয়ং মহতী শিক্ষা দস্তা কৃষ্ণেন লীলয়া ।

অভিমানং যশোদায়া দূরীকৃত্য কুপালুনা ॥ ৭৬ ॥

হরিণা দর্শিতং পূর্ব-মস্তঃপূর্ণত্বমাত্মনঃ ।

বহিঃ পূর্ণত্বমপাত্র লীলয়া দর্শিতং পুনঃ ॥ ৪৭ ॥

অস্তব্বহিঃশ্চ ভক্তেন পরানন্দো নিরুধ্যতে ।

ইত্যপি প্রেমমাহাত্ম্যং দর্শিতং লীলয়ৈতয়া ॥ ৪৮ ॥

তথৈব বর্ণিতং শ্রীম-শ্রুনীন্দ্রেন মহাত্মনা ।

কৃষ্ণপ্রেম-সুধাসিক্তৌ স্মখং সম্ভরতা সদা ॥ ৪৯ ॥

“নেমং বিরিক্ষে ন ভবে ন শ্রীরপাঙ্গসংশয়া ।

প্রসাদং লেভিরে গোপী যন্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ৫০ ॥

নায়াং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।

জ্ঞানিনাঞ্চাভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ৫১ ॥”

এবং বদ্ধা সূতং গোপী পলায়ন-পরায়ণম্ ।

উদুখলেন সংযোজ্য কার্য্যাস্তরপরাভবৎ ॥ ৫২ ॥

ভগবানপি বীৰ্য্যং স্বং মাত্রে দর্শয়িতুং পুনঃ ।

উদুখলং সমাকর্ষন্ প্রজগাম গৃহাদ্ বহিঃ ॥ ৫৩ ॥

“আসীনোহপি শয়ানোহপি যুগপদ্ যাতি দূরতঃ।”

ইতি বেদার্থমেতেন খাবন্ বন্ধোহপ্যদর্শয়ৎ ॥ ৫৪ ॥

নগযুগ্মাস্তুরং গচ্ছং-স্তত্র লগ্নমুদূখলম্।

বিকর্ষন্ লীলয়া তূর্ণং বৃহন্নগাবপাতয়ৎ ॥ ৫৫ ॥

দৃষ্ট্বা কৃষ্ণবহং পূর্ববং বস্তুদেবং যমানুজা।

দদৌ মার্গং স্বতন্তস্মা-দাস্তেহৃদ্যাপি যথা পুরা ॥ ৫৬ ॥

পাদপৌ বাধমানৌ তু কৃষ্ণানুবর্ত্যুদূখলম্।

আপতুঃ পরমাপত্তিং দৃঢ়মূল্যাবপি স্বয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

সিদ্ধান্তয়ন্তি কেচিভু ক্ষুদ্রৌ তো পাদপাবিতি।

মতং কৃষ্ণেশ্বরত্বক্ষে-দলং কল্পনয়ৈতয়া ॥ ৫৮ ॥

স্বৈশ্বর্যখ্যাপনায়ৈব বিকাশো ব্রজমণ্ডলে।

ভবচ্ছেতুর্হরেনিত্যং নিত্যধামবিহারিণঃ ॥ ৫৯ ॥

তন্মনোজ্ঞেন চ শ্রীমন্-মুনিনাতিকৃপালুনা।

বর্ণিতং হি তদৈশ্বর্যং মুমুক্শুণাং বিমুক্তয়ে ॥ ৬০ ॥

বৃক্ষমূলাৎ সমুদ্ভুতো স্তরবর্য্যাবিতি ধ্রুবম্।

আশ্চর্য্যবৎ প্রতীয়েত বস্তুতো নাস্তুতং হি তৎ ॥ ৬১ ॥

কর্ণুণা জন্মবৈবধ্যং স্বীকুর্বন্তি ন মে জনাঃ।

নাস্তি তান্ প্রাতি বস্তুব্য-মাস্তিকান্ প্রাতি মে কথা ॥ ৬২ ॥

দেহাদেহাস্তরং যাতি জীবঃ সূক্ষ্মতরো যদা ।

ন দৃশ্যঃ সর্ববভূতানাং লিঙ্গদেহসমাপ্তিতঃ ॥ ৬৩ ॥

সর্বদৃগ্ ভগবানেব দুর্দৃশ্যমপি পশ্যতি ।

যোগবীর্যেণ জানাতি ব্যাসশ্চ যোগিনাং বরঃ ॥ ৬৪ ॥

কুবেরস্ত্যক্তৌ পূর্ব্বং লোকোদবেগকরৌ সদা ।

শ্রীমদ্বেববিণা শপ্তৌ জাতৌ শ্রীগোকুলে নগৌ ॥ ৬৫ ॥

চিরবন্ধ-নগত্বং ত-দসৎকৰ্ম্মফলং তয়োঃ ।

মুহূৰ্ত্তভক্তসঙ্গাচ্চ জন্মাসীদ ব্রজমণ্ডলে ॥ ৬৬ ॥

দেবানামপি বৃক্ষত্বং ন চিত্রং পাপকৰ্ম্মতঃ ।

নগানামমরত্বঞ্চ ভোগাৎ কৰ্ম্মক্ষয়ে সতি ॥ ৬৭ ॥

ঋতিস্মৃতিপুরাণেষু বেদাস্তদর্শনেষু চ ।

দেহাদেহাস্তরপ্রাপ্তি-জীবানাং কৰ্ম্মণোদিতা ॥ ৬৮ ॥

কৰ্ম্মণা নর-দেবানাং গতিঃ স্ত্যাদুভ্যধমা ।

অজ্ঞানাস্তু নগাদীনাং স্বত এব ক্রমোন্নতিঃ ॥ ৬৯ ॥

সদসৎকৰ্ম্মণাং কশ্চিৎ ফলদাতেশ্বরোহস্তি চেৎ ।

ঈশ্বৰ্য্যব্যাং বুদ্ধৈরেতন্ নাস্তিকানাং কথা পৃথক্ ॥ ৭০ ॥

যদি কুর্য্যাদসৎকৰ্ম্ম সদসজ্জ্ঞানবানাপি ।

ঈশ্বরাত্ ফলদাতুঃ স নিশ্চিতং দণ্ডমৰ্হতি ॥ ৭১ ॥

অবোধঃ দণ্ডয়েৎ পুত্রং সদোধমপি কঃ পিতা ।
 জ্ঞানবন্তঃ সূতং কো বা কৃতদোষঃ ন দণ্ডয়েৎ ॥ ৭২ ॥
 ব্যাঘ্রো হস্তান্নরং নত্যং মার্জ্জারশ্চ হরেৎ পয়ঃ ।
 অজ্ঞয়োস্তু তয়োস্তেন পাতকং নহি সম্ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥
 সদসজ্জ্ জ্ঞানবন্তোহপি দেবা বা মানবা যদি ।
 আচরেয়ু স্তথাচারং মর্হন্তোবাধমাং গতিম্ ॥ ৭৪ ॥
 সর্বেষামবিশেষেণ ভবেদ্ যদি ক্রমোন্নতিঃ ।
 স্বত এব তদা ধর্মো নিতরাং নিষ্প্রয়োজনঃ ॥ ৭৫ ॥
 দেবর্ষেঃ কৃপয়া লুপ্তা নাসীৎ পূর্বস্মৃতিস্তুয়োঃ ।
 অতোহনুতপ্তো হৃদ্যন্তু-দর্ধ্যাতুঃ সর্বদা হরিম্ ॥ ৭৬ ॥
 ব্রহ্মাণামনুতাপোহন্তুঃ কো বুধ্যত হরিং বিনা ।
 বিনা বা তৎকৃপাপাত্রং মোহাক্কো জগতীতলে ॥ ৭৭ ॥
 মানবোহপি মানবানাং দারিদ্র্যাং বুধ্যতে ন যঃ ।
 স বুধ্যত কথং দুঃখং পাদপানাং চলদ্ভ্রমঃ ॥ ৭৮ ॥
 যচ্চ তাভ্যাং কৃত্য তত্র স্তুতির্ভগবতস্তদা ।
 তদদ্ভুতমিবাভাতি তথাপি তন্নচাদ্ভুতম্ ॥ ৭৯ ॥
 স্থিতোহপি মানবস্তুষ্টী-মন্তুঃ কথয়তে কথাম্ ।
 সা তু লিঙ্গশরীরস্থা কদাপি নান্নগোচরা ॥ ৮০ ॥

অপকীকৃতভূতোঽথ-দেহানামপি যা কথা ।

শৃণোতি তাং সদা কৃষ্ণঃ সর্বেষাং হৃদয়স্থিতঃ ॥ ৮১ ॥

কর্ণাভ্যাং যে হি শৃণুস্তি শৃণুস্তি তে ন তদ্ বচঃ ।

স শৃণোতি স্ত্রৈরুক্ত-মকর্ণেহপি শৃণোতি যঃ ॥ ৮২ ॥

অস্তরঙ্গস্বরূপাশ্চ কৃষ্ণস্ত্র্য ব্রজবালকাঃ ।

কেচিত্তৌ দদৃশুর্দেবৌ ভগবচ্ছক্তিসম্ভূতাঃ ॥ ৮৩ ॥

ততস্তৌ কৃষ্ণপাদাজ্জ-মভিবন্দ্য পুনঃ পুনঃ ।

ভগবন্তুষ্টিমাশ্রিত্য প্রজগতুর্নিজালয়ম্ ॥ ৮৪ ॥

অদ্ভুতং কৃষ্ণচারিত্রং কো বা বোদ্ধুং ক্ষমঃ পুমান্ ।

স্বয়ং বন্ধুঃ কৃপাসিদ্ধু-শ্চিন্দ্যাদেবাত্মবন্ধনম্ ॥ ৮৫ ॥

প্রেম্না যশোদয়া বন্ধু-স্তদিচ্ছাং সমপূরয়ৎ ।

যক্ষৌ তৌ মোচয়ামাস ভগবান্ নগবন্ধনাৎ ॥ ৮৬ ॥

অভিজানাতি ভক্ত্যেব যাবন্তং যঞ্চ তত্ত্বতঃ ।

মহাস্তং মহতোহপি শ্রী-ভগবন্তুমিতি স্থিতম্ ॥ ৮৭ ॥

বন্ধোহগুণোহপি স গুণৈ ব্রজরাজপত্ন্যা

ভূবন্ধনুল-ধনদাত্তজমুক্তিদাতা ।

ভক্তাভিলাষবশগো নিতরাং স্বতন্ত্রো

দামোদরোহদ্ভুতশিশুঃ শরণং মমাস্ত ॥ ৮৮ ॥

ଭ୍ରାତାଗମ୍ୟେହପି ସତ୍ପ୍ରେମ-ସମ୍ୟେ କୃଷ୍ଣେହଧିଲେଖରେ ।
ତବେଦ୍ ଭାଗ୍ୟବତାମେବ ବିଶ୍ବାସଃ ଶାଶ୍ବତଃ ସତାମ୍ ॥ ୪୯ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀନୀଳକାନ୍ତ-ଦେବ-ଗୋସ୍ବାମିନା ବିରଚିତେ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଲୀଳାମୃତେ ନାମୋଦରଲୀଳାମୃତମ୍ ॥

ব্রহ্মমোহন-লীলামৃতম্ ।

জয়তাং স্বেচ্ছয়া ধেনু-চারকো নন্দদারকঃ ।

শৈশ্বর্যদর্শনোদ্ভ্রাস্ত-বিধি-সম্মোহ-দারকঃ ॥ ১ ॥

পালয়েন্নন্দগোপস্য গোধনং ভগবান্ স্বয়ম্ ।

পরতষে ব্রহ্মগোহপি বেদকর্তৃর্ভবেদ্ ভ্রমঃ ॥ ২ ॥

সত্যমেতদ্বয়ঞ্চাপি ন বুদ্ধিমধিরোহতি ।

ঐশ্বর্যং চরিতং মর্ত্য-বুদ্ধিঃ কিং সংস্পৃশেদপি ॥ ৩ ॥

অপ্যাসীদনৃতাখ্যায়া ব্যাসঃ সত্যবতীশ্বতঃ ।

অপ্যাসন্ বালিশাঃ সর্বে প্রাচীনাঃ শাস্ত্রসেবকাঃ ॥ ৪ ॥

অপি সর্ববিদোহভ্রাস্তা নব্যাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ।

যে কৃষ্ণসৈশ্বরীং লীলাং দস্তাদিচ্ছন্তি বাধিতুম্ ॥ ৫ ॥

পক্ষ একতমোহপ্যেষু সম্ভবেন্ন কদাচন ।

ন স্পৃশেদৈশ্বরীং লীলাং নারীবুদ্ধিরিতি স্থিতম্ ॥ ৬ ॥

ঔষধেবশ্যসেব্যো হি তর্কো যুক্তো ন রোগিণঃ ।

শ্রদ্ধয়া সেবনীয়ন্তং সদবৈতেন ব্যবস্থিতম্ ॥ ৭ ॥

ভবরোগ-সমাক্রান্তৈঃ কৃষ্ণলীলামৃতং মুহুঃ ।

বিশ্বাসেনৈব সংসেব্য-মার্ষশাস্ত্রনিক্রুপিতম্ ॥ ৮ ॥

ময়া ন তর্ক্যতে নাপি কিঞ্চিদত্র বিচার্যতে ।
স্ববিশ্বাসামুসারেণ কৃষ্ণলীলা নিষেব্যতে ॥ ৯ ॥

নরাণাং তারতম্যেন তথা রূপাস্তুরেণ চ ।
সর্বেষাং সর্বদেশেষু বিদ্যতে ধর্ম্যসেবনম্ ॥ ১০ ॥

তদ্বস্তু চিস্তিতং নৈব তথা কুত্রাপি কৈরপি ।
ঋষিভি ভারতাবাসৈ-ধর্ম্মৈকজীবনৈরথ্য ॥ ১১ ॥

পৃথিব্যাং ভগবৎস্মৃতা যাবন্তুঃ সন্তি জন্তবঃ ।
নরাঃ শ্রেষ্ঠতমাস্তেষু ধর্ম্মাধিকারিণশ্চ তে ॥ ১২ ॥

তেষামেবানুকূল্যার্থ-মন্যে স্থিরচরাদয়ঃ ।
বৃত্তৌ ধর্ম্মসেবনে চ স্মৃতা তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥

প্রধানা দৃশ্যতে তত্র গবামেবোপযোগিতা ।
নরাণাং দেহরক্ষার্থং ধর্ম্মরক্ষার্থমেব চ ॥ ১৪ ॥

মূত্রমূৎকট-রোগঘ্নং পুরীষং বায়ুশোধকম্ ।
অতএব পবিত্রে তে অন্তেষাং যে ঘৃণার্ত্তণে ॥ ১৫ ॥

দুষ্কং পুষ্টিকরং স্নাদু চিত্তস্যাপি বিশোধনম্ ।
বিশেষতস্ত জীবন্তি পীড়া তন্নরদারকাঃ ॥ ১৬ ॥

স্বতমুৎপত্ততে দুষ্কাদ্ বলবৃদ্ধিবিবর্দ্ধকম্ ।
দধিক্ষীরাদি গোদুগ্ধা-জ্জায়তে ভক্ষ্যমুত্তমম্ ॥ ১৭ ॥

অতো মাতৃসমা গাবঃ সদা পূজ্যাশ্চ মাতৃবৎ ।
কৃতজ্ঞৈর্মানবৈর্ভক্ত্যা তত্র কশ্চিন্ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

ষাগষজ্ঞাদিকে কার্যো নৃণাঞ্চ নিত্যকর্ম্মণি ।
অগ্নৌ যতাহতিঃ সম্যগ্ বিহিতা তত্ত্ববিদ্ববরৈঃ ॥ ১৯ ॥

তদ্বৃক্ষমশ্চাপি গন্ধশ্চ নৃণাং স্বাস্থ্যকরঃ পরঃ ।
ধূমঃ পুনর্ভবন্ মেঘো ধরায়াং বারি বর্ষতি ॥ ২০ ॥

“অগ্নৌ প্রাত্যাহতিঃ সমা-গাদিত্যমুপতিষ্ঠতে ।
আদিত্যাজ্জায়তে রুষ্টি-রুক্ষৈরন্নং ততঃ প্রজাঃ” ॥ ২১ ॥

অতএবেহ জীবানাং গাবো ভোগসুখপ্রদাঃ ।
ধর্ম্মনির্ব্বর্ত্তকত্বাক্ষি সুখদা স্তাঃ পরত্র চ ॥ ২২ ॥

সস্তানোৎপাদনদ্বারা তাসাঞ্চ বংশরক্ষকাঃ ।
বৃষা স্তদৃ বৃষশব্দোহপি দৃশ্যতে ধর্ম্মবাচকঃ ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্মাঙ্কি জায়তে নৃণাং চিত্তশুদ্ধি স্ততঃ পরম্ ।
তত্ত্বজ্ঞানং ততো মুক্তি বুদ্ধৈরেতদ্ বিনিশ্চিতম্ ॥ ২৪ ॥

যস্মাদ্ধর্ম্মো বহেজ্ জ্ঞানং বৃষশ্চ ধর্ম্মবাচকঃ ।
তস্মাদৃ বৃষঃ শব্দরস বাহনো জ্ঞানরূপিণঃ ॥ ২৫ ॥

জ্ঞানাদেব ভবেমুক্তি জ্ঞানঞ্চ চিত্তশুদ্ধিতঃ ।
চিত্তশুদ্ধি ভবেদ্ধর্ম্মাদ্ গোভ্যো ধর্ম্মশ্চ জীবিকা ॥ ২৬ ॥

লোকযাত্রা যতো গোভ্যো ধর্মরক্ষা চ সিধ্যতি ।
রক্ষিতে গোব্রজে তস্মাদ্ ভবেৎ সর্বং সুরক্ষিতম্ ॥ ২৭

যো গোপালঃ সএবাতো ধর্মপাল ইতি স্থিতম্ ।
ধর্মরক্ষা চ কৃষ্ণস্য ভুবি মুখ্যঃ প্রয়োজনম্ ॥ ২৮ ॥

প্রোক্তং তচ্চ স্বয়ং শ্রীমৎকৃষ্ণেন রণমুর্দ্ধনি ।
স্বতত্ত্ব-শ্রবণে যোগাং সখায়মর্জুনং প্রতি ॥ ২৯ ॥

“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুকৃতামঃ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগেঃযুগে” ॥ ৩০ ॥

ইতি দর্শয়িতুং লোকে স্বয়ং ধর্মাধিপো হরিঃ ।
নিত্যগোপো ব্রজে নন্দ-গোপ-গাঃ সমপালয়ৎ ॥ ৩১ ॥

পাল্যন্তে যৈঃ সদা গাবো জনা স্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ।
ইতি জ্ঞাপয়িতুং পিতৃ-গৃহং হিত্বা ব্রজেহবসৎ ॥ ৩২ ॥

ভক্তবাৎসল্যমেতেন দর্শিতং স্বপ্রতিশ্রুতম্ ।
যস্তু রূপেণ কৃষ্ণেন যত্নত্মমর্জুনং প্রতি ॥ ৩৩ ॥

“অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥” ৩৪

যোগঃ ক্ষেমশ্চ গোপানাং সর্ববথাহি গবাশ্রয়ঃ ।
বিজ্ঞাবিজ্ঞজ্ঞনৈঃ সর্বৈর্বা বুধ্যতে তৎ স্থনিশ্চিতম্ ॥ ৩৫ ॥

গবাঞ্চ গোপগোপীনাং গোপালতাপনী-দ্রষ্টৌ ।

প্রসঙ্গে বিস্তরেণাস্তি দ্রষ্টব্যঃ স বুভুৎসুভিঃ ॥ ৩৬ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং বাচকোহপি গোশব্দো দৃশ্যতে ততঃ ।

অন্তর্যামী ভবেদ্ গোপ ইতি কেচিদ্ বদন্তি চ ॥ ৩৭ ॥

সত্যমেব ন তন্মিথ্যা পরমাত্মতয়া হৃদি ।

স্থিতঃ সঞ্চালয়েৎ কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়াণি নিরন্তরম্ ॥ ৩৮ ॥

ব্রজেহপ্যপালয়দ্ গাশ্চ ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ।

স্বরূপাং প্রথিতুং লোকে ধর্ম্মৈকরক্ষকঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

গাবঃ পালাঃ স্বয়ং শব্দদ্ গৃহিতিঃ শাস্ত্রচোদিতৈঃ ।

এতচ্চ প্রথিতুং লোকেহ পালয়দ্ গাঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ৪০ ॥

অধুনা মানিনঃ সভাঃ স্ববিলাস-পরায়ণাঃ ।

লজ্জস্তে মাতৃসেবায়াঃ কিমু গোমাতৃ-সেবনে ॥ ৪১ ॥

অসেবত স্বয়ং কৃষ্ণে ব্রহ্মাদিস্বর-সেবিতঃ

যা স্তাসামেব সেবায়া-মহো লজ্জাভিমানিনাম্ ॥ ৪২ ॥

অধ্যাত্মং নীরসং তদ্বৎ চিন্তাতে জ্ঞানিয়োগিভিঃ ।

ন লভ্যতে রসস্তত্র শুক্লেক্ষু-চর্ব্বণে যথা ॥ ৪৩ ॥

তক্তাস্তু ভগবল্লীলা-রসমাস্বাদু নির্ভরম্ ।

বিন্দন্তি পরমানন্দং সুরাণামপি দুর্লভম্ ॥ ৪৪ ॥

ସମ୍ୟାଜ୍ଞାଂ ପାଲୟେଦ୍ ବ୍ରହ୍ମା ତନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଗାଃ ସ ପାଲୟେଽ
ଅହ୍ୱାପ୍ୟେତଞ୍ଜସଞ୍ଜାନାଂ ହୃଦୟଂ ମୁଦମାନ୍ମୁୟାଂ ॥ ୫୧ ॥

ଈଦୃଶ୍ୟାମପି ଲୀଳାୟାଂ ସେଷାଂ ନ ଜାୟତେ ଋଚିଃ ।
ସର୍ବଥା ବିମୁଖଂ ଦୈବଂ ତେଷାଂ ତତ୍ର ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୫୨ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଦୟୋଽପି ସମ୍ୟାଜ୍ଞାଂ ବହସ୍ତି ଶିରସା ସଦା ।
ସତ୍ୟେନ ବ୍ରଜଗୋପାଳାନ୍ ଶ୍ଳେଷେ ବହତି ସ ସ୍ୱୟମ୍ ॥ ୫୩ ॥

ଈଦୃଶ୍ୟାମପି ଲୀଳାୟାଂ ନ ସେଷାଂ ଜାୟତେ ଋଚିଃ ।
ଅନୁଗୃହ୍ଣାତୁ ତାନ୍ କୃଷ୍ଣଃ କୃପାଦୃଷ୍ଟ୍ୟା କୃପାମୟଃ ॥ ୫୪ ॥

ଭକ୍ତିମାର୍ଗଂ ସମାଶ୍ରିତ୍ୟ ସଂକ୍ଳେପାଦ୍ ବିବୃତଂ ମୟା ।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ-ପାଳକତ୍ୱାପି ବ୍ରଜେ ଗୋପାଳନଂ ହରେଃ ॥ ୫୫ ॥

ଏତେନ କ୍ଳୀଣବିଶ୍ୱାସୋ ଯଦି କଞ୍ଚିନ୍ନ ତୃପ୍ୟାତି ।
ଦର୍ଶ୍ୟତେ ତଦ୍ୱମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଲୀଳା ସର୍ବବୟସ୍ତୁ ଚ ॥ ୫୬ ॥

“ଈଶ୍ୱରୋଽହଂ ସମୁତ୍ପାନ୍ନ ଜୀବରୂପେନ ତଂ ପୁନଃ ।
ପ୍ରାବିଶଦିତି” ସମ୍ପ୍ରାକ୍ତଂ ଶ୍ରୁତ୍ୟା ତଦ୍ ବୁଧ୍ୟାତେ ବୁଧୈଃ ॥ ୫୭ ॥

ସର୍ବଜୀବାତ୍ମକଃ ସୋହମୋ ଚିଦାକାରୋ ରଞ୍ଜୋଧିକଃ ।
ସୂକ୍ଷ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ-ସମାୟୁକ୍ତୋ ବ୍ରହ୍ମେତି ପରିକୀର୍ତ୍ତ୍ୟତେ ॥ ୫୮ ॥

ତସ୍ମାଦେବ ସମୁଦ୍ଭୂତାଃ ସର୍ବେ ଜୀବାଃ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ।
ଅତୋଽହମୋ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତେତି ପ୍ରସିଦ୍ଧଃ ଶାନ୍ତସନ୍ମତଃ ॥ ୫୯ ॥

জীবসজ্জাতরূপেণ তস্যাদিষ্ঠাতৃতা যথা ।

বৃহদগ্ণে তথা বাষ্টি-দেহেষপ্যাংশতোহস্তি সা ॥ ৫৪ ॥

ন কেবলমদিষ্ঠাতা ব্রহ্মাণ্ডে সোহপি চ স্বয়ম্ ।

অস্থূলদিব্যরূপেণ স্বলোকেহপি বিরাজতে ॥ ৫৫ ॥

উক্তঃ প্রজাপতেলৌকঃ প্রশ্লোপনিষদি স্ফুটম্ ।

নিত্যং বসতি তত্রাসৌ সর্ববজীব-ময়াত্মকঃ ॥ ৫৬ ॥

যতোহসৌ সৃষ্টিকর্তৃত্বে সর্বথা সম্মতঃ প্রভুঃ ।

ততস্তশ্চৈশ্বরী শক্তিঃ সূতরাং সর্ববতোহধিকা ॥ ৫৭ ॥

নিম্নে ানন্নতরে লোকে জীবে চাপ্যমরে মরে ।

অগ্না চান্নতরা জাতা সৈব শক্তির্যথাক্রমম্ ॥ ৫৮ ॥

মোহোহপি গুণসংসর্গি-ব্রহ্মাগমিতরাংস্তথা ।

গাঢ়তা-তারতম্যেন সমাক্রম্য স্থিতঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৯ ॥

স্বভাবো হি সদা রাশেরংশানপ্যনুগচ্ছতি ।

সর্বৈবেরতৎ সুবিজ্ঞাতং ন প্রমাণমপেক্ষতে ॥ ৬০ ॥

অতঃ পিতামহান মোহ-মহারোগস্তদংশকাঃ ।

জীবাঃ প্রাপ্তাস্ততঃ কৃষ্ণে সন্নিহানা জনা ভুবি ॥ ৬১ ॥

অঘাসুর-বধং দৃষ্ট্বা গোপাল-বাল-কর্তৃকম্ ।

লয়ঞ্চ তস্মৈ তদেহে ব্রহ্মা বিস্ময়মাগতঃ ॥ ৬২ ॥

আধিক্যাদ্ ভগবচ্ছব্দেঃ স্বলোকাদ্ ব্রজদর্শনম্ ।
ব্রজে চাগমনং তস্য নিভূতং নৈব দুর্ঘটম্ ॥ ৬৩ ॥

সংশয়াকুলচিত্তোহসৌ ভগবন্তং পরীক্ষিতুম্ ।
ইয়েষ স্বেশ্বরেণাস্তুঃ কৃষ্ণেনৈব প্রণোদিতঃ ॥ ৬৪ ॥

অলোক-ব্রজচারিত্রে শ্রুতে দৃষ্টে চ সাধকৈঃ ।
প্রথমং জাযতে তেষাং হৃদয়ে ভাবনাদ্বয়ম্ ॥ ৬৫ ॥

তত্রাসম্ভাবনা চাছা বিপরীতাভিধাপরা ।
মননেনাপযাতোব তদ্বয়ং সংশয়াস্থ্যনাম্ ॥ ৬৬ ॥

আস্তাং দূরে মনুষ্যাণাং কথা প্রজাপতেরপি ।
কৃষ্ণলীলাং নিরীক্ষ্যেব সঞ্জাতং তদ্বয়ং হৃদি ॥ ৬৭ ॥

একদা গোচরে কৃষ্ণো মুক্তা বৎসান্ স্তুহুদগ্গণৈঃ ।
সহান্ন মন্তুমারেভে গৃহানীতং মুদাস্থিতঃ । ৬৮ ॥

“তথেতি পায়য়িত্বার্তা বৎসানাকৃধ্য শাদ্বলে ।
মুক্তা শিক্যানি বুভুজুঃ সমং ভগবতা মুদা ॥ ৬৯ ॥

“কৃষ্ণস্য বিশ্বক্ পুরুষাজিমগুলৈ-

রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ ।

সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু-

শ্চদা যথাস্তোরুহ-কর্ণিকায়াঃ ।” ৭০ ॥

মণ্ডল-মধ্যাগস্তাপি কৃষ্ণস্ত পুরতঃ-স্থিতম্ ।

আত্মানং দদৃশুঃ সৰ্বেষ প্রত্যেকং ব্রজবালকাঃ ॥ ৭১ ॥

“হস্ত-পাদ-মুখাঙ্গৌণি ব্রহ্মণঃ সন্তি সৰ্ববতঃ ।”

লীলয়াদর্শয়ৎ কৃষ্ণ ইত্যর্থং শ্রুতিগীতয়োঃ ॥ ৭২ ॥

‘সৰ্ববতঃ পাপিপাদস্তৎ সৰ্ববতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সৰ্ববতঃ শ্রুতিমল্লোকে সৰ্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥” ৭৩ ॥

ব্রহ্মা তদন্তরে বৎসান্ আগত্যাস্তুরধাপয়ৎ ।

স্বমায়য়া স্বয়ম্ভাপি তত্রৈবাস্তুর্দধে ততঃ ॥ ৭৪ ॥

অজানন্নিব সৰ্ববজ্রঃ সপাণিকবলঃ স্বয়ম্ ।

বৎসানশ্বেষ্টুমেকাকী কৃষ্ণো বভ্রাম সৰ্ববতঃ ॥ ৭৫ ॥

ভুঞ্জানাংস্তান্ বিধাতাপি কৃষ্ণহীনান্ ব্রজার্ভকান্ ।

ইতোহস্তর্ধাপয়ন্ সৰ্ববাং স্তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ॥ ৭৬ ॥

অন্ত্যেবমদ্ভুতা শক্তি মর্মানবেষপি কস্য চিৎ ।

স্থানাৎ স্থানাস্তুরং বস্তু নীয়তেহলক্ষিতং যয়া ॥ ৭৭ ॥

বিহিতং মননং যচ্চ শ্রবণানস্তুরং শ্রুতো ।

বোধ্যং তদেব লীলায়াং বিধেঃ কৃষ্ণপরীক্ষণম্ ॥ ৭৮ ॥

অলঙ্কাখিলসন্দর্শী বৎসান্ প্রত্যাগতো হরিঃ ।

অপশ্যন্ স্বসখীংস্তত্র জহাস মায়িনাং বরঃ ॥ ৭৯ ॥

উদারা ধনিনো ভূত্যং হতবস্ত্রং ধনং যথা ।
জানং শেচীরমপি ক্ষাস্ত্বা ত্যজন্তি তদ্ধৃতং ধনম্ ॥ ৮০ ॥

তথা কৃষ্ণঃ স্বভূত্যেন হতান্ স্ববৎস-বালকান্ ।
নানীয় বহুভূত্বা চ তত্তদ্রূপোহভবৎ স্বয়ম্ ॥ ৮১ ॥

‘স ঐচ্ছদ্ বহু ভূত্বাহং প্রজায়ে’ ইতি যা শ্রুতিঃ ।
অর্থং তস্যাঃ স্ফুটং কৃষ্ণে দর্শয়ামাস লীলয়া ॥ ৮২ ॥

সুখী ভবতু ব্রহ্মাচ মা ভবন্তু শুচাকুলাঃ ।
মাতরো বৎসবালানা-মিতি কৃষ্ণস্তথাকরোৎ ॥ ৮৩ ॥

সপুত্রাণাং প্রবীণানাং গোপীনাঞ্চ তথা গবাম্ ।
চিরায় স্তন্য-দিৎসাসীদ্ যশোদা-স্তন্যপায়িনে ॥ ৮৪ ॥

স্বয়ং কল্পতরুঃ কৃষ্ণঃ স্তদ্বাঞ্জা-পূরণায় চ ।
বভূব স ত্যসঙ্কল্লো বৎস-বালাদি-রূপধ্বক্ ॥ ৮৫ ॥

“যাবদ্বৎসপ-বৎসকাল্লক-বপু যাবৎ-করাজ্যাদিকং
যাবদৃষষ্টি-বিষাণবেণু-দলশিগ্-যাবদ্-বিভূষাম্বরম্ ।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
সর্বং বিব্রুময়ং গিরোহঙ্গবদজঃ সর্বস্বরূপো বভৌ ॥ ৮৬ ॥

“স্বয়মাত্মা-অগোবৎসান্ প্রতিবার্যাত্মবৎসপৈঃ ।
ক্ৰীড়নাত্মবিহারৈশ্চ সর্ববাত্মা প্রাবিশদ্ ব্রজম্ ॥” ৮৭ ॥

“তত্তদ বৎসান্ পৃথক্ নীহা তত্তদ গোষ্ঠে নিবেশ্য চ ।
তত্তদাত্মা ভবদ্রাজং স্তত্ত্বং সদা প্রবিষ্টবান ॥” ৮৮ ॥

কিমর্থ্য কৃষ্ণলীলেয় মধুনা বুধ্যতাং বুধাঃ ।
শ্রুত্যান্তাদ্বয়শিক্ষার্থা নবেতি চ বিবিচ্যতাম্ ॥ ৮৯ ॥

“সর্বং ব্রহ্মময়ং নানা বিদ্বতে নাত্র কিঞ্চন ।
একমেব পরং ব্রহ্ম তদন্ত্যহি বিদ্বতে ॥” ৯০ ॥

ইত্যাদিশ্রুতিদিষ্টার্থঃ স্বয়ং ব্রহ্মঘনাত্মনা ।
কৃষ্ণেন দর্শিতঃ সমাগ্ ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধকঃ ॥ ৯১ ॥

বৎসাঃ সর্বৈব ব্রজে ব্রহ্ম ব্রহ্ম চ ব্রজবালকাঃ ।
রূপং ব্রহ্ম বয়ো ব্রহ্ম ব্রহ্মালঙ্করণং তথা ॥ ৯২ ॥

বেণু ব্রহ্ম বিষাণঞ্চ ব্রহ্মৈব ব্রহ্ম যষ্টিকা ।
বস্ত্রং ব্রহ্ম গুণো ব্রহ্ম শীলঞ্চ ব্রহ্ম কেবলম্ ॥ ৯৩ ॥

কর্তা ব্রহ্ম ক্রিয়া ব্রহ্ম করণং ব্রহ্ম কৰ্ম্ম চ ।
জগৎ-কার্য্যপ্রসিদ্ধানি ব্রহ্মৈব কারকাণি ষট্ ॥ ৯৪ ॥

“তং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যোতি নান্যোপায়োহস্তি মুক্তয়ে ।
শ্রুত্যান্তং কৃষ্ণমেবৈতং জ্ঞাত্বা জীবো বিমুচ্যতে ॥ ৯৫ ॥

অনুথা বহুকালেন জীবন্ত বহুজন্মভিঃ ।
বহুভিঃ সাধনৈর্মুক্তি নাস্তি কৃষ্ণমজানতঃ ॥ ৯৬ ॥

অতএব কুরুক্ষেত্রে ভগবান্জুর্নং প্রতি ।

এতদাহ সুবিস্পৰ্ষং সখায়ং শোককাতরম্ ॥ ৯৭ ॥

“আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্বতে ॥” ৯৮ ॥

যদব্রহ্মোপাসনং নাম কৃষ্ণোপাসনমেব তৎ ।

ব্রহ্মজ্ঞানং ন জায়েত কৃষ্ণোপাসনমস্তরা ॥ ৯৯ ॥

বেদো হি প্রথমং শাস্ত্রং জগচ্ছাস্ত্রং ততঃ পরম্ ।

কৃষ্ণলীলা ততঃ শাস্ত্রং প্রত্যক্ষং জীব-মুক্তিদম্ ॥ ১০০ ॥

শ্রব্য-শাস্ত্রং মতং বেদো বিচার্য্যং জগদেব চ ।

ধোয়-শাস্ত্রং হরের্লীলা সেব্যমেতৎ ত্রয়ং ক্রমাৎ ॥ ১০১ ॥

শ্রবণং মননং পশ্চা ম্নিদিধ্যাসনমেব চ ।

শাস্ত্রত্রয়াৎ সাধিতং স্যাৎ শ্রুত্যুক্তং সাধনত্রয়ম্ ॥ ১০২ ॥

ততোহবগত-তদ্বশ্য শাস্ত্রশ্য সাধকশ্য হি ।

সঞ্জায়তে পরা ভক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণা ॥ ১০৩ ॥

“ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তুস্তিং লভতে পরাম্ ॥” ১০৪ ॥

মঠৈকবৎসরং যাবদ্ বৎসবালাদি-রূপধৃক্ ।

তথৈব ভগবান্ কৃষ্ণে বিজহার ব্রজে বিভুঃ ॥ ১০৫ ॥

গোপদ্বীপাং গবীনাঞ্চ নববৎসেসু সৎস্বপি ।

কৃষ্ণাত্মকেষু পূর্ব্বেষু স্নেহোহধিকতরোহভবৎ ॥ ১০৬ ॥

নৈতচ্চিত্রং যতঃ কৃষ্ণঃ স্বয়মাত্মৈব মূর্ত্তিমান্ ।

ন বালবৎস-রূপেণ স্থিতো গোপীগবাং প্রভুঃ ॥ ১০৭ ॥

“প্রিয়ঃ পতি ন পতার্থ” মিত্যারভ্যাত্মনঃ শ্রুতিঃ ।

প্রিয়ত্বমাহ চাত্মেযাং প্রিয়ত্বং হি তদর্থকম্ ॥ ১০৮ ॥

এবমেব নিজগ্রন্থে প্রোক্তং পঞ্চদশীকৃত্য ।

আত্মন্থেব পরং প্রেম নাত্মস্থিতি বিবক্ষুণা ॥ ১০৯ ॥

“তৎ প্রেমাত্মার্থ মন্যত্র নৈবমন্যার্থ মাত্মনি ।

অতন্তৎ-পরম স্তেন পরমানন্দতাত্পর্য্যঃ ॥ ১১০ ॥

ইথং সাক্ষিত্য-পরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধম্ ।

পরং ব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং শ্রুত্যস্তেষুপদিশ্যতে ॥” ১১১ ॥

অত্রাপ্যগ্রে মুনীন্দ্রেণ নৃপপ্রশ্নানুসারতঃ ।

উক্তং সবিস্তরকৈতৎ কিঞ্চিদুদ্ভ্রিয়তে ময়া ॥ ১১২ ॥

“দেহাত্মবাদিনাং পুংসা মপি রাজহ্ম-সত্তম ।

যথা দেহঃ প্রিয়তম স্তথা ন হ্যনু যে চ তম্ ॥ ১১৩ ॥

দেহোহপি মমতাভাক্ চেৎ তহ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ ।

যজ্জীৰ্য্যতাপি দেহেহস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী ॥ ১১৪ ॥

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্।

তদর্থমেব সকলং জগচ্ছিত চরাচরম্ ॥ ১১৫ ॥

কৃষ্ণমেব মবেহি ত্বমাত্মান মখিলাত্মনাম্।

জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥” ১১৬ ॥

যশোদানন্দনে তস্মাৎ স্বসুতোভ্যোহপি সর্বদা।

স্নেহোহধিকতমো গোপী-গবামাসীৎ পুরৈবহি ॥ ১১৭ ॥

অধুনা পুত্ররূপেণ স এব বর্ত্ততে যতঃ।

স্নেহাধিক্যং ততস্তন্মিন্ সর্বাসাং যুক্তমেব তৎ ॥ ১১৮ ॥

যাতে মর্ত্যাদ আগত্য গোষ্ঠে ব্রহ্মা স্বমানতঃ।

তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণমদ্রাক্ষীদ বৎসবালাং চ পূর্ববৎ ॥ ১১৯ ॥

দৃষ্ট্বৈতদ বিস্মিতে ব্রহ্মা পুনরেব চ তৎক্ষণাৎ।

দদর্শাত্যদ্ভুতৈশ্চর্য্যং কৃষ্ণস্ত নিখিলাত্মনঃ ॥ ১২০ ॥

“তাবৎ সর্বৈ বৎসপালাঃ পশ্যতোহজস্ত তৎক্ষণাৎ

ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়-বাসসঃ ॥ ১২১ ॥

চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্র-গদারাজীব-পাণয়ঃ।

কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিপো বনমালিনঃ ॥ ১২২ ॥

শ্রীবৎসঙ্গদ-দোরভ্র-কম্বুকঙ্কণ-পাণয়ঃ।

নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাভাঃ কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ ॥ ১২৩ ॥

আজিহ্মমস্তকমাপূর্ণা স্তূলসী-নবদামভিঃ ।

কোমলৈঃ সর্ববগাত্রেষু ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ ॥ ১২৪ ॥

চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ ।

স্বকার্থানামিব রজঃ-সত্ত্বাত্যাং সৃষ্টিপালকাঃ ॥ ১২৫ ॥

আত্মাদিস্তম্ভপর্য্যাস্তে মূর্ত্তিমন্তিশচরাচরৈঃ ।

নৃত্যগীতাদিনৈকাইহৈঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতাঃ ॥ ১২৬ ॥

অনিমাষ্টে মহিমভি রজাছাভি বিভূতিভিঃ ।

চতুর্বিংশতিভি স্তবৈঃ পরীতা মহদাদিভিঃ ॥ ১২৭ ॥

কাল-স্বভাব-সংস্কার-কাম-কর্ম্ম-গুণাদিভিঃ ।

স্বমহি-ধ্বস্তমহিভি মূর্ত্তিমন্তিরুপাসিতাঃ ॥ ১২৮ ॥

সত্যজ্ঞানানস্তানন্দ-মাত্রেক-রসমূর্ত্তয়ঃ ।

অম্পৃষ্ঠভূরিমাহাত্ম্যা অপি হুপনিষদৃশাম্ ॥ ১২৯ ॥

বৎসবালাদিরূপেণ প্রপঞ্চস্তাত্মরূপতা ।

কৃষ্ণেন দর্শিতা পূর্ব্ব মচিস্ত্যশক্তিশালিনা । ১৩০ ॥

অধুনা প্রকৃতেঃ পারে ত্রিপাদভূতিঃ শ্রুতীরিতা ।

দর্শিতা লোকশিক্ষার্থং নিমিত্তীকৃত্য পদ্মজম্ ॥ ১৩১ ॥

স্বষ্টেরাদৌ মনস্তেব বিধেবেদমুপাদিশৎ ।

অধুনা দর্শয়ৎ সাক্ষাৎ তদর্থং কৃষ্ণ ঈশ্বরঃ ॥ ১৩২ ॥

সূক্ষ্মতত্ত্বানি বিতুষ্টে মূর্তানি প্রকৃতে বহিঃ ।
হরিণা সূচিতং সম্যক্ তচ্চাপি লীলয়ৈতয়া ॥ ১৩৩ ॥

এবমেবহি পার্থেন প্রার্থিতঃ পুরুষোত্তমঃ ।
তৎপ্রসঙ্গোচিতং রূপং বিশ্বরূপ মদর্শয়ৎ ॥ ১৩৪ ॥

শ্রুত্বৈতন্নাস্তিকা শচাশ্চে যদ্ বদেয়ু বদন্তু তৎ ।
গীতানুরাগিণাস্তে তৎ শ্রদ্ধামহীতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৩৫ ॥

কৃষ্ণভিন্নং ন বস্তাস্তু বোধ এষ বিধেস্ততঃ ।
জাত স্তদেব বিজ্ঞেয়ং নিদিধ্যাসন মুত্তমম্ ॥ ১৩৬ ॥

“তাভ্যাং নির্বিচিকিৎসেহর্থে মনসঃ স্থাপিতশ্চ যৎ ।
একতানহ মে তন্নি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥” ১৩৭ ॥

দৃষ্টে ত দদুতৈশ্চর্য্যং মুচ্ছামাপ স্বয়ংবিধিঃ ।
ন সা মুচ্ছা বস্তুতন্তু সমাধিরেব তশ্চ সঃ ॥ ১৩৮ ॥

“ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যৈক-গোচরম্ ।
নিবাত-দোষবাচ্যন্তং সমাধিরভিধীয়তে ॥” ১৩৯ ॥

এবং সংশয়মারভ্য সমাধ্যাবধি-সাধনম্ ।
দর্শিতং হরিণা তচ্চ চতুরৈ রবগম্যতে ॥ ১৪০ ॥

ততঃ স্বাবিকৃতং কৃষ্ণঃ স্বমৈশ্চর্য্যং সমাহরৎ ।
অপার-করুণাসিন্ধু নিকৃপাধি-স্নহৎ সতান্ ॥ ১৪১ ॥

ব্রহ্মাপি চক্ষুরুশ্মীল্য দদর্শ পুরতঃ স্থিতম্ ।

সপাণিকবলং কৃষ্ণং মেকলং গোপবালকম্ ॥ ১৪২ ॥

বৎসবালান্ বিচিস্রস্ত মিব স্বাপহুতান্ বিভুম্ ।

স্বমেবোপহসন্তুঃ তন্নিষেণাভিমানিনম্ ॥ ১৪৩ ॥

“জায়তে ব্রহ্মণঃ সর্ববং তত্র তিষ্ঠতি তত্র চ ।

লয়ঃ যাতীতি” বেদার্থো দৃষ্টঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ১৪৪ ॥

গোপালনে ততস্তস্ত্রে-স্বরস্তাপি ন লাঘবম্ ।

সেব্যত্বং সেবকত্বঞ্চ সমং সর্ববময়স্য হি ॥ ১৪৫ ॥

ততশ্চ গতসন্দেহো বুদ্ধা কৃষ্ণং পরাৎপরম্ ।

স্তম্ভা নম্রা প্রহৃষ্টাত্মা বিধি ব্রহ্ম-পুরং যযৌ ॥ ১৪৬ ॥

শ্রুত্যান্তং পরমং ব্রহ্ম জ্ঞাতুমিচ্ছা ভবেদ্ যদি ।

কস্তাপি কৃষ্ণলীলৈষা ধ্যেয়া নান্যা গতি র্ভবম্ ॥ ১৪৭ ॥

হরিণাদ্ভুতলীলেয়ং জীবনিষ্কৃতয়ে কৃতা ।

ন মন্যন্তে তু কেচিৎতাং ভাগ্যং হি বলবন্তরম্ ॥ ১৪৮ ॥

আয়ুর্বেদোহস্তি বৈদ্যোহস্তি চিকিৎসাস্ত্যস্তি চৌষধম্ ।

অহো দৈবমহো দৈবং ত্রিয়ন্তেহপিচ জন্তবঃ ॥ ১৪৯ ॥

নিগমোহস্তি গুরুশ্চাস্তি শিক্ষাস্ত্যস্তি হরেঃ কথা ।

অহো দৈবমহো দৈবং মুহুস্তাপি চ মানবাঃ ॥ ১৫০ ॥

কৃষ্ণাৎ পরতরং নান্দ্র্যং কিঞ্চিদন্তি হি কুত্রচিৎ ।
বিক্রীড়তি স এবৈকো বলভূত ইতি স্থিতম্ ॥ ১৫১ ॥

চরাচরাগামধিপোহপি যঃ স্বয়ং
স্বভক্ত-সৌখ্যায় সগোপবালকঃ ।
ব্যচারয়দ্ বৎসপশুংশ্চ পদ্মজং
ব্যদর্শয়ৎ স্বাখিলতাং স মে গতিঃ ॥ ১৫২ ॥

বিধিবন্দ্য-পদদ্বন্দ্রে গোপবালেহখিলাত্মনি ।
ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাস্ততঃ সতাম্ ॥ ১৫৩ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতৈ
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে ব্রহ্মমোহন-লীলামৃতম্।

কালিয়দমন-লীলামৃতম্

— ০ —

কালিয়ং যো বৃহদ্ব্যাং বালকোহপ্যুদবাসয়ৎ ।

কালিয়ং ভয়মপ্যোতি ভয়ং যস্মান্নমামি তম্ ॥ ১ ॥

ন জানেহহং কথং কেচি ন্নাগেন্দ্রং কালিয়ংপ্রতি ।

রূপকান্তং বিনিষ্কিপ্য সমূলং লোপবন্তি তম্ ॥ ২ ॥

মগাঃ সন্ধিঃ তমেবাতং নবস্তো রক্ষিতুং যতে ।

কুতে যত্নেহপি নো জীবনায়ুস্তস্মৈ গতং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥

ন কংস শ্রেয়িতঃ সর্পঃ ক্ষেমমিচ্ছন্ যয়ংহি সঃ ।

দ্বীপং রমণকং হস্তা সগণো যমুনাং গতঃ ॥ ৪ ॥

পশুপক্ষাদয়ো ভ্রমৌ জীবৈরনৈ কলদ্রুতাঃ ।

পূর্ববাসং পরিত্যজ্য যান্তি বাসান্তরং পুনঃ ॥ ৫ ॥

ভৃগুগা বিভগাঃ প্রাপ্তো দৃশ্যন্তে সমভক্ষাকাঃ ।

ততোহভবৎ সদা যুদ্ধং ভক্ষার্পং নাগপক্ষিণাম্ ॥ ৬ ॥

তত্র প্রাযোহভবন্নাগঃ সগণোহপি পরাজিতঃ ।

গরুড়-প্রমুখৈঃ শৃগু-সন্ধাবিভঃ পতত্রিভিঃ ॥ ৭ ॥

ভক্ষাভাবং সমালোক্য পতগেন্দ্রপরাজিতঃ ।

কালিয়ঃ সগণো দ্বীপং সন্ত্যজ্য যমুনাং গতঃ ॥ ৮ ॥

অশ্লস্তং যমুনা-মস্থান্ সমীক্ষ্য গরুড়ং পুরা ।
শাপেন সৌভরিস্তস্য তত্র যানং ন্যবারয়ৎ ॥ ৯ ॥

অভবদ্ গরুড়াগম্যা ততঃ প্রভৃতি মিত্রজা ।
সুখঞ্চ নিবসন্তিস্য তত্র জীবা জলেচরাঃ ॥ ১০ ॥

অতএবোরগেন্দ্রোহসৌ পতগেন্দ্র-ভয়াকুলঃ ।
তদগম্যাং যযৌ সর্ব-স্বজনৈঃ সহ তন্নদীম্ ॥ ১১ ॥

বিপ্রশাপকথাং শ্রুত্বা হসিস্থস্ত্যধুনা ধ্রুবম্ ।
নিব্রাজ্যে ভারতেহস্মি মন্ব্যাঃ সভ্যাশ্চ পাঠকাঃ ॥ ১২ ॥

সত্যমেব পরং ব্রহ্ম সত্যসংকল্প মেব চ ।
তদব্রহ্ম হৃদয়ে যেষাং তেষাং বাক্ ফলতি ধ্রুবম্ ॥ ১৩ ॥

“ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বং স্যাৎ সতি সত্যে প্রতিষ্ঠিতে ।”
এতদর্থপরং সূত্রং প্রমাণঞ্চ পতঞ্জলেঃ ॥ ১৪ ॥

কদাচিৎ কুত্রচিন্নভ্যাং ভয়ং সর্পাদিতো ভবেৎ ।
তন্তীরবাসিনো লোকা নোপযান্তি চ তাং নদীম্ ॥ ১৫ ॥

তীর্থবিষাঃ প্রসিদ্ধাশ্চ নাগাঃ কালিয়জাতয়ঃ ।
তদবাহুল্যে জলং দুয্যে ন্নাশ্চর্য্যং তদপি ধ্রুবম্ ॥ ১৬ ॥

তদা প্রভৃতি কালিন্দীং নোপাগচ্ছন ব্রজৌকসঃ ।
অতো নাস্তি কিমপ্যত্র লোকাভীত মসম্ভবম্ ॥ ১৭ ॥

বিষাগ্নেরতিতীত্রম্ মবশ্যমতিরঞ্জিতম্ ।

সারঞ্জৈ স্তম্ভু সোঢব্যং শব্দার্থত্যাগপূর্বকম্ ॥ ১৮ ॥

অতিবাদোহল্লাবাদশ্চ বিষয়ে রসপোষকঃ ।

বিচ্ছেতে তারতম্যেন সৰ্ব্বগ্রন্থেষু তাবুভৌ ॥ ১৯ ॥

সহস্রমস্তকত্বে চ কালিয়স্যান্তি বিশ্বয়ঃ ।

তস্য সঙ্গতয়ে কিঞ্চিদ্ যথামতি সমুচ্যতে ॥ ২০ ॥

দীপাক্ৰিশৈলজাঃ সর্পা বৃহৎকায়া ভবন্তি হি ।

তালপ্রমাঃ সূদুর্দ্বীপা বিদিতস্তৎ সূদ্বীজনৈঃ ॥ ২১ ॥

দুর্জয়ত্বমভিপ্রেত্য ততোহক্লিষ্টদীপজস্য হি ।

সহস্রং শিরসাং তস্য মুনিবর্ষণে কল্পিতম্ ॥ ২২ ॥

অথবা দৃশ্যতে লোকে তিরশ্চামপি সূপ্রথা ।

দ্রুহন্তি হেহস্তারং সর্বৈ তৎসমজাতয়ঃ ॥ ২৩ ॥

নিগৃহীতং প্রপশ্যন্তঃ কালিয়ং তৎসজাতয়ঃ ।

অতিক্রুদ্বাঃ সমুস্তম্বু স্তথোক্তং তদপেক্ষয়া ॥ ২৪ ॥

লোকেহপি দৃশ্যতে শশ্ব ন্নবপুত্র-পিতা স্বয়ম্ ।

একোহপি ভগ্নতে লোকৈঃ স এব দশ-সজ্যকঃ ॥ ২৫ ॥

বলবন্তং নরং দৃষ্ট্বা দুর্দ্বীপং দুরতিক্রমম্ ।

একএব শতং হেষ ইতি লোকা বদন্তি চ ॥ ২৬ ॥

সহস্রশীর্ষতৈকশ্চ যেথাং নাভিমতা ভবেৎ ।

তে তৃপ্যন্তু বিমূশ্চেবং নাগরাজশ্চ জীবতু ॥ ২৭ ॥

এতাবদুর্জ্জয়ঃ সর্পঃ সগণো বিষবীৰ্য্যবান্ ।

বালেন দামিতো যচ্চ নাতিবাদোহস্তি তত্রহি ॥ ২৮ ॥

অতি-শব্দশ্চ সামর্থ্য মতিক্রমা স্থিতে বিভৌ ।

ন কশ্চিদতিবাদো হি সম্ভবেৎ কৃষ্ণঃ ঈশ্বরে ॥ ২৯ ॥

কর্তব্যশ্চ কৃপাসিন্ধো ভক্তানাং ভয়নিগ্রহঃ ।

সর্বেষথানেব কৃষ্ণশ্চ কিং পুনর্ভজবাসিনাম্ ॥ ৩০ ॥

নাগানগ্রন্থাং লোকাং জিজ্ঞাসাস্তাধুনাপি চ ।

স্তুতি যা নাগপত্নানাং কথং সা সম্ভবেদिति ॥ ৩১ ॥

সর্বদা লোকদৃষ্টোত দাম্ভর্য্যবৎ প্রতীয়তে ।

অতঃ স্মৃতি পর্যান্তঃ তত্র কিঞ্চিদ্ বিচায়াতে ॥ ৩২ ॥

বাগবন্তাশ্চতস্রো হি মতাঃ স্তুতাদিমা পরা ।

পশ্যন্তী নব্যাগাটৈব চতুর্থী বৈথরীতি চ ॥ ৩৩ ॥

প্রথমঃ আসতে বাণী বক্তুকামশ্চ কিঞ্চন ।

মৃলাপারেন্নভিবাক্তা পরা সৈব শ্রুতীরিতা ॥ ৩৪ ॥

ক্রমেণ তত উথায় পশ্যন্তী মধ্যমাপি চ ।

ভবেন্নান্না তদা তেহপি সূক্ষ্মহস্তনিহিতেহক্ষুটম্ ॥ ৩৫ ॥

বর্ণাঙ্কিকা ভবেৎ পশ্চাৎ কণ্ঠমাসাচ্চ বৈথরী ।
বাগিন্দ্রিয়-বলেনৈব বাক্যরূপা বিনিঃসরেৎ ॥ ৩৬ ॥

আত্মাস্তিত্রো ন বিজ্ঞেয়া শ্রোতৃভি বাচকৈরপি ।
বুধ্যন্তে ত্ৰাঃ পরং স্মৃষ্টু ব্রাহ্মণাশ্চিত্তদর্শিনঃ ॥ ৩৭ ॥

হর্ষশোকাদি-হৃদ্যাবং বিবক্ষুণাং হৃদন্তরে ।
মুকানামপি জায়ন্তে তিত্সন্তা নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

বাগিন্দ্রিয়-বিহীনত্বাৎ ক্ষমন্তে নতু ভাষিতুম্ ।
জ্ঞাপয়ন্তি পরান্ ভাবং বদনাদ্যঙ্গ-মুদ্রয়া ॥ ৩৯ ॥

চতুরা তদ্বিবুধ্যন্তে বালা নৈব কদাচন ।
সঞ্জাতে হর্ষশোকাদা বেবং পশ্বাদিজন্তবঃ ॥ ৪০ ॥

তত্তদভাবং বদন্ত্যেব স্বস্বাস্তুর্হৃদয়ে সদা ।
বাগিন্দ্রিয়-বিহীনত্বা দশক্কা ভাষিতুং বহিঃ ॥ ৪১ ॥

তেষাং বাচো হি বুধ্যন্তে ব্রাহ্মণৈ হৃদংগতা অপি ।
সুধীভিশ্চাপরৈঃ কিঞ্চিদ্ বুধ্যন্তে ভক্তিদর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥

কালিয়নিগ্রহে তস্মৈ স্বজনাঃ শোকবিহ্বলাঃ ।
যাচন্তে স্ম হৃদা কৃষ্ণং তৎকৃপাং তৎ কিমদ্ভুতম্ ॥ ৪৩ ॥

বুধ্যতেস্ম চ তৎ কৃষ্ণং সর্ববাস্তুহৃদয়-স্থিতং ।
ব্যাসশ্চ নিখিলাভিজ্ঞ স্তত্র কোবাস্তি বিন্ময়ঃ ॥ ৪৪ ॥

দেবো বলি প্রদানার্থং যদা নিগৃহতে পশুঃ ।

উচ্চৈঃ শব্দায়তে ভীতো জ্ঞাত্বা স প্রাণসঙ্কটম্ ॥ ৪৫ ॥

তদর্থং কো ন বুধ্যত যন্তাস্তি মানবং মনঃ ।

ধ্রুং স বাচতে স্বাস্তুঃ প্রাণভিক্ষাং ভয়াকুলঃ ॥ ৪৬ ॥

বিজ্ঞায় মুনিনা নাগ-পত্নীনাং তন্মনোগতম্ ।

সালঙ্কারং সবিস্তারং বর্ণিতং নিজভাষয়া ॥ ৪৭ ॥

হস্তপাদাদিক স্তাসাং মুম্বাক্তং যুক্তমেব তৎ ।

ভাবগ্রহে ভাবুকানা মাকারঃ প্রস্ফুরে হৃদি ॥ ৪৮ ॥

এবং নাগবরস্তাপি কৃষ্ণস্তুতি নচাভুত ।

সারগ্রহস্বভাবৈ হি ভাবুকৈস্তদ্ বিবুধ্যতে ॥ ৪৯ ॥

পূর্বমুক্তং ময়া কৃষ্ণে ন সম্ভবেদসম্ভবঃ ।

ব্রহ্মানন্দঘনে সর্ব-শক্তিমচ্ছক্তিদায়কে ॥ ৫০ ॥

প্রাণানাং যঃ স্বয়ং প্রাণ স্তস্য সর্বজগৎ-পতেঃ ।

বিষংহত-বালানাং প্রাণদানং নচাভুতম্ ॥ ৫১ ॥

স্বয়মীশেন বার্যাস্তে ভক্তানাং বিপদোহখিলাঃ ।

এতচ্চ দর্শিতং তেন সর্পশাসনলীলয়া ॥ ৫২ ॥

উপজতঃ পুরা দ্বীপে কালিন্দীং কালিয়ো গতঃ ।

শ্রীকৃষ্ণাদভয়ংলব্ধ্বা তত্রৈব পুনরাগতঃ ॥ ৫৩ ॥

দ্রুহস্তমপি যঃ কৃষ্ণে ন জঘান স্বয়ং বিভূঃ ।

সর্বথাহি স্বধীবর্যো রমুগ্রাহঃ স কালিয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

নাদন্তে কশ্চচিৎপাপং নচৈব স্কৃতং বিভূঃ ।

দণ্ডোহপ্যনুগ্রহস্তস্য জগৎপিতুরিতি স্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥

দুর্দাস্তনাগমপি যঃ কৃপয়াঞ্চকার

দণ্ডচ্ছলেন চরণং শিরসি প্রদায় ।

উদ্বাস্ত তঞ্চ যমুনাংকরোৎ সসেব্যাং

মিত্রাণ্যজীবয়দসৌ শরণং মমাস্ত ॥ ৫৬ ॥

বিষাক্ত-সুবৃহৎসর্প-দমনে নন্দনন্দনে ।

ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাস্ততঃ সতাম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীনালাকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিত্তে

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে কালিয়দমন-লীলামৃতম্ ॥

বস্ত্রহরণ-লীলামৃতম্ ।

—o—

অবশ্যং হেয়-সংসর্গো বল্লবী-বাস-মোষকঃ ।

অবশ্যং মে মানসস্তু তৎসঙ্গং সর্বদেচ্ছতি ॥ ১ ॥

অধুনালোচ্যতে লীলা ব্রহ্মবোধ-প্রবোধিকা ।

নির্মলা যোচ্যতে নান্না গোপিকা-বাসসাং হৃতিঃ ॥ ২ ॥

ষামাকর্ণা প্রমোদন্তে সুধিয় স্তম্ভদর্শিনঃ ।

লজ্জন্তে চ ভূশং সভাঃ সুশীলাঃ স্থূল-দৃষ্টিয়ঃ ॥ ৩ ॥

কেচিল্লীলা মনিচ্ছন্তো দোষদৃষ্ঠ্যা সদাশয়াঃ ।

রূপকং কল্পয়ন্ত্যত্র স্বরূচে স্তম্ভপুংসে পুনঃ ॥ ৪ ॥

লীলারক্ষোভতং দৃষ্ট্বা হসেদ্ যদ্বপি কোহপি মাম্ ।

স্মরা তত্র ক্ষতিঃ কিস্তু লাভঃ কৃষ্ণস্মৃতি মর্জান্ ॥ ৫ ॥

গাঢ়ং মনঃ সন্নিবেশ্য শাস্ত্রং সিদ্ধান্তয়েৎ সুধীঃ ।

তথা কৃতে সংশয়ঃ স্যান্ মুনিবাক্যে নিরাস্পদঃ ॥ ৬ ॥

অভ্যাসিত্যং সুধীবর্যো নিবিষ্ট-মানসৈঃ সদা ।

বস্ত্রহরণ মাশ্রিত্য বণিতং যন্মহর্ষিণা ' ৭ ॥

“হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজ-কুমারিকাঃ ।

চেরু ইবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাভ্যায়ন্যর্চন-ব্রতম্” ॥ ৮ ॥

অব্যুঢ়া যাহি সা কণ্ঠা কুমারী কথ্যতে বুধৈঃ ।
বুধ্যতে চাতিবালা সা তত্রাল্লার্ণে কৃতে কণি ॥ ৯ ॥

কুমার্য ইত্যনুভূত্বা যৎ প্রোক্তং কুমারিকা ইতি ।
তেনৈতদ্ গম্যতে তাসা মতীবাল্লবয় স্তদা ॥ ১০ ॥

ভগবানপি তৎকালে পৌগণ্ড-বয়সি স্থিতঃ ।
বয়সা কিঞ্চিদুনা বা তৎসমা বালিকা প্রবম্ ॥ ১১ ॥

তাসামকামবিদ্বানাং তৃষণা কৃষণাশ্চয়ে তথা ।
মলিনেনিতি হৃদা মন্তঃ কঃ স্ত্রী সাহসী ভবেৎ ॥ ১২ ॥

পুনশ্চ শুদ্ধতা তাসাং ব্রতাচরণ-পদ্ধতিম্ ।
আলোচ্য বুধ্যতে সমাক্ প্রেমতত্ত্ব-বিচক্ষণৈঃ ॥ ১৩ ॥

“আপ্নুত্যাশ্তসি কালিন্দ্যা জলাশ্বে চোদিতৈঃকরণে ।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবী মানর্চু নৃপ সৈকতীম্ ॥ ১৪ ॥

গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভি বালিভি ধূপদীপকৈঃ ।
উচ্চাবচৈ শ্চাপহারৈঃ প্রবাল-ফলতণ্ডুলৈঃ ॥ ১৫ ॥

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি ।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি মন্ত্ৰং জপন্ত্য স্তাঃ পূজাঞ্চক্ৰুঃ কুমারিকাঃ ।
এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্যঃ কৃষণচেতসঃ ॥ ১৭ ॥

ভদ্রকালীং সমানৰ্চু ভূয়ানন্দ-সুতঃ পতিঃ ।
উষম্যুথায় গোত্রৈঃশ্বে রশ্মোশ্চাবদ্ধবাহবঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণমুচৈ জ্ঞেয়স্য্যঃ কালিন্দ্যাঃ স্নাতুমম্বহম্ ।”
এষৈব ব্রজবালানাং মুখ্যস্তা ব্রতপদ্ধতিঃ ॥ ১৯ ॥

সহস্তু চিরকোমার্যং বৈধব্যঞ্চাপি দুঃসহম্ ।
তথাপি নাভিবাঞ্ছন্তি নার্য্যঃ সাপত্ন্যমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

একমেব পতিং কিস্তু নন্দব্রজকুমারিকাঃ ।
একত্র মিলিতাঃ সর্ববাঃ সন্মৈচ্ছন্নিত্যলৌকিকম্ ॥ ২১ ॥

কঃ পতিঃ প্রোচ্যতে কশ্চ বিবাহঃ প্রণয়শ্চ কঃ ।
বুধ্যন্তে নহি বা বালা স্তাসা মেঘা মতিঃ কথম্ ॥ ২২ ॥

জায়তে বহুনারীণাং কামশ্চে দেক-পুরুষে ।
পরম্পরং বঞ্চয়িত্বা স্নেপিতং সাধয়ন্তি তাঃ ॥ ২৩ ॥

এতাস্তু মিলিতা এব চৈকত্রৈবৈকদৈব চ ।
অকাময়ন্ পতিং কৃষ্ণ মেতল্লোকাতিগং ধ্রুবম্ ॥ ২৪ ॥

নাকাময়ন্তো বালাঃ পতিং হৃদমাংস-সংহতিম্ ।
অকাময়ন্ পতিং তাস্তু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

দশান্তর্গত-বর্ষীয়-বালানাং তৎসমে রতিঃ ।
অপ্রাকৃতী পবিত্রা চ নাপবিত্রা তু মানুষী ॥ ২৬ ॥

ব্রতপূৰ্ণি-দিনে গহ্বা কালিন্দীং ব্রজবালিকাঃ ।

তৌরে নিধায় বাসাংসি বিজহুর্বিমলে জলে ॥ ২৭ ॥

প্রাপ্তা এব বয়ং কৃষ্ণং নির্বিঘ্নাচরিত-ব্রতাঃ ।

ইতি নিশ্চিত্য হর্ষণে চিত্রীভূবীত-বাসসঃ ॥ ২৮ ॥

বিজ্ঞাতুং সর্ববিৎকৃষ্ণং খেলাচ্ছলেন যোগ্যতাম্ ।

স্বলাভে ব্রজবালানাং তত্রৈব সমুপস্থিতঃ ॥ ২৯ ॥

তদ্বাসাংসি সমাদায় কৃপাক্রীড়া-পরো হরিঃ ।

আরুরোহ বৃহন্নীপং জহাস চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণব্রজলীলেয়ং নহি খেলৈব পার্শ্ববী ।

বিশুদ্ধ-ভগবৎপ্রেম-বোধিনীতি প্রদর্শাতে ॥ ৩১ ॥

জীবানাংহি ভবেদ্বন্ধো দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ ।

শ্রুতৈত্যতং স্পষ্টমেবোক্তং সুধীভি বুধ্যতে চ তৎ ॥ ৩২ ॥

দ্বিতীয়ং যো জনঃ পশ্যে তস্য লজ্জাদিকং ভবেৎ ।

বস্ত্রাদ্যাবরণস্তস্য স্মৃতির্যং সঙ্গতং সদা ॥ ৩৩ ॥

সঞ্জাতে স্বদ্বয়জ্ঞানে কুতো লজ্জা কুতো ভয়ম্ ।

তদা বা কৈব জীবানাং বস্ত্রাদে রূপযোগিতা ॥ ৩৪ ॥

অতএব শূকো নগ্নো নগ্নাশ্চ সনকাদয়ঃ ।

ভরতশ্চ জড়ো নগ্নঃ সর্বৈ ব্রহ্মবিদুস্তমাঃ ॥ ৩৫ ॥

অতএব শিবঃ সাক্ষা দীশ্বরো জ্ঞানরূপধৃক্ ।

জাতো দিগম্বরো লোক-শিক্ষার্থং করুণাময়ঃ ॥ ৩৬ ॥

স্পষ্টমেবোপদেষ্টুং তজ্ জ্ঞানং লোকে স্বয়ং প্রভুঃ ।

তাসাং জহার বাসাংসি নিমিত্তীকৃত্য বালিকাঃ ॥ ৩৭ ॥

মায়াপারং গতাঃ শুদ্ধা যে যে নগাঃ শুকাদয়ঃ ।

তেষাং বাসোহপি কৃষ্ণেন হৃতং ভগবতৈব হি ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণমায়া-মোহিতো হি দধাতি বস্ত্রসংবৃতিম্ ।

জহাতি চ পুনঃ কশ্চিৎ সমবুদ্ধি স্তদিচ্ছয়া ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণশ্চেন্ন হরেদ্ বস্ত্রং জ্ঞানানন্দ-ঘনাত্মকং ।

সন্ত্যক্তুং স্বেচ্ছয়া বস্ত্রং কোবা জ্ঞানী ভবেৎ ক্ষমঃ ॥ ৪০ ॥

তদেব দর্শিতুং স্পষ্টং সচ্চিদানন্দ-রূপধৃক্ ।

কৃষ্ণো জহার বাসাংসি বালানাং বাললীলয়া ॥ ৪১ ॥

উবাচ চ স্ববাসাংসি নীয়ন্তাং তীরমাগতাঃ ।

অন্যথা নহি দাস্ত্যামি রুদন্ত্যভ্যোহপি নিশ্চিতম্ ॥ ৪২ ॥

কিঞ্চিদ্ বহির্দর্শস্তাস্ত্র নোদতিষ্ঠন্ সরিজ্জলাৎ ।

লজ্জয়া বারিতা বস্ত্র মঘাচস্ত পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণে তাসাং ন লজ্জাসীদ্ বিস্তৃতে যমুনাতটে ।

যদি কশ্চিৎ পরঃ পশ্যেদ্ ভয়মিত্যেব কেবলম্ ॥ ৪৪ ॥

ততস্তং দৃঢ়নির্বন্ধং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণস্তা বালিকাঃ ।

অগত্যা চোখিতা যোনী রাচ্ছাদ্য কোমলৈঃ করৈঃ ॥ ৪৫ ॥

এতেনাপি ন তুষ্টোহভূৎ কৃষ্ণঃ ক্রীড়া-কৃপাপরঃ ।

ভ্রলেনোৎসারয়ামাস বালিকানাং করাবৃতিম্ ॥ ৪৬ ॥

“যুৎসং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা

বাগাহতৈভক্তভু দেবহেলনম্ ।

বন্ধাজ্জলিং মূৰ্দ্ধ্যপল্লভয়ে হংহসঃ

কুত্বা নমোহধো বসনং প্রগৃহ্যতাম্ ।” ৪৭ ॥

ব্রতে ভগ্নে ন কৃষ্ণাপ্তি রম্যাকং সন্তবেদিতি ।

ভিষৈব ত্রা স্তদাদেশং কৃষ্ণপ্রাণা অপালয়ন্ ॥ ৪৮ ॥

অসমাঙ্নশ্চমালিষ্ঠাং ত্রাসাং বুদ্ধা মনস্তদা ।

প্রাযচ্ছৎ সদয়ঃ কৃষ্ণ স্ত্রাসাং বাসাংসি সন্মিতঃ ॥ ৪৯ ॥

পরিধায় শ্ববাসাংসি রক্তকামা স্তদৈব তাঃ ।

মৌন মান্ধার সন্তপ্তু স্তত্রৈব নতমস্তকাঃ ॥ ৫০ ॥

আদিষ্ঠাঃ কিন্তু কৃষ্ণেন সমাপ্তস্তাশ্চ দুঃখিতাঃ ।

অনিচ্ছয়া যযুগেহং শ্রীকৃষ্ণাপিত-মানসাঃ ॥ ৫১ ॥

“যাতাবলা ব্রজংসিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ ।

যদুদ্दिशु ব্রতমিদং চেরু বার্য্যার্চনং সতীঃ ॥” ৫২ ॥

কদর্যাবৎ প্রভীতেহপি বিষয়েহস্মিন্ বহির্দৃশা ।
প্রকৃতং তস্ব মাশ্রিত্য কিঞ্চিদালোচ্যতে ময়া ॥ ৫৩ ॥

আদৌ মায়া ততোহহংধী রাগদ্বেষৌ ততঃ ক্রমাৎ ।
তত আসক্তি রিত্যেষ জীবানাং বন্ধনক্রমঃ ॥ ৫৪ ॥

অতো মায়ৈব সর্বেষাং দোষাণাংমূলকারণম্ ।
পর্যভবতি সা নিত্যং ভগবদ্বিমুখং জনম্ ॥ ৫৫ ॥

ততো বিষম-বুদ্ধিঃ স্যা ততো লজ্জাদিকংভবেৎ ।
ভয় মিত্যেব বেদোক্তং পরমানন্দ-বাধকম্ ॥ ৫৬ ॥

ভগবচ্ছরণাগত্যা সাপযাতি নচানুথা ।
মায়েতি হরিণা প্রোক্তং পার্থং প্রতি রণাজনে ॥ ৫৭ ॥

“দৈবীহেমা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে” ॥ ৫৮ ॥

অতঃ কাত্যায়নীপূজা কৃষ্ণার্থমেব যত্নপি ।
কৃতা তাভি স্তুথাপ্যেমা মায়া তীর্ণা ন সর্বথা ॥ ৫৯ ॥

ভেদপ্রদর্শিনী মায়া যৎ সম্যঙ ন ক্ষয়ং গতা ।
ততস্তা হি তদা নৈব প্রাপুর্ব্রহ্মাঙ্গ-সঙ্গমম্ ॥ ৬০ ॥

তাঃ কৃষ্ণাদেশমাপ্তৌ ব নোন্তস্তু র্যমুনা-জলাৎ ।
লজ্জয়া ভেদদর্শিন্যঃ শীতকম্পন-কাতরাঃ ॥ ৬১ ॥

কথঞ্চিদৃ যদিবোত্তম্, যোনিঃ সংজুগুপুঃ করৈঃ ।

এতেন বুধ্যতে তাসাং কৃষ্ণ-প্রাপ্তাবযোগ্যতা ॥ ৬২ ॥

মায়ৈব যোনিরিত্যাহ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ যতঃ ।

মায়ায়া জগদুৎপত্তি যোনে ব'ষ্টিজনোদ্ভবঃ ॥ ৬৩ ॥

“মম যোনি ম'হদ ব্রহ্ম তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥” ৬৪ ॥

ঈশ্বরস্ত চিদাভাসং লব্ধ্বা সা ত্রিগুণাত্মিকা ।

সূতে মায়া জগৎসূক্ষ্ম মিতী শ্রীভগবন্মৃতম্ ॥ ৬৫ ॥

যোনির্হি ভৌতিকী লব্ধ্বা বীৰ্য্যং ভৌতঞ্চ ভৌতিকাং ।

পুরুষাং সর্বদা ব্যষ্টি-দেহং সূতে চ ভৌতিকম্ ॥ ৬৬ ॥

যোনিরেব হি মায়ায়াঃ সূক্ষ্মায়া ভৌতিকাকৃতিঃ ।

বুধ্যতে তদ্ বুধৈস্তস্মা-দ্ভদ্র-বিব্রতি নিরথিকা ॥ ৬৭ ॥

সম্যঙ্ নশেদৃ যদা মায়া তদৈব গুণবর্জিতা ।

প্রকৃতি জীবভূতা হি কৃষ্ণেন রমতে সদা ॥ ৬৮ ॥

পাতঞ্জলে পুরাণে চ বেদান্তে ইদমেব হি ।

স্বস্বরূপে অবস্থানং জীবানাং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৬৯ ॥

ঈষদপ্যক্ষতায়ান্তু মায়ায়াং প্রকৃতি হি সা ।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম পরিষক্তুং ক্ষমেত ন ॥ ৭০ ॥

বোধ্যা চাত্র বুধৈঃ সৰ্বৈঃ প্রথেষুং পুরুষেষুপি ।

অপ্রসঙ্গোচিতত্ত্বান্ত ন ময়াত্র বিতন্যতে ॥ ৭১ ॥

মায়াগন্ধোহস্তি যন্তাসৌ লিঙ্গং গোপ্তুং সমিচ্ছতি ।

মায়াভীতস্ত সংগোপ্যং ন কিঞ্চিং সমদর্শিনঃ ॥ ৭২ ॥

যতো বালা ন্যচোক্তবু যোনিশ্চ জুগুপুঃ করৈঃ ।

ততো মায়া ধ্রুবং ভাসাং সমূলং ন ক্ষয়ং গতা ॥ ৭৩ ॥

ততঃ এতং হি কৃষ্ণেন বিমলানন্দ-মূর্তিনা ।

প্রত্যাখ্যাতা স্তদা কৃষ্ণ-প্রাণা অপি ব্রাহ্মণাঃ ॥ ৭৪ ॥

করৈরাচ্ছাদিতা যোনি ভৌতিকোবান্ধবুদ্ধিভিঃ ।

তেনৈব বাস্তব্যা যোনি মীয়া স্পষ্টং প্রকাশিতা ॥ ৭৫ ॥

“ভগবান্নাহতা বাহ্য শুদ্ধভাব-প্রসাদিতঃ ।

ক্ষদ্রে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতঃ” ॥ ৭৬ ॥

অজ্ঞতা-অন্ধমাশ্রিত্য মূলস্থং স্বামিভি স্তুত্বা ।

বিবুধ্য ব্রজবালানা মাষদক্ষত-যোনিতা ॥ ৭৭ ॥

তত্রাপি যোনিশব্দেন বোধ্যব্যা ভৌতিকী নহি ।

অবিজ্ঞাবৃত্তিরেব শ্রী-দামিভিলক্ষিতা ধ্রুবন ॥ ৭৮ ॥

যস্মান্ভাসাং তদাপ্যাসন্ যোনয়ো হি করাবৃত্তাঃ ।

অক্ষতা বা ক্ষতাবাপি ন দৃষ্টা হরিণা ততঃ ॥ ৭৯ ॥

“ততো জলাশয়াং সর্ববা দারিকাঃ শীত-বেপিতাঃ ।
পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাচ্ছ প্রোন্তেরুঃ শীতকর্ষিতাঃ ॥ ৮০ ॥

অবিদ্যৈব ততস্তাসাং বালানামীষদক্ষতা ।
বীক্ষিতা হরিণাতস্তাঃ প্রত্যাখ্যাতাঃ কুপাবতা ॥ ৮১ ॥

যদৈচ্ছন্ শক্তিমায়া পতিং বাল্য জগৎপতিম্ ।
শুদ্ধ এব ততস্তাসাং ভাবস্তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৮২ ॥

সুশাস্তা সাস্বিকী শক্তি-জ্ঞেয়া কাত্যায়নী হর্সো ।
যাচ্চিতা ব্রজবালাভিঃ কৃষ্ণার্থং যমুনাতটে ॥ ৮৩ ॥

রাজসী নৈব সা শক্তি-ধনপুত্রাদিদায়িনী ।
নচোগ্রা তামসী শক্তি রুগ্নতা ভীমদর্শনা ॥ ৮৪ ॥

অভীষ্ট-প্রতিমাতাবং ধ্যাত্বা মনসি সাধকঃ ।
স্বয়ং তদ্ভাবমাপ্নোতি স্বাভীষ্টপ্রতিপত্তয়ে ॥ ৮৫ ॥

প্রতিমার্চ্চা-রহস্তজৈ-বুধ্যতে তন্নচেতরৈঃ ।
যদর্থং বিহিতং নানা-ভাবাঢ্য-প্রতিমার্চনম্ ॥ ৮৬ ॥

সুতরাং ব্রজবালাভি-রানন্দবিগ্রহেপ্সুভিঃ ।
পূজিতা সাস্বিকীশক্তি-ভক্তিভাব-সমন্বিতা ॥ ৮৭ ॥

অতএবাববৎ প্রীতো ভগবান্ বালিকাঃ প্রতি ।
বিহমরে প্রতিবন্ধোহভূ-দবিদ্যৈবেষদক্ষতা ॥ ৮৮ ॥

বস্ত্রনাবৃত্য যোনীস্তা উদস্থাস্যনিরুত্তরম্ ।

অভবিষ্যদ্ বিহারোহপি তাদিনে এব নিশ্চিতম্ ॥ ৮৯ ॥

বিহারো দ্বিবিধো বোধ্যঃ শ্রীমন্তগবতো বুধৈঃ ।

মায়্যেশ্বররূপস্য বিহারঃ সৃষ্টি-হেতুকঃ ॥ ৯০ ॥

মায়াক্তৌ প্রকৃত্যা চ শুদ্ধজীবাখ্যয়া সহ ।

মুত্তানন্দস্য নিত্যোহসৌ বিহারশ্চাপরো মতঃ ॥ ৯১ ॥

রাসলীলা-প্রসঙ্গে তদ্ ব্যক্তং ভাবি সবিস্তরম্ ।

অধুনারদ্ধ-লীলায়াঃ কথা-শেষঃ সমুচ্যতে ॥ ৯২ ॥

দৃষ্টা ভগবতা বালা-যোনীনামীষদক্ষতিঃ ।

তৎসম্যাক্কৃতয়ে তাভ্যঃ প্রদস্তোহবসরঃ পুনঃ ॥ ৯৩ ॥

“সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্যো ভবতীনাং মদাপনঃ ।

ময়ানুমোদিতঃ সোহসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ৯৪ ॥

ন ময়্যাবেশিত-ধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে ।

ভর্জিতাঃ কথিতা খানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥ ৯৫ ॥

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ ।

যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুর্য্যার্চনং সতীঃ ॥ ৯৬ ॥

উক্তঞ্চ রুচ্যতাং যাবদ্ বর্ষং মদর্পিতাশ্রুতিঃ ।

ততঃ সম্যগ্ বিশুদ্ধাত্মী রংস্তুতে হি ময়া সহঃ ॥ ৯৭ ॥

দ্বিয়ো রতিং প্রার্থয়ন্তি প্রত্যাখ্যাতি চ পুরুষঃ ।
প্রাকৃতে জীবলোকেহস্মিন্ সন্তবেন্নহি জাতুচিৎ ॥ ৯৮ ॥

অতো ভগবতো লীলা নান্মীলা নিশ্চলৈব সা ।
লীলায়াং বাললীলৈব তস্বে ভক্ত-পরীক্ষণম্ ॥ ৯৯ ॥

এবং প্রেমময়ী কৃষ্ণ-লীলা জ্ঞানময়ী তথা ।
স্বাচ্ছতে রসিকৈরেব ভাবুকৈর্নেতরৈঃ কচিৎ ॥ ১০০ ॥

ন জহাত্যসতীং যাবৎ সমাগ্ ভেদমতিং জনঃ ।
মূর্ত্তানন্দ-পরিষঙ্গং নৈতি তাবদ্বিতি স্থিতম্ ॥ ১০১ ॥

সরলপশুপবালা-বাসমোষপ্রদীপ-
শ্চরণ-শরণ-যাতাবোধ-নাশপ্রয়াসঃ ।
নিখিলভুবনপালো গোপবালস্বরূপো
হরতু হরতু বাসোহ শুদ্ধবুদ্ধেম'মাপি ॥ ১০২ ॥

পরব্রহ্ম-ঘনে কৃষ্ণে কুমারীবাসমোষকে ।
ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাস্ততঃ সতাম্ ॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্থামিনা বিরচিতৈ
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে বঙ্গহরণ-লীলামৃতম্ ।

অন্নভিক্ষা-লীলামৃতম্ ।

—o—

সদানন্দ-চিদাকারং পদ্মার্চিত-পদাম্বুজম্ ।

সদা নন্দস্বতং বন্দে অন্নভিক্ষার্থমুত্তম ॥ ১ ॥

সদব্রাহ্মণ-কূলে জাতা বিস্মৃত্য ব্রহ্ম শাস্ত্রতম্ ।

বিপ্রাঃ কস্মিণি থিত্বন্তে স্বল্পস্বর্গ-সুখেন্সবঃ ॥ ২ ॥

স্বর্গভোগাৎ পরং নাস্তি শ্রেয়োহন্যদিতি কস্মিণঃ ।

মন্ত্রমাণা বিমুহুন্তী-তু্যবাচ মুণ্ডক-শ্রুতিঃ ॥ ৩ ॥

এতদর্থং বচশ্চৈশং গীতায়ামপি দৃশ্যতে ।

যদুত্তং স্বয়মীশেন কুণ্ডেন রণমূর্দ্ধনি ॥ ৪ ॥

“যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥” ৫ ॥

তমেব শ্রুতিগীতার্থং দিদর্শয়িষুরীশ্বরঃ ।

খেলামেকাং সমারেভে স কৃষ্ণঃ করুণাময়ঃ ॥ ৬ ॥

অদূরে গোচরস্থানাদ্ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।

যজ্ঞমারেভিরে স্বর্গ-সুখলাভায় সংযতাঃ ॥ ৭ ॥

তদ্ বিদিত্বা কৃপাসিক্কো স্তেষ্বাসীৎ পরমা কৃপা ।

নির্বৈদজনকস্তেষাং দিষ্টঞ্চাসীৎ ফলোন্মুখম্ ॥ ৮ ॥

তৎপত্ন্যো ভক্তিমত্যস্ত কাঙ্ক্ষন্ত্যঃ কৃষ্ণদর্শনম্ ।
অসৎ-পতি-ভিয়া নৈব জগ্মুরার্ভা গৃহেহবসন ॥ ৯ ॥

তদ্বাঞ্ছা-পূরণে বাঞ্ছা জাতা ভক্ত-প্রিয়স্য চ ।
সৈব ভূত্বা ক্ষুধারূপা ব্রজবালানপীড়য়ৎ ॥ ১০ ॥

তে কৃষ্ণেন সমাদিষ্টা অন্নভিক্ষার্থমাতুরাঃ ।
যজ্ঞবাটং সমীপস্থং বিপ্রাণাং প্রযযু দ্রুতম ॥ ১১ ॥

বিনীতাশ্চাক্রবন্ বিপ্রান্ কৃষ্ণাদেশং পুনঃপুনঃ ।
বিপ্রান্ত যজ্ঞ-সংসক্তা-স্তদ্ বাক্যং নহি শুশ্রবুঃ ॥ ১২ ॥

“হে ভূমি-দেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশ-কারিণঃ ।
প্রাপ্তান্ জানীত ভদ্রং বো গোপান্ নো রাম-চোদিতান্ ॥ ১৩ ॥

গাশ্চারয়স্তাববিদূর ওদনং
রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ ।
তয়ো দ্বিজা ওদনমর্থিনো যদি
শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্ম্যবিস্তমাঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি তে ভগবদ্ যাক্ষাং শৃণুস্তোহপি ন শুশ্রবুঃ ।
ক্ষুদ্রাশা তুরিকর্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ ॥ ১৫ ॥

দেশঃ কালঃ পৃথগ্ দ্রব্যঃ মন্ত্রতন্ত্রহিজোহগ্নয়ঃ ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ১৬ ॥

তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষা-স্তুগবন্তুমধোক্কজম্ ।

মনুষ্য-দৃষ্ট্য দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ॥ ১৭ ॥

যে স্থখে বেদনির্দিষ্টে শ্রেয়ঃ প্রেয়শ্চ তে মতে ।

শ্রেয়ো ব্রহ্মাত্মকং নিত্যং প্রেয়ঃ স্বর্গাদি নশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥

যতশ্চে শ্রেয়সে নিত্যং সারাসার-বিবেকিনঃ ।

অসারজ্ঞাস্তু বাঞ্ছন্তি প্রেয় এব বিমোহিতাঃ ॥ ১৯ ॥

যজ্ঞাসক্ত-ধিয়াং পুংসাং দুর্লভং পরমং সুখম্ ।

তৎ-প্রসঙ্গঃ সবিস্তারো বিদ্যাতে মুগ্ধকশ্চতো ॥ ২০ ॥

অতি-বাক্যৈর্হুতং শ্রী-কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ।

দৃষ্টান্তেন তদর্থশ্চ প্রত্যক্ষং দর্শিতঃ পুনঃ ॥ ২১ ॥

সর্ববযজ্ঞেশ্বরো মূর্ত্তি-ধরোহন্নং সমযাচত ।

বিপ্রান্ত মায়া মুখা স্তং শ্রীকৃষ্ণমহেলয়ৎ ॥ ২২ ॥

বিষণ্ণা বালকাঃ কৃষ্ণ-মভ্যোভ্যোচুর্থাযথম্ ।

বিপ্রদার-সমীপস্তু স গন্তুঃ পুনরাदिशৎ ॥ ২৩ ॥

লীলয়াদর্শয়ৎ কৃষ্ণো গতিঞ্চ লৌকিকীমপি ।

তাড়িতৈরপি সোঢ়ব্যং লাঘবং ভিক্ষুকৈরिति ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণাদিষ্টা পুনর্ব্বালা দ্বিজ-দারাস্থিকং গতাঃ ।

কৃষ্ণমাগতমাত্রাব্য তদভিক্ষাঞ্চ ন্যাবেদয়ন্ ॥ ২৫ ॥

“শ্রদ্ধাচ্যুতমুপায়াতং নিতাং তদদর্শনোৎস্রুকাঃ ।
তৎকথাক্ষিপ্ত-মনসো বভূবুর্জাত-সম্ভ্রমাঃ ॥ ২৬ ॥

চতুর্বিবধং বহুগুণ-মন্নমাদায় ভাজনৈঃ ।
অভিসম্প্রক্ঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্ৰমিব নিম্নগাঃ ॥ ২৭ ॥

নিষিধ্যামানাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ ।
ভগবত্মস্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্রুত-ধৃতশয়াঃ ॥” ২৮ ॥

কস্মিণাং প্রেমিকানাঞ্চ বিশেষোহত্র প্রদর্শিতঃ ।
অবজ্ঞাতো দ্বিজৈরীশ-স্তুদারৈস্তু সমাদৃতঃ ॥ ২৯ ॥

ইক্ষু দেবান্ পরপ্রাণৈ-র্বাঞ্ছন্তুঃ স্বসুখং জনাঃ ।
ন বুধ্যন্তে পরক্লেশং পাষণ-কঠিনাঃ কচিৎ ॥ ৩০ ॥

আত্মোপমোন পশ্যন্তি প্রেমিকাঃ সকলানপি ।
জীবানার্দ্ৰহৃদো নিতাং বুধ্যন্তে চ পর-ব্যথাম্ ॥ ৩১ ॥

“অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তন্মুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্ ॥” ৩২ ॥

ইমাং লীলামভিপ্রেত্য ভগবানাহ পাণ্ডবম্ ।
বাক্যমেতদ্ধি সংগ্রামে স্বাবহেলনসূচকম্ ॥ ৩৩ ॥

শিক্ষা-দীক্ষা-বয়ো-জাতি-ধর্ম্মান্ কুণ্ঠো ন পশ্যতি ।
গৃহ্লাতি কেবলং প্রেম তেনৈব বশমঘ্রিয়াৎ ॥ ৩৪ ॥

একা তু বিপ্রভার্যাসী-দ্রুত্বা পতিসুতাদিভিঃ ।
বন্ধুরোধো বহির্হেতু-মার্য্য-রোধো হি বস্তুতঃ ॥ ৩৫ ॥

রাসলীলা-প্রসঙ্গে তদ্ বাক্ত্বং ভাবি সবিস্তরম্ ।
অতএব ন বিস্তার-স্তস্যাত্র বর্ণিতো বৃথা ॥ ৩৬ ॥

তাস্ত্ব কৃষ্ণাশ্তিকং গত্বা নিবেচ্ছান্নং চতুর্নিবধম্ ।
সমযাচস্ত তদাস্ত্রং গৃহং গন্তুমনিচ্ছবঃ ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণস্তাঃ স্বাগতং পৃষ্ঠ্য গৃহং গন্তুং সমাদিশৎ ।
তচ্ছ্রুত্বা কাতরাস্তাস্ত্ব স্বাভীষ্টং সংশ্রবেদয়ন্ ॥ ৩৮ ॥

“মৈবং বিভোহহঁতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসঃ
সত্যং কুরু স্বনিগমং তব পাদমূলম্ ।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসিদাম পদাবশৃষ্টং
কৈশৈর্নিবোঢ়ুমভিলজ্জ্য সমস্তবন্ধূন্ ॥ ৩৯ ॥

গৃহস্থি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ স্তুতা বা
ন ভ্রাতৃবন্ধু-সুহদঃ কুতএব চান্তে ।
তস্মাস্তবৎ-প্রপদয়োঃ পতিতান্ননাং নো
নাশ্চ ভবেদগতিরিরিন্দম তদ্ বিধেহি ॥” ৪০ ॥

যচ্ছাস্মানগ্রহীষ্যাংস্তে পত্যাদয়স্তদা বয়ম্ ।
অযাস্যামো গৃহং হেত-স্তদ্বাক্যোনৈব বুধ্যতে ॥ ৪১ ॥

বতঃ পত্যাতিসম্বন্ধ-গন্ধস্তাসাং হৃদীয়তে ।

অসম্যক্ক্ষতমায়াস্তাঃ কৃষ্ণেঃনাস্বীকৃতাস্ততঃ ॥ ৪২ ॥

বহিস্তু ব্রাহ্মণী দাসো গোপস্য নহি যুজ্যতে ।

এষাচ লৌকিকী রীতি-দর্শিতেশেন লীলয়া ॥ ৪৩ ॥

তৎসঙ্গেন চ তে বিপ্রা ভবিষ্যন্তি বিশোধিতাঃ ।

ইত্যপ্যাসীদভিপ্রায়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত কৃপাবতঃ ॥ ৪৪ ॥

“পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃ-সুতাদয়ঃ ।

লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্যতে ॥ ৪৫ ॥

ন প্রীতয়েহমুরাগায় হৃঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ ।

তন্মনো ময়ি যুঞ্জান অচিরান্ মাগবাস্পাথ ॥ ৪৬ ॥

শ্রবণাদর্শনাক্ষ্যানা-ন্যয়ি ভাবোহনুকীর্তনাৎ ।

ন তথা সন্নির্ঘেণ প্রতিযাত ততো গৃহান ॥” ৪৭ ॥

বুদ্ধিযোগং দদামীতি ভক্তেভ্যো ভগবদ্বচঃ ।

গীতায়ামস্তি সুস্পষ্ট-মেতস্মৈব হি সুচকম্ ॥ ৪৮ ॥

“মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তুশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৪৯ ॥

তেষাং সতত-যুক্তানাং ভক্ততাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ ৫০ ॥

তেষামেবানুকম্পার্থ-মহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্হো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ৫১ ॥

তাঃ শ্রীকৃষ্ণসমাদিক্টা গৃহং প্রতিষয়ুঃ পুনঃ ।

পালয়ন্ত্যাস্তদাদেশং নিম্যুঃ কালং যুদাশ্বিতাঃ ॥ ৫২ ॥

ব্রাহ্মণীনাং বয়ঃস্থানাং গোপবালে যদীদৃশী ।

রতিস্তদ্ বুধ্যতাং প্রেম তাসাং কৃষ্ণেহতিনির্মলম্ ॥ ৫৩ ॥

তথাপি নিজসেবায়াং কৃষ্ণেন স্বীকৃতা ন তাঃ ।

তত্র হেতুঃ পুরৈবোক্তো নিগৃঢ়ো বিদ্যতেহপরঃ ॥ ৫৪ ॥

সখ্যাবাৎসল্য-মাধুর্য্য-ভাবৈর্গোপালরূপিণঃ ।

সেবায়াং কেবলং গোপ-গোপীনামেব যোগ্যতা ॥ ৫৫ ॥

গোপীভাবং জনা যাবন্ন প্রাপ্নুবন্তি সাধকাঃ ।

গোপালরূপিণঃ সেবা তাবত্তেষাং স্তুত্বল্লভা ॥ ৫৬ ॥

অতো ভগবতা বিপ্রা-স্ত্যক্তা ভক্তিযুতা অপি ।

গোপ্যো ভূত্বা তু তৎসেবাং লপ্স্যন্তে তাঃ পুনর্ভবে ॥ ৫৭ ॥

গোপীভাবং বদিষ্যামি রাসাখ্যানে সবিস্তরম্ ।

গোপীভাবকথালপ-স্তৎপ্রসঙ্গে স্তুসঙ্গতঃ ॥ ৫৮ ॥

প্রেমানন্দময়ং ভাবং দৃষ্ট্বা বিপ্রা নিজপ্রিয়াম্ ।

নির্ব্বেদং পরমং প্রাপ্তা নিমিন্দু ভাগ্যমাত্মনাম্ ॥ ৫৯ ॥

ভগবৎসবিধং গন্তু-মুত্ততা অপি তে দ্বিজাঃ ।

মূর্তসংসার-কংসাস্তু ভিয়া ন সমপারয়ন্ ॥ ৬০ ॥

স্ত্রীণাং কংসভয়ং নাসীদ্ দ্বিজানাস্তু মহন্তয়ন্ ।

শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা চ তত্রৈব কারণং কংসদারণে ॥ ৬১ ॥

বহিঃ কংসভয়ং তেষা-মন্তস্তু স্তমহন্তয়ন্ ।

অসৎসংসারসম্পত্তি-সুখসন্ত্যাগচিন্তয়া ॥ ৬২ ॥

যৎপাদচিন্তয়া যাতি কালচিন্তাপি দূরতঃ ।

নাশ্রিতাস্তৎপদং বিপ্রাঃ কঙ্ককংসভয়াদহো ॥ ৬৩ ॥

সৎসঙ্গক্ষীণ-সম্মোহা নির্বিবল্লা ভোগবাসনাম্ ।

সমুৎসৃজ্য সমিচ্ছন্তি কৃষ্ণসেবামিতি স্থিতম্ ॥ ৬৪ ॥

ভিক্ষুভান-কৰ্ম্মমুগ্ধ-বিপ্রচিন্তশোধনং

অত্যাচার-বিপ্রদার-মানস-প্রবোধনম্ ।

পালয়ন্তমাত্ততস্ত-নন্দগোপগোধনং

তং নমামি বালমেব কালভীতিরোধনম্ ॥ ৬৫ ॥

জগদন্নপ্রদে কৃষেঃ অন্নভিক্ষার্থিনীশ্বরে ।

ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাস্বতঃ সতাম্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীলীলাকান্ত-দেব-গোব্বামিনা বিরচিতৈ

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে অন্নভিক্ষা-লীলামৃতম্ ।

গিরিধারণ-লীলামৃতম্ ।

—:0:—

গোবর্দ্ধন-ধরং বন্দে গোপাল-বাল-বিগ্রহম্ ।

মোহান্নঃ কৃতবানিন্দ্রঃ সহ যেনাতি-বিগ্রহম্ ॥ ১ ॥

ব্রজে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞমবারয়ৎ ।

কুপিতস্তেন দেবেন্দ্রো ববর্ষ গোকুলে ভূশম্ ॥ ২ ॥

ভগবানপি শৈলেন্দ্রং সমৃদ্ধ্য স্বলীলয়া ।

অরক্ষদ্ ব্রজমিত্যেষা গোবর্দ্ধন-ধূতেঃ কথা ॥ ৩ ॥

অসঙ্গত ইবাভাতি বৃত্তান্ত এষ নিশ্চিতম্ ।

ব্যাসস্য তু বচো নৈব মিথ্যা ভবিতুমর্হতি ॥ ৪ ॥

কার্যস্তুত্র সন্নাধানং শাস্ত্রবাক্য-প্রমাণতঃ ।

অতীত-বিষয়ে মানং বিনা শাস্ত্রং কিমস্তি বা ॥ ৫ ॥

শাস্ত্রঞ্চ বৈদিকং বাক্যং বেদাশ্চ পঞ্চ-সম্ব্যাকাঃ ।

সপুরাণাঃ সমাখ্যাতা অপি পঞ্চদশী-কৃতা ॥ ৬ ॥

“সপুরাণান্ পঞ্চ বেদান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।

জ্ঞাপ্যন্যাত্ম-বিষেণ নারদোহতি শুশোচ হি ॥” ৭ ॥

ব্রহ্মনিশ্চিসিতত্বঞ্চ পুরাণানাং শ্রুতীরিতম্ ।

পুরাণবচসাং তস্মাৎ প্রামাণ্যং সর্ব-সম্মতম্ ॥ ৮ ॥

পুরাণেষুপি সর্বেষু শ্রেষ্ঠং ভাগবতং মতম্ ।
তদ্ভাগবত-বেদানাং দর্শ্যতে তত্র সস্মৃতিঃ ॥ ৯ ॥

“এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।”
মানং কৃষ্ণ-স্বয়ন্তায়া-মেতদ্ভাগবতং বচঃ ॥ ১০ ॥

ময়া তদদশিতং ভূরি তদেব স্মারিতং পুনঃ ।
হর্তুমৈচ্ছন্ মহেন্দ্রস্য মদং স ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥

দন্তঃ পূর্ণচতুষ্পাদো দমমহত্যতো হরিঃ ।
ইন্দ্রং কোপয়িতুং তত্র কৌশলং সমপত্তত ॥ ১২ ॥

ইন্দ্রযোগোত্তমান্ দৃষ্ট্বা গোপান্ বৃন্দাবনে বিভুঃ ।
কস্ম্বাদ-বলেনৈব ততস্তান্ সংগ্ধবারয়ৎ ॥ ১৩ ॥

দর্শ্যতে কিঞ্চিদুদ্ভূতং গ্রন্থ-বৃদ্ধি-মনিচ্ছতা ।
ময়া তদ্বিস্তরং তত্র দ্রষ্টব্যং মূল-পুস্তকে ॥ ১৪ ॥

“কস্মিণা জায়তে জন্তুঃ কস্মিণৈব প্রলীয়তে ।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কস্মিণৈবাভিপত্ততে ॥ ১৫ ॥

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপাশ্চ-কস্মিণাম্ ।
কর্তারং ভজতে সোহপি নহকর্তুঃ প্রভূর্হি সঃ ॥ ১৬ ॥

কিমিদ্রেণেহ ভূতানাং স্বঃস্বঃ কস্মানুবর্তিনাম্ ।
অনীশেনাগ্ধথা কর্তুং স্বভাব-বিহিতং নৃণাম্ ॥ ১৭ ॥

তস্মাৎ সংপূজয়েৎ কৰ্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকৰ্ম্মকৃৎ ।
অঞ্জসা যেন বর্জেত তদেবাস্তু হি দৈবতম্ ॥ ১৮ ॥

ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্ ।
বনৌকস স্তাত নিত্যং বনশৈল-নিবাসিনঃ ॥ ১৯ ॥

তস্মাদ্ গবাং ব্রাহ্মণানা-মদ্রেচ্চারভ্যতাং মথঃ ।
য ইন্দ্রমথ-সস্তারা-স্তৈরয়ং সাধ্যতাং মথঃ ॥ ২০ ॥

দেবা নিরাকৃতা যন্তু কৃষ্ণেন কৰ্ম্মবার্ভয়া ।
মহেন্দ্র-দমনায়ৈব তৎ কেবলং ন বস্তুতঃ ॥ ২১ ॥

অজাত-ব্রহ্ম-বোধৈ হি কার্য্যং বৈধমখাদিকম্ ।
অলং ব্রহ্মবিদাং যজ্ঞৈ-রিতি শাস্ত্র-সুসম্মতম্ ॥ ২২ ॥

সংলন্ধে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে ন কৰ্ম্ম বিচ্যুতে যদি ।
কিং পুনর্বন্ধুরূপেণ সংপ্রাপ্তে ব্রহ্মণি স্বয়ম্ ॥ ২৩ ॥

ইত্যপ্যাসীদভিপ্রায়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মনোগতঃ ।
মথভক্তো মহেন্দ্রস্য তদানুঘঙ্গিকঃ পরম্ ॥ ২৪ ॥

অসুরান্ সংযুগে জিত্বা ইন্দ্রোহতিগর্বিতোহভবৎ ।
তদগর্ব্বমপনেতুঞ্চ স্বয়ং ব্রহ্ম সমুচ্চতম্ ॥ ২৫ ॥

কেনোপনিষদি স্পর্শং তদাখ্যানমুদীরিতম্ ।
লীলয়া দর্শয়ামাস মূর্ত্তং ব্রহ্ম ব্রজেহপি তৎ ॥ ২৬ ॥

বিশ্বাসোহস্তি শ্রুতো যেমাং ন তেষামিহ সম্ভবেৎ ।

অনাস্থাকারণং কিঞ্চিৎ কৃষ্ণে ইন্দ্রদমোত্ততে ॥ ২৭ ॥

বৃদ্ধা যদ্ বালবাক্যেন শ্রবর্তন্ত মথোত্তমাৎ ।

তত্রাপীশ্বর-কৃষ্ণস্য হেতুরন্তঃ-প্রবর্তনম্ ॥ ২৮ ॥

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারুঢ়ানি মায়য়া ॥” ২৯ ॥

ইন্দ্রার্থমাহুতৈর্দ্রব্যৈর্গোবর্দ্ধন-মথোৎসবঃ ।

ততঃ সর্বৈঃ সমারকো ব্রজে ব্রজনিবাসিভিঃ ॥ ৩০ ॥

গোবর্দ্ধনার্চনা-কালে কৃষ্ণোহন্যতর-রূপধৃক্ ।

স্বয়ং পূজাং প্রজগ্রাহ শৈল-শীর্ষোপরি স্থিতঃ ॥ ৩১ ॥

এতেন দর্শিতা সম্যক্ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ।

শ্রুতি-গীতা-সমুদগীতা স্বসৌব সর্বতঃ স্থিতিঃ ॥ ৩২ ॥

“যো মাং প্রশ্নতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি প্রশ্নতি ।

তস্যাহং ন প্রশ্নামি সচ মে ন প্রশ্নতি ॥” ৩৩ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্‌বাক্যং শ্রুত্যান্তঞ্চ তথাবিধম্ ।

অর্থতো দর্শয়ামাস ভগবান্ লীলয়ৈতয়া ॥ ৩৪ ॥

ঐশ্বর্য্য-মন্ত ইন্দ্রস্ত মন্তমানঃ স্বমীশ্বরম্ ।

ঈশ্বরঞ্চ নরং ত্রুক্কো মর্দিকুং ব্রজমুত্ততঃ ॥ ৩৫ ॥

মেঘানাহুয় বায়ুশ্চ প্রবলান্ প্রলয়করান্ ।
নাশয়ধ্বং ত্রজং তূর্ণং সক্রৃষ্ণমিত্যুপাদিশৎ ॥ ৩৬ ॥

তেহপ্যাদিষ্ঠা মহেন্দ্রেণ প্রবলৈর্বাত-বর্ষণৈঃ ।
ত্রজমুৎপীড়য়ামাসুঃ সক্রৃষ্ণ-গোপ-গোধনম্ ॥ ৩৭ ॥

প্রেরয়ামাস বায়ুগ্নী পুরা ত্রক্ষা পরীক্ষিতুম্ ।
ইন্দ্র ইত্যস্তি স্পন্দং কেনোপনিষদো বচঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং স এবেন্দ্র-স্তদ্ব্রজৈব পরীক্ষিতুম্ ।
প্রেরয়ামাস সংক্রুদ্ধো ত্রজেহপি মেঘমাকরতান্ ॥ ৩৯ ॥

অত্র কিঞ্চিৎ সমালোচ্য-মিন্দ্র-কোপস্ত কারণম্ ।
তাস্বিকং যেন সন্তোষঃ সুধিয়াং সন্তবেদ্ধুবম্ ॥ ৪০ ॥

দেবা হি দ্বিবিধাঃ প্রোক্তা-স্তত্রৈকে স্বর্গবাসিনঃ ।
অপঞ্চীকৃতভূতোথ-সূক্ষ্মদেহ-ভূতঃ সদা ॥ ৪১ ॥

ত এব নরদেহেষু তদিন্দ্রিয়াণ্যধিষ্ঠিতাঃ ।
বর্তন্তে সর্বদা তচ্চ সর্ববশান্ত্র-সুসম্মতম্ ॥ ৪২ ॥

ত এব চেন্দ্রিয়দ্বারা নরভুক্ত-রসান্ সদা ।
ভুঞ্জন্তে মগ্নতে জীব-স্বহং ভুঞ্জ ইতি ভ্রমাৎ ॥ ৪৩ ॥

সন্ত্যক্তুং যততে জীবো ভোগধেমুক্তি-লব্ধয়ে ।
বাধন্তে হলকভোগান্তে জীবং তদ্ বুধ্যতে বুধৈঃ ॥ ৪৪ ॥

অত এবাজ্জুনং প্রাহ ভগবান্ রণমুর্দ্ধনি ।
তৎসংশয়-নিরাসায় কৃপালুর্ভক্তবৎসলঃ ॥ ৪৫ ॥

“কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ ।
মহাশনো মহাপাপা বিদ্যোনমিহ বৈরিণম্ ॥” ৪৬ ॥

এতচ্চ বুধ্যতে সর্বৈব-মন্মুযোচিত-বুদ্ধিভিঃ ।
সংসারে ঘটতে নিত্যং নহি শাস্ত্রমপেক্ষতে ॥ ৪৭ ॥

অধুনালোচ্যতে স্বর্গ-বাসিনাং বৃত্তমদ্ভুতম্ ।
ময়াগণয়তা নব্য-সভ্যানামুপহাস্তাত্মা ॥ ৪৮ ॥

একেন বস্তুনা নান্যৎ পৃথিব্যাং সর্বথা সমম্ ।
কুত্রাপি দৃশ্যতে বস্তু কেনাপি চ কদাপি চ ॥ ৪৯ ॥

পরিমাণমুপাদানং শাক্তজ্ঞানং তথাকৃতিঃ ।
স্বভাবো ভাবনা চৈব সর্বেষাং হি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫০ ॥

বিয়দ্বর্তিগ্রহাদীনাং পরিমাণাদয়স্তথা ।
ন পার্থিবসমা এব বুধ্যতে চতুরৈশ্চ তৎ ॥ ৫১ ॥

পরিমাণাদিভিস্তস্মা-ভক্তলোকনিবাসিনঃ ।
বিভিন্না এব মর্ত্যেভ্য-স্তত্রাপি নহি সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥

যত্র যত্র হি লোকেহস্তি মর্ত্যাধিকতরং সূখম্ ।
বলং বিত্তং তথায়ুশ্চ সএব স্বর্গ উচ্যতে ॥ ৫৩ ॥

তত্তল্লোককৌকসঃ সূক্ষ্মাঃ কামরূপধরাঃ সদা ।

দীব্যস্তি সর্বদা তস্মা-দ্দেবাস্তে সমুদীরিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

আগন্তুং নরলোকেহপি শক্তাস্তেহনৈরলক্ষিতাঃ ।

পশ্যন্তি চ সদা মর্ত্য-লোকং নির্বাধচক্ষুষা ॥ ৫৫ ॥

সূর্য্যঃ সমুচ্যতে যোহসৌ সূর্য্যালোকপ্রবর্তকঃ ।

চন্দ্রশ্চ চন্দ্রলোকেশো বোধ্যমেবং যথাযথম্ ॥ ৫৬ ॥

সর্বেষু দেবলোকেষু শ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রো হি সর্বথো ।

ইন্দ্রশ্চ সূতরাং শ্রেষ্ঠ-স্তস্মাদিন্দ্র ইতীৰ্য্যতে ॥ ৫৭ ॥

সূর্য্যালোকাদয়ঃ সর্বৈব তদধীনাশ্চরন্তি হি ।

অতশ্চ সর্বদেবানা-মিন্দ্রো রাজেতি কথ্যতে ॥ ৫৮ ॥

রাজশক্তিং যথা মর্ত্যে রাজ্ঞঃ প্রতিনিধির্ভজেৎ ।

ততশ্চান্নস্ততশ্চান্ন ইত্যল্লান্নতরাং ক্রমাৎ ॥ ৫৯ ॥

ব্রহ্মশক্তিং তথা ব্রহ্মা তত ইন্দ্রস্ততঃ সূরাঃ ।

ততো নরা লভন্তে চ ক্রমাদল্লতরাং ভুবি ॥ ৬০ ॥

আত্মোপরিতনান্ যদ্বৎ সেবন্তে রাজকিঙ্করাঃ ।

লভন্তে চ ততঃ কামান্ দগুমহাস্তি চান্নথা ॥ ৬১ ॥

তথোপরিতনান্ দেবান্ সেবমানা নরা ভুবি ।

লভন্তে দেবদাক্ষিণ্যং দারুণং দগুমন্মথা ॥ ৬২ ॥

ভগবানপি চাহৈত-দৰ্জ্জনং ভক্তিমদ্ববরম্ ।

কস্ম্য কৰ্ত্তুমনিচ্ছন্তং রুদন্তঞ্চ রণাজিরে ॥ ৬৩ ॥

“দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাস্পাথ ॥ ৬৪ ॥

“ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভো। যো ভুঙ্ক্বে স্তেন এব সঃ ॥” ৬৫

দৃশ্যতে স্পর্শমেবাত্র সাহায্যং শশিসূর্য্যয়োঃ ।

ধরায়া অপি সাহায্যং প্রাপ্নুতস্তাবপি ধ্রুবম্ ॥ ৬৬ ॥

দণ্ডঃ সএব নির্ণীত উৎপাত আধিদৈবিকঃ ।

অলঙ্কপূজনৈঃ পূজ্যৈর্দে বৈঃ সম্পাদিতো যতঃ ॥ ৬৭ ॥

স্বযজ্ঞে বিহতে তস্মা-দিস্ত্রো যদুদবেজয়ৎ ।

গোপালান্ বর্ষবাতাভ্যাং তদ্যুক্তমতএব হি ॥ ৬৮ ॥

মেঘাদেব ভবেদ্ বৃষ্টি-রিত্যনীশ্বরসম্মতম্ ।

বস্তুতো বিদাতে কিন্তু মেঘানামপি চালকঃ ॥ ৬৯ ॥

অচেতনং যথা যানং বাস্পীয়ং চলতি ধ্রুবম্ ।

অপেক্ষতে নরং কিন্তু স্রোপরিস্থং সচেতনম্ ॥ ৭০ ॥

সত্যমেব তথা মেঘো বর্ষতীতি ন সংশয়ঃ ।

চেতনশ্চালকঃ কশ্চিৎ তন্মূলেহন্ত্যেব নিশ্চিতম্ ॥ ৭১ ॥

ইন্দ্রাদেশেন সূর্যোহসৌ বাষ্পং কর্ষতি রশ্মিভিঃ ।
স বাষ্পশ্চ ভিবন্ মেঘো বর্ষতীন্দ্রপ্রচোদিতঃ ॥ ৭২ ॥

গ্রহতারাদয়ো যে চ দৃশ্যন্তে চক্ষুলাঃ সদা ।
চেতনৈশ্চালিতা এব নিয়মেন চলন্তি তে ॥ ৭৩ ॥

অতস্তদ্বিস্তরেণাল-মনয়ৈব দিশা বুধৈঃ ।
বুধ্যতাং পরমাণাদি বিশ্বং চেতনচালিতম্ ॥ ৭৪ ॥

স্বযজ্ঞে বিহতে ক্রুদ্ধো ব্রজনাশে যদোদ্ধতঃ ।
অভূদিন্দ্রস্তদা গোপাঃ শ্রীকৃষ্ণং শরণং যযুঃ ॥ ৭৫ ॥

দুরহঙ্কার-মোহাক্ষ ইন্দ্রো যং সমহেলয়ৎ ।
সদ্যুক্তা নিরহঙ্কারা গোপাস্তং শরণং গতাঃ ॥ ৭৬ ॥

দন্তিনাং প্রেমনত্ৰাণা-ধ্বাতিভেদঃ পরস্পরম্ ।
কার্যাতঃ ফলতশ্চৈব বুধ্যতে লীলয়ৈতয়া ॥ ৭৭ ॥

বলবন্তো যুবানোহপি গোপাঃ প্রাণপরীপ্সবঃ ।
সপ্তবর্ষশিশুং কৃষ্ণং নির্ভয়ং যযুরাশ্রয়ম্ ॥ ৭৮ ॥

“কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হুমাখং গোকুলং প্রভো ।
ত্ৰাতুমহঁসি দেবান্নঃ কুপিতাস্তত্ত্ববৎসল ॥ ৭৯ ॥

ভগবানপি দীনান্তু-শরণাগতপালকঃ ।
প্রতিজ্ঞাং স্বস্য সন্মার যামাহ পাণ্ডবং প্রতি ॥ ৮০ ॥

“যে তু সৰ্ব্বানি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ ।
অনন্তো নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৮১ ॥

ভেষামহং সমুদ্বৰ্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥” ৮২ ॥

ইহাপি চ তথৈবোক্তং স্বগতং শিশুনা সতা ।
হরিণা তৎ সমাকৰ্ণ্য গোপানাং কাতরং বচঃ ॥ ৮৩ ॥

“তস্মান্ মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্ ।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সৌহৰ্যং মে ব্রত আহিতঃ ॥ ৮৪ ॥

ইত্যুত্কে কেন হস্তেন কৃত্বা গোবৰ্দ্ধনাচলম্ ।
দধার লীলয়া বিষ্ণু-শ্ছত্রাকমিব বালকঃ ॥” ৮৫ ॥

ততঃ সৰ্ব্বান্ সমাহূয় শীতান্তব্রজবাসিনঃ ।
পশুভির্দ্রবিণৈঃ সার্কং তদধঃ স্বাতুমাদিশৎ ॥ ৮৬ ॥

তেহপি ত্রীভগবদ্বাক্য-বিশ্বস্তা বিবিশুর্দ্রতম্ ।
সগোধনাঃ সবালাশ্চ শৈলাধো জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ ৮৭ ॥

কেচিদেতন্ন মন্যন্তে মৰ্ত্ত্যশক্তিবিচিন্তকাঃ ।
আত্মোপম্যেন পশুন্তি বালব্রহ্ম যতো হি তে ॥ ৮৮ ॥

তস্যৈব শাসনে গার্গি শূন্যে স্বৰ্গধরাদয়ঃ ।
ভ্রমন্তীতি শ্রুতেরর্থং লীলয়াহ দর্শয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৮৯ ॥

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।”
মুনিনা স্বপ্রতিজৈব প্রমিতা কৃষ্ণকার্যতঃ ॥ ৯০ ॥

স্বর্গমন্ত্রাদয়ঃ শব্দ বিশালা যস্য শাসনে ।
শূন্যে চরন্তি কিং চিত্রং তস্য তুচ্ছ-নগোদ্ধৃতিঃ ॥ ৯১ ॥

অথবা স্বেচ্ছয়া স্ফট্। শূন্যে গোবর্দ্ধনান্তরম্ ।
শৈলং বৃন্দাবনস্থঞ্চ মায়য়ান্তরধাপয়ৎ ॥ ৯২ ॥

যদিচ্ছয়া ক্ষণাদেব জগদ্রূপদ্বিতে পুনঃ ।
লয়ং যাতি চ তস্মৈত-ন্মায়াভর্তুঃ কিমদ্রুতম্ ॥ ৯৩ ॥

স্বেচ্ছাসর্বসমর্থোহপি সাধক-ধ্যানহেতবে ।
কিঞ্চিদদর্শয়ৎ কৃষ্ণঃ শ্রুত্যান্ত-ব্রহ্ম-শাসনম্ ॥ ৯৪ ॥

মানচিত্রমতিক্ষুদ্রং সমাগালোচয়ন্ জনঃ ।
বিশালপৃথিবী-সংস্থানং নির্ণেভুং ক্ষমতে যথা ॥ ৯৫ ॥

শৈলোদ্ধারং তথা ভক্তঃ কৃষ্ণস্থালোচয়ন্ মুহুঃ ।
ব্রহ্মণোহখিলধারিত্বং শ্রোতং ধ্যাতুং ক্ষমেত হি ॥ ৯৬ ॥

বামাঙ্গং দুর্বলং তত্র কনিষ্ঠা ভূশদুর্বলা ।
তয়ৈব ধারয়ন্ শৈলং কৃষ্ণঃ সপ্তদিনং স্থিতঃ ॥ ৯৭ ॥

হস্তাধিষ্ঠাতৃদেবেন্দ্র-শক্ত্যা কার্যক্ষমা জনাঃ ।
তেনেন্দ্রেণ বিরুদ্ধৈব কৃষ্ণঃ শৈলমধারয়ৎ ॥ ৯৮ ॥

এতেন হি তদ্বিচ্ছৈব বিনাধিষ্ঠাতৃদেবতাম্ ।

সর্বকৰ্ম্মকরীত্যেতৎ দর্শিতং হরিণা স্বয়ম্ ॥ ৯৯ ॥

সপ্তাহান্তে সুরেন্দ্রেণ ভগ্নদর্পেণ সংহতে ।

বাতবর্ষে হরির্গোপান্ গৃহং যাতুং সমাদিশৎ ॥ ১০০ ॥

পুরেন্দ্রেপ্রেৱিতো বহ্নি-বায়ুশ্চ নিজশক্তিতঃ ।

ব্রহ্মদত্তং তৃণং দধ্মুঃ নাসীচ্চারয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ১০১ ॥

ইতি কেন-শ্রুতাবস্তি কথা যা ভগবান্ স্বয়ম্ ।

অর্থতো দর্শয়ামাস তামেব নিজলীলয়া ॥ ১০২ ॥

ইন্দ্রপ্রণোদিতা মেঘা পবনাঃ প্রবলা অপি ।

সলজ্জা ইব তে সর্বেষা প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্ ॥ ১০৩ ॥

গোপাশ্চ কৃষ্ণসন্দিগ্ধা সস্ত্রীবালাঃ সগোধনাঃ ।

নির্ভয়াঃ কৃষ্ণচিত্তাশ্চ গৃহং স্বং স্বং যযুমুদা ॥ ১০৪ ॥

অস্থাপয়দ্ যথাস্থানং শৈলেন্দ্রং ভগবানপি ।

অলক্ষ্যোৎপাটচিহ্নং ত-মভগ্নোদ্ভিচ্ছিলাদিকম্ ॥ ১০৫ ॥

অতঃপরমতোহপ্যেক-মাশ্চর্য্যমভবদ্ ব্রজে ।

যৎ সমাধাতুকামোহং গমিষ্যাম্যপহাস্যতাম্ ॥ ১০৬ ॥

অথবা যৎ শ্রুতিঃ প্রাহ সর্ববমানশিরোমণিঃ ।

ব্যাসশ্চাৰ্ণয়ৎ তত্র মম কৈবোপহাস্যতা ॥ ১০৭ ॥

“গোবর্দ্ধনে ধ্বতে শৈলে আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে ।

গোলোকাদাব্রজং কৃষ্ণং সুরভিঃ শত্রু এব চ ॥ ১০৮ ॥

বিবিক্ত উপসংগম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ ।

পম্পর্শ পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবর্চ্চসা ॥” ১০৯ ॥

বিভ্রতে হি সুবিস্পর্ষ্য-মেতদ্ বৃত্তং শ্রুতাবপি ।

অনায়াসেন তদ্ বোদ্ধুং শরুবন্তি সুমেধসঃ ॥ ১১০ ॥

ব্রহ্মণঃ সবিধে দৃষ্ট্বা বহিবাঘোঃ পরাভবম্ ।

ইন্দ্রোহতিলজ্জিতশ্চাস্ত-শ্চিস্তামাপ দুৰতায়াম্ ॥ ১১১ ॥

উর্দ্ধাকাশে তদাপশ্যং সহসা স্ত্রিয়মদ্ভুতাম্ ।

সৈব তং বোধয়ামাস ব্রহ্মণঃ সশক্তিতাম্ ॥ ১১২ ॥

ততোহতিলজ্জিতো ভগ্ন-দর্প ইন্দ্রস্তদাজ্জয়া ।

সর্বেশ্বরং পরং ব্রহ্ম সন্তুজ্ঞা শরণং যযৌ ॥ ১১৩ ॥

এষ কেন-শ্রুতাবন্তি বৃত্তান্তো বর্ণিতঃ স্ফুটম্ ।

স এব দিব্য-বৃত্তান্তঃ প্রকটোহভূৎ পুনব্রজে ॥ ১১৪ ॥

স্বধ্যানার্থং স্বয়ং ব্রহ্ম-ঘনমুত্তিঃ কৃপাপরঃ ।

অদর্শয়ঙ্করিঃ সাক্ষাৎ সলীলাং শ্রুতি-সম্প্রতাম্ ॥ ১১৫ ॥

ইন্দ্রমবোধয়ন্নারী যা হি সর্বোপরি-স্থিতা ।

সুরভিঃ সৈব গোলোকে সদ্বিভা ধর্মসুঃ স্বয়ম্ ॥ ১১৬ ॥

কৃষ্ণতত্ত্বমুপাদিশ্য সৈবেন্দ্রমাগমদ্ ব্রজে ।

লজ্জিতং সুরবর্য্যঞ্চ নিনায় কৃষ্ণসন্নিধিম্ ॥ ১১৭ ॥

ইন্দ্রোহপি ভগবৎপাদং নহা স্তুত্বা পুনঃ পুনঃ ।

তেনানুকম্পিতঃ প্রাগাৎ স্বলোকং হৃষ্ট-মানসঃ ॥ ১১৮ ॥

প্রণতিং ব্রহ্মণি প্রাহ ত্রিদশানাং যথা শ্রুতিঃ ।

কুরুক্ষেত্রে স্বনেত্রেণ দদর্শ চ তথার্জুনঃ ॥ ১১৯ ॥

“অমী হি হাং সুরসজ্জা বিশস্তি

কেচিদ্ ভীতাঃ প্রাজ্জলয়ো গৃণস্তি ।

স্বস্তীতুল্যং মহর্ষি-সিদ্ধ-সজ্জাঃ

স্তবস্তি হাং স্তুতিভিঃ পুঙ্কলাভিঃ ॥” ১২০ ॥

অতীতে চেন্দ্রিয়াতীতে শাস্ত্রমাপ্তবচো বিনা ।

কিমন্তু সন্তবেশ্বানং লৌকিকে বিষয়েহপি চ ॥ ১২১ ॥

ব্রহ্মকার্য্যং শ্রুতৌ যদ্ য-স্মিণীতং তত্তদেব হি ।

তত্ত্বানাং সূত্রবোধার্থং লীলয়াহ দর্শয়ন্ধরিঃ ॥ ১২২ ॥

দিব্য-দৃষ্টি মর্হর্ষিচ্চ যথাবৎ তদবর্ণয়ৎ ।

প্রাচীনাঃ পণ্ডিতা ভক্তাঃ শিরসা তদধারয়ৎ ॥ ১২৩ ॥

ইতোহপি কৃষ্ণলীলায়াং যেমামপ্রত্যয়ো ভবেৎ ।

তমেব শরণং কালে তে যাস্যস্তি সুরেন্দ্রবৎ ॥ ১২৪ ॥

উৎসৃজতি নিগৃহ্নাতি বর্ষং শ্রীভগবান্ স্বয়ম্ ।

তচ্ছক্ন্তেব সুরাঃ সর্বের শক্তিমন্ত ইতি স্থিতম্ ॥ ১২৫ ॥

বামস্য যঃ সপ্তসমঃ কুমারঃ

কনিষ্ঠয়োদ্ধৃত্য গিরিং করস্য ।

দণ্ডায়মানো দিনসপ্ত তস্থে

স মাং সদা পাত্ত্ববিভা ব্রজস্য ॥ ১২৬ ॥

গোবর্দ্ধনধরে গোপ বালরূপেশ্বরে হরৌ ।

ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাস্ততঃ সতাম্ ॥ ১২৭ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত দেব-গোস্বামিনা বিরচিত্তে

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে গিরিধারণ-লীলামৃতম্ ।

নন্দোদ্ধার-লীলামৃতম্

ভক্তবৎসলমাপত্তে নন্দনন্দনমীশ্বরম্ ।

ভক্তবৎ সলিলেশোহপি স্বয়ং যং শরণং গতঃ ॥ ১ ॥

“একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্য জনার্দনম্ ।

স্নাতুং নন্দস্ত কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ ॥ ২ ॥

তং গৃহীত্বানয়দ্ ভূত্যে বরুণস্যাস্থরোহস্তিকম্ ।

অবজ্ঞায়াস্থরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি ॥ ৩ ॥

চুক্রু শুস্তমপশ্চস্তঃ কৃষ্ণরামেতি গোপকাঃ ।”

এষা ভাগবতী গাথা বিবিচ্যতে যথামতি ॥ ৪ ॥

অদ্ভুতবৎ প্রতীতাপি ঘটনৈষা স্বভাবজা ।

সারগ্রহ-স্বভাবৈর্হি স্তুখং সম্মুখ্যতেহচিরাৎ ॥ ৫ ॥

স্নানশনাদি-কার্যেষু স্বভাববিহিতেষুপি ।

নিয়মোহস্তি পুনঃ শাস্ত্রে নিবেদ-বিধি-নামকঃ ॥ ৬ ॥

স্বীক্ৰিয়তে স চেদানীং নব্য-বিজ্ঞান-পারগৈঃ ।

ইষ্টানিষ্ট-ফলং তত্র পরীক্ষ্য পরিতঃ সদা ॥ ৭ ॥

নিশাস্তানং নিষিদ্ধং হি শ্রোতস্বিত্যাং বিশেষতঃ ।

নিশাস্তানে ভবেৎ শ্লেষা নষ্টাঞ্চ মহতী বিপৎ ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মৈক-জীবনো নন্দে। বিপৎপাতানপেক্ষকঃ ।

শুদ্ধ-ধর্ম্মানুরোধেন রাত্রৌ স্নাতুং সমম্বগাৎ ॥ ৯ ॥

বার্দ্ধক্য-দুর্ব্বলো নন্দ উপবাস-কৃশস্তথা ।

অতো ভৃত্যাশ্চ রক্ষার্থং তেন সার্কং যযুঃ পুনঃ ॥ ১০ ॥

অতিষ্ঠন্ রক্ষকাস্তীরে জলে তু নন্দ একলঃ ।

ব্যগাহতাতি-দৌৰ্ব্বল্যাৎ পতিতোহদর্শনং গতঃ ॥ ১১ ॥

নানৈসর্গিকমত্রাস্তি কিঞ্চিদপ্যদ্ভুতং তথা ।

কথা বরুণ-ভৃত্যস্য হৃদ্বুত সা বিবিচ্যতে ॥ ১২ ॥

একয়া ব্রহ্মশক্ত্যা হি শক্তিমদখিলং জগৎ ।

ঋত্যা ভগবতা চৈব প্রোক্তমেতৎ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্ববস্তুষু সাস্ত্যেব চেতনেষু জড়েষুপি ।

বৃহৎক্ষুদ্র-পদার্থেষু তারতম্যেন বর্ভতে ॥ ১৪ ॥

চিদযুক্তা সা হৃদিষ্ঠাত্রী দেবভেতি প্রকীর্ত্যতে ।

অধিষ্ঠাতা বৃহদ্বার্ধ-জর্জলেশো বরুণো মতঃ ॥ ১৫ ॥

সাগরাভিমুখীনাস্ত নদীনাং ক্ষুদ্রশক্তয়ঃ ।

সুতরাং বরুণাধীনা-স্তস্য ভৃত্যাস্তুতো মতাঃ ॥ ১৬ ॥

উক্তঞ্চ জগদীশেন কৃষ্ণেন রণমূর্ধনি ।

“ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্-ময়াভূতং চরাচরম্ ॥” ১৭ ॥

শ্রোতো-বেগেন ভূত্যেন বরুণস্যৈব তদ্ ধ্রুবম্ ।
নীতো নন্দো ন সন্দেহঃ সত্যমেব মুনৈবচঃ ॥ ১৮ ॥

সর্বদেহানধিষ্ঠায় বিদ্যুন্তে দেবতা যথা ।
দেবলোকে তথা সন্তি দেবাস্তে সূক্ষ্ম-দেহিনঃ ॥ ১৯ ॥

অষ্টৌরলক্ষিতাস্তে চ ধরামায়ান্তি কার্য্যতঃ ।
দৃশ্যন্তে যোগিভিষ্ঠাষ্টৈ-র্নরৈঃ কৃষ্ণ-কৃপাধিতৈঃ ॥ ২০ ॥

ভগবৎ-পিতরং দৃষ্ট্বা জলমগ্নং জলেশ্বরঃ ।
ভিয়া ভক্ত্যা চ ভূত্যেন নিনায় নিজমন্দিরম্ ॥ ২১ ॥

দেবানাং বসতির্দীব্যা শক্তিঞ্চ মানবাতিগা ।
পূর্বমালোচিতা তস্মা নন্দনীতিন্ চান্দ্রুতা ॥ ২২ ॥

ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণা এব বদাসন্ ব্রহ্ম-পারগাঃ ।
তদা তে দৃষ্টবন্তশ্চ জগদ্ ব্রহ্ম প্রচালিতম্ ॥ ২৩ ॥

অমন্তস্ত তদা সর্বৈ ক্ষুদ্রাণি বা মহাস্তি বা ।
জগত্যাং সর্বকর্য্যাণি কার্য্যন্তে ব্রহ্মণৈব হি ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মণ্যেবার্পয়ন্তস্তে জগৎ-কার্য্যাণি সর্বশঃ ।
দেবে বা ব্রহ্মণঃ শক্তৌ সমাসন্ শাস্তুচেতসঃ ॥ ২৫ ॥

নীতো নন্দস্ততো যচ্চ কিঙ্করেণ পয়ঃ-পতেঃ ।
ইত্যুক্তং মুনিনা সর্বং নির্বাধং সত্যমেব তৎ ॥ ২৬ ॥

অধুনালোচ্যতে নন্দো-দ্ধারণং বরুণালয়াৎ ।

শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃকং তচ্চ নানৈসর্গিকমদ্ভুতম্ ॥ ২৭ ॥

নন্দস্যানুচরা নন্দ-মদৃষ্টোচ্চৈ বদা হরিম্ ।

আজুহবুস্তদা গতা ভগবানাবিশজ্জলম্ ॥ ২৮ ॥

সজ্জপেণ সদা যোহস্তুি সর্ববত্রাপি জলে স্থলে ।

কিং চিত্রং বা স্বয়ং তস্য কালিন্দীজল-বেশনম্ ॥ ২৯ ॥

জলে বসন্তি যচ্ছক্ত্যা সর্বদা জলজন্তবঃ ।

লীলা-বিগ্রহিণস্তস্য কিং চিত্রং জল-বেশনম্ ॥ ৩০ ॥

বৃন্দাবনে তিরোভূয় বরুণস্যালয়ে পুনঃ ।

আবিভূতঃ স্বয়ং কৃষ্ণে লীলামাত্রস্ত মজ্জনম্ ॥ ৩১ ॥

বরুণস্ত চ দেবস্য দিব্য-সূক্ষ্ম-শরীরিণঃ ।

নৈব চিত্রা স্তুতিস্তস্মাৎ সত্যমেব যুনেবচঃ ॥ ৩২ ॥

যন্ন পশ্যামি চক্ষুর্ভ্যাং তন্ন বিশ্বসিমি ক্ৱচিৎ ।

ইতি চার্বাক-শিষ্যাণা-মত্যদ্ভুত-দুরাগ্রহঃ ॥ ৩৩ ॥

দেবেন পূজিতস্তত্র সংস্তুতো বন্দিতশ্চ সঃ ।

তদন্তং পিতরং নীত্বা ভগবান্ ব্রজমাব্রজৎ ॥ ৩৪ ॥

ভাবোহভাবঃ সুখং দুঃখং বিপৎ সম্পন্নৃতির্জনিঃ ।

ভবন্তি ভুবনে নিত্য-মীশ্বরাদেব নিশ্চিতম্ ॥ ৩৫ ॥

মৃতপ্রায়ো নরঃ কশ্চিৎ কথঞ্চিদৃ যদি জীবতি ।
ঈশ্বরো মাং ররঞ্জেতি বদত্যেব স্বভাবতঃ ॥ ৩৬ ॥

পার্থীয় দন্তবান্ কৃষ্ণো দিব্যনেত্রং কৃপাময়ঃ ।
এবন্তুতং ততোহপশ্যৎ কৃষ্ণৈশ্বর্য্যং পৃথাস্নতঃ ॥ ৩৭ ॥

সোহপশ্যৎ স্তবতো দেবান্ কৃষ্ণমানতকঙ্করান্ ।
নাঙ্কুতা হি ততঃ কৃষ্ণে বরুণস্য নতিঃ স্তুতিঃ ॥ ৩৮ ॥

ততশ্চ ব্রজমধ্যেহপি যদ্ বৈকুণ্ঠ-প্রদর্শনম্ ।
আশ্চর্য্যং নৈব তচ্চাপি বিশ্বরূপ-প্রদর্শিনঃ ॥ ৩৯ ॥

যস্যোদরে সদা সন্তি চতুস্পাদা বিভূতয়ঃ ।
নাঙ্কুতং তস্য ভক্তেভ্যো বৈকুণ্ঠাদি-প্রদর্শনম্ ॥ ৪০ ॥

ইচ্ছাময়স্য ভক্তেচ্ছা-পূরণং যুজ্যতে চ তৎ ।
ভক্তেচ্ছা-পূরণং তস্য প্রতিজ্ঞাতং ব্রতং যতঃ ॥ ৪১ ॥

যদুস্তং ব্রহ্মচারিত্রং শ্রুত্যা তল্লীলয়া ব্রজে ।
অদর্শয়ৎ স্বয়ং ব্রহ্ম জীবানাং হিত-বাঞ্ছয়া ॥ ৪২ ॥

বিশ্বাসোহস্তি শ্রুতৌ যস্য গীতায়াম্ পরমেশ্বরে ।
অবতারে চ তস্মাত্র নাস্ত্যবিশ্বাস-কারণম্ ॥ ৪৩ ॥

যস্যানৈসর্গিকে নাস্থা নাস্তি তন্তোষণং বচঃ ।
কিমনৈসর্গিকং তস্মিন্ নিসর্গো যদ্বশে স্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥

লোকধর্ম্মমনাদৃত্য নন্দঃ ক্লেশমুপাগতঃ ।

দেবেন রক্ষিতশ্চাপি হরিভক্তি-সমাদরাৎ ॥ ৪৫ ॥

রক্ষন্তি ভগবন্তুক্তান্ সর্বদা সর্বসঙ্কটাৎ ।

সাবধানাঃ সুরাঃ সর্বৈব শিক্ষেয়মত্র সুক্ষুটা ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণভক্তং ন শক্নোতি নিগ্রহীতুং সুরোহপি সন ।

নিজভক্তমবত্যেব স্বয়ং কৃষ্ণ ইতি স্থিতম্ ॥ ৪৭ ॥

গোপঞ্চ দেবার্চিত-পাদপদ্মং

মর্ত্যঞ্চ মৃত্যু-গ্রসনাবিভারম্ ।

বালঞ্চ লোকাতিগ-বীৰ্য্যবন্তং

বন্দে নরাকারধরং পরেশম্ ॥ ৪৮ ॥

দেবার্চিতপদে গোপ-বালকে পিতৃপালকে ।

ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাস্ততঃ সতাম্ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রী-লীলাকান্তদেব-গোপস্বামিনা বিরচিত্তে

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে নন্দোদ্ধারলীলামৃতম্ ।

রাস-লীলামৃতম্ ।

—o—

জয়তাং রাসসংরক্তঃ কৃষ্ণঃ কামতমোহরঃ ।

মানসে যং সদা পশ্যেৎ সুরারাদ্যতমো হরঃ ॥ ১ ॥

রূপিণী হলাদিনী শক্তিঃ শরণং মম রাধিকা ।

যৈবৈকা ভগবৎ-প্রেম্ণা সর্ববতন্ত্রবরাধিকা ॥ ২ ॥

শ্রীনন্দনন্দনং নহা গোপীজনমনোহরম্ ।

তৎকৃপাসম্বলেনৈব তল্লীলালোচ্যতে ময়া ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধাং তৎসখীশৈচব বন্দে সন্নত-মস্তকঃ ।

যাসাং হৃদাসনে নিত্য-মাসীনো নন্দনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

ক্লাহং মোহতমিত্রান্ধঃ ক রাসঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

চাপলেনৈব তল্লীলা-মুদ্যতোহহং বিলোচিভূম্ ॥ ৫ ॥

অথবা গুরুপাদাজ-মধুশোধিত-দুর্দৃশঃ ।

অদৃশ্য-দর্শনঞ্চাপি সন্তবেদেব কশ্চিৎ ॥ ৬ ॥

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যং বিদিতং সকলৈরপি ॥ ৭ ॥

গোপবালাশ্চ তং সর্বাঃ প্রাপদ্যন্তৈকমানসাঃ ।

তমেব সেবিতুং প্রেম্ণা মধুরেণ মহীয়সা ॥ ৮ ॥

তদর্থঞ্চ সমাচেরু-ব্রতং দেব্যর্চনং মহৎ ।

মাসমেকং যতাহারা বালা অপি স্পেশলাঃ ॥ ৯ ॥

নিরীক্ষ্য ভগবাংস্তাসাং রাসাস্বাদে হ্যযোগ্যতাম্ ।

যোগ্যতাপ্রাপ্তয়ে কালং বর্ষেকমদিশৎ পুনঃ ॥ ১০ ॥

বস্ত্রহরণলীলায়া-মেতদালোচিতং ময়া ।

স্মরণার্থং তদেবাত্র কিঞ্চিদাভাবিতং পরম্ ॥ ১১ ॥

অতীতে বর্ষ একস্মিন্ যদা রাকা ভবন্তিথিঃ ।

ব্যাকুলা অভবন্ বালা রাসলীলাতিলালসাঃ ॥ ১২ ॥

ভক্তাভীষ্টপ্রদঃ কৃষ্ণঃ সর্বাস্তহৃদয়স্থিতঃ ।

রক্তমৈচ্ছৎ স্বয়ঞ্চাপি স্বতস্তুপ্তোহপি সর্বথা ॥ ১৩ ॥

পূর্ণস্তাপি ভবেদিচ্ছা প্রেমৈকবশবর্ত্তিনঃ ।

এতৎ প্রেমরহস্তং হি প্রেমিণামেব গোচরম্ ॥ ১৪ ॥

“ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল-মল্লিকাঃ ।

বীক্ষ্য রক্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥” ১৫ ॥

আনন্দবিগ্রহস্তাপি রিরংসেত্যদ্ভুতং ধ্রুবম্ ।

তথাপি সম্ভবেদ্বাঙ্গা প্রেমৈক-বশবর্ত্তিনঃ ॥ ১৬ ॥

রক্তমিচ্ছত্যাকামোহপি চিন্ময়োহপি চ খাদতি ।

বিতৃষ্ণঃ পিবতোত্যেতৎ প্রেমিকৈরেব বুধ্যতে ॥ ১৭ ॥

স্বভক্তেভ্যো নিজানন্দ-দিত্তসৈব মানবাকৃতেঃ ।

কৃষ্ণস্ত ব্রহ্মণো বোধ্য রিরংসা নতু পার্থিবী ॥ ১৮ ॥

আত্ম-নিবেদনেচ্ছৈব নরাকার-পরাত্মনি ।

গোপীনাথ নতু আসা-মিন্দ্রিয়ারামকামনা ॥ ১৯ ॥

অতোহত্র কামগন্ধোহপি শঙ্কনীয়ো নহি কচিৎ ।

গোপীনাং প্রেমরূপাণাং কৃষ্ণস্ত চ সুখাকৃতেঃ ॥ ২০ ॥

তত্র শ্রীশ্বামিপাদানাং পঞ্চমস্ত্যতি-সুন্দরম্ ।

রাসমণ্ডলমধ্যস্থ-শ্রীকৃষ্ণ-জয়লক্ষণম্ ॥ ২১ ॥

“ব্রহ্মাদি-জয়-সংরুঢ়-দৰ্পকন্দৰ্পদৰ্পহা ।

জয়তি শ্রীপতির্গোপী-রাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥” ২২ ॥

টীকায়াং স্বয়মুখাপ্য পূর্বপক্ষং স্বয়ঞ্চ তৈঃ ।

সিদ্ধান্তিতং সমীচীনং রসতত্ত্ববিশারদৈঃ ॥ ২৩ ॥

দৃশ্যতে রাসলীলায়াং কামো মায়াঙ্কদৃষ্টিভিঃ ।

ন শুদ্ধ-মানসৈরেব তৎসিদ্ধান্তোহতিসুন্দরঃ ॥ ২৪ ॥

অত্রার্থে ভগবদ্বাক্য-মপ্যস্তি তৎপ্রমাপকম্ ।

কুরুক্ষেত্ররণারম্ভে যদুক্তমৰ্জ্জুনং প্রতি ॥ ২৫ ॥

“নাহং প্রকাশঃ সর্ববস্ত্র যোগমায়াসমাবৃতঃ ।

মুঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥” ২৬ ॥

অকামত্বপ্রমাণায় লীলায়াস্তত্ত্ববিদ্বৈঃ ।

প্রতিজ্ঞাতঞ্চ সাটোপং শ্রীধরস্বামিভিঃ স্বয়ম্ ॥ ২৭ ॥

তত্তদবসরেহহঞ্চ দর্শয়িষ্যে যথামতি ।

নৈশ্বল্যং রাসলীলায়া-স্তৎপদাঙ্কানুসারতঃ ॥ ২৮ ॥

তত্ত্বস্তু রাসলীলায়াঃ কামজয়-প্রদর্শনম্ ।

ইতি তৈরেব ব্যাখ্যাতং তন্ময়ালোচ্যতেহধুনা ॥ ২৯ ॥

স এবহি রসঃ প্রোক্তো বিষ্ণুঃ সর্বসুখাত্মকঃ ।

তং লব্ধ্বা পরমানন্দী ভবেজ্জীব ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৩০ ॥

রসরূপস্য তস্মৈব মূর্ত্তস্য জীবভূতয়া ।

প্রকৃত্যা শুদ্ধয়া যোগো যথার্থো রাস উচ্যতে ॥ ৩১ ॥

বিস্মৃত্যানন্দরূপং তং ভগবন্তং তদংশকম্ ।

আত্মানঞ্চ গুণৈর্মুক্তো জীবঃ সীদতি সর্বদা ॥ ৩২ ॥

হিত্বা চ পরমানন্দং বহিরন্তঃ স্থিতং সদা ।

আনন্দলিপ্সয়া নিত্যং ভোক্তুমিচ্ছতি ভৌতিকম্ ॥ ৩৩ ॥

সৈবেচ্ছা প্রবলীভূতা কাম ইত্যভিধীয়তে ।

তৎকামচালিতো জীবোহতৃপ্তো ধাবতি সর্বতঃ ॥ ৩৪ ॥

ভাগ্যেনৈব যদা জীবো রসরাজং তমুচ্ছতি ।

তত্রৈব রমতে নিত্যং কামশ্চাপি প্রশাম্যতি ॥ ৩৫ ॥

স এব চ তদা কামঃ প্রেমরূপধরঃ পুনঃ ।

আনন্দবিগ্রহে মগ্নো ভবেন্মুগ্ধশ্চ নিশ্চলঃ ॥ ৩৬ ॥

যদানন্দে সমালঙ্কে মনস্তৃপ্যতি সর্ববথা ।

তত্রৈব দর্পিণো দুষ্ক-মদনস্ত্রাপি মোহনম্ ॥ ৩৭ ॥

অতএব পরানন্দ-রস-সান্দ্রসুবিগ্রহঃ ।

কৃষণহিভিধীয়তে নিত্যং নান্না মদন-মোহনঃ ॥ ৩৮ ॥

আনন্দবিগ্রহে কৃষণে ইতরানন্দনিগ্রহে ।

মদনোহপিভবেন্মুগ্ধ-স্তত্র কোবাস্তি-সংশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

তমেব ভগবন্তং যে সেবন্তে প্রেমসাধকাঃ ।

সমাপ্তসর্বকামেষু কামন্তেষ্বপি ন প্রভুঃ ॥ ৪০ ॥

কামে হুপরতে শাস্তি-জীবানাং সর্বসম্মতা ।

সুষ্ঠু-ক্লং স্বামিভিস্তস্মা-দ্রাসলীলা নিবৃতিদা ॥ ৪১ ॥

শৃঙ্গারস্থাপদেশেন বস্ততো রাসমাস্রিতা ।

পঞ্চাধ্যায়ী ধ্রুবং মুক্তি-পরেতি স্বামিভিমতম্ ॥ ৪২ ॥

অয়মাত্মা ন সংলভ্যঃ সাধনানাং শতৈরপি ।

এষ যং বৃণুতে লভ্য-স্তেনৈবেতি শ্রুতৈর্বচঃ ॥ ৪৩ ॥

ত্রতশেষদিনে বালাঃ কৃষ্ণসঙ্গমকাময়ন ।

তথাপি নাপ্নুবন্নত্ব বৃণোতি তাঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বলাভে ব্রজবালানাং সামর্থ্যং বীক্ষ্য সম্প্রতি ।
বংশীস্বনেন তাঃ সৰ্ব্বা আচকৰ্ষ নিজাস্তিকে ॥ ৪৫ ॥

“দৃষ্ট্বা কুমুদস্তু-মখগুমগুলং
রমাননাভং নবকুকুমারুণম্ ।
বনঞ্চ তৎ কোমল-গোভিরঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ ॥” ৪৬ ॥

অত্র কিঞ্চিৎ সমালোচ্যং বংশীতত্ত্বং সূতুর্গমম্ ।
সুধিয়াং সুখবোধায় ব্রজলীলাবলম্বনম্ ॥ ৪৭ ॥

শব্দাখ্যং নিগুণং ব্রহ্ম কেবলং নাদমাত্রকম্ ।
নির্বিশেষং সমং শুদ্ধং স্বরাদিবর্ণবর্জিতম্ ॥ ৪৮ ॥

সগুণ ব্রহ্মসম্বন্ধং যদা তল্লভতে পুনঃ ।
তদৈব সগুণং শব্দ-ব্রহ্ম তৎ পরিকীৰ্ত্ত্যতে ॥ ৪৯ ॥

সম্ভবঃ প্রণবাদীনাং বেদানাং হি ততো ভবেৎ ।
এতন্নি বিদিতং সৰ্বৈর্ব-বেদবিদ্বিঃ সুধীবরৈঃ ॥ ৫০ ॥

সচ্চিদানন্দসান্দ্রশ্রী-ভগবদ্বিগ্রহো যথা ।
তদ্বংশী সচ্চিদানন্দ-নাদসান্দ্রা তথা ধ্রুবম্ ॥ ৫১ ॥

একমেবাদ্বয়ং জ্ঞানং যথা প্রতীয়তে ত্রিধা ।
ব্রহ্মাত্মা ভগবৎ-কৃষ্ণ ইতু্যপাসকভেদতঃ ॥ ৫২ ॥

একএব তথা নাদঃ সাধকানাং বিভেদতঃ ।

ত্রৈবিধেন প্রতীয়েত ভাবুকৈবুধ্যতে হি তৎ ॥ ৫৩ ॥

সমষ্টিব্যষ্টি-দেহাস্ত-গতো যঃ প্রণবধ্বনিঃ ।

নির্বিশেষো নিরাসাদো জ্ঞানিভিরনুভূয়তে ॥ ৫৪ ॥

জ্ঞানাক্তভক্তিমস্তিস্ত সএব শ্রয়তে যথা ।

শঙ্খস্বনোহতিগান্তীর্য-মাধুর্য্যগুণসংযুতঃ ॥ ৫৫ ॥

অমিশ্রপ্রেমবস্তিস্ত সএব গীতিবৎ পুনঃ ।

স্বাদ্যতে মধুরাস্বাদো ভাগ্যেনৈব জনৈশ্চিরাৎ ॥ ৫৬ ॥

জলং দুগ্ধং যথাকীরং ক্রমান্বিতরং ভবেৎ ।

প্রণবাদিত্রয়ং তদ্বদ্ ভবেন্বিতরং ক্রমাৎ ॥ ৫৭ ॥

অতএব হি লীলায়াং মথুরাদ্বারকাদিষু ।

শঙ্খঃ কৃষ্ণকরে ভাতি সংমিশ্রভক্তিদামসু ॥ ৫৮ ॥

ব্রজেতু ভগবান্ কৃষ্ণো বিশুদ্ধপ্রেমধামনি ।

অধরে মুরলীং ধৃত্বা গীত্যাकर्ষতি গোপিকাঃ ॥ ৫৯ ॥

মূলেহস্তি যদ্ “জর্গো কলং বামদৃশাং মনোহরম্ ।

তদ্বার্থ উচ্যতে তত্র লীলার্থঃ স্ফুটএবহি ॥ ৬০ ॥

জ্ঞানার্থং দৃশো বাম-শব্দার্থঃ সুন্দরঃ স্মৃতঃ ।

সারাসারদৃশস্তস্মাদ্ ভক্তা বাম-দৃশো মতাঃ ॥ ৬১ ॥

তেষামেব মনঃ কৃষ্ণ-গীতির্হরতি সন্ধিয়াম্ ।
কৃষ্ণাপ্তি-মন্তরূপাসৌ নির্গতা মুরলীমুখাৎ ॥ ৬২ ॥

বেদমূলং যথা মল্লোহরতি জ্ঞানিনাং মনঃ ।
প্রথমং নির্গতঃ শুদ্ধঃ প্রণবোহি বিধেমুখাৎ ॥ ৬৩ ॥

অতন্ত্বৎপদ্য-শেষাংশা-ট্রীকাকুস্তভিত্তিমদবরৈঃ ।
বিশ্বনাথেঃ স্তুত্বর্কোদধং কামবীজং সমুদ্ভূতম্ ॥ ৬৪ ॥

অতঃ শ্রীব্রজবালানাং কৃষ্ণসাধনসদৃশকরঃ ।
কৃষ্ণবংশ্যেব বোধ্যব্য-মিত্যপি প্রেমকোবিদৈঃ ॥ ৬৫ ॥

“সর্ববধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।”
ইত্যেব ভগবদগীতে বৌদ্ধব্যঃ সারসংগ্রহঃ ॥ ৬৬ ॥

ততএব তৃণীকৃত্য গোপ্যো ধনজনাদিকম্ ।
ধর্ম্মঞ্চ লৌকিকং কৃষ্ণ-মীষুর্গীতানুসারতঃ ॥ ৬৭ ॥

“নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীত-মানসাঃ ।
আজগ্মু রম্যোত্তমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কাস্তো জবলোল-কুণ্ডলাঃ ॥ ৬৮ ॥

কামএব ভবেৎ প্রেম-রূপধৃক্ কৃষ্ণ-মোহিতঃ ।
পূর্ব্বমেব ময়া প্রোক্তং স্মরণীয়মিহাপি তৎ ॥ ৬৯ ॥

মূলোক্তানঙ্গশব্দার্থঃ প্রেমৈব সঙ্গতস্ততঃ ।

উভয়োরপ্যনঙ্গত্বা-ন্নতু কামঃ কদাচন ॥ ৭০ ॥

দৃশ্যন্তেকৃষ্ণলীলায়াং শব্দা যে কাম-বাচকাঃ ।

বোদ্ধব্যাস্তে বুদ্ধৈস্তস্মাৎ প্রেমার্থাঃ সৰ্ব্ব এবহি ॥ ৭১ ॥

যদন্তোন্তমবিজ্ঞাপ্য কৃষ্ণাস্তিকং সমায়যুঃ ।

অন্তোন্ত-বঞ্চনান্নৈব জনবিল্লভিরৈব তৎ ॥ ৭২ ॥

অসাপত্ত্যায় তাশ্চক্রু-স্তথৈতি স্বামিভি মর্তম্ ।

তচ্চ সাধু যতঃ কোষে সাপত্ত্যং শত্রুতা মতা ॥ ৭৩ ॥

কৃষ্ণাপিত-মনঃ-প্রাণ-পত্যপত্য-গৃহাদিষু ।

শুদ্ধসখ্যাস্থ গোপীষু বঞ্চনং নহি সম্ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥

অথবাতিসমুল্লাসাৎ পরম্পরং ন সম্মরুঃ ।

শ্রীমৎসনাতনৈরেবং ব্যাখ্যাতমতিসুন্দরম্ ॥ ৭৫ ॥

যা পুরা মিলিতা এব কৃষ্ণার্থং ব্রতমাচরন্ ।

অন্তোন্তং বঞ্চয়েযুস্তা অধুনৈতন্ন সম্ভবম্ ॥ ৭৬ ॥

অনপেক্ষ্য গৃহং দেহং ধনং ধর্ম্মঞ্চ লৌকিকম্ ।

যা কৃষ্ণাভিস্থতিঃ সৈব ভগবৎপ্রেমলক্ষণম্ ॥ ৭৭ ॥

মুনিনা তৎ ত্রিভিঃ শ্লোকৈক-দর্শিতং ব্রজযোষিতাম্ ।

স্বামিপাদৈশ্চ তে শ্লোকা আভাষিতাস্তথৈবহি ॥ ৭৮ ॥

শ্রুত্বৈব কৃষ্ণগীতং তা হিত্বা কৰ্ম্ম ত্রিবর্গদম্ ।

কৃষ্ণমভ্যসরনেষ আভাষঃ স্বামি-সম্মতঃ ॥ ৭৯ ॥

“দুহস্ত্যোহভিষযুঃ কাশ্চি-দদোহং হিত্বা সমুৎসুকা ।

পয়োহধিশ্রিত্য সংযাব-মনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥ ৮০ ॥

পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশুন্ পয়ঃ ।

শুশ্রবন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চি-দগ্নস্ত্যোহপাস্ত্র ভোজনম্ ॥ ৮১ ॥

লিম্পন্ত্যঃ প্রমূজন্ত্যোহিত্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে ।

ব্যত্যস্ত-বস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণাস্তিকং যযুঃ ॥” ৮২ ॥

আত্মপদোহর্ধসন্ত্যাগো দ্বিতীয়ে ধৰ্ম্মবৰ্জ্জনম্ ।

তৃতীয়ে কামহানঞ্চ মুনিনা দর্শিতং ক্রমাৎ ॥ ৮৩ ॥

বৃণুতে যং স্বয়ং কৃষ্ণঃ স বিগ্নৈর্নর্ভিভূয়তে ।

এতচ্চ দর্শিতং শ্রীমশ্মুনীন্দ্রেণ ততঃ পরম্ ॥ ৮৪ ॥

“তা বার্ষ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভি ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ ।

গোবিন্দাপহতাঙ্গানো ন গ্ৰবন্তস্ত মোহিতাঃ ॥” ৮৫ ॥

মাধুর্য্য-প্রেমসারাস্ত্ গোপীষু কতিচিৎ পুনঃ ।

রাসেপ্সবোহপি সংরুদ্ধা গৃহমধ্যে স্ববন্ধুভিঃ ॥ ৮৬ ॥

“অস্তগৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোহলঙ্কবিনির্গমাঃ ।

কৃষ্ণং তদ্ভাবনায়ুক্তা দধ্যুমালিতলোচনাঃ ॥” ৮৭ ॥

গোপীনাং ফলবৈষম্য-সমাধানমভীপ্সুনা ।

ময়া স্বমতি-পর্যাস্ত-মত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্যতে ॥ ৮৮ ॥

কৃষ্ণাসক্তা ব্রজে গোপ্যো যা আসন্ বহুসঙ্খ্যকাঃ ।

নিত্যসিদ্ধাশ্চ সিদ্ধাশ্চ সাধনৈরিতি তা দ্বিধা ॥ ৮৯ ॥

নিত্যসিদ্ধাঃ পুরৈবোক্তা রাধাপ্রকরণে ময়া ।

তাএব লোকশিক্ষার্থং প্রাকট্যাং গোকুলে গতাঃ ॥ ৯০ ॥

তাত্শৈব ব্রতমাচেরুঃ পতিং লব্ধুং জগৎপতিম্ ।

কৃষ্ণাভিন্নস্বরূপা হি নিতরাং নিশ্চলাশয়াঃ ॥ ৯১ ॥

নির্বিবলং প্রযযুস্তা হি কৃষ্ণাস্তিকমবারিতাঃ ।

নিশ্চমা নিরহঙ্কারা মায়াগন্ধবিবর্জিতাঃ ॥ ৯২ ॥

জীবা যে সাধনৈঃ প্রাপ্তাঃ কৃষ্ণসঙ্গতিযোগাতাম্ ।

অভবন্ গোপিকাস্তে চ গোপীভাবেন ভাবিতাঃ ॥ ৯৩ ॥

মতাঃ সাধন-সিদ্ধাস্তা ভাগতস্তা অপি দ্বিধা ।

তত্র পূর্বোক্তনিত্যাভ্য একাঃ কিঞ্চিদ্বয়োহধিকাঃ ॥ ৯৪ ॥

বৃঢ়া অপ্যনপত্যাস্তাঃ কিঞ্চিদুদ্ভিন্নযৌবনাঃ ।

নিত্যসিদ্ধা ইবাতীব সর্বথা নিরহংমমাঃ ॥ ৯৫ ॥

প্রায়ঃ সমবয়স্কৃৎস্বাং সমানুরাগতশ্চ তাঃ ।

পূর্বোক্তনিত্যসিদ্ধাভিঃ পরং সখ্যমুপাগতাঃ ॥ ৯৬ ॥

বারিতা অপি তা এব সমুল্লজ্য স্ববান্ধবান্ ।

কৃষ্ণসারা যযুঃ কৃষ্ণ-সঙ্গীতাকৃষ্টমানসাঃ ॥ ৯৭ ॥

তা সাং পত্যা দয়ঃ কিন্তু যোগমায়াবিমোহিতাঃ ।

মন্যন্তেষ্ম ভৃশং তুষ্টি স্বদারান্ স্ববশে স্থিতান্ ॥ ৯৮ ॥

দৃশ্যন্তে বহবো ভক্তা যে সংসারে স্থিতা অপি ।

ধূলিং সংসারনেত্রেষু ক্ষিপ্ত্বা কৃষ্ণমুপাসতে ॥ ৯৯ ॥

অপরা যাশ্চ গোপাস্তা ব্যাঢ়াশ্চাতিবয়োহধিকাঃ ।

জাতাপত্যাশ্চ নির্বিবল্গা ঈষদক্ষতবাসনাঃ ॥ ১০০ ॥

আধিক্যাদ্ বয়সঃ প্রেমণঃ কিঞ্চিদল্লভতঃ পুনঃ ।

ন সখ্যং লেভিরে পূর্ব-বালাভিঃ সহ সর্ববথা ॥ ১০১ ॥

বিনা সঙ্গেন নিত্যানাং তৎসখীনাঞ্চ সাধকঃ ।

কৃষ্ণং মধুরভাবেন সংলব্ধুং কোহপি ন ক্ষমঃ ॥ ১০২ ॥

পরাভূতা স্ততো বিব্রৈ-রেতা রাসং নচাপ্নুবন্ ।

অন্তঃ কৃষ্ণং সমাস্বাচ্চ জীবন্মুক্তা ইবাভবন্ ॥ ১০৩ ॥

“দুঃসহ-প্রার্থবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ ।

ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাল্পেষ-নির্বৃত্তা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥ ১০৪ ॥

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ ।

জহন্তু গময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ-বন্ধনাঃ ॥” ১০৫ ॥

তৎক্ষণাৎ পুণ্যপাপানাং সংক্ষয়ঃ সম্ভবেৎ কথম্ ।

ইতি চেৎ কশ্চচিৎ প্রশ্ন-স্তৎসমাধানমুচ্যতে ॥ ১০৬ ॥

“নাভুক্তং ক্ষীয়তে কস্মি কল্পকোটিশতৈরপি ।”

ইতি স্থিতে বিনা ভোগং পুণ্যপাপক্ষয়ো নহি ॥ ১০৭ ॥

যাবৎপরিমিতং পুণ্যং পাপং বা সঞ্চিতং ভবেৎ ।

তাবন্মিতেন সৌখ্যেন দুঃখেন বা ক্ষিপোতি তৎ ॥ ১০৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণাধ্যানজং সৌখ্যং কোটিব্রহ্মসুখাধিকম্ ।

অতস্তৎক্ষণ-ভোগেন পুণ্যরাশিঃ ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥ ১০৯ ॥

কৃষ্ণবিচ্ছেদজং দুঃখং বাড়বাগ্নিশতাধিকম্ ।

অতস্তৎক্ষণ-ভোগেন পাপরাশিষ্চ নশ্চতি ॥ ১১০ ॥

বস্ত্রত স্তৃণজন্মাপি দুর্লভং ব্রজধামনি ।

গন্ধেহপি পুণ্যপাপানাং কিমু গোপকুলোদ্ভবঃ ॥ ১১১ ॥

লেশেহপি পুণ্যপাপানাং যদি মুক্তিঃ স্তু দুর্লভা ।

আনন্দমুদ্দিনা সার্কং রাসক्रीড়া কুতঃ পুনঃ ॥ ১১২ ॥

ইতি স্বমধুরপ্রেম-দুর্লভত্বং প্রদর্শিতম্ ।

চক্রিণা হরিরৈবৈবতা নিমিত্তীকৃত্য গোপিকাঃ ॥ ১১৩ ॥

শুভাশুভ-ক্ষেয়ে মুক্তি-রিতি তদ্বিধাং মতম্ ।

জীবনমুক্তিরতস্তাসা-মেবাসীদ্ যোগিনামিব ॥ ১১৪ ॥

পরমাত্মস্বরূপং তা অবাপ্তা স্তুত এবহি ।

নহি কৃষ্ণস্বরূপস্ত পরমানন্দবিগ্রহম্ ॥ ১১৫ ॥

মমতাভাসসম্বাচ পতিপুত্রগৃহাদিষু ।

আভাসো জারভাবস্ত সঙ্গতো ভগবত্যপি ॥ ১১৬ ॥

পত্যাদৌ মমতাভাস-ব্যবধানবশাৎ তদা ।

কৃষ্ণসঙ্গতিমপ্রাপ্য লেভিরে তৎক্ষরেহৃদা ॥ ১১৭ ॥

যস্তাসাং মমতাভাসঃ পতিপুত্রগৃহাদিষু ।

স এব বস্তুতো বিল্লো নিমিত্তং স্বজনাদিকম্ ॥ ১১৮ ॥

জীবন্মুক্তিস্তথা শ্রদ্ধা গোপীনাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ।

সবিস্ময় ইবাপৃচ্ছ-মুনিবর্ঘ্যং নৃপোত্তমঃ ॥ ১১৯ ॥

“কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনৈ ।

গুণপ্রবাহোপরম-স্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥” ১২০ ॥

যেন কেনাপি ভাবেন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশিতম্ ।

ধ্রুবো হেতুর্ভবেন্মুক্তে-রিতি তত্র শুকোত্তরম্ ॥ ১২১ ॥

শ্রীধরস্বামিভিষ্ঠাপি সদৃষ্টান্তং সহৈতুকম্ ।

ভাবার্থদীপিকায়াং ত-চ্ছকবাক্যং সমর্থিতম্ ॥ ১২২ ॥

“উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ ।

দ্বিমমপি হৃষীকেশং কিমুতাদোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥ ১২৩ ॥

নৃণাং নিশ্চেষসার্থায় ব্যক্তিভগবতো নৃপ ।

অব্যয়শ্চাপ্রমেয়শ্চ নিগুণশ্চ গুণাত্মনঃ ॥ ১২৪ ॥

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব বা ।

নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥ ১২৫ ॥

বুদ্ধিং নাপেক্ষতে বস্তু-শক্তিরিত্যস্তি নিশ্চয়ঃ ।

অজ্ঞাতোহপি দহেদ্বহ্নি-বুধ্যতে সকলৈরপি ॥ ১২৬ ॥

মন্ত্যোহপ্যমরতাং যাতি বিষবুদ্ধ্যামৃতং পিবন্ ।

নশ্যত্যেবামৃতং মহা পিবন্ মুঢ়ো হলাহলম্ ॥ ১২৭ ॥

অতো হনাবৃতব্রহ্ম-ঘনমূর্ত্তিং জগৎপতিম্ ।

আসন্মুক্তা হৃদা ধ্বহা পত্যস্তুরধিয়াপি তাঃ ॥ ১২৮ ॥

বস্তৃতঃ পতিপুত্রাদি-বতীনাং প্রবয়ঃস্ত্রিয়াম্ ।

ন সন্তবেৎ শিশৌ কৃষে কদাচিচ্ছারধীরপি ॥ ১২৯ ॥

অতঃ শ্রীভগবৎপ্রেম তাসামাসীন্ম সংশয়ঃ ।

ঈষদশ্রমমত্বেন জারভাবো মুনেমতঃ ॥ ১৩০ ॥

পতিপুত্রাদয়োহস্মাকং কৃষ্ণএব নচাপরে ।

ইতি বুদ্ধির্দৃঢ়া যাসা-মনশ্রমমতা তথা ॥ ১৩১ ॥

সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহাস্বাদং প্রাপুস্তা স্তত এব হি ।

মোক্ষানন্দাদপি স্বাদু-তরং প্রেমৈকগোচরম্ ॥ ১৩২ ॥

বংশীস্বরানুসারেণ তা হি কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ।

শ্রীকৃষ্ণস্ত মনস্তাঙ্গং বোদ্ধুং ভয়মদর্শয়ৎ ॥ ১৩৩ ॥

“রজশ্চেবা ঘোররূপা ঘোরসঙ্ঘনিষেবিতা ।

প্রতিযাত ব্রজং নেহ শ্বেয়ং স্ত্রীভিঃ স্নমধ্যমাঃ ॥ ১৩৪ ॥

তদ্বাত মা চিরং ঘোষণং শুশ্রবধ্বং পতীন্ সতীঃ ।

ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহত ॥ ১৩৫ ॥

ভর্তুঃ শুশ্রবণং স্ত্রীণাং পরো ধর্মো হমায়য়া ।

তদ্বন্ধুনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্ ॥ ১৩৬ ॥

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোহপি বা ।

পতিঃ স্ত্রীভিন্ হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥ ১৩৭ ॥

অস্বর্গ্যমযশস্তঞ্চ ফল্য কৃচ্ছং ভয়াবহম্ ।

জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র হোপপত্যং কুলস্থিয়াঃ ॥ ১৩৮ ॥

রজশ্চেবেতি পত্নেন ভয়ং মৃত্যোঃ প্রদর্শিতম্ ।

ভর্তুরিত্যাদিপত্ন্যভ্যা-মধর্মাদর্শিতং ভয়ম্ ॥ ১৩৯ ॥

অস্বর্গ্যমিতিপত্নেন নিন্দাভয়ং প্রদর্শিতম্ ।

কৃষ্ণেন লোকশিক্ষার্থং নির্মিত্তীকৃত্য গোপিকাঃ ॥ ১৪০ ॥

গোপীভিঃ কৃষ্ণচিন্তাভিঃ শ্রদ্ধা ভগবদীরিতম্ ।

* যদুভ্যং তদ্বি রাসস্ত সাধুত্বে সাক্ষ্যমুত্তমম্ ॥ ১৪১ ॥

বুভুৎসূনাং প্রবোধায় তদুক্তেঃ সারমাহরন্ ।
গোপীনাং ভগবৎপ্রেম দর্শয়ামি যথামতি ॥ ১৪২ ॥

“যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্য ইতি ধর্ম্যবিদা ত্রয়োক্তম্ ।
অস্ত্রেবমেতদুপদেশপদে ত্রয়ীশে
প্রার্থো ভবাঃ স্তনুভূতাঃ কিল বন্ধুরাত্মা ॥” ১৪৩ ॥

গোপ্যুক্তৌ বহবঃ শ্লোকাঃ পুরাণে সন্তি যত্বেপি ।
তথাপি পদ্যমেতদ্ধি ভগবন্মুখবন্ধকম্ । ১৪৪ ॥

শ্রীধরস্বামিভিশ্চৈতদ্ ব্যাখ্যাতং তত্ত্বসংগতম্ ।
তদ্ব্যাখ্যেব ময়া চাত্র স্ত্রবোধায় বিতনাতে ॥ ১৪৫ ॥

ভো কৃষ্ণ ধর্ম্যবাগীশং জানীমস্বাং বিলক্ষণম্ ।
মুঢ়ানাং নো মুখাৎ কিঞ্চিদ্ধর্ম্যতত্ত্বমথো শৃণু ॥ ১৪৬ ॥

যঃ পাতি সর্বতঃ সম্যক্ স এব পতিরুচ্যতে ।
ঈশ এব জগৎপাতা হমীশত্বাৎ পতিধ্রুবঃ ॥ ১৪৭ ॥

স্বপালনেহক্ষমো জন্তুঃ কথমন্যপতির্ভবেৎ ।
স পতিনামমাত্রেণ তস্বেনোপপতির্হি সঃ ॥ ১৪৮ ॥

জীবাঃ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বৈ হমেকস্তৎপতিঃ পুমান্ ।
অতো বয়ং সমাপন্না ভবন্তুং তাস্বিকং পতিম্ ॥ ১৪৯ ॥

মৃত্যোরপি নিয়ন্তারং ত্বাং বয়ং পতিমাত্রিতাঃ ।

ত্বদুত্তমঘোরসঙ্কেতো ন বিভীষামঃ কথঞ্চন ॥ ১৫০ ॥

অতঃ সেব্যঃ পতিত্বেন ত্বমেব নহি চাপরঃ ।

ততঃ সর্বং পরিত্যজ্য বয়ং ত্বৎপাদমাত্রিতাঃ ॥ ১৫১ ॥

পতনাদুদ্ধরেদ্ যো হি সৌহপত্যমিতি কথ্যতে ।

ত্বামীশ্বরং বিনা কোহপি সমুদ্বর্ত্তা ন সম্ভবেৎ ॥ ১৫২ ॥

অপত্যত্বেন সংসেব্য-ত্বমেব তত এব হি ।

নাপরঃ পতনাদ্ভীতঃ স্বয়ং পরমুখেক্ষকঃ ॥ ১৫৩ ॥

নিরুপাধি-হিতৈষী যঃ সএব সুহৃদুচ্যতে ।

ত্বামীশ্বরমুত্তমং পূর্ণ-কামং কো বা সুহৃদ-ভবেৎ ॥ ১৫৪ ॥

কোহপি স্বার্থমনুদ্दिश्य নাশ্চস্য হিতমাচরেৎ ।

সুহৃদ্বেন ততঃ সেব্য-ত্বমেব কৃষ্ণ নাপরঃ ॥ ১৫৫ ॥

কিং বহুজ্ঞেন সর্বেষা-মাত্মা ত্বমতএব হি ।

ত্বাং বিনান্যস্য কস্যাপি সন্তাপি শ্রুতিবাধিতা ॥ ১৫৬ ॥

অধিষ্ঠানগুণে জ্ঞাতে যথা সর্পো নহি ক্ষুরেৎ ।

অধিষ্ঠানাত্মনীশেচ জ্ঞাতে ত্বয়ি তথা জগৎ ॥ ১৫৭ ॥

ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তো বুধ্যতে বুদ্ধিমদ্ববৈরৈঃ ।

সর্বং হিত্বা শ্রিতাত্বাং হি বুদ্ধিমত্যন্ততো বয়ম্ ॥ ১৫৮ ॥

ইয়ি প্রীতির্হি ভূতানাং সহজৈব ন কৃত্রিমা ।

যত আত্মা হ্রমেবাত-স্তু যি প্রীতিঃ স্বভাবজা ॥ ১৫৯ ॥

স ইমাত্মা চিদানন্দ-রূপধৃগ্ রাজসে বহিঃ ।

ইংসেবয়া ততঃ সর্ব-সেবা সিদ্ধা ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১৬০ ॥

অনেবস্তুত্ববোধানাং পতিপুত্রাদিসেবনম্ ।

নারীণাঞ্চ নরাণাঞ্চ ত্রুত্বং যুক্তমেব হি ॥ ১৬১ ॥

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, ত্বামেকং শরণং গতাঃ ।

সর্বধর্ম্মফলং মূর্ত্তং ন যাস্তামো গৃহং বয়ম্ ॥ ১৬২ ॥

ভক্তির্দাস্তাঞ্চ সখ্যাঞ্চ স্নেহশ্চ রতিরুক্তমা ।

হযোবাস্তু সদাস্মাক-মিচ্ছামোহন্যন্ন কিঞ্চন ॥ ১৬৩ ॥

এতেনৈব বিবুধ্যস্তাং রাসলীলারসং বুধাঃ ।

ন বর্কয়িতুমিচ্ছামি পুনর্গ্রন্থকলেবরম্ ॥ ১৬৪ ॥

লীলেয়ং ভগবৎপ্রাপ্তেঃ সাক্ষাৎ সাধনমেব হি ।

শৃঙ্গারসবান্বিতাং প্রাকৃতী নাত্র বিদ্যতে ॥ ১৬৫ ॥

গোপীবাক্যৈঃ পরাভূতঃ পরানন্দ-পরিপ্লুতঃ ।

কৃষ্ণ আতীর-বালাভি-রারেতে রাস-খেলিতম্ ॥ ১৬৬ ॥

লজ্জিতা অভবন্ গোপ্যা বাসোহুত্যা পুরা ভূশম্ ।

প্রত্যাখ্যাতাস্ততস্তা হি কৃষ্ণেনেতি তদোদিতম্ ॥ ১৬৭ ॥

অধুনা তু সবস্ত্রাস্তা অনুজগ্রাহ্য কেশবঃ ।

কিমর্থমিতি চেৎ চোদ্যাং তত্র কিঞ্চিৎ সমুচ্যতে ॥ ১৬৮ ॥

অনন্ত্যভাবনা গোপেয়া দধ্যুঃ কৃষ্ণং নিরন্তরম্ ।

নম্ভাচ বিষমা দৃষ্টি-স্তাসাং তেনৈব সর্ববথা ॥ ১৬৯ ॥

ততো লজ্জাদিকং তাসা-মপযাতং তথাপি তাঃ ।

লোকসংগ্রহমিচ্ছন্ত্যে দধুর্বাংসি গোপিকাঃ ॥ ১৭০ ॥

সর্বজ্ঞো ভগবান্ কৃষ্ণ-স্তদ্বিদিদৈব সম্প্রতি ।

তাভিঃ সহ সমারেভে বিহারং রাসলীলয়া ॥ ১৭১ ॥

গোপীনাং বিষমা দৃষ্টি-স্তাসাং সম্যক্ তিরোহিতা ।

তথাপি বীজরূপেণ স্নানান্তা স্থিতা হৃদি ॥ ১৭২ ॥

ততো ব্রহ্মাদিসেব্যেন লব্ধ্বা কৃষ্ণেন খেলনম্ ।

কিঞ্চিদ্ গর্বভরস্তাসা-মাসীদ্রাধাং বিনা হৃদি ॥ ১৭৩ ॥

“এবং ভগবতঃ কৃষ্ণা ললকমানা মহাত্মনঃ ।

আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিত্বোহ্যধিকং ভুবি ॥” ১৭৪ ॥

দেহস্মরণমাত্রেন কৃষ্ণোহদৃশ্যোহভবৎ তদা ।

তাসাং দেহদৃশ্যমেব রাধায়া নতু তৎক্ষণাৎ ॥ ১৭৫ ॥

মনো ন ক্ষমতে স্মার্তুং যুগপদ্বিষয়দ্বয়ম্ ।

ন তিষ্ঠতি চ নিশ্চিস্তং বুধ্যতে তদ্বুধৈর্ধর্মম্ ॥ ১৭৬ ॥

যদা মনসি কৃষ্ণোহস্তি নাস্ত্যন্তঃ তত্র নিশ্চিতম্ ।

কৃষ্ণশ্চাপসরত্যেব মনসোহন্ত-বিভাবিতাৎ ॥ ১৭৭ ॥

অহস্তা মমতা যাব-দেহে স্তাদৈহিকে তথা ।

অদৃশ্যো ভগবাংস্তাবদ্ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৭৮ ॥

ইতি তত্ত্বসূচিকেয়ং লীলা ভগবতা কৃত্য ।

গোপীনাং গর্বমাপাত্ত স্বয়ঞ্চাভূৎ তিরোহিতঃ ॥ ১৭৯ ॥

“তৃণাদপি স্তনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥” ১৮০ ॥

ইতি শিক্ষানুসারেণ দাস্ত্যমাণসহিষ্ণবঃ ।

হরিগানেহপ্যনর্হাশ্চেৎ কিমু শ্রীহরিদর্শনে ॥ ১৮১ ॥

তত্রাপি কিমু বক্তব্যং বিহারে হরিণা সহ ।

তদ্যুক্তং গর্বিবতানাং যৎ কৃষ্ণোহদর্শনতাং গতঃ ॥ ১৮২ ॥

অতএব কঠশ্রমত্যা বদন্ত্যা তদুরাপতাম্ ।

ব্রহ্মাপ্তেঃ পদ্ধতিঃ প্রোক্তা ক্ষুরধারেব দুর্গমা ॥ ১৮৩ ॥

“তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ ।

প্রশমায় প্রশাদায় তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥” ১৮৪ ॥

যদুক্তং মুনিবর্ধ্যেণ “তত্রৈবাস্তরধীয়ত” ।

তত্রায়ং বুধ্যতে স্পষ্ট-মতিপ্রায়ো হি তাত্ত্বিকঃ ॥ ১৮৫ ॥

তত্রৈব ভগবানাসীৎ কৃষ্ণঃ সর্বগতঃ সদা ।

নেত্রেষু নাস্কুরৎ তাসাং মদমানাক্ষিতেষিতি ॥ ১৮৬ ॥

প্রেমসংসিক্তজীবান-মাদাবেবং ভবেদ্বৈবম্ ।

ক্লেণে ভগবৎপ্রাপ্তিঃ ক্লেণেনাদর্শনং পুনঃ ॥ ১৮৭ ॥

পঞ্চাধ্যায়্যাঃ সমাপ্তোহত্র প্রথমশ্চ ক্রয়ং গতম্ ।

গোপিকাহৃদয়াজ্ঞান-পঞ্চপর্বাত্তপর্ব চ ॥ ১৮৮ ॥

ততো বৃন্দাটবীমধ্যে লতাপশুতরুন্ প্রতি ।

গোপীনাং কৃষ্ণজিহ্বাসা তত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্যতে ॥ ১৮৯ ॥

অস্থিয্যস্তি বুধা ব্রহ্ম সন্মাত্রং শ্রাবরেষপি ।

নেতি নেতি ত্যক্তশোহত-চ্ছৃতিবাক্যানুসারতঃ ॥ ১৯০ ॥

অস্থিয্যস্তি তথা ভক্তা শ্রাবরেষপি বিহ্বলাঃ ।

চিদানন্দঘনাকারং কৃষ্ণমেতৎ কিমদ্রুতম্ ॥ ১৯১ ॥

বিজ্ঞায়ৈব বুধা ব্রহ্ম গচ্ছন্তি চরিতার্থতাম্ ।

প্রেমিকাস্তু ঘনং ব্রহ্ম দিদ্‌কৃষ্ণে স্বচক্ষুষা ॥ ১৯২ ॥

অতঃ শ্রীভগবানাহ সখায়মর্জ্জুনং প্রতি ।

সূচয়ন্ ভক্তিমাহাত্ম্যং ভক্তানামাত্মদর্শনম্ ॥ ১৯৩ ॥

“যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বত্র ময়ি পশ্যতি ।

তস্তাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি ॥” ১৯৪ ॥

লোকেহপি দৃশ্যতে লোকঃ প্রিয়বিচ্ছেদকাতরঃ ।
জড়েভ্যোহপি সমীপস্তু প্রিয়সংবাদমাত্মনঃ ॥ ১৯৫ ॥

মেঘোহপি কালিদাসেন যক্ষ-দৌত্যে নিয়োজিতঃ ।
কবিকল্পিতগল্লোহপি বস্ত্রতঃ সত্যএব সঃ ॥ ১৯৬ ॥

মূর্ত্তানন্দং সমাস্থা যন্তেন বঞ্চিতোভবেৎ ।
তেনৈব বুধ্যতে হেতদ্ গোপীনাং কৃষ্ণগার্গম্ ॥ ১৯৭ ॥

তদীয়ং কৃষ্ণজিজ্ঞাসা নগাদীন্ প্রতি যোষিতাম্ ।
লীলাতন্তুতশ্চাপি সঙ্গতা সঙ্গত সতাম্ ॥ ১৯৮ ॥

অতঃ পরং গোপিকানাং কৃষ্ণলীলাবিড়ম্বনম্ ।
বর্ণিতং মুনিবর্যেণ তচ্চাপি সাধনোত্তমম্ ॥ ১৯৯ ॥

ধ্যয়স্বরূপতাবাপ্তিঃ সমাধি ধ্যাতুরুচ্যতে ।
সবিকল্লাবিকল্লাখ্যা-ভেদেন সোহপিচ দ্বিধা ॥ ২০০ ॥

গোপিকানামিদং যদ্যৎ কৃষ্ণলীলা-বিড়ম্বনম্ ।
বুধ্যতাং কৃষ্ণচিন্তানাং সমাধিঃ সবিকল্লকঃ ॥ ২০১ ॥

যা যাতা যত্র লীলায়া-মত্যস্তাভিনিবিষ্টতাম্ ।
তদ্ভাবভাবিতা সৈব তৎস্বরূপাভবৎ স্বয়ম্ ॥ ২০২ ॥

লোকেহপি দৃশ্যতে কশ্চি-দত্যস্তাভিনিবেশতঃ ।
আত্মানমপরং মহা ক্ষণং তদ্ভাবমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০৩ ॥

অতশ্চ গোপিকানাং যৎ কৃষ্ণলীলানুবর্তনম্ ।
লোকত স্তম্ভতশ্চৈব নহি কিঞ্চিদসঙ্গতম্ ॥ ২০৪ ॥

প্রাক্ সম্যগ্ভগবৎপ্রাপ্তেঃ সাধকানাং ভবেদয়ম্ ।
ভাবঃ স চ সতামেব প্রেমিকানাং স্নুগোচরঃ ॥ ২০৫ ॥

ব্রজে যা গোপিকা আসন্ শ্রীমদ্ভগবতঃ প্রিয়াঃ ।
তাস্মৈ সর্ববাস্মৈ রাধৈব জেয়া সৰ্ব্বোত্তমোত্তমা ॥ ২০৬ ॥

গোলোকবর্ণনে তচ্চ প্রসঙ্গাদ্ দর্শিতং ময়া ।
গোলোকচারিণী সৈব ব্রজে প্রকটতাময়াৎ ॥ ২০৭ ॥

রাধিকেতি চ তন্মাম নিত্যমিত্যপি দর্শিতম্ ।
অতস্তৎপুনরুল্লেখঃ সর্ববথা নিস্প্রয়োজনঃ ॥ ২০৮ ॥

যত্রানন্দস্ততঃ প্রেম বুধ্যতে তদ্বুব্ধে ধ্রুবম্ ।
যত্রানন্দময়ঃ কৃষ্ণো রাধা প্রেমময়ী ততঃ ॥ ২০৯ ॥

যা কৃষ্ণাধানে শ্রেষ্ঠা নিরুক্তা সৈব রাধিকা ।
অতো ভাগবতে নাস্তি তস্যা নামাত্র কা ক্ষতিঃ ॥ ২১০ ॥

কৃষ্ণপ্রিয়েতি সম্প্রোক্তে রাধিকাপদ্ধতে স্বতঃ ।
উভয়োরপ্যভিন্নত্বাৎ শক্তিঃশক্তিমতোঃ সদা ॥ ২১১ ॥

গর্বিভাভ্যাস্তিরোভূয় গোপীভাঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরঃ ।
রাধৈব সহ ক্রীড়-লীলাঙ্গীলারসপ্রিয়ঃ ॥ ২১২ ॥

তস্তা যাবন্ন গর্বেহিভূ-দুগবৎপ্রাপ্তিসম্ভবঃ ॥ ২১৩ ॥

কৃষ্ণেন সঙ্গতা তাব-দাসীং সানন্দসংপ্লুতা ॥ ২১৪ ॥

গর্দিতা সাপি কৃষ্ণাংস-মারুরুক্ষুরভূদ্ যদা ।

নাপশ্যন্তৎক্ষেণে দুর্ঘটা প্রেষ্ঠাপি কৃষ্ণবিগ্রহম্ ॥ ২১৫ ॥

তচ্চ পূর্বং যথা জ্ঞানং কৃষ্ণাদর্শনকারণম্ ।

বিরতং তৎ পুনর্নাত্র দ্বিরাবৃত্ত্য প্রয়োজনম্ ॥ ২১৬ ॥

ব্রজে সহচরাঃ সর্বৈব শ্রীদাম-সুবলাদয়ঃ ।

আরোহন্তিস্ম কৃষ্ণাংসং রাধা তু বাধিতা কথম্ ॥ ২১৭ ॥

ইত্যেযা যদি কস্যাপি জিজ্ঞাসা জায়তে তদা ।

সুমহদুভাববৈষম্যং তেবাং তস্তাশ্চ বুধ্যতাম্ ॥ ২১৮ ॥

সখীনাং সখ্যাতাবো হি কৃষ্ণাংসারোহসাধকঃ ।

রাধায়াঃ সুমহান্ গর্ব্ব-স্তদংসারোহসাধকঃ ॥ ২১৯ ॥

পূর্বং হরিপরিত্যক্তা গোপেয়াহম্বিষ্যন্ত্য ঈশ্বরম্ ।

তৎপদাঙ্কান্ সমালোক্য তানেবান্বসরন্ মুদা ॥ ২২০ ॥

লোকেহপি ভূমিসংলগ্ন-পদচিহ্নানুসারতঃ ।

করোতি সর্বদা লোকঃ প্রনম্যজনমার্গগম্ ॥ ২২১ ॥

তদ্ব্যেহপি ভক্তবর্ধ্য্যাণাং ত্রিতাপ-তাপিতাত্মনাম্ ।

কা গতিঃ কৃষ্ণলাভায় তৎপদানুগতিং বিনা ॥ ২২২ ॥

- ততো রাধাপদাঙ্কাংশ্চ দৃষ্ট্বা যদ্যৎ সমব্রুবন্ ।
গোপিকা বুধ্যতাং তত্ত্বৎ কেবলং রসপোষকম্ ॥ ২২৩ ॥
- রাধামুদ্दिश्य यास्तुसां वर्णिता मत्सरोक्तयः ।
ताश्चापि कृष्णभक्तानां ভূষণং নতু দূষণম্ ॥ ২২৪ ॥
- मायिकीमूर्छति दृष्ट्वा कश्चिद् यदि कश्चिद् ।
मत्सरो जायते दोषः सएव नहि संशयः ॥ ২২৫ ॥
- कृष्णप्रेमोन्नतिं दृष्ट्वा कश्चिद् यदि कश्चिद् ।
जायते मत्सरः सर्वैः प्रार्थनीयः स मत्सरः ॥ ২২৬ ॥
- अथ ता गोपिकाः कृष्ण-मन्विष्यन्त्य इतस्ततः ।
अपश्यन् विपिने स्वासां समभाग्यवतीं सखीम् ॥ ২২৭ ॥
- आरेभिरे तया सार्द्धं पुनः श्रीकृष्ण-मार्गगम् ।
रुदन्त्या बिलपन्त्यश्च रुन्दावनवनान्तरे ॥ ২২৮ ॥
- “ততোহবিশন্ বনং চন্দ্র-জ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে ।
তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২২৯ ॥
- तश्चनस्कान्तदालापा-स्तद्विचेष्टास्तदाङ्घ्रिकाः ।
तदगुणानेव गायन्त्या नाङ्गागाराणि सम्मरुः ॥” ২৩০ ॥
- বনং বৃন্দাবনং নাম বোদ্ধব্যং দ্বিবিধং বুধৈঃ ।
বহির্বৃন্দাবনং ভক্ত-হৃদি বৃন্দাবনস্তথা ॥ ২৩১ ॥

পূর্ণশ্রীভগবৎপ্রেম-চন্দ্রচন্দ্রিকয়াঞ্চিতে ।

হৃদি বৃন্দাবনে কৃষ্ণং যে পশ্যন্তি বহিষ্চ তে ॥ ২৩২ ॥

অভিমানাক্ষসংছন্নে সংপশ্যন্তি ন যে হৃদি ।

কৃষ্ণং তে নহি পশ্যন্তি বহির্বৃন্দাবনেহপি চ ॥ ২৩৩ ॥

ন বুধ্যতে স্ম গোপীভিঃ কৃষ্ণাদর্শনকারণম্ ।

অন্তস্তমস্ততঃ কৃষ্ণে বহিরেষ্মেবিতো বৃথা ॥ ২৩৪ ॥

বয়ং বনং সমালোভ্য স্বশক্ত্যৈব হৃদীশ্বরম্ ।

কৃষ্ণং বহিষ্করিষ্যাম ইতি তাসামভূতমঃ ॥ ২৩৫ ॥

ইদানীমভিলক্ষ্যৈব হৃত্তমোমূলবৈরিণম্ ।

তূর্ণং চূণিতদর্পাভি-নিবৃত্তং কৃষ্ণমার্গণাৎ ॥ ২৩৬ ॥

অতো মূলে তমঃশব্দো লীলায়াং ধ্বাস্তবাচকঃ ।

তস্মৈ তু হৃদয়োস্তূত-দেহাভিমানলক্ষকঃ ॥ ২৩৭ ॥

তদানীং সাভিমানানা-মাসীদেহস্বৃতিঃ পুনঃ ।

অধুনানভিমানান্তা নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥ ২৩৮ ॥

মোহিতা মায়য়া জীবাঃ সর্বেষু সমমীশ্বরম্ ।

মন্যন্তে বিষমং শশ্বৎ স্বকর্ম্মফলভোগিনঃ ॥ ২৩৯ ॥

স্বদোষং পূর্ব্বমজ্ঞাত্বা গোপ্যঃ কৃষ্ণমদুষয়ন্ ।

স্বদোষমধুনা বুদ্ধা তদগুণানৈব তা জগুঃ ॥ ২৪০ ॥

“পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমন-কাজ্জিহ্বতাঃ ॥” ২৪১ ॥

সুগমেহপি চ পঠেহস্মিন্ বোদ্ধব্যমস্তি তাত্ত্বিকম্ ।
তট্টীকায়াক্ষ বোদ্ধব্যং বিদ্যাতে তদ্বিবিচায়ে ॥ ২৪২ ॥

পূর্ববং যত্রাভবদ্ গোপ-যোষিতাং কৃষ্ণসঙ্গতিঃ ।
তত্রৈব পুনরাগত্য জগুস্তাঃ কৃষ্ণসদগুণান্ ॥ ২৪৩ ॥

কৃষ্ণাগমনমিচ্ছন্ত্যো নির্বিবীক্কাঃ কৃষ্ণমানসাঃ ।
ইতি শ্রীশ্যামিপাদানাং টীকার্থস্তত্ত্বগর্ভকঃ ॥ ২৪৪ ॥

স্বস্বরূপে স্থিতো জীবো ব্রহ্মানন্দং সমশ্নুতে ।
অবিচ্যুতো গুণৈর্নবন্ধো দূয়তে চ দিবানিশম্ ॥ ২৪৫ ॥

ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ সম্যক্তচ্চ পতঞ্জলেঃ ।
জ্ঞায়তে স চ শাস্ত্রজ্ঞৈঃ সর্বৈরেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৪৬ ॥

স্বস্বরূপে স্থিতা গোপাঃ পূর্ববং কৃষ্ণমুপাগতাঃ ।
ততস্তদ্-বিচ্যুতাঃ কৃষ্ণ-মদৃষ্টাঃ রুরুদুভৃশম্ ॥ ২৪৭ ॥

অধুনা তু পুনস্তত্র স্বরূপে সমবস্থিতাঃ ।
কৃষ্ণমেব জগুর্দধ্ব-বিস্মৃতা দেহদৈহিকম্ ॥ ২৪৮ ॥

যা নাড়ী সাত্ত্বিকী দেহে সুষুম্নেতি প্রকীর্ত্যতে ।
কালিন্দী মৈব বিজ্ঞেয়া বহিবুর্ন্দাবনে নদী ॥ ২৪৯ ॥

এতদ্ বৃদ্ধঞ্চ তন্ত্ৰেহস্তু গৌতম্ য়ে সুবিস্তৃতম্ ।
শ্রীমৎসনাতনৈশ্চাপি সটীকায়াম্ ধৃতঞ্চ তৎ ॥ ২৫০ ॥

অতএব চ তন্ত্রীয়ে কৃষ্ণঃ ক্রীড়তি সৰ্বদা ।
ততঃ কৃষ্ণঃ সমালভ্যঃ কালিন্দীতীরমাশ্রিতৈঃ ॥ ২৫১ ॥

ততএব স নির্বিবলঃ শুদ্ধসত্ত্বাশ্চ গোপিকাঃ ।
আশ্রিতাস্তন্নদীতীরং কৃষ্ণদর্শনবাহুনা ॥ ২৫২ ॥

পঞ্চাধ্যাব্যাঃ সমাপ্তোহত্র দ্বিতীয়শ্চ ক্ষয়ং গতম্ ।
গোপিকাহৃদয়াজ্ঞান-পঞ্চপর্বদ্বিতীয়কম্ ॥ ২৫৩ ॥

ততো গোপ্যো মিলিত্বৈব স্ননির্বিবলঃ সরিতটে ।
বিলেপুঃ কৃষ্ণমুদ্दिश्या विश्रुता देहदैहिकम् ॥ ২৫৪ ॥

ন কশ্চিদ্বিভতে তস্ব-বিচারস্তত্র যত্ৰপি ।
তথাপি সাধনালম্বি কিঞ্চিদ্বক্তব্যমস্তি চ । ২৫৫ ॥

জ্ঞানী যোগী চ ভক্তশ্চ ত্রিবিধাঃ সাধকা মতাঃ ।
স্বস্বপদ্ধতিমাশ্রিত্য তেহম্বিস্যন্তি পরং সুখম্ ॥ ২৫৬ ॥

একাকী যততে সিদ্ধ্যৈ জ্ঞানী রহসি সংস্থিতঃ ।
তথৈব যততে যোগী প্রাণায়াম-পরায়ণঃ ॥ ২৫৭ ॥

যতন্তে তু মিলিত্বৈব প্রেমিকাঃ প্রেমিকৈঃ সহ ।
শ্রীমন্তগবতোহপ্যত্র সম্যতিদর্শ্যতে ক্রমাৎ ॥ ২৫৮ ॥

“বিবিক্তসেবী লঘুশী যতবাক্কায়মানসঃ ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ২৫৯ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
বিমুচ্য নিশ্চয়মঃ শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥” ২৬০ ॥

“যোগী যুঞ্জীত সতত-মাত্মনাং রহসি স্থিতঃ ।
একাকী যতচিন্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥” ২৬১ ॥

“মচ্চিন্তা মদগত প্রাণা বোধয়ন্তুঃ পরম্পরম্ ।
কথয়ন্তুচ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ২৬২ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজ্যতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিব্যোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥” ২৬৩ ॥

বিবিক্তং সেবতে জ্ঞানী যোগীচ কামতো ভয়াৎ ।
ভজন্তি মিলিতা এব ভক্তা মদনমোহনম্ ॥ ২৬৪ ॥

রোদনঞ্চাপি গোপীনাং মুনিনা সারদর্শিনা ।
সঙ্গীতমিতি যন্নান্না নির্দিষ্টং শোভনং হি তৎ ॥ ২৬৫ ॥

রোদনং বন্ধুবিত্তার্থং রোদনং হেব দুঃখদম্ ।
কৃষ্ণার্থং রোদনং কিন্তু সঙ্গীতবৎ সুখপ্রদম্ ॥ ২৬৬ ॥

গোপী-রোদন-পত্নানাং গ্রন্থবুদ্ধিমনিচ্ছতা ।
সমুদ্ভূত্যা ময়া মূলাৎ পদ্যদ্বয়ং প্রদর্শ্যতে ॥ ২৬৭ ॥

“জয়তি তেহধিকং জন্মনা ব্রজঃ
 শ্রয়ত ইন্দির শশ্বদত্র হি ।
 দয়িত দৃশ্যতাং দিম্বু তাবকা-
 স্ত্রয়ি ধৃতাসবস্ত্রাং বিচিন্মতে ॥ ২৬৮ ॥

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
 অখিলদেহিনামস্তরাত্মদৃক্ ।
 বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
 সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥” ২৬৯ ॥

এষা গীতিঃ কুসংসার-নির্বৈদপ্রাপ্ত্যানস্তরম্ ।
 প্রাক্ চ শ্রীভগবৎপ্রাপ্তেঃ স্বাভাবিক্যেব সন্ধিয়াম্ ॥ ২৭০ ॥

পঞ্চাধ্যায়াস্তৃতীয়েন সান্নিমাণ্ডং সমাপনম্ ।
 গোপিকা-হৃদয়াজ্ঞান-পঞ্চপর্ব-তৃতীয়কম্ ॥ ২৭১ ॥

তা দৃষ্ট্বা গোপিকাঃ কৃষ্ণঃ স্বদর্শনসমুৎসুকাঃ ।
 প্রেমাকৃষ্ণঃ স্বতল্লোহপি প্রাতুভূতোহস্বতল্লবৎ ॥ ২৭২ ॥

“ভাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ স্ময়মান-মুখান্মুজঃ ।
 পীতাস্বরধরঃ শ্রবী সান্ধ্যান্মথ-মন্মথঃ ॥” ২৭৩ ॥

দূরে ব্রহ্ম সমীপে চ সর্বান্তর্বহিরেব চ ।
 লীলয়া কৃষ্ণ এতস্যাঃ শ্রুতেরর্থমদর্শয়ৎ ॥ ২৭৪ ॥

ভ্রমতোঃপ্যাখিলং বিশ্বং ব্রহ্ম দূরে দূরাত্মনঃ ।

সমীপে শুদ্ধচিত্তস্য স্বগৃহে বসতোহপি চ ॥ ২৭৫ ॥

অন্নিষ্য সর্ববতো গোপ্যো নাপুং কৃষ্ণং মদান্বিতাঃ ।

অধুনা নিমদাস্তাস্তু প্রাপুস্তং স্বয়মাগতম্ ॥ ২৭৬ ॥

সহসা পরমানন্দ-রূপং মদনমোহনম্ ।

দৃষ্ট্বা তা যুগপৎ সৰ্ব্বা ভোক্তু মৈচ্ছন্ সসম্ভ্রমম্ ॥ ২৭৭ ॥

কৃষ্ণদর্শনসমুত্ত আনন্দো গোপযোষিতাম্ ।

তৈরেব বুধ্যতে কৃষ্ণো যৈ দৃষ্টোহস্তব্বিহি স্থিতঃ ॥ ২৭৮ ॥

স চ শ্রীমশ্মুনীন্দ্রেণ সদৃষ্টাস্তং প্রদর্শিতঃ ।

বহুধা বিবৃতশ্চাপি স্বামিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ২৭৯ ॥

“সৰ্ব্বাস্তাঃ কেশবালোক-পরমোৎসবনিৰ্ব্বৃতাঃ ।

জহু বিব্রহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥” ২৮০ ॥

বহুব্রথাঃ স্বামিভির্দিষ্টা যদ্বৈতুক্ত্বা যতো যতঃ ।

তত্র তত্রৈব বোদ্ধব্য-শ্চরমস্তৎ-সুসম্মতঃ ॥ ২৮১ ॥

তন্ময়াশ্রিত্য তেবাং তং চরমার্থং বিতম্মতে ।

তদভিপ্রায় এতস্মিন্ সুধীসমুষ্ঠয়ে পুনঃ ॥ ২৮২ ॥

জাগরে স্থূলদেহেহস্মিন্ স্থূলৈরেবেন্দ্রিযৈবহিঃ ।

স্থূলভুঙ্মোদতে জীব-সুদভাবে চ ক্লিশ্বতি ॥ ২৮৩ ॥

অনন্তরবহিঃ স্বপ্নে সূক্ষ্মে সূক্ষ্মস্তথেন্দ্রিয়ৈঃ ।

আত্মাত্ত বিষয়াভাসং মোদতে দূর্যতে তথা ॥ ২৮৪ ॥

নিরিন্দ্রিয়ে কারণেতু সুষুপ্তৌ জীব একলঃ ।

অন্তমূৰ্খঃ পরিষজ্য প্রাজ্ঞমেতি স্ননির্বৃতিম্ ॥ ২৮৫ ॥

সুষুপ্তি-সাক্ষিণং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য জীবো যথা ভবেৎ ।

স্ননির্বৃত্ত স্তথা গোপা আসন্ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গতাঃ ॥ ২৮৬ ॥

এতচ্ ব্রজগোপীনা-মানন্দ-দিক্-প্রদর্শনম্ ।

কৃষ্ণানন্দো হি গোপীনাং প্রাজ্ঞানন্দ-শতাধিকঃ ॥ ২৮৭ ॥

সমাধিস্থঃ সুষুপ্তৌ বা হৃদেব স্তথমশ্নুতে ।

অন্তঃ স্তথস্ত গোপীনাং বহিষ্ঠ স্তথবিগ্রহঃ ॥ ২৮৮ ॥

তাসাং কামোদ্ভবো দূরে গোপীনাং কৃষ্ণলাভতঃ ।

সর্বকামোপশান্তিস্ত জাতেতি মুনিনোদিতম্ ॥ ২৮৯ ॥

“তদদর্শনাহ্লাদ-বিধূত-হৃদ্রাজো

মনোরথাস্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ ।

স্বৈরুত্তরীয়েঃ কুচকুক্কুমাচিঠৈ-

রচীক-পল্লাসনমাত্ম-বন্ধবে ॥” ২৯০ ॥

স্বামি-পাদ-পদাঙ্কানু-সারতঃ সংবিতস্ততে ।

মন্যন্তস্তত্র দৃষ্টান্তঃ স্তথবোধায় সন্ধিয়াম্ ॥ ২৯১ ॥

স্বচেষ্টয়া বনে কৃষ্ণ-মদ্বিষ্যন্ত্যোহবলাঃ পুরা ।

কৰ্ম্মকাণ্ডাশ্রিতাভির্হি শ্রুতিভিঃ সহ সন্মিতাঃ ॥ ২৯২ ॥

ততো নির্বেদমাপন্নাঃ কৃষ্ণকৌৰ্ত্তন—তৎপরাঃ ।

জ্ঞানকাণ্ডাশ্রিতাভিশ্চো-পমিতাঃ শ্রুতিভিঃ সহ ॥ ২৯৩ ॥

কৰ্ম্মকাণ্ডাশ্রিতা বেদা নিষেধ-বিধি-বিপ্লুতাঃ ।

উপদিষ্ট্যাপি কৰ্ম্মাণি নচৈবোপরতিং গতাঃ ॥ ২৯৪ ॥

জ্ঞানকাণ্ডাশ্রিতা বেদাঃ নিবৃত্তি-মার্গদর্শকাঃ ।

নির্দিষ্ট্য পরমং ব্রহ্ম নিবৃত্তাঃ পূর্ণতাং গতাঃ ॥ ২৯৫ ॥

গোপিকাশ্চ তথা কৃষ্ণং ন প্রাপুঃ কায়কৰ্ম্মণা ।

নির্বিবল্লাশ্চ ততঃ প্রাপুঃ পরাং শান্তিঞ্চ শাস্ত্রতীম্ ॥ ২৯৬ ॥

যজ্ঞাদি-শ্রৌত-কৰ্ম্মাণি কৃত্বা জীবঃ স্বচেষ্টয়া ।

ন ব্রহ্ম লভতে শান্তিং কদাপি নহি গচ্ছতি ॥ ২৯৭ ॥

নির্বিবল্লাশ্চ ততঃ কালে ব্রহ্ম লব্ধ্বা স্থখী ভবেৎ ।

ইতি সিদ্ধান্ত-সারোহি বুধ্যতে বেদবিদবর্জৈঃ ॥ ২৯৮ ॥

কৃতার্থা অপি গোপ্যন্তাঃ শ্বোন্তরীয়-কৃতাসনাঃ ।

সিবেবিরে পুনঃ কৃষ্ণং যুক্তং তৎ প্রেমবত্ননি ॥ ২৯৯ ॥

প্রেমিকা মুক্তিমাশ্রু্যপি ভগবন্তমুপাসতে ।

এতৎ প্রেমরহস্যং হি প্রেমিকৈরেব বুধ্যতে ॥ ৩০০ ॥

উবাচ তচ্চ স্পর্শং নৃসিংহ-তাপনীশ্রুতিঃ ।
সম্মতং তচ্চ ধীমন্তিঃ স্বামিভিঃ শঙ্করৈরপি ॥ ৩০১ ॥

ততশ্চ গোপরামাণাং কৃষ্ণস্য চ মহাত্মনঃ ।
প্রশ্নোত্তর-কথা জাতা সন্তুষ্টিচিন্ত-মোদকাঃ ॥ ৩০২ ॥

“ভজতোহনুভজন্ত্যেকে এক এতদ্ বিপর্যয়ম্ ।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যগ্রে এতন্মো ক্রহি সাধু ভোঃ ॥” ৩০৩ ॥

এষ শ্রীব্রজবালানাং প্রশ্নোহভিমান-গৰ্ভকঃ ।
উত্তরং তত্র কৃষ্ণস্য মূলোস্কং দর্শ্যতে ময়া ॥ ৩০৪ ॥

“মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থেকাস্তোত্তমা হি তে ।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্যঃ স্বাত্মার্থং তন্ধি নান্যথা ॥ ৩০৫ ॥

“ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা ।
ধর্ম্মো নিরপবাদোহত্র সৌহৃদঞ্চ স্মদ্যমাঃ ॥ ৩০৬ ॥

“ভজতোহপি ন বৈ কেচিদ্ ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ ।
আত্মারামা হ্যাপ্ত-কামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রহঃ ॥ ৩০৭ ॥

“নাইহ সখ্যো ভজতোহপি জস্তুন্
ভজাম্যমীষামনুর্ভু-বৃত্তয়ে ।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিস্তয়ান্মিভূতো ন বেদ ॥ ৩০৮ ॥

“এবং মদর্থোজ্জিত-লোক-বেদ-

স্বানাং হি বো মযানুবৃত্তয়েহবলাঃ ।

ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং

মাসৃয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ৩০৯ ॥

“ন পারয়েহহং নিরবত্ত-সংযুজাং

স্বসাধু কৃত্যং বিবুধায়ুষ্যপি বঃ ।

যা মাভজন্ দুর্জর-গেহ-শৃঙ্খলাঃ

সংবৃশ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥” ৩১০ ॥

অনুগ্রহং প্রতীক্ষন্তে নিগৃহীতা অপি স্থিরাঃ ।

যে ভক্তা ভগবন্তং তে প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩১১ ॥

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য ভগবন্তমুপাসতে ।

যে ভক্তা ভগবন্তং তে প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩১২ ॥

সংসার-বন্ধনং ছিদ্ভা কৃষ্ণমেব ভজন্তি যে ।

তমেব ভগবন্তং তে প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩১৩ ॥

ঋণী তেষু ভবেৎ কৃষ্ণঃ সর্বৈবশ্রী-সমন্বিতঃ ।

ঋণী যস্য পদে শশ্বদ্ ব্রহ্মাপি স্তরবন্দিতঃ ॥ ৩১৪ ॥

এতাবদ্ গ্রন্থ-সন্দর্ভৈঃ স্পর্শমেব প্রতীয়তে ।

লীলায়াদর্শয়ৎ কৃষ্ণঃ স্বয়মেব স্বসাধনম্ ॥ ৩১৫ ॥

লীলেয়ং ভগবৎ প্রাপ্তেঃ সাক্ষাৎ সাধনমেব হি ।
শৃঙ্গার-রস-বান্ধাপি প্রাকৃতী নাত্র বিচ্ছতে ॥ ৩১৬ ॥

পঞ্চাধ্যায়্যশ্চতুর্থোহত্র সমাপ্তশ্চ ক্রয়ং গতম্ ।
গোপিকা-হৃদয়াজ্ঞান-পঞ্চ-পর্ব-চতুর্থকম্ ॥ ৩১৭ ॥

এতাবতাপি লীলেয়ং শুদ্ধা ভাগবতী পুনঃ ।
দৃশ্যতে যৈ রসদৃষ্ঠ্যা দূরতস্তান্নমাম্যহম্ ॥ ৩১৮ ॥

ততশ্চাভি-নিবেশাখ্যাজ্ঞানস্ত শেষ-পর্বণি ।
নষ্টে প্রেম-স্বরূপাভিঃ সচ বাসোহভবদ্ধরেঃ ॥ ৩১৯ ॥

“তত্রারভত গোবিন্দো রাস-ক্রীড়ামনুভূতৈঃ ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈ-রন্যোন্মীবদ্ধ-বাহুভিঃ ॥ ৩২০ ॥

“রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োদ্বয়োঃ ॥ ৩২১ ॥

“প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্থিয়ঃ ।
যং মনোরমভস্তাবদ্-বিমান-শত-সঙ্কুলম্ ॥ ৩২২ ॥

“ততো দুন্দুভয়ো নেতু-নিপেতুঃ পুষ্পবৃক্ষয়ঃ ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্ যশোহমলম্ ॥ ৩২৩ ॥”

প্রসঙ্গং প্রাপ্য রাসার্থঃ প্রাগেব বিবৃতো ময়া ।
শ্রীমৎসনাতনৈর্ভক্ত-শীর্ষণ্যৈঃ সচ সম্মতঃ । ৩২৪ ॥

রাসো রসকদম্বোহয়ং যোগার্থস্তৈঃ কৃতো যতঃ ।

স্বাচ্ছ-সর্ববরসানাঞ্চ সমষ্টী রাস এব হি ॥ ৩২৫ ॥

রস্তুতে স্বাচ্ছতে যোহসৌ রস ইত্যভিধীয়তে ।

ইত্যলঙ্কার-কারাণাং ব্যুৎপত্তৌ রসশব্দগা ॥ ৩২৬ ॥

মনোবাক্-কায়-সাধ্যানি যানি কৰ্ম্মাণি যে জনাঃ ।

কুৰ্ব্বন্তি তেষু তেষাং বৈ প্রবৃত্তিঃ সুখ-লিপ্সয়া ॥ ৩২৭ ॥

কুৰ্ব্বন্তস্তানি কৰ্ম্মাণি স্বাদ্যন্তে সুখমাত্রকম্ ।

অতো হি রস-শব্দার্থ আনন্দে পর্য্যবস্তুতি ॥ ৩২৮ ॥

আনন্দাঃ সন্তি যাবন্তো ভৌমা দিব্যাশ্চ ভোগজাঃ ।

ধ্যানজা জ্ঞানজাশ্চৈব শ্রীকৃষ্ণে সর্ব এব তে ॥ ৩২৯ ॥

আনন্দশ্রোপজীবন্তি মাত্রাং তশ্চৈব জন্তবঃ ।

ইত্যন্তি পরম-ব্রহ্ম সমুদ্दिশ্য শ্রুতের্বচঃ ॥ ৩৩০ ॥

আনন্দা যদি সর্বের স্য ব্রহ্মণ্যেব তদা কিমু ।

বক্তব্যং তৎ প্রতিষ্ঠায়াং কৃষ্ণে তে সন্তি সর্বদা ॥ ৩৩১ ॥

তমেব কৃষ্ণমাত্রিত্য গোপীনামুৎসবো হি যঃ ।

রসকদম্বরূপোহসৌ রাসইত্যভিধীয়তে ॥ ৩৩২ ॥

সাধ্যতে রাসশব্দশ্চ রসশব্দাৎ কৃতে স্বপ্রিঃ ।

তত্রাপি রাসশব্দোহসৌ রসকদম্ববাচকঃ ॥ ৩৩৩ ॥

রাসো হি নর্তকীবৃন্দ-যুক্তো নৃত্য-বিশেষকঃ ।
 ইত্যর্থঃ স্বামিনাং বাহু-স্তাঙ্গিকস্ত পুরোদিতঃ ॥ ৩৩৪ ॥
 নর্তকীনৃত্যরূপো যো রাসো বাহু উদীরিতঃ ।
 তন্মিষেণ পরানন্দ-পরোহয়ং রাস ঐশ্বরঃ ॥ ৩৩৫ ॥
 স্বামিভিঃ পূর্বমুক্তং হি রাসলীলা-বিড়ম্বনম্ ।
 তত্ত্বস্ত তন্মিষেণৈব কামজয়-প্রদর্শনম্ ॥ ৩৩৬ ॥
 গোপীনাং নিত্যসিদ্ধানাং সিদ্ধানাং সাধনৈস্তথা ।
 মূর্ত্তানন্দরসাস্বাদো রাসার্থস্তাঙ্গিকস্ততঃ ॥ ৩৩৭ ॥
 জীবানাং পুংশরীরেহপি গোপীভাবভূতাত্মনাম্ ।
 হৃদ ব্রজে রাসলীলেয়ং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩৮ ॥
 ততস্তে চিন্ময়ং লব্ধ্বা গোপীদেহমনশ্বরম্ ।
 গোলোকে সহ কৃষ্ণেন রমন্তে নিত্যমেব হি ॥ ৩৩৯ ॥
 তামেব বিমলাং লীলাং বনে বৃন্দাবনে বিভূঃ ।
 ভক্তচিস্ত-বিনোদার্থং ভক্তাধীশোহভিনীতবান্ ॥ ৩৪০ ॥
 আনন্দো নরনারীণাং নৃত্যগীতরতোস্তবঃ ।
 ভোগানন্দেষু সর্বেষু মঠৈঃ মিষ্টতমো মতঃ ॥ ৩৪১ ॥
 তন্মিষেণ ততো লোকে শ্রীমদ্ভগবতা কৃতম্ ।
 অপ্ৰাকৃতপরানন্দ-সন্দোহ-দিক্-প্রদর্শনম্ ॥ ৩৪২ ॥

ততো দৃষ্টাস্তিতঃ শ্রুত্যা তেনৈব ভগবদ্ভসঃ ।

তস্তাঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ো দৃষ্টতাং দর্শ্যতে ময়া ॥ ৩৪৩ ॥

পরিষক্লঃ স্ত্রিয়া মৰ্ত্ত্যো বিস্মরেদ্ বাহুমস্তরম্ ।

জীবচ্চ বিস্মরেৎ সৰ্ববৎ পরিষক্লস্তথাত্মনা ॥ ৩৪৪ ॥

প্রবিষ্টো ভগবান্ কৃষ্ণ-স্তাসাং মধ্যে দ্বয়োদ্বয়োঃ ।

নৃত্যতিস্মেতি যত্তচ্চ তস্মিন্ সঙ্গতমেব হি ॥ ৩৪৫ ॥

একএব স্থিতস্তাভিঃ প্রেমরূপাভিরচ্যুতঃ ।

প্রত্যেকং সৰ্ব্বতঃ স্বম্যা দৃষ্টঃ সৰ্ব্বগতো হি সঃ ॥ ৩৪৬ ॥

একস্তাপি সতস্তস্য ব্রহ্মণো বহুতা শ্রুতৌ ।

বহুত্র দৃষ্টতে তস্মাদ্ বিস্ময়ো নাত্র কশ্চন ॥ ৩৪৭ ॥

যুগপচ্ছতভক্তৈহি শতদেশ-গতৈরপি ।

ভগবান্দ্রুতৈশ্চর্য্যো দৃষ্টতে স্ব-স্ব-সন্নিধৌ ॥ ৩৪৮ ॥

বিশেষত ইতঃ পূর্ববৎ গোপিকা যুগপদ্ ব্রতম্ ।

আশ্রিতা যুগপৎ সৰ্ব্বা বক্ৰ নন্দ-সুতং পতিম্ ॥ ৩৪৯ ॥

ভক্তেচ্ছা-বশগঃ শ্রীমান্ ভগবানপি তৎ পুনঃ ।

গোপীনাং বাঞ্ছিতং রাসে যুগপৎ সমপূরয়ৎ ॥ ৩৫০ ॥

এক এব বহুনাং যো বাঞ্ছিতং সংপ্রযচ্ছতি ।

তং ভজন্ শান্তিমাप्নোতি জীব এতচ্ছ্রুতমৰ্থতম্ ॥ ৩৫১ ॥

রাসো মণ্ডল-বন্ধেন যদাসীত্ত্বেন সূচিতম্ ।
স্বশক্তেঃ স্বস্ত্যচানস্ত্যং শ্রীকৃষ্ণেনেতি বুধ্যতে ॥ ৩৫২ ॥

মণ্ডলস্তাদিরন্তুশ্চ নির্ণয়ো নহি কৈরপি ।
তদভিপ্রায়িকা তস্মা-দ্রচনা মণ্ডলস্য হি ॥ ৩৫৩ ॥

অন্যোন্মাদবদ্ধবাহুনাং স্ত্রীপুংসাং মণ্ডলস্থিতৌ ।
শোভাধিকা ভবেদেতৎ কারণঃ বাহুমেব হি ॥ ৩৫৪ ॥

যন্তত্র নৃত্যগীতাদি স্তনালস্তনচূষনে ।
তৎসর্বদং রাসপোষার্থ-মিতি বোধ্যং সুধীজনৈঃ ॥ ৩৫৫ ॥

জলক্ৰীড়া-বনক্ৰীড়ে তদভিপ্রায়িকে ধ্রুবম্ ।
তচ্চাগ্রে ভবিতা যাক্তং শ্রীমশ্মুনি-মুখাদপি ॥ ৩৫৬ ॥

কৃতবান্ ভগবান্ লীলাং মর্ত্যালোকে নিজেচ্ছয়া ।
কচিস্তৌতেন দেহেন কচিদ বা চিন্ময়েন চ ॥ ৩৫৭ ॥

চিদেহেনৈব কৃষ্ণেন রাসলীলা কৃত্য ধ্রুবম্ ।
গোপীভিঃ প্রেমরূপাভি-রতো রতো ন সৌরতম্ ॥ ৩৫৮ ॥

“এবং শশাঙ্কাংশু-বিরাজিতা নিশাঃ

স সত্যকামোহনুরতাবলাগণঃ ।

সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ

সর্ববাঃ শরৎ-কাব্যকথা-রসাশ্রয়াঃ ॥” ৩৫৯ ॥

চিন্ময়ে ভগবদ্বেহে ভৌতিকং নাস্তি সৌরতম্ ।

এতেন রাসলীলায়াং কামো নাস্তীতি দর্শিতম্ ॥ ৩৬০ ॥

সংযতেন্দ্রিয়-বেগানাং যোগিনামুর্দ্ধরেতসাম্ ।

ভক্তানামপি কামিষ্ঠাং ন ভবেৎ সৌরতোদ্ববঃ ॥ ৩৬১ ॥

চিদানন্দঘনাকারে তদা যোগেশ্বরেশ্বরে ।

কা বা সৌরতবার্ত্তাপি কৃষ্ণে মদনমোহনে ॥ ৩৬২ ॥

শ্রীমদ্ভগবতো বোধ্যো বিহারো দ্বিবিধো বুধৈঃ ।

তন্ময়া সূচিতং পূৰ্ব্ব-মধুনা তদ বিতন্মতে ॥ ৩৬৩ ॥

গোলোকে নিত্যলীলায়াং শুদ্ধশক্তি-সমম্বিতঃ ।

বিহরন্ কৃষ্ণরূপেণ স্বানন্দমগ্নুতে স্বয়ম্ ॥ ৩৬৪ ॥

তদ্বিহারে ন সঙ্কল্লো নচ কিঞ্চিৎ ফলাস্তুরম্ ।

বিজ্ঞতে নিত্যসংশুদ্ধ-স্বানন্দাস্বাদনাদৃতে ॥ ৩৬৫ ॥

নারস্তো ন সমাপ্তিচ্চ তদ্বিহারস্ত বর্ত্ততে ।

দেশতঃ কালতশ্চাপি নিত্যশ্চার্সৌ স্বরূপতঃ ॥ ৩৬৬ ॥

তদ্বিহারে হি নিত্যো যো রত্যাখ্যো ভাব উত্তমঃ ।

আত্মত্বাৎ পরমত্বাচ্চ স আদ্যো রস উচ্যতে ॥ ৩৬৭ ॥

স্বষ্টেরাদৌ বিহারশ্চ শ্রীমদ্ভগবতোহপরঃ ।

প্রকৃতীক্ষরূপেণ শক্ত্যা ত্রিগুণয়া সহ ॥ ৩৬৮ ॥

তদ্বিহারে সিসৃক্ষাস্তি ফলঞ্চ জগদ্রম্যবঃ ।

তদ্বিহারকথৈবোক্তা শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনং প্রতি ॥ ৩৬৯ ॥

“মম যোনির্মহদ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥” ৩৭০ ॥

তত্রাপি নর-দুর্বেবোধ্যো ভাবো যো রতিনামকঃ ।

জগতঃ কারণত্বাচ্চ সোহপ্যাছো রস উচ্যতে ॥ ৩৭১ ॥

দ্বাবেব দর্শিতৌ লোকে বিহারৌ হরিণা স্বয়ম্ ।

আদ্যো বৃন্দাবনে দ্বার-বত্যাশ্চ দর্শিতোহপরঃ ॥ ৩৭২ ॥

লিঙ্গভেদবতাং নারী-নরাণাঞ্চ রতোদ্ভবঃ ।

রসোহপি জন্মহেতুত্বাদ্ জীবন্তাদ্যো রসো মতঃ ॥ ৩৭৩ ॥

জননেন্দ্রিয়-তৃপ্তীচ্ছা-প্রধানত্বাদয়ং রসঃ ।

ভৌতদেহোদ্ভবত্বাচ্চ ভুবনেহল্লীলতাং গতঃ ॥ ৩৭৪ ॥

সিসৃক্ষামাত্র-মুখ্যত্বাৎ প্রকৃতিশ্বর-যোগজঃ ।

অভৌতরূপজত্বাচ্চা-নল্লীলোহপি ন নির্মলঃ ॥ ৩৭৫ ॥

গোপীকৃষ্ণবিহারেতু সিসৃক্ষা নাস্তি নাপিচ :

ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তীচ্ছা ততস্তজ্জ্ঞা রসোহমলঃ ॥ ৩৭৬ ॥

সামান্যেনাদ্যনামানো যদ্যপ্যেতে রসাস্ত্রয়ঃ ।

প্রত্যেকং নাম বোদ্ধব্যং তথাপ্যেমাং পৃথক্ পৃথক্ ॥৩৭৭॥

শৃঙ্গারো নরনারীণা-মাদ্যশ্চ প্রকৃতিশয়োঃ ।

গোপিকাকৃষ্ণযোর্বোধ্যো মধুরশ্চৈশরীরয়োঃ ॥ ৩৭৮ ॥

মধুরং রসমাস্বাদ্য নিবৃত্তিং যাস্তি মানবাঃ ।

প্রসিদ্ধাস্ত ততো বাণী “মধুরেণ সমাপয়েৎ” ॥ ৩৭৯ ॥

গোপীনাং কৃষ্ণসংযোগে নৈবাত্মোহভূৎ প্রযোজকঃ ।

ন বিবাহো ন মন্ত্রশ্চ সম্প্রদাতাচ লৌকিকঃ ॥ ৩৮০ ॥

অনন্ত্যাপেক্ষি যৎপ্রেম তদেব ব্রজযোষিতাম্ ।

এক এবাভবদ্বৈতু-ভগবৎ-পতিলক্শ্যে ॥ ৩৮১ ॥

রুক্মিণী-প্রভৃতীনাস্ত সকামানাং বরপ্রিয়াম্ ।

বিবাহে সর্বমেবাসীদ যল্লোকে শাস্ত্রসম্মতম্ ॥ ৩৮২ ॥

গোপীষু কৃষ্ণভুক্তাস্থ নিষ্কামাস্থ বহুশপি ।

একস্ত্যামপি সঞ্জা ত একোহপি নহি গর্ভজঃ ॥ ৩৮৩ ॥

মতিষাঃ স্তম্ববুঃ পুত্রান্ দশৈকামপি কন্যকাম্ ।

প্রত্যেকং ভগবদ্ভুক্তাঃ সকামাস্তা যতোহভবন্ ॥ ৩৮৪ ॥

রন্দাবনে ন শোকোহভূদ্ বন্ধুবিন্ত-বিয়োগজঃ ।

একস্তা অপি গোপীষু কৃষ্ণৈকবিন্তবন্ধুষু ॥ ৩৮৫ ॥

পক্ষেতু রুক্মিণী জাতা প্রত্নান্নহরণাদ্ ভৃশম্ ।

শোকাক্তা সত্যভামাচ সত্রাজিদপমৃত্যুতঃ ॥ ৩৮৬ ॥

ସହସା ନାଶୟିଷ୍ଠା ଚ କୃଷ୍ଣୋ ଷଡ଼କୁଳଂ ମହତ୍ ।

ଅଦର୍ଶୟତ୍ ସକାମାନାଂ ସଂସାରକ୍ଷଣସଂସ୍ଥିତିମ୍ ॥ ୭୮୭ ॥

ଅତୋ ଦ୍ଵାରବତୀଳୀଳା ସଂସାରାର୍ଥ-ପ୍ରଦର୍ଶିକା ।

ବ୍ରଜଲୀଳାତୁ ଭକ୍ତାନାଂ ପରମାନନ୍ଦସୂଚିକା ॥ ୭୮୮ ॥

ବ୍ରଜେହପି ରାମଲୀଳେୟଂ ସର୍ବ-ଲୀଳୋତ୍ତମୋତ୍ତମା ।

ନରଲୀଳେବ ସମ୍ଭାତା ଭକ୍ତି-ହୀନେଷୁ ଜନ୍ତୁଷୁ ॥ ୭୮୯ ॥

ଅତତ୍ତ୍ଵଚିନ୍ତକା ମର୍ତ୍ତ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାନ୍ତେ ମଳିନାଂ ତତଃ ।

ପରାନନ୍ଦପରାଂ ଲୀଳାଂ ରାମାଧ୍ୟାତ୍ମି-ନିର୍ମଳାମ୍ ॥ ୭୯୦ ॥

ତେଷାମେବ ପ୍ରାବୋଧାୟ ନୂପବର୍ଯ୍ୟେଣ ସଦ୍ଗୁରୁଃ ।

ସମସ୍ତମଂ ଶୁକଃ ପୂର୍ବୋ ଭକ୍ତ-ବର୍ଯ୍ୟୋ ପରୀକ୍ଷିତା ॥ ୭୯୧ ॥

“ସଂସ୍ଥାପନାୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ପ୍ରଶମାୟେତରସ୍ୟ ଚ ।

ଅବତୀର୍ଣ୍ଣୋ ହି ଭଗବାନଂଶେନ ଜଗଦୀଶ୍ଵରଃ ॥ ୭୯୨ ॥

“ସ କଥଂ ଧର୍ମସେତୁନାଂ ବକ୍ତା କର୍ତ୍ତାଭିରକ୍ଷିତା ।

ପ୍ରତୀପମାଚରେଦ୍ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ପରଦାରାଭିର୍ମର୍ଷଣମ୍ ॥ ୭୯୩ ॥

“ଆପ୍ତକାମୋ ଷଡ଼ୁପତିଃ କୃତବାନ୍ ବୈ ଜୁଷ୍ଟସ୍ଥିତମ୍ ।

କିମଭିପ୍ରାୟ ଏତନ୍ନଃ ସଂଶୟଂ ହିଂସ୍ତି ସୁବ୍ରତ ॥” ୭୯୪ ॥

ତତ୍ର ସଚ୍ଚିଦ୍-ସ୍ଵନେ କୃଷ୍ଣୋ ଧର୍ମୋଽଧର୍ମୋଽପି ବା କୁତଃ ।

ଇତି କୈମୂତ୍ୟ-ଶ୍ରାୟେନ ମୁନିର୍ନୂପମବୋଧୟତ୍ ॥ ୭୯୫ ॥

“ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বর্য্যগাঞ্চ সাহসম্ ।

তেজীয়সাং ন দোষায় বহেঃ সর্ববভুজো যথা ॥ ৩৯৬ ॥

“নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হানীশ্বরঃ ।

বিনশ্যত্যাচরন্ মোঢ়াদ্ যথারুদ্রোহক্কিজং বিষম্ ॥ ৩৯৭ ॥

“ঈশ্বর্য্যগাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিৎ ।

তেষাং যৎ স্ববচো-যুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥ ৩৯৮ ॥

“কুশলাচরিতৈরেষা-মিহ চার্থো ন বিদ্যতে ।

বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥ ৩৯৯ ॥

“কিমুতাখিল-সত্ত্বানাং তির্ঘ্যাঙ্-মর্ত্ত্য-দিবৌকসাম্ ।

ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলাশ্রয়ঃ ॥ ৪০০ ॥

“যৎ-পাদপদ্ম-পরাগ-নিষেব-তৃপ্তা

যোগপ্রভাব-বিধুতাখিল-কর্শ্ববন্ধাঃ ।

স্বৈরং চরন্তি মুনয়োহপি ন নহমানা-

স্ত্যস্যোচ্ছ্রয়ান্ত-বপুষঃ কুত এব বন্ধাঃ ॥” ৪০১ ॥

সর্বৈবভ্য এব ভূতেভ্য-স্তেজসা বলবন্তমঃ ।

বহ্নিরেতৎ স্ত্রবিজ্ঞাতং ভূতলে সকলৈরপি ॥ ৪০২ ॥

স দন্ধা সর্ববভূতানি শুদ্ধাশুদ্ধানি তেজসা ।

তিষ্ঠত্যেব স্বয়ংশুদ্ধো হীয়তে ন হি তেজসা ॥ ৪০৩ ॥

জ্ঞানরূপস্তথা বহিঃ স্বজ্যোতিষাখিলং দহন ।

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদিকং দ্বন্দ্বং স্বয়ং তিষ্ঠতি নিৰ্ম্মলঃ ॥ ৪০৪ ॥

তদ্ব্রহ্মজ্ঞানমাপন্ন জীবা যে সমদর্শিনঃ ।

তেজীয়াংসঃ সমুচ্যন্তে তে সর্বৈব নিরহং-মমাঃ ॥ ৪০৫ ॥

অজ্ঞান-সম্ভবা ভাবা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদয়ো হি তান্ ।

ন স্পৃশন্তি বিনশন্তি প্রভূত স্বয়মেব হি ॥ ৪০৬ ॥

ব্রহ্মবিৎসু ন লেপোহস্তি কৃতানামপি কৰ্ম্মণাম্ ।

যথাপাং পৌক্ষরে পত্রে শ্রুতিরাহেতি স্মৃক্ষুটম্ ॥ ৪০৭ ॥

পুনঃ পুনরুবাচেদং ভগবাংশ্চ রণাঙ্গনে ।

অৰ্জ্জুনং প্রতি তৎসৰ্বং গীতায়ামস্তি বর্ণিতম্ ॥ ৪০৮ ॥

ব্রহ্মবিৎসু ন লেপঃ স্যাৎ যদ্ব্যবৃষ্টিত-কৰ্ম্মণাম্ ।

স নাস্তি কিমু বক্তব্যং তদ্ব্রহ্মঘন-বিগ্রহে ॥ ৪০৯ ॥

যৎ-রূপালক-বিজ্ঞানা লিপ্যন্তে নহি কৰ্ম্মভিঃ ।

জীবা অপি স্বয়ং তস্মিন্ কৃষে কৰ্ম্মফলং কুতঃ ॥ ৪১০ ॥

“ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মকলে স্পৃহা ।”

ইতি শ্রীভগবদ্‌বাক্যং গীতাবিদ্বিদিদং হি তৎ ॥ ৪১১ ॥

পাপা এব ন পাপাঃ স্যুঃ পাপান্তু পাপদর্শিনঃ ।

লোকেহপি সূতরাং পাপ-তমাঃ কৃষেহঘদর্শিনঃ ॥ ৪১২ ॥

অবিচ্ছা-বশগাঃ পাপং চরন্ত্যালোচয়ন্তি চ ।

তং কথং সংস্পৃশেৎ পাপ-মবিচ্ছা যদবশে স্থিতা ॥ ৪১৩ ॥

দর্শিতং কৃষ্ণনৈশ্চল্যং সত্যামপি পরপ্তিয়াম্ ।

পরপ্তী বস্ততো নাস্তি পূর্ণস্যোতি প্রদর্শ্যতে ॥ ৪১৪ ॥

“গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষাঞ্চৈব দেহিনাম্ ।

যোহন্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষ এষ ক্রাডন-দেহভাক্ ॥” ৪১৫ ॥

যথা বহি জগত্যস্মিন্ সূক্ষ্মঃ সর্ববগতঃ সদা ।

সর্বরূপো ভবন্ ভাতি বহিষ্ঠাপি ততঃ পৃথক্ ॥ ৪১৬ ॥

তথৈকঃ পুরুষঃ সূক্ষ্মঃ সর্ববাস্তুঃ সর্বরূপধৃক্ ।

বহিষ্ঠ বর্ততে নিত্য-মিত্যুবাচ কঠশ্রুতিঃ ॥ ৪১৭ ॥

“পরমাত্মা-দ্বয়ানন্দ-পূর্ণঃ পূর্বঃ স্ব মায়য়া ।

স্বয়মেব জগন্তু হা প্রাবিশজ্জীবরূপতঃ ॥ ৪১৮ ॥

ব্রহ্মাভ্যন্তম-দেহেষু প্রবিষ্টো দেবতাভবৎ ।

মর্ত্যাভ্যধমদেহেষু স্থিতো ভজতি দেবতান্ ॥” ৪১৯ ॥

ইতি পঞ্চদর্শীকার-সিদ্ধান্তোহপি চ দৃশ্যতে ।

তদগ্ৰন্থে বৈদিকে সর্ব-সুধীবর্য্য-সমাদৃতে ॥ ৪২০ ॥

চিন্মাত্র-ব্রহ্মরূপেণ যঃ সদা সর্বরূপধৃক্ ।

চিদানন্দঘনাকারঃ স কৃষ্ণোহয়ং বহিঃস্থিতঃ ॥ ৪২১ ॥

প্রাকৃতাপ্রাকৃতা চেতি লীলা ভগবতো দ্বিধা ।

অত্র তে স্মরণীয়ে ধে রাসলীলা-বুভুৎসুভিঃ ॥ ৪২২ ॥

স্বাংশেন হি জগন্তুত্বা সুখ-দুঃখ-সমন্বিতম্ ।

ক্রীড়তি স্বেচ্ছয়া শশ্ব-ল্লীলৈষা প্রাকৃতা মতা ॥ ৪২৩ ॥

“বিষ্ণুভ্যাহমিদংকৃৎস্ন-মেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।”

ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যং সুস্পষ্টমজ্জুনং প্রতি ॥ ৪২৪ ॥

তদ্বিভূতেশ্চতুর্থাংশ ইদং ভূতময়ং জগৎ ।

ত্রিপাদাঃ প্রকৃতেঃ পারে স্ফুটমিত্যাহ চ শ্রুতিঃ ॥ ৪২৫ ॥

ত্রিপাদ্ ভূতের্বিলাসো হি প্রকৃতেঃ পরতঃ স্থিতঃ ।

স এবাপ্রাকৃতী লীলা নিত্যানন্দ-পরিপ্লুতা ॥ ৪২৬ ॥

নির্বাণ-শ্রবকরীং লীলাং তাং নিনীযুঃ পদাশ্রিতান্ ।

ত্রজে দীব্যতি দেবেশঃ স্বনিত্য-শক্তিভিঃ সহ ॥ ৪২৭ ॥

পরস্ত্রী-সঙ্গজো দোষ-স্তৎকৃতঃ পরমাত্মনঃ ।

পরনার্যেব নাস্ত্যস্ত সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতঃ ॥ ৪২৮ ॥

অভিপ্রায়েহত্র কৃষ্ণস্য পৃষ্ঠো রাজ্ঞা পরীক্ষিতা ।

মুনের্ঘতুস্তরং তত্র তন্ময়ালোচ্যতেহধুনা ॥ ৪২৯ ॥

“অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ ।

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া বাঃ শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ ॥”৪৩০ ॥

রসজ্ঞা ভাবুকা ভক্তা হনপেক্ষ্য রতেঃ কথাম্ ।
রসমাত্রং সমাস্বাদ্য গচ্ছন্তি চরিতার্থতাম্ ॥ ৪৩১ ॥

অতঃপরো ভবেৎ কো বা-নুগ্রাহো ভগবৎ-কৃতঃ ।
মর্ত্যেহবতীৰ্ঘ্য যন্তুক্তান্ স্বরসং স্বাদয়েৎ স্বয়ম্ ॥ ৪৩২ ॥

শৃঙ্গার-রস-বুদ্ধ্যাপি যঃ শৃঙ্গার-রসপ্রিয়ঃ ।
শৃণুয়াস্তগবল্লীলাং সোহপি কালে তমেষ্যতি ॥ ৪৩৩ ॥

বস্তৃশুক্তিঃ সদা জ্ঞান-নিরপেক্ষেতি বুধ্যতে ।
বুধৈঃ সর্বৈব স্তথা লোকে সকলৈরবুধৈরপি ॥ ৪৩৪ ॥

প্রভাবো ভগবান্নাম্নঃ স্কান্দেহস্তি বর্ণিতঃ স্ফুটঃ ।
হেলয়াপি বদনাম জনো মুক্তিমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৪৩৫ ॥

“মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল-নিগম-বল্লী-সংকলং চিৎস্বরূপম্ ।
সকদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥” ৪৩৬ ॥

হেলয়াপি বদনাম জনো মুক্তিমিযাদ্ যদি ।
খেলয়াপি বদনাম কথং মুক্তিং লভেত ন ॥ ৪৩৭ ॥

অভক্তিৰ্ভক্তি-শাস্ত্রে চেজ্-জ্ঞানমাশ্রিত্য দর্শ্যতে ।
বৈদান্তিকোহপি সিদ্ধান্তঃ কৃতঃ পঞ্চদশীকৃত ॥ ৪৩৮ ॥

“সংবাদি-ভ্রমবদ্ ব্রহ্ম-তত্ত্বোপাস্ত্যাপি মুচ্যতে ।

উত্তরে তাপনীয়েহতঃ শ্রুতোপাস্তি রনেকথা ॥ ৪৩৯ ॥

মণিপ্রদীপ-প্রভয়ো মণি-বুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ ।

মিথ্যা-জ্ঞানাবিশেষেহপি বিশেষোহর্থ-ক্রিয়াং প্রতি ॥ ৪৪০ ॥

দীপোহপবরকস্যাস্ত বর্জ্যতে তৎ-প্রভা বহিঃ ॥

দৃশ্যতে দ্বার্যাথান্নত্র তদ্বদ্দৃষ্টা মণেঃ প্রভা ॥ ৪৪১ ॥

দূরে প্রভাদয়ং দৃষ্টা মণি-বুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ ।

প্রভায়াং মণি-বুদ্ধিস্ত মিথ্যাজ্ঞানং দ্বয়োরপি ॥ ৪৪২ ॥

ন লভ্যতে মণি দীপ-প্রভাং প্রত্যভিধাবতা ।

প্রভায়াং ধাবতাবশ্যং লভ্যেতৈব মণিমণেঃ ॥ ৪৪৩ ॥

দীপ-প্রভা-মণি-ব্রাস্তি-বিসংবাদি-ভ্রমঃ স্মৃতঃ ।

মণি-প্রভা-মণি ব্রাস্তিঃ সংবাদি-ভ্রম উচ্যতে ॥ ৪৪৪ ॥

স্বয়ং ভ্রমোহপি সংবাদী যথা মুক্তিফলপ্রদঃ ।

ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনাপি তথা মুক্তি-ফলপ্রদা” ॥ ৪৪৫ ॥

স্বাভাবিক্যেব জীবানা-মচ্ছিন্নানন্দলক্শ্যে ।

বাঞ্ছাস্তি প্রযতন্তে চ তদর্থং স্বেচ্ছয়া জনাঃ ॥ ৪৪৬ ॥

তত্র কেচিদ্তদর্থঞ্চ ভগবন্তমুপাসতে ।

সাক্ষাদানন্দ-চিন্মূর্ত্তিং চতুরা বিরলা হি তে ॥ ৪৪৭ ॥

তল্লিপ্সয়া পুনঃ কেচি-ল্লীলাং ভগবতো জনাঃ ।
প্রাকৃতী মভিমতৌব শৃণুস্তি চ পঠন্তি চ ॥ ৪৪৮ ॥

কেচিচ্চ ভব-বার্তায়া-মিচ্ছন্তি পরমং সুখম্ ।
কায়েন মনসা বাচা তামেবালোচয়ন্তি চ ॥ ৪৪৯ ॥

পরমানন্দ-লাভায় ভগবন্তং শ্রয়ন্তি যে ।
সন্মার্গবর্ত্তিনাং তেষাং তল্লাভে নহি সংশয়ঃ ॥ ৪৫০ ॥

মত্বাপি প্রাকৃতীং লীলাং শুদ্ধাং ভাগবতীং জনাঃ ।
লভ্যেরনৈব সংবাদি-ভ্রমগাঃ সুখবিগ্রহম্ ॥ ৪৫১ ॥

শক্তিঞ্চ ভগবান্নঃ স্বীকৃতাহৈতবাদিনা ।
তেন তচ্চাপি সংগৃহ্য ময়াত্র দর্শ্যতে পুনঃ ॥ ৪৫২ ॥

“ভুরেণাপ্তঃ সন্নিপাতং ভ্রান্ত্যা নারায়ণং স্মরন্ ।
মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি স সংবাদি-ভ্রমো মতঃ” ॥ ৪৫৩ ॥

সম্ভবেৎ শাস্ত্রমানং কি-মিতোহপি বলবন্তরম্ ।
অন্যথা মনেনাপি ভগবৎ-প্রাপ্তি-সাধনে ॥ ৪৫৪ ॥

শৃঙ্গাররসবুদ্ধ্যাপি শৃণুস্তো ভগবৎ-কথাঃ ।
পঠন্তুচ্চাপ্নুবন্ত্যেব ভগবন্তমতো ধ্রুবম্ ॥ ৪৫৫ ॥

মানুষং দেহমিত্যশ্চ ব্যাখ্যা বোধ্যা নরাকৃতিম্ ।
উপক্রমোপসংহার-ভ্যাসদৃষ্ট্যা সূধীজনৈঃ ॥ ৪৫৬ ॥

অমর্ত্যোহবতরন্ মর্ত্যে ভূতানুগ্রহবাঞ্ছয়া ।

চিত্রং যদ্বদশচক্রেণ ভূতোহভূদ্ ভগবানপি ॥ ৪৫৭ ॥

স্বখেপ্সবস্তু যে কেচিদ্ ভৌমং ভোগ্যমুপাসতে ।

বঞ্চিতান্তে ভবন্ত্যেব বিসংবাদিভ্রমানুগাঃ ॥ ৪৫৮ ॥

কৃষ্ণলীলামূদাহত্য যদি কশ্চিদতদ্বিৎ ।

পরনার্যাং প্রসজ্যেত নিরয়ন্তশ্চ নিশ্চিতঃ ॥ ৪৫৯ ॥

যে কেচিদ্ ভক্তভাণেন পাষণ্ডবেশিনস্তথা ।

কুর্বন্তি নহি সংস্পৃশ্যা তেষাং ছায়াপি সজ্জনৈঃ ॥ ৪৬০ ॥

নিরশ্চ ভগবৎকৃষ্ণ-পরস্ত্রীসঙ্গসংশয়ম্ ।

অধুনা দর্শ্যতে কৃষ্ণ-মহৈশ্বর্যং মুনীশ্বরৈঃ ॥ ৪৬১ ॥

“নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতান্তশ্চ মায়ায়া ।

মন্থমানাঃ স্বপার্বস্থান্ স্থান্ স্থান দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥”৪৬২॥

যস্তাজ্জাবর্ত্তিনী মায়া সর্বাসম্ভবসাধিকা ।

তৎকার্যো বিস্ময়ঃ কো বা কো বাস্তি তত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৬৩ ॥

যশোদাপি গৃহাভ্যন্তঃ-শয্যায়াং স্তপ্তমেব হি ।

শ্রীকৃষ্ণং মন্থতে স্নেতি বোদ্ধব্যং বুদ্ধিমদ্বরৈঃ ॥ ৪৬৪ ॥

ততঃ শ্রীমুনিবর্যোণ রাসশ্রবণ-পাঠয়োঃ ।

দর্শিতং যৎ ফলং তচ্চ সমুদ্ভূত্যাত্র দর্শ্যতে ॥ ৪৬৫ ॥

“বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষেণ-
 র্যঃ শঙ্কয়ানুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ ।
 ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
 হ্রদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যাচরেণ ধীরঃ ॥” ৪৬৬ ॥

স্বরূপশক্তিভিঃ সার্ক-মানন্দঘনরূপিণঃ ।
 কৃষ্ণস্ত নিত্যলীলেয়ং তত্র কামকথা কুতঃ ॥ ৪৬৭ ॥
 যদ্রূপসাগরে কামো দুরন্তোহপি নিমজ্জতি ।
 কুতঃ কামোদ্ভবস্তস্মিন্ কৃষ্ণে মদনমোহনে ॥ ৪৬৮ ॥

কো নাম মদনস্তাসু ব্রজবালাসু মোহিতঃ ।
 যৎপ্রেম-সাগরে মগ্নঃ স্বয়ং মদনমোহনঃ ॥ ৪৬৯ ॥

সর্ববতো নির্মমত্বং যৎ মমত্বঞ্চ পরং হরৌ ।
 গোপীত্বং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং নাভীরীত্বস্ত লৌকিকম্ ॥ ৪৭০ ॥

তৎকাম-দমনীং লীলাং শৃণুংস্চ বর্ণয়ন্ মুহুঃ ।
 আশু কামং হিনোত্যেত-ন্ন চিত্রং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৭১ ॥

ন কৃষ্ণো মানুষো ভৌতো মানুষ্যশ্চ ন গোপিকাঃ ।
 তল্লীলা স্মতরাং শুদ্ধা মোক্ষদা নতু মানবী ॥ ৪৭২ ॥

সারার্থঃ সর্ববেদানাং দর্শিতো হরিণা স্বয়ম্ ।
 অভিনীয় মহারাসং জীবানাং মুক্তিহেতবে ॥ ৪৭৩ ॥

“মুক্তি হিত্বানুথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ।

ইতি বেদান্তনির্দিষ্টং বিজ্ঞতে মুক্তিলক্ষণম্ ॥” ৪৭৪ ॥

জীবাঃ প্রকৃতয়ো নৃত্যা-শ্চিন্ময়া দুঃখ-বর্জিতাঃ ।

সেব্যঃ কৃষ্ণঃ সদা তাসা-মানন্দঘনবিগ্রহঃ ॥ ৪৭৫ ॥

বিস্মৃত্য স্ব-স্ব-রূপং তাঃ কৃষ্ণমায়াবিমোহিতাঃ ।

ভৌতং দেহং সমাশ্রিত্য মন্যন্তে স্বাস্তদাত্মিকাঃ ॥ ৪৭৬ ॥

স্ব-সেব্যং পরমানন্দং হিত্বা দুঃখমশাশ্বতম্ ।

সেবন্তে ভৌতিকং বস্তু স্তুখেপ্সয়া দিবানিশম্ ॥ ৪৭৭ ॥

ইদমেবানুথারূপং জীবানাং সচ্চিদাত্মনাম্ ।

কারণং সর্বদুঃখানাং তদ্ধিত্বা মুক্তিমম্মিয়াৎ ॥ ৪৭৮ ॥

স্বকীয়াঃ প্রকৃতীরিখং কৃত্বা কৃষ্ণঃ স্বমায়ায়া ।

পরকীয়াঃ পুনর্বৈদ-বাচাহবয়তি তাঃ পুনঃ ॥ ৪৭৯ ॥

ইমাং ভাগবতীং লীলাং পণ্ডিতঃ কো ন বুধ্যতে ।

গীতোপনিষদো যো হি পঠত্যভিনিবেশবান্ ॥ ৪৮০ ॥

যদি কশ্চিন্ন বুধ্যত তদর্থং ভগবান্ স্বয়ম্ ।

কৃপালুর্দর্শয়ামাস তদর্থং লীলয়া ব্রজে ॥ ৪৮১ ॥

কৃত্বা স্বাঃ প্রকৃতী রাধা-প্রমুখাঃ পরদারবৎ ।

বংশীস্বনে চাহুয় স্বাস্তিকং পুনরানয়ৎ ॥ ৪৮২ ॥

লক্ষণানি দশোক্তানি পুরাণস্ত মহাষিভিঃ ।

লক্ষণং চরমং তত্র নির্দিষ্টমাশ্রয়াভিধম্ ॥ ৪৮৩ ॥

“অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ ।

মহাস্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাত্রয়ঃ ॥” ৪৮৪ ॥

আশ্রয়ঃ কীর্তিতো যস্মা-তত্র মুক্তেরনস্তরম্ ।

তস্মাদাত্রয় এবাসৌ মুক্তেরপি মহত্তমঃ ॥ ৪৮৫ ॥

আশ্রয়ো ভগবান্ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

বিশ্বেষামাত্রয়ত্বেন ব্যাখ্যাতঃ স্বামিভিস্তুথা ॥ ৪৮৬ ॥

“দশমে দশমং লক্ষ্য-মাশ্রিতাত্রয়বিগ্রহম্ ।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥” ৪৮৭ ॥

আশ্রিতাত্রয়তাং স্বস্ত স্বজগদ্ধামতাং তথা ।

ব্রজে চাদর্শয়ৎ কৃষ্ণ আত্মনঃ পরধামতাম্ ॥ ৪৮৮ ॥

দর্শয়ন্ শ্রোদরে বিশ্বং জনৈশ্চ জগদীশ্বরঃ ।

ব্যজ্ঞাপয়ৎ সুবিস্পষ্টং জগদ্ধামত্বমাত্মনঃ ॥ ৪৮৯ ॥

বিপন্ত্যঃ শ্রাস্ত্রিতান্ রক্ষ-ন্ন সৰ্বদ্বৈজবাসিনঃ ।

স্বস্ত চাদর্শয়ৎ কৃষ্ণ আশ্রিতাত্রয়তাং পুনঃ ॥ ৪৯০ ॥

স্বানন্দং শ্রাদয়ন্ গোপীঃ কৃষ্ণে রাসমিষেচ ।

অদর্শয়ৎ সদানন্দং পরধামত্বমাত্মনঃ ॥ ৪৯১ ॥

যাগো যোগস্তুপো ধ্যানং ভক্তিচ্ছানিঞ্চ তাস্বিকম্ ।
যদর্থং বিহিতং সোহয়ং রাসো বিশ্বফলাৎ ফলম্ ॥ ৪৯২ ॥

অতঃ শ্রীভগবদ্ভাস-লীলা কামবিমর্দিনী ।
নিবৃত্তিদায়িনী চৈব নিবিববাদমিতি স্থিতম্ ॥ ৪৯৩ ॥

পঞ্চাধ্যায়ী সমাপ্তেয়ং গোপ্যোহজ্ঞানমতীত্য চ ।
প্রেম্ণাপুং পরমানন্দং মধুরেণ সবিশ্রহম্ ॥ ৪৯৪ ॥

ক্ষমতামপরাধং শ্রী-শ্রীরাধা-বল্লভো মম ।
যন্নিশ্চলা ময়া স্পৃষ্টা তল্লীলাতিমলীমসা ॥ ৪৯৫ ॥

ক্ষমস্তামপরাধং মে শ্রীরাধাদিব্রজাঙ্গনাঃ ।
যন্নীচেন ময়া স্পৃষ্টং তৎ-কৃষ্ণপ্রেম নিশ্চলম্ ॥ ৪৯৬ ॥

ক্ষমতামপরাধং মে কালোহসৌ দুর্জয়ঃ কলিঃ ।
যদ্বসন্ বিষয়ে তস্ম তদবৈরিস্তুতিমাচরম্ ॥ ৪৯৭ ॥

সর্ববিশ্ম্যান্ পরিত্যজ্য কৃষ্ণমেব শ্রয়ন্তি যে ।
মূর্ত্তানন্দেন তেনৈব মোদন্তে তে ইতি স্থিতম্ ॥ ৪৯৮ ॥

বিভ্রূপং মদন-দমনং দীব্যদাতীরবালা-
মালামধ্যে যুগপদবলা-যুগ্মমধ্যে চ খেলন্ ।
রাধাকাস্তো রতিরসময়ীং নিশ্চলাং রাসলীলাং
ব্রহ্মানন্দাদপি সুখতরাং ভাতু তদ্বন্ মনস্তঃ ॥ ৪৯৯ ॥

রাধা রাসেশ্বরী সা মধুররসময়ী কৃষ্ণভক্ত্যেকদাত্রী

তস্তাঃ সখ্যচ্চ সর্ববাস্তুদম্মুগতহৃদঃ কৃষ্ণসেবৈকসারাঃ ।

শ্রীরাধাবল্লভ-শ্রীচরণ-সরসিজ-প্রেমলেশস্য লেশং

সঞ্চার্যোমং সূদীনং জনমতিপতিতং সন্নতং শোধয়ন্তু ॥৫০৪॥

ঈশে বংশীধরে কৃষ্ণে অবলাকুলনাশনে ।

ভবেদ্ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাস্ততঃ সতাম্ ॥৫০১॥

ইদং শ্রীবাসুদেবস্ত কৃষ্ণস্ত পরমাত্মনঃ ।

ভবতু প্রীতয়ে নিত্যং তল্লীলাঙ্কিতপুস্তকম্ ॥ ৫০২ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গোস্বামিনা বিরচিত্তে

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে রাসলীলামৃতম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণার্ণমস্তু ।

শ୍ରীକୃଷ୍ଣ-ଲୀଳାସୂତ

ମହାପ୍ରଭୁପାଦ-

ଶ୍ରୀନୀଳକାନ୍ତ-ଦେବ-ଗୋସ୍ୱାମି

ଭାଗବତାଚାର୍ଯ୍ୟ-ପ୍ରଣୀତ ।

ପ୍ରକାଶକ—ଶ୍ରୀନୃପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘୋଷାଳ ।

୧୫୧୨୧ ବାହିର ମିର୍ଜାପୁର ରୋଡ, ଗଢ଼ପାର ।

ପ୍ରିଣ୍ଟର—ଶ୍ରୀଜାଗତୋଷ ବନ୍ଧୋପାଧ୍ୟାୟ ।

ମେଟ୍ଟକାଫ୍ ପ୍ରେସ,

୧୨ ନଂ ବଳରାମ ଦେ ଝିଟ, କଲିକାତା ।

୧୯୨୫ ସାଲ ।



স্বর্গীয় উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী শ্রেষ্ঠীরত্ন

মঙ্গলাচরণ ।

যম-ভয় যায়, দূরে যাহার শরণে ।
শরণ লইলু সেই নীরদ-বরণে ॥
অরে অন্ধ মন যদি চাহিসু ন্যূন ।
কৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম-মধু কর আহরণ ॥
কৃষ্ণপ্রাণ কৃষ্ণমন প্রেমে মাতোয়াল ।
শরণ আমার সেই শচীর 'দুলাল' ॥
স্বরব্রহ্ম-বংশীরূপে মাতায় ভুবন ।
শরণ আমার সেই শ্রীবংশীবদন ॥
বেদ বিরচিলা বিধি কৃপায় যাঁহার ।
সেই বাসুদেব শুধু শরণ আমার ॥
গোলোকপতির গুণ গাবে মর্ত্য নর ।
অবোধ হইয়া করি দুরাশায় ভর ॥
অথবা উচ্ছিষ্টভোজী পাবেই আহার ।
আমি ত উচ্ছিষ্টভোজী স্তব্ধী-সবাকার ॥
নারায়ণ নরোত্তম নর ব্যাস বাণী ।
এ সবে নমিয়া আলোচিবে জয় বাণী ।

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত ।

গোলোক লীলামৃত

—:०००:—

* নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামের নাম গোলোক । তিনি অনাদিকাল হইতে নিজ নিত্যধামে নিত্যই বিরাজিত আছেন । ব্রহ্মসংহিতা-নামক অতি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে লিখিত আছে—“যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা হইয়াও আপন অংশস্বরূপ চিদানন্দ-রসময় শক্তিগণকে লইয়া গোলোক-নামক নিত্যধামে নিত্য বিরাজিত আছেন, আমি সেই শ্রীগোবিন্দের ভজনা করি” । ব্রহ্মসংহিতার উক্ত বাক্যানুসারে গোলোকধামে ভগবানের নিত্যাবস্থান অবগত হওয়া যায় । তন্মিন্ন গোপালতাপনী শ্রুতিতে গোলোক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ-গোপীদিগের বিষয় সবিস্তরে বর্ণিত আছে ; এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সে সমুদায় উদ্ধৃত করা অসম্ভব । যাঁহারা সবিস্তরে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখিবেন । গোলোক-ধাম চিন্ময় ; সূতরাং প্রাকৃত চন্দ্রচকুতে দেখিবার বিষয় নহে । জ্ঞানাজ্ঞান-শোধিত প্রেমনেত্রেই উহা দেখিতে পাওয়া যায় ; ঐ প্রেমনেত্রের অপর নাম চিদিন্দ্রিয় ; ঐ চিদিন্দ্রিয়ই চিদবস্তু

দেখিবার সাধন । ব্রাহ্মণগণ সঙ্খ্যাবন্দনাদি নিত্যক্রিয়ার এবং শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক ও ত্রতাদি কাম্যক্রিয়া-কলাপের প্রারম্ভে যে বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক আচমন করিয়া থাকেন, উহাও অতীন্দ্রিয় ভগবদ্ধামের পরিচায়ক । তাঁহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই—

“জ্ঞানিগণ আকাশে প্রসারিত দৃষ্টির ন্যায় অপ্রতিহত দিব্য-চক্ষুতে বিষ্ণুর সেই পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন ।” স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে আপন চিন্ময় ধামের পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন,—“দেখ অর্জুন ! যে স্থানে সূর্য্যা-লোক, চন্দ্রপ্রভা ও অগ্নিজ্যোতির প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ যে স্থান নিজালোকেই আলোকিত এবং যে স্থানে গমন করিলে, জীবগণকে আর জন্ম মৃত্যু অনুভব করিতে হয় না তাহাই আমার পরম ধাম ।” সচ্চিদানন্দময় ঐ ভগবদ্ধামের অবধি নাই, উহা আপন অসীম স্বরূপে অনন্তব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও অনন্ত-বিসারিত । শ্রুতিতে কথিত আছে—“এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত ভগবদ্বিভূতির এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ যৎকিঞ্চিন্মাত্র এবং ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ প্রকৃতির বাহিরে তাঁহার ত্রিপাদ অর্থাৎ অনন্ত বিভূতি ।” স্বয়ং ভগবান্ও অর্জুনকে বলিয়াছেন—“আমি মদীয় একাংশদ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি ।” ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ভগবদ্ধামের অনন্ততা নষ্ট হয় না, কারণ ভগবদ্ধাম চৈতন্যময় এবং ব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্যেরই প্রাকৃতিক পরিণাম । যেমন জলেরই বিকার ফেনাদি অপার জলরাশির বক্ষে ভাসিয়া যায়, সেইরূপ

চৈতন্যেরই বিকার অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত চৈতন্যসাগরে অক্ষুণ্ণ ভাসিতেছে । অভিনিবিষ্ট-চিন্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়,—নিখিল ব্রহ্মাণ্ডও গোলোক ; গোলোক ভিন্ন স্থান নাই, তবে অনাবৃত বিশুদ্ধ চৈতন্যময় ধামই গোলোক এবং গুণাবৃত মলিন চৈতন্যময় স্থানই ব্রহ্মাণ্ড নামে অভিহিত হইয়া থাকে । চিদাকার সনাতন আনন্দময় ও অসীম ভগবদ্ধামই ভগবদ্ভিচ্ছায় একাংশে গুণযুক্ত হইয়া ঐ ত্রিগুণেরই অল্পতা ও আধিক্য-বশতঃ ব্রহ্মলোক হইতে ক্রমে ক্রমে 'স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম হইয়া আসিয়াছে । গুণাবরণ উন্মোচিত হইলেই আনন্দময় বিশুদ্ধ গোলোক প্রকাশিত হইয়া পড়ে । রামানুজ প্রভৃতি ভক্ত ভাব্যকারদিগের কথা দূরে থাকুক, জ্ঞানপক্ষপাতী শঙ্করাচাৰ্য্যও শ্রুতি-সম্মত বৈষ্ণবধাম স্বীকার করিয়াছেন ; তাঁহার গীত-ভাষ্যেও পুনঃ পুনঃ বৈষ্ণবধামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ।

গো—শব্দের অর্থ কিরণ অর্থাৎ জ্যোতিঃ এবং লোক—শব্দের অর্থ ভুবন ; এই নিमित্তই জ্যোতির্স্বয়ং ভগবদ্ধামের নাম 'গোলোক' হইয়াছে এবং এই নিमित্তই উহার অন্য কোনও প্রকাশকের প্রয়োজন নাই । যেমন সূর্য্য আপনিই আপনার প্রকাশক,—অন্য কোনও পার্থিব আলোক সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানালোকে আলোকিত গোলোক-ধামের অন্য কোনও প্রকাশক সম্ভবে না ; উহা নিজালোকেই আলোকিত হইয়া সূর্য্যাদি অখিল লোক প্রকাশিত করিতেছে । মানবের মধ্যেও ভাগ্যক্রমে যাঁহার জ্ঞাননেত্র প্রস্ফুরিত হয়,

তাঁহার আর চর্ম্মচক্ষু বা সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় না, তিনি চর্ম্মচক্ষু নিমীলিত করিয়া, এক স্থানেই উপবেশনপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই নিমিত্তই জ্ঞানমূর্ত্তি ভগবান্ মহাদেবের ভ্রমধ্যস্থ জ্ঞাননেত্র প্রদীপ্ত সূতরাং অপর নেত্রদ্বয় নিমীলিত। আলোক-বাচক কোনও শব্দ শ্রবণ করিলেই আমরা সূর্য্যাদির আলোক মনে করিয়া থাকি ; কিন্তু জ্ঞানালোক তাহা বা তদ্রূপ নহে ; সাধন ভিন্ন উহার স্বরূপ ধারণা করা যায় না।

গোলোকধাম তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই প্রাকৃতিক ত্রিগুণের অতীত। তথায় তমোগুণ নাই ; সূতরাং মূর্ত্তিকাদি স্থূল পদার্থও নাই ; রজোগুণ নাই ; সূতরাং অভাব-পূরণার্থ ক্রিয়াকলাপের চাঞ্চল্যও নাই এবং সত্ত্বগুণ নাই ; সূতরাং আত্মোন্নতির নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের আড়ম্বরও নাই। কালের অধিকার না থাকায় সেখানে জন্ম, জন্মান্তরাস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, হ্রাস ও ধ্বংস নাই। উহা অনাদিকাল হইতে একই ভাবে অবস্থিত আছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত একই ভাবে থাকিবে। তথায় কোনও প্রকার দুঃখ বা দুঃখমিশ্রিত সুখের সম্ভাবনা না থাকায়, সর্ব্বদাই শান্তি ও নিত্যানন্দের নিত্যলীলা। সেখানে আকাশ নাই, সূতরাং অবকাশোথ শব্দও নাই ; কিন্তু অবকাশানপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ মধুরস্বর ও মনোহর বাক্যালাপ আছে ; সেখানে বায়ু নাই,—সূতরাং বায়ুমূলক স্পর্শও নাই ; কিন্তু নিত্য-সুখকর শৈত্যানুভব আছে ; সেখানে তেজ নাই,—তেজোগুণ রূপও

নাই ; কিন্তু অপ্রাকৃত আনন্দঘন বিগ্রহ আছে ; সেখানে জল নাই,—জল-স্বভাব রসও নাই ; কিন্তু অমৃতাধিক চিদানন্দ-রসের অনপায়ী আন্বাদন, আছে ; তথায় ভূমি নাই,—ভূমিধর্ম গন্ধও নাই ; কিন্তু চিত্তোন্মাদক অবিচ্ছিন্ন অভৌম সৌরভ আছে । সেখানে কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, কিন্তু যদৃচ্ছাকৃত লীলাময় কর্ম্ম আছে ;—সেখানে জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই ; অথচ অপ্রতিহত অনন্ত-বিসারিত বিজ্ঞান আছে । সেখানে অভি-মানাত্মক অহঙ্কার নাই,—কিন্তু নিরভিমান দেব্য ও সঙ্কোচশূন্য সেবক আছে ; তথায় অনবস্থিত বিকলাত্মক মন নাই, কিন্তু আনন্দনিষ্ঠ ঐকান্তিক মনন আছে ; তথায় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নাই,—অথচ অবিচলিত অসন্দিগ্ধ বিবেচনা আছে । সেখানে কদর্যের প্রতিযোগী সুন্দর নাই, এবং তিস্তের প্রতিযোগী মধুর নাই,—কিন্তু ভাবময় মূর্তিমান সৌন্দর্য ও মাধুর্য আছে । ফলতঃ উহা ভাবের রাজ্য, রসের আলায় ও নিত্যানন্দের আধার ।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ব্যাস-বিরচিত বেদান্তদর্শনের শেষ সূত্র ব্যাখ্যা করিতে উত্তত হইয়া প্রসঙ্গক্রমে শ্রুত্যান্ত ব্রাহ্মী পুরীর পরিচয় দিয়াছেন । সর্বসমক্ষে শ্রুতিবাক্য প্রকাশ করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ ; বেদাদি শাস্ত্রবাক্যেও আমার অবিচলিত বিশ্বাস ; অতএব শঙ্করোক্ত শ্রুতিবাক্য অবিকল উদ্ধৃত করিতে সাহসী হইলাম না ; এজন্য কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া নিজ ভাষায় ব্যক্ত করিলাম—“প্রজাপতি ব্রহ্মার সুবিস্তীর্ণ জ্যোতির্ময় লোকে সোমবর্ষী অশ্বখবৃক্ষ, সাগর-সদৃশ চিন্ময় সরোবর ও পরম সমৃদ্ধি-

শালী ব্রহ্মভবন শোভা পাইতেছে।” অপৌরুষেয় অভ্রান্ত ঐতি-
বাক্যের অভিপ্রায়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার পুরীও জ্যোতির্স্বয়ং; অতএব
প্রজাপতিরও পতি স্বয়ং ভগবানের নিত্যধাম যে জ্যোতির্স্বয়ং,—
ইহা শাস্ত্রসেবী বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য স্বীকার্য। গীতোক্ত
পরম ধাম, ও শ্রুতযুক্ত পরম পদ একই অর্থের প্রকাশক;
উভয় শাস্ত্রই অপ্রাকৃত বৈষ্ণবধামের অনপনেয় প্রমাণ।

ঐরূপ চিদানন্দময় নিত্যধামে আনন্দঘনবিগ্রহ ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণ স্বাক্ষোপাঙ্গস্বরূপ স্বজনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সর্বদাই
স্বানন্দান্বাদনের আদান প্রদান করিয়া থাকেন;—তাহার বিরাম
নাই। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের ঘনাবস্থা বা সচ্চিদানন্দঘন-
বিগ্রহ সাধারণ জীবের ধারণার বিষয় না হইলেও, শাস্ত্রসম্মত
এবং প্রেমিক ভক্তের প্রত্যক্ষ অনুভূত। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া-
ছেন—“আমি ব্রহ্মের, অব্যয় অমৃতের, সনাতন ধর্মের ও
ঐকান্তিক আনন্দের প্রতিষ্ঠা”। সর্বলোক-সমাদৃত টীকাকার-
চূড়ামণি শ্রীধরস্বামী ভগবদ্‌বাক্যস্থ “প্রতিষ্ঠা” শব্দের ব্যাখ্যায়
ঘনীভূত ব্রহ্মই বলিয়াছেন। সর্ববেদের সারস্বরূপ গায়ত্রী-মন্ত্রে
উক্ত হইয়াছে—“জগৎপ্রসবিতা দেবের সর্বশ্রেষ্ঠ তেজ ধ্যান
করি।” ইহাতেও ভগবদ্বিগ্রহের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।
যেমন সূর্য্যের তেজ বলিলে, সূর্য্য ও তেজ পৃথক্ পদার্থই বুঝিতে
হয়, সেইরূপ গায়ত্রীমন্ত্রোক্ত “দেবের তেজ” এই বাক্যেও
দেব ও তেজ এই দুই শব্দে পৃথক্ পদার্থই প্রতীয়মান হয়।

টীকাকার শ্রীধরস্বামী সূর্য্যের ও সূর্য্যপ্রভার দৃষ্টান্ত

অবলম্বন করিয়া আরও বিশদভাবে বলিয়াছেন—“যেমন উদ্ভাপের ঘনীভূত পিণ্ডই সূর্য্যমণ্ডল, সেইরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের ঘনীভূত বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ । যেমন ধনী ও ধন, গুণী ও গুণ এক পদার্থ নহে, সেইরূপ তেজস্বী ও তেজ একই পদার্থ হইতেই পারে না । যিনি তেজস্বী, তিনিই তেজ—এরূপ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয় । ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিলে, শাস্ত্রানুসারে অন্তোন্তাশ্রয় দোষের আপত্তি হয় । অতএব গীতোক্ত “প্রতিষ্ঠা” এবং গায়ত্র্যুক্ত “দেবের” এই দুই পদ যে ভগবদ্বিগ্রহই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা হজ্জেই বুঝিতে পারা যায় । ব্রহ্মসংহিতাকারও গোবিন্দ-ভজনের ছলে ভগবদ্বাক্যের ও শ্রুতিবাক্যের অর্থ বিশদ করিয়া দিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন—“কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত পৃথিব্যাদি অসংখ্য বিভূতির অন্তর্গত এবং তদতিরিক্ত অনন্ত, অশেষভূত অখণ্ড পরব্রহ্ম যাঁহার প্রভামাত্র, আমি সেই গোবিন্দের ভজনা করি ।” আরও শ্রুতি বলিয়াছেন—“আচার্য্য, বুদ্ধি ও বিজ্ঞার সাহায্যে কেহ কখনই পরমাত্মার ধর্শন পায় না ; সেই পরমাত্মা যাহাকে কৃপা করেন, তাহার নিকটেই তিনি নিজতনু প্রকাশ করিয়া থাকেন । এস্থলে তনু-শব্দ স্পষ্টই আছে ; অতএব ভগবদ্বাক্যের এবং শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইলে, সম্মাত্র, চিন্মাত্র ও আনন্দমাত্রের অতিরিক্ত সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ।

তরল পদার্থ অথবা পদার্থের সংমিশ্রণে ঘন হয় এবং অসংমিশ্রণেও ঘন হইয়া থাকে । জল মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে ঘন হয় এবং অমিশ্রিত জলও ঘন হইয়া শিলোপলে পরিণত হয় । সেইরূপ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সৎ, চিৎ, আনন্দঃ প্রকৃতির গুণসংযোগে স্থূলতর হইয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হয় এবং ত্রিগুণের অসংযোগেও ঘনাকার ধারণ করে ; ঐ ঘনীভূত বিশুদ্ধ সৎ, চিৎ, আনন্দই ভগবদ্-বিগ্রহের উপাদান । যেমন জলে ও জলোপলে বস্তুগত কিছুই বিশেষ নাই, সেইরূপ ব্রহ্মে ও ভগবানে বস্তুগত কোনও পার্থক্য নাই ; ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দ, ভগবান্ও সচ্চিদানন্দ ; তবে, ব্রহ্ম নিরাকার, ভগবান্ সাকার এইমাত্র ভেদ । যেমন জল স্বভাবতই শীতল, আবার ঘন হইলে অধিকতর শীতল হয়, সেইরূপ আনন্দমাত্র ব্রহ্ম আনন্দকর হইলেও, আনন্দঘন-ভগবদ্-বিগ্রহ যে অধিকতর আনন্দকর তাহাতে আর সন্দেহ নাই, এই নিমিত্তই প্রেমিক ভক্তগণ সাক্ষাৎসেবায় ভগবদানন্দের আন্বাদন পাইয়া ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন ।

চিদানন্দঘন ভগবদ্-বিগ্রহের ন্যায় তাঁহার বসনভূষণাদিঃ চিদানন্দঘন । যেমন ভৌতিক ভূমণ্ডলস্থ ভৌতিক মানবগণে অলঙ্কারাদিও ভৌতিক, সেইরূপ চিন্ময়ধামস্থ চিদবিগ্রহে অলঙ্কারাদিও অবশ্যই চিন্ময় । যদিও নিখিলসৌন্দর্য্যে আধারস্বরূপ আনন্দময় বিগ্রহে সৌন্দর্য্যসম্পাদক অলঙ্কারাদি প্রয়োজন নাই, তথাপি মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, পত্র, পুষ্প ৷

ময়ূরপুচ্ছাদি যে 'যে সুন্দর' পদার্থে যে যে সৌন্দর্য্য আছে, প্রেমভরে শ্রীবিগ্রহের ধ্যান করিলেই, ভগবানের প্রত্যেক অঙ্গে সেই সেই সৌন্দর্য্য যথাযোগ্য সেই সেই পদার্থরূপে, প্রেমিকের প্রেমেন্দ্রে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।—ভাবুকের নিকটে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ; সুতরাং সত্য এবং সত্য বলিয়াই সত্যদর্শী মহর্ষিগণ ঐরূপেই ভগবানের ধ্যান করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন ।

পরব্রহ্মের রূপের বিষয় আলোচিত হইল, এক্ষণে তাঁহার নামের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত । শ্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত কৃষ্ণনামের পারিভাষিক অর্থ এইরূপ,—“কৃষ্ণ ও মূর্দ্ধন্য ৭, এই উভয়ে মিলিত হইয়া ‘কৃষ্ণ’ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । কৃষ্ণ-শব্দের অর্থ ভূ অর্থাৎ সত্তা বা অস্তিত্ব এবং মূর্দ্ধন্য ৭এর অর্থ নিব্বর্তি অর্থাৎ পরমানন্দ ; অতএব কৃষ্ণ ও মূর্দ্ধন্য ৭এর মিলনের অর্থ অস্তিত্ব ও পরমানন্দের মিলন । মূর্দ্ধন্য ৭এর ঐরূপ পারিভাষিক অর্থ ভিন্ন উহার জ্ঞানার্থ বা চৈতন্যার্থও অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং অস্তিত্ব, চৈতন্য ও পরমানন্দের মিলনের নামই ‘কৃষ্ণ’, অর্থাৎ যে বস্তুতে চৈতন্য ও পরমানন্দের অস্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই নাই, সেই বস্তুই কৃষ্ণ । শ্রুতিতে সৎ, চিত্ত ও আনন্দই পরব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ; কৃষ্ণনামক বস্তুও সৎ, চিত্ত ও আনন্দস্বরূপ ; অতএব শ্রুত্যানুসারে পরব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু ; সুতরাং ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করা এবং কৃষ্ণনাম সঙ্কীৰ্ত্তন করা একই কথা ;

অধিকন্তু কৃষ্ণনামে পরমানন্দস্বরূপ পরম রসের অধিকতর আনন্দান পাওয়া যায় ।

পরমাত্মস্বরূপ পরমেশ্বর রূপবান্ হইলেও, প্রাকৃত দর্শনে-
 দ্রিয়ের বিষয় নহেন ; দেখিব বলিলেই কেহ তাঁহাকে দেখিতে
 পায় না ; তিনি যাহাকে কৃপা করেন, তাহার সম্মুখে আপন
 অপ্রাকৃত তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়,
 এ কথা পূর্বের বলা হইয়াছে । যদিও শ্রুতির অনেক স্থলে
 তাঁহাকে অরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার
 কোনও প্রকার রূপ নাই, শ্রুতির এরূপ অভিপ্রায় নহে ;
 প্রাকৃত ভৌতিক রূপ নিষেধ করাই শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রেত ।
 দর্শনেদ্রিয়ের ভোগ্যবিষয়ের নাম রূপ ; ভগবানের রূপ দর্শনে-
 দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, এই নিমিত্তই তাঁহাকে অরূপ বলিয়া
 নির্দেশ করা হইয়াছে ; নতুবা একই শাস্ত্রে একই বস্তুকে
 একবার অরূপ, আবার স্থানান্তরে তনুমান্ বলিলে, বিরুদ্ধবাদের
 সামঞ্জস্য দুর্ঘট হইয়া উঠে । অতএব স্পর্শই বুঝিতে পারা
 যায় যে, পরব্রহ্মের তনু আছে, কিন্তু রূপ নাই, অর্থাৎ অপ্রাকৃত
 আনন্দঘনবিগ্রহ আছে, কিন্তু তাহা চক্ষুচক্ষুর গোচর নহে ।
 যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—“অরে আত্মাই জীবের
 দ্রষ্টব্য ।” ইহাতে আরও বুঝিতে পারা যায় যে, যেমন প্রাকৃত
 রূপাতিরিক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহ আছে, সেই রূপ
 অপ্রাকৃত বিগ্রহ দর্শনের উপযুক্ত অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ও আছে ।
 নতুবা যাহার রূপ নাই, তাহা দ্রষ্টব্য হইবে কিরূপে ?

এবং বাহ্য অতীন্দ্রিয়, তাহা দর্শন করিবার সাধনই বা কি ?
 ঐরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে; শিরোহীনের শিরঃপীড়ার স্থায়,
 অরূপের দর্শন নিতান্ত হাশ্বজনক ও নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায় ।
 আরও অপ্রাকৃত বিগ্রহ স্বীকার না করিলে, “চরণ নাই, কিন্তু
 চলেন ; হস্ত নাই, কিন্তু গ্রহণ করেন ;” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের
 গতি কিরূপ হইবে ? ঐ সকল এবং ঐরূপ বিরুদ্ধার্থক অগ্ৰাণ্য
 শ্রুতিবাক্যের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, বুঝিতেই হইবে যে,
 ভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিবিশিষ্ট শ্রীবিগ্রহ আছে—অথচ নাই ;
 অর্থাৎ অপ্রাকৃত আনন্দঘন বিগ্রহ আছে ;—মনুষ্যাদির স্থায়
 অস্থি-মাংসাদিময় প্রাকৃত শরীর নাই । লক্ষণাবৃন্তির আশ্রয়ে
 কায়ক্লেশে সমস্ত বিরুদ্ধবাদেরই এক প্রকার মীমাংসা করিতে
 পারা যায় ; কিন্তু যেখানে মুখ্যার্থের বাধা সেইখানেই লক্ষণা ;
 মুখ্যার্থের বাধা না থাকিলে লক্ষ্যার্থ করিবার ব্যবস্থা নাই ।
 “দেবদত্ত গঙ্গায় বাস করিতেছে” বলিলে অগত্যা লক্ষণার
 আশ্রয়ে গঙ্গা শব্দের অর্থ গঙ্গাতীরই করিতে হয়, কেননা গঙ্গা
 শব্দের মুখ্যার্থ ভগীরথ-খাতস্থ জল ; জলে মনুষ্যের বাস সম্ভ-
 বেনা ; কিন্তু সর্বসম্ভব পরমেশ্বরে অসম্ভাবনা কি আছে ?
 বরং যাঁহার ইচ্ছামাত্রেরই অসম্ভা আকারবিশিষ্ট বিশ্বসংসার
 উৎপন্ন হইতে পারে, তাঁহার নিজের আকার নাই, ইহাই
 অসম্ভব ; অপৌরুষেয় অভ্রান্ত শাস্ত্রের ঐরূপ সিদ্ধান্ত সূধীগণের
 অমুমোদিত হইতে পারে না । দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা
 অত্যন্ত নিরাকারবাদী, তাঁহারাও প্রার্থনার সময়ে পরব্রহ্মের কর-

চরণাদি উল্লেখ করিয়া থাকেন ; তাঁহাদের বিনা চেষ্টায় পরম সত্য আপনিই বাহির হইয়া পড়ে ; ইহাও ভগবদ্বিগ্রহের অশ্রুতম প্রমাণ। যেমন জলমগ্ন মনুষ্য স্থলস্থ বস্তু দেখিতে পায় না, সেইরূপ মায়ামগ্ন মনুষ্য মায়াতীত শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। আবার যেমন ঐ জলমগ্ন মনুষ্য জল হইতে উত্থিত হইলেই স্থলের বস্তু দেখিতে পায়, সেইরূপ মায়ামুগ্ধ মনুষ্য মায়া অতিক্রম করিলেই মায়াতীত বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয়। জলচর জলের বস্তু দেখে, স্থলচর স্থলের বস্তু দেখে, ইহাই সাধারণ পার্থিব নিয়ম ; তন্মিন্ন এক প্রকার উভচর জীব আছে ; তাহার। যেমন স্থলে সেইরূপ জলেও দেখিতে পায়। মায়ামুগ্ধ মনুষ্য মায়াতীত ধাম দর্শন করিতে পারে না ; কিন্তু মায়াতীত গোলোকবাসিগণ মায়াতীত বস্তু ও মায়িক পদার্থ উভয়ই দেখিতে পায়। যাহারা সূক্ষ্ম দেখিতে পায়, তাহার। স্থূল দেখিবেই, ইহা সকলেই বুঝিতে পারে। সচ্চিদানন্দঘন সাক্ষাৎ ভাগবতী তনুর কথা দূরে থাকুক, ঐশ্বর রূপ দর্শন করিবার জগৎ অর্জুনের দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন হইয়াছিল।

রূপ দুই প্রকার ; স্থূল ভৌতিক রূপ ও সূক্ষ্মভাবরূপ ঐ উভয় রূপ পরস্পর সংশ্লিষ্ট ; স্থূল বিনা ভাব ও ভাব বিনা স্থূল থাকিতেই পারে না। ভাবরূপও দুই প্রকার ; নিত্য ও নশ্বর। কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ, সমুদায় পদার্থেরই গভীরতম অন্তস্তলে এক অনির্বচনীয় চিদানন্দের ভাব সমভাবে বিद्यমান আছে—উহা নিত্যভাব। ঐ

নিত্যভাবেই প্রকৃতির গুণকার্য্য আশ্রয় করিলে, গুণকার্য্যের বহুতা বশতঃ বহুভাবে প্রতীয়মান হয়; ঐ প্রাকৃতিক বহু-
 ভাবের নাম নশ্বর ভাব। ভিন্ন ভিন্ন কারণবশতঃ মানব-
 হৃদয়ে শৃঙ্গারাদি নশ্বর নবরসের ভাব, পর্যায়ক্রমে সর্বদাই
 সমুদিত হইয়া থাকে ; কিন্তু অনশ্বর আনন্দময় ভাব অক্ষুটভাবে
 সমস্ত নশ্বর ভাবের আধাররূপে আছেই আছে। অশ্রু রসের
 কথা দূরে থাকুক, বিরক্তি জনক বীভৎসরসের, বুদ্ধি-বিনাশক
 রোদ্ভরসের ও হৃদয়-বিদারক করুণরসেরও মূলে সেই আনন্দময়
 নিত্যভাব অক্ষুটভাবে বিদ্যমান থাকে ; ইহা ভাবনা-নিপুণ
 সুরসিক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনায়াসেই অনুভব করিতে পারেন।
 জাগ্রদবস্থার কথা দূরে থাকুক, প্রবল নিদ্রাবস্থাতেও জীব নিরা-
 লম্বন নিশ্চল অক্ষুট আনন্দ আশ্বাদন করিয়া থাকে, ইহা শাস্ত্র-
 সম্মত, যুক্তিসঙ্গত ও সুধীগণের অনুমোদিত। ঐ অক্ষুট আনন্দই
 আনন্দময় কোষ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ও বেদান্ত দর্শনে, মানব-
 শরীর পঞ্চ ভাগে বিভক্ত করিয়া বে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়,
 বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়কোষ নামে অভিহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে
 ঐ শেষোক্ত আনন্দময় কোষই সমস্ত অস্থায়ী আনন্দময় ভাবের
 আধারস্বরূপ নিত্যভাব। উপনিষদে বলিয়াছেন,—“অনন্ত অপরি-
 ছিন্ন ব্রহ্মই ঐ আনন্দময় কোষের বা নিত্য আনন্দময় ভাবের
 প্রতিষ্ঠা” অর্থাৎ আধার এবং গীতোপনিষদে স্বয়ং ভগবান্
 বলিয়াছেন,—“আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।” এক্ষণে শাস্ত্রোক্ত বিচার
 সিদ্ধান্তে (হিসাব নিকাসে) স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যেমন

সমস্ত পার্থিব পদার্থের অন্তর্গত অনতিস্ফুট উক্তাপের প্রতিষ্ঠা আকাশব্যাপী সূর্য্যকিরণ এবং সূর্য্যকিরণের প্রতিষ্ঠা মূর্ত্তিমান সূর্য্যমণ্ডল ; সেইরূপ জগদন্তর্গত অস্ফুট আনন্দময় ভাবের প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বিগ্রহবান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ।

সাধারণ মনুষ্য স্থূলরূপ অবলম্বন না করিয়া, আনন্দময় ভাবরূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না ; সেই নিমিত্ত সূচতুর সাধক প্রথমাবস্থায় গুরুরূপে সঙ্কল্পভাব সিদ্ধভক্ত ও উপাস্ত-রূপে পাষণাদি-নির্ম্মিত আনন্দ-জনক ভগবদ্-বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া সাধনার সূচনা করিয়া থাকেন । যিনি ঐরূপ উপাসনা করিতে করিতে স্থূলের অন্তর্গত আনন্দময় ভাবের আকার গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি বেদোক্ত “সর্ব্বং ব্রহ্ম” বা গীতোক্ত “বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি” প্রত্যক্ষ অনুভব করেন এবং তিনিই আনন্দঘন কৃষ্ণরূপ দর্শন করিবার অধিকারী হইতে পারেন । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অনধিকারে স্থূল পরিত্যাগ করিয়া মৌখিক ভাবোপাসনার ভাণ করে, তাহার ‘ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ’ হইয়া যায় । ঐরূপ ব্যক্তি অভিমানভরে আপনাকে উন্নত দেখা-ইতে গিয়া আপনিই চিরদিনের নিমিত্ত পরমানন্দ আশ্বাদনে বঞ্চিত হয় ।

ভৌতিক পদার্থ একই সময়ে দুইরূপ হয় না, বা হইতে পারে না ; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় একই সময়ে স্থূল, সূক্ষ্ম, অণু, বৃহৎ প্রভৃতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করিতে সমর্থ । শ্রুতিতে স্পর্শই আছে—“পরব্রহ্ম স্থূলও নহেন, অণুও

নহেন ; অথচ স্থূল ও অণু ; তাঁহার কোনও নির্দিষ্ট বর্ণ নাই। অথচ তিনি নিত্যই শ্যামসুন্দর ও অরুণ-নয়ন ।” শ্রীকৃষ্ণ সেই পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ; স্তৱাং তাঁহাতে অসম্ভাবনা কিছুই নাই । শ্রুতিতে ভগবান্কে শ্যামবর্ণ বলিয়াছেন ; বাস্তবিকই তিনি শ্যামবর্ণ । অধিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিলে সকল বর্ণই নেত্র-নিপীড়ক হয় ; কিন্তু শ্যামবর্ণ দীর্ঘকাল দর্শনেও সেরূপ নেত্রের পীড়াদায়ক হয় না । অলঙ্কারশাস্ত্রে শৃঙ্গার-রসকে শ্যাম-বর্ণ ও বিষ্ণুদৈবত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং রস-তত্ত্বজ্ঞ ভাবুক ভক্তগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মূর্তিমান্ শৃঙ্গার-রস বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । অতএব শৃঙ্গার-রসের বর্ণ শ্যাম হইলে, ভগবান্ স্তৱাং শ্যামবর্ণ । শ্যামবর্ণ নেত্রের পীড়াদায়ক হয় না, আনন্দের আশ্বাদনেও কাহারও পরিতৃপ্তি জন্মে না ; স্তৱাং আনন্দের শ্যামবর্ণই সুসঙ্গত ; ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আনন্দঘন, স্তৱাং নব-নীরদ-শ্যাম । রাসলীলা-প্রসঙ্গে শৃঙ্গার-রসের বিষয় আলোচিত হইবে ; অগ্নীল বোধে সহসা ঘৃণা করিবার প্রয়োজন নাই ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে অবস্থান করেন, এ কথা শুনিলে তাঁহার শ্রীমূর্তি পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই আপাততঃ মনে হয় ; কেমনা নিবাস অপেক্ষা নিবাসী ক্ষুদ্রতর হইবে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম ও লৌকিক সিদ্ধান্ত ; কুত্রাপি ইহার ব্যতিক্রম নাই । প্রাকৃত জগতের মিয়ম এইরূপই বটে ; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, চিন্ময় ভগবদ্ধামে গুণময়ী প্রকৃতির নিয়ম

প্রচলিত নাই । 'অপ্রাকৃত ধামের ন্যায় তাঁহার বিগ্রহও অনন্ত —পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াও অনন্ত, অর্থাৎ জ্ঞানীর বিচারে অনন্ত, ভক্তের প্রেমে পরিচ্ছিন্ন । যাহা মানবী শক্তির অসাধ্য, মনুষ্য তাহাই অসম্ভব বলিয়া মনে করে ; কিন্তু অনন্তশক্তি জগদীশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির তুলনায় পৃথিবী একটু পরমাণু-পরিমিত স্থানমাত্র ; তাহারই মধ্যে মনুষ্য-নামক জীব কীটাণুর ন্যায় বিচরণ করে ; আমরা কীটাণু হইয়া অনন্ত মহিম-ময়ের মহিমা কিরূপে বুঝিব ? তবে, এই মাত্র স্মরণ রাখা উচিত যে, সমস্ত অসম্ভব যাঁহাতে সম্ভবে, তিনিই ভগবান্ ।

সাধকের ভাব বা অধিকার-ভেদে একই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরম তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন ; জ্ঞানিগণ তন্ন তন্ন করিয়া বিচারপূর্বক সচ্চিদ্রূপ পরব্রহ্মকে অনন্ত অসীম বলিয়া অনুভব করেন ; পক্ষান্তরে প্রেমিক ভক্তগণ সেই চিদানন্দস্বরূপ অসীম অনন্ততত্ত্বকেই নিজ হৃদয়-পরিমিত প্রেমানুরূপ ভুবনমোহনরূপে দর্শন করিয়া থাকেন । ভগবদ্ধামে কালের অধিকার নাই ; স্তবরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর, তাঁহার স্কুমার শ্রীবিগ্রহ নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পদ-কমল মধুর-স্বন মণিময় নূপুরে পরিশোভিত এবং কটীতট সুবর্ণবর্ণ ধটীপটে পরম রমণীয় । তাঁহার গলদেশে বিমল বনফুলের মালা; অধরে অমৃতবার্ষিণী মোহন মুরলী এবং সুন্দর নাসায় সিতচন্দনের সুন্দর তিলক শোভা পাইতেছে ।

তাঁহার মস্তক সুনীল স্নকোমল সূচিকণ কেশকলাপে, তহু-
পরি বিচিত্রবর্ণ ময়ূরপুচ্ছে স্নশোভিত এবং সর্বদ্বাজ কেয়ূর-
বলয়াদি ভূষণোস্তমে বিভূষিত। তিনি আপন অঙ্গ-প্রভায়
অখিল ভুবন উদ্ভাসিত করিয়া পত্রপুষ্প-পরিশোভিত চিন্ময়
কদম্বমূলে ত্রিভঙ্গভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। তিনি স্বয়ং আনন্দময়
হইয়াও বামদ্বাজ-সঙ্গিনী শ্রীরাধার সংস্পর্শে অধিকতর আনন্দ
আস্বাদন করিতেছেন ; শত শত বিজ্ঞাপিণী নৰ্ম্মসখী নির্নিমেষ-
নয়নে ঐ অনুপম যুগলমিলন নিরীক্ষণ করিতেছে। নিখিল
সৌন্দর্য্যের, অলোকলাবণ্যের ও সনাতন শাস্তির আধারস্বরূপ
কৃষ্ণরূপ দর্শন করিলে, কোটি কন্দর্পের দর্পও দূরীভূত হয়।
এইরূপে পরমানন্দমুগ্ধি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শত শত প্রেমরূপিণী
শক্তিগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া, আনন্দময় গোলোকধামে
নিত্যই বিরাজমান রহিয়াছেন।

ভগবানের শত শত শক্তিগণের মধ্যে মহাভাবরূপিণী
শ্রীরাধাই সর্ববশ্রেষ্ঠা ; শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার জীবন। মহাভাবরূপিণী
রাধিকা প্রতিনিয়তই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের রাধনা অর্থাৎ আরাধনা
করেন, এই নিমিত্তই তাঁহার সার্থক নাম “রাধিকা” ; তাঁহার এ
নাম নিত্য, কাহারও কল্পিত নহে। “রাধিকা” নামের ব্যুৎ-
পত্তিগত অর্থ বুঝিলে বুঝা যায় যে, যিনিই অনুক্ষণ অনন্তচিত্তে
ভগবানের আরাধনা করেন, তিনিই “রাধিকা” নামের অধিকারী ;
কিন্তু রাধার ন্যায় গাঢ়তম কৃষ্ণানুরাগ অন্ত কাহারও হয় নাই,—
হইবেও না ; সেইজন্য তাঁহাতেই “রাধিকা” নাম নিত্য নিরূঢ়।

পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্য, ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত; জগতেও উহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং পুরুষ সেব্য, প্রকৃতি সেবিকা, পুরুষ রাধা, প্রকৃতি রাধিকা । অতএব প্রেম-রূপিণী পরমাপ্রকৃতি রাধিকা প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া থাকেন । যেমন মূর্ত্তিমতী হলাদিনী শক্তি শ্রীরাধা নিত্যই ভগবানের আরাধনা করেন, সেইরূপ ঐ হলাদিনী শক্তির শতসহস্র বৃন্তিও মূর্ত্তিমতী হইয়া অনুক্ষণ শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন । ইহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত একত্র অবস্থান করেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রীতি-সাধনই ইহাদের একমাত্র অভিপ্রেত এবং ইহারা সর্বদাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাকার্য্যেই নিরত ; এই নিমিত্ত ইহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সখী বা সহচরী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । শ্রীরাধার ও সখীদিগের সেবায় ভগবানের যেরূপ প্রীতি হয়, ভগবানের সেবা করিয়া তাঁহাদের ততোধিক আনন্দ হইয়া থাকে । নিজানন্দেই নিত্যপ্রীত পরমেশ্বরের আবার সেবাজন্ম প্রীতি কিরূপ, তাহা প্রেমিক রসিক ও ভাবুক ভক্তগণই বুঝিবেন, অগ্রে বুঝিবেন না ।

আনন্দ ভিন্ন কেহ ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে পারে না ; আনন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজানন্দের যৎকিঞ্চিৎ আভাস দ্বারা অখিল জগতের গোপ্তা অর্থাৎ রক্ষক । এই নিমিত্ত তিনি নিত্যই গোপ এবং তাঁহার শ্রীরাধা প্রভৃতি সহচরীগণ নিত্যই গোপী । শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বরূপাংশ বলিয়া তাঁহাদের নিত্যলীলার সহকারি-

মাত্রই গোপ বা গোপী, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে—“নিখিল জীবগণ সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমানন্দের আভাসমাত্র আশ্রয় করিয়া জীবিত আছে”। অতএব যখন ভগবদানন্দের আভাস ভিন্ন জীবের জীবন-রক্ষার উপায় নাই, তখন তিনিই যে রক্ষক, গোপ্তা বা নিত্যগোপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিন্ময়ধামে আনন্দময় ভগবান্ প্রেমরূপ গোপীগণে মিলিত হইয়া, নিত্যই যে পরম রসাস্বাদের আদান প্রদান করেন, তাহারই নাম “রাসলীলা” বা প্রেমানন্দের আনন্দময় সন্মিলন। কারণ, ঐ পরমরস বা পরমানন্দই সকল রসের বা সর্ববিধ আনন্দের আধার।

যেখানে আনন্দ সেইখানেই প্রেম এবং যেখানে প্রেম, সেই খানেই আনন্দ ; আনন্দ ভিন্ন প্রেম হয় না এবং প্রেম ভিন্নও আনন্দ নাই ; আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রেমের ঘনীভূত মূর্তি শ্রীরাধা ; সুতরাং যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই রাধা এবং যেখানে রাধা, সেইখানেই কৃষ্ণ ; কৃষ্ণ ভিন্ন রাধা বা রাধা ভিন্ন কৃষ্ণ থাকিতেই পারে না, ইহা বেদান্ত-সিদ্ধ। যাহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যমিলিত প্রেমানন্দের মূর্তি প্রাকৃত নরনারীর ন্যায় অত্যন্ত পৃথক্ বলিয়া মনে করে, তাহারাই ভ্রান্তি-প্রযুক্ত সুপবিত্র প্রেমানন্দের সুপবিত্র সন্মিলনে অপবিত্র অশ্লীলতার কালিমা অর্পণ করিয়া, আত্মনাশই করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে প্রেম ভিন্ন আনন্দ নাই, আনন্দ ভিন্ন প্রেমও নাই, এই শাস্ত্রসম্মত নিত্যসিদ্ধ নিগূঢ় প্রেমানন্দের তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে পারেন,

সেই ভাগ্যবান্ ভাবুকগণই প্রেমানন্দের মূর্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত পবিত্র সম্মিলন হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ ।

রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন বড়ই মধুর—মধুরাদপি মধুর—তাহার উপমা নাই ; পক্ষান্তরে একরূপ ছুর্বোধ্য বিষয়ও আর দ্বিতীয় নাই ; ইহা কস্মীর কস্মের, জ্ঞানীর জ্ঞানের এবং যোগীর যোগেরও চুঃস্পৃশ্য । ইহা একমাত্র প্রেমিক সাধকের আশ্বাদনের সামগ্রী ; মাদৃশ প্রেমগন্ধহীন অসাধক ব্যক্তির আলোচনার বিষয় নয় ; তথাপি চপলতা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ আশ্বাদন করিবার চেষ্টা করিতেছি ।

সেই অদ্বিতীয় সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ বস্তুই পরম তত্ত্ব । জ্ঞানিগণ ঐ পরম তত্ত্বকেই সত্তা-প্রধান ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করেন, যোগিগণ চৈতন্য-প্রধান পরমাত্মা বলিয়া ধ্যান করেন এবং প্রেমিকগণ আনন্দ-প্রধান বিগ্রহবান্ ভগবান্ বলিয়া সেবা করেন । আবার কস্মিগণ ঐহিক ধনপুত্রাদি ও পারত্রিক স্বর্গাদির কামনায় নানা দেবতারূপে উপাসনা করিয়া থাকেন । সকলেই নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও অধিকার অনুসারে যাহা করেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত ; কিন্তু আনন্দঘন ভগবানের উপাসনা জীবমাত্রেরই সহজ । এস্থলে “সহজ” শব্দের লোক-প্রসিদ্ধ অর্থ “অনায়াস-সাধ্য” নহে—তাহা সহ-জ অর্থাৎ স্বাভাবিক । জীব মাত্রেরই জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত অনুক্ষণ কেবল কৃষ্ণানুসন্ধানই করিতেছে । পূর্বেই বলা হইয়াছে,—মূর্ত্তিমান্ আনন্দই শ্রীকৃষ্ণ, জীবও আনন্দব্যতীত অপর কিছুই চাহে না ; আনন্দ ভিন্ন

বাঁচেও না ; অথচ আনন্দ কাহাকে বলে, আনন্দ কোথায় আছে এবং আনন্দ কিরূপে পাওয়া যায়, তাহা তাহারা জানে না ; সেই জন্ত স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত পাখিব পদার্থের মধ্যে আনন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশা করে । যদি কেহ মূর্ত্তিমান্ আনন্দ-স্বরূপকে ধরিতে পারিত, তবে সে ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রাদি চাহিত না, ইহা স্থির । জীবের একরূপ বলবতী আনন্দ-লিপ্সা কেন ? তাহা বুঝিবার জন্ত জীবের স্বরূপ আলোচনা করিবার চেষ্টা করি ; তাহাতে রাধা-স্বরূপও পরিস্ফুট হইবে ।

যেমন একই সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ পরমতত্ত্ব সত্তা-প্রধান হইলে ব্রহ্ম, চৈতন্য-প্রধান হইলে পরমাত্মা এবং আনন্দ-প্রধান হইলেই ভগবান্, সেইরূপ ঐ সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বস্তু প্রেম-প্রধান হইলেই শুদ্ধ জীব । সত্তা-স্বরূপ বস্তু নির্বিশেষ-ভাবে থাকিতে পারে, এবং আছেও— চৈতন্য-স্বরূপ বস্তু আপনাতেই আপনি পরিস্ফুট ; পরন্তু অপর কেহ আশ্বাদন না করিলে, “আনন্দ” শব্দই সিদ্ধ হয় না ; সুতরাং আনন্দের থাকা না থাকা সমান হইয়া পড়ে । এই নিমিত্ত শ্রুতি বলিতেছেন—“পরব্রহ্ম আপনাকে অসৎ বলিয়া মনে করিলেন” এবং “বহু হইতে অভিলাষী হইলেন” । মনে করা বা অভিলাষী হওয়া বাহুল্যমাত্র ; কেননা, লীলাই যে আনন্দের স্বভাব এবং আনন্দই যে লীলার আশ্বাচ্ছ, এ কথা চিন্তাশীল মাত্রেই বুঝিতে পারেন । মনুষ্য আনন্দ-প্রণোদিত হইয়াই ক্রীড়া করে এবং ক্রীড়া করিয়া আনন্দই আশ্বাদন করিয়া থাকে—

ইহা সর্বলোক-বিদিত । কোনও প্রকার অভাব বোধ হইলে, তাহার পূরণ জগৎ স্বতই ইচ্ছা হইয়া থাকে ; পূর্ণানন্দ-স্বরূপ ভগবানের কোনও প্রকার অভাব নাই ; স্মৃতরাং ইচ্ছাও নাই । তিনি নিজেই প্রতিনিয়ত নিজানন্দ আন্বাদন করিতেছেন এবং তাহাতেই পরিতৃপ্ত আছেন ; কিন্তু সে আনন্দ অপরিষ্কৃত ; লীলা-ব্যতীত তাহা পরিষ্কৃত হয় না ; সেই জগৎ তিনি যে অহৈতুক আত্ম-প্রেমে আত্মানন্দ আন্বাদন করিয়া থাকেন, সেই স্বনিষ্ঠ প্রেমাংশ শত শত ভাগে বিভক্ত করিয়া, নিজাংশ দ্বারা নিজানন্দ আন্বাদন করেন ; ইহাই তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্যলীলা এবং ঐ সমস্ত অপ্রাকৃত প্রেম-প্রধান ভগবদংশই শুদ্ধ জীব বা ভগবানের নিত্য-লালা-পরিকর । ভগবানের শ্রীবিগ্রহ যেমন সচ্চিদানন্দ-ঘন, উহাদের রূপও সেইরূপ সচ্চিদানন্দঘন ; কিন্তু প্রেম-প্রধান বলিয়া প্রেমময় এবং ভগবানের আনন্দান্বাদনী শক্তি বলিয়া প্রেমময়ী । শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য প্রভৃতি যত প্রকার প্রেমে বিমলানন্দ আন্বাদন করা যায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজানন্দ পরিষ্কৃত করিবার জগৎ বা বিচিত্রভাবে আন্বাদন করিবার জগৎ, ঐ সর্বপ্রকার প্রেম ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করিয়া, আবার একাধারে সমুদয় প্রেমও প্রকাশ করিয়াছেন ; ঐ সমুদায় প্রেমের একাধারের নামই শ্রীরাধা । মর্ত্যলোকে প্রচলিত ভাষায় “প্রেম” শব্দের অর্থ করিতে হইলে বলিতে হয় “ভাল বাসা” । ভালবাসায় ঈশ্বরাংশ জীব ঈশ্বরাংশ জীবকে যেমন বশীভূত করিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই পারে না,

ইহা সর্ববাদিসম্মত । অংশের স্বভাব দেখিয়া রাশির স্বভাব বুঝা যায়—অগ্নিকণার স্বভাব দেখিয়া অগ্নিরাশির স্বভাব বুঝিতে পারা যায় । ভগবদংশ জীব প্রেমের বশীভূত হইয়া থাকে । অতএব সর্বজীবাধার আনন্দ-বিগ্রহ জগদাশ্বর শ্রীকৃষ্ণও প্রেম-রূপিণী শ্রীরাধার নিতাস্ত বশীভূত ও একান্ত অমুগত;—তিনি রাধা ছাড়িয়া থাকিতেই পারেন না ;—মধুর, মধুর, মধুরাদপি মধুর ! !

যখন অচিন্ত্যলীলাময় গোলোকপতির অহৈতুকী ইচ্ছায় বা অনাদি অমোঘ নিয়মে অনন্তচিন্ময় গোলোকধামের একাংশ, ত্রিগুণ-সংযোগে মলিন ও স্থূল হইয়া, ত্র্যম্বাকরূপে পরিণত হইল, তখন গোলোকস্থ চিদানন্দময় অসংখ্য কৃষ্ণাংশ শুদ্ধজীবেরও কিয়দংশ ঐ অমোঘ নিয়মেই শরীর নামক মলিন স্থূল ভূতের আবরণে আবৃত হইয়া কারাগৃহস্থ বন্দীর ন্যায় তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়িল ; এবং তথায় দীর্ঘাবস্থানে ও কারাধ্যক্ষ ত্রিগুণময় মনের পুনঃ পুনঃ প্ররোচনায় ঐ আবরণকেই ‘আমি’ ও ‘আমার’ বলিয়া ভালবাসিতে লাগিল ; কিন্তু চিরপরিচিত ও চিরাস্বাদিত আনন্দের প্রতি প্রেম অন্তরে অন্তরে সংস্কাররূপে রহিয়া গেল । এই জন্ত মলিন জীব বাস্তবিক বাহা চাহে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারে না ;—চাহে আনন্দ, কিন্তু মনের উপরোধে পড়িয়া ভৌতিক পদার্থের জন্ত লালায়িত । ঐ স্বাভাবিক আনন্দ-লিপ্সাই কৃষ্ণ-প্রেমের সংস্কার এবং ঔপরোধিক পদার্থ-প্রিয়তাই কাম অর্থাৎ মনের উপরোধে বা শ্রবণমধুর-মজ্জণায় মুগ্ধ হইয়া অনিত্য পদার্থের যে কামনা করে, ঐ কামনাই কাম । যখন

এই কারাবদ্ধ জীবই বহুজন্মের ভজন সাধনে ও অনির্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে কৃষ্ণানন্দের যৎকিঞ্চিৎ আশ্বাদন পাইবে, তখন আর কামের কুমন্ত্রণা শুনিবে না ; তাহার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই নিরুপম রূপসাগরে ডুবিয়া যাইবে ; তখন জীব ‘গোপী’ হইবে— তখন জীব ‘রাধা’ হইবে ;—ইহলোকেই—এই শরীরেই—অন্তরে অন্তরে ‘রাধা’ হইবে । আমি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নহি ; সুতরাং, আলো জ্বালিলে অন্ধকার সরিয়া যায়, কি উহা নিজেই আলো-স্বরূপ হইয়া যায়, তাহা জানি না এবং আমি প্রেমিক ভক্ত নহি ; সুতরাং প্রেমের আবির্ভাবে কাম পলাইয়া যায়, কিংবা নিজেই প্রেমস্বরূপ হইয়া যায়, তাহাও জানি না ; কিন্তু ঠিক জানি, যেখানে আলো সেখানে অন্ধকার নাইই এবং যেখানে প্রেম বা প্রেমময়ী শ্রীরাধা সেখানে কামগন্ধও নাই । সেখানে কাম নাই, কাম্যবস্ত্র নাই—থাকিয়াও নাই—অগ্নিদাহে ভস্মীভূত বিষধরের মত থাকিয়াও নাই ।—সেখানে নিরবচ্ছিন্ন বিমলানন্দ ; নিখিলানন্দের আধার আনন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ । ইহাই প্রেমানন্দঘন রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন । মধুর মধুর মধুরাদপি মধুর ! !

গোলোকে এই মধুরাদপি মধুর যুগলমিলন অনাদিকাল হইতে প্রতিনিয়তই বিরাজমান । প্রেমরূপিণী শ্রীরাধা কখনও আনন্দময় কৃষ্ণসাগরে নিমগ্ন হইয়া আত্মহারা হন, কখনও বা উন্মগ্ন হইয়া সেবানন্দ আশ্বাদন করেন । যেমন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন, সেইরূপ “রাধা-কৃষ্ণ” নামও পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন । মধুর ভাবের মূর্তি শ্রীরাধাদি গোপী-

দিগের আয়, মূর্ত্তিমান্ বাৎসল্য ভাবও নন্দযশোদাদি নাম ধারণ পূর্বক স্বকীয় ভাবে আনন্দ-বিগ্রহের সেবা করিয়া, পরমানন্দ লাভ করেন এবং সবিগ্রহ সখ্যভাবও শ্রীদাম-সুবলাদি-নামক শত শত ভাগে বিভক্ত হইয়া, সখোচিত হস্ত-পরিহাসাদি দ্বারা সাক্ষাৎ পরমানন্দেরও আনন্দোৎপাদন করিয়া থাকেন । তত্রত্য তরু লতাদিও চিন্ময় ; তাহারা নিরন্তর ফল-পুষ্পের ভার মস্তকে লইয়া দাসবৎ নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । বেদমন্ত্ৰের প্রণেতা শাস্ত্র-স্বভাব ঋষিগণ চিন্ময় বিহগাকারে ঐ সকল চিৎ-পাদপের শাখায় উপবেশন-পূর্বক শ্রুতি মনোহর সুমধুর স্বরে সামগানের ন্যায় ভগবানের স্তুতিগান করিতেছেন । ধর্ম্মময়ী গোকুপিণী সুরতি স্বকীয় সার স্বরূপ প্রেমদুগ্ধে পরম গোপালকে পরিতুষ্ট করিয়া শত শত সন্তান-সন্ততির সহিত নিয়তই আনন্দধামে বিচরণ করিতেছেন । মধুরাদি যে যে ভাব জগতে কেবল অশরীর ভাব মাত্র, গোলোকে ঐ সকল ভাব মূর্ত্তিমান্ এবং পরমানন্দ-সেবায় নিত্য নিরত । সকল ভাবই আনন্দের অনুগামা ; আনন্দ ভিন্ন কোনও ভাবের উদয়ই হয় না, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন ; সুতরাং ভাবময় আনন্দের রাজ্যে সমুদায় ভাবই সশরীরে সবিগ্রহ পরমানন্দের অনু-কর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে । যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় মথুরা-মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে নিজ লীলা প্রকট করেন, তখন গোলোকস্থ সমস্ত লীলা-সহকারিগণকেও তথায় প্রকাশ করিয়া থাকেন । ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকা কায়মনোবাক্যে

ভগবানের প্রীতিসাধন করিয়া জীবগণকে প্রকৃত কৃষ্ণ-সেবা শিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি অতি তুচ্ছ বিষয়ানন্দের প্রতি ত্যাগ করিয়া, ধনজনাদির সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্বক ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন এবং সর্ববতোভাবে তাঁহারই প্রীতি সাধন করিয়া থাকেন ; তাহাতেই তিনি আপনাকে পরমপ্রীত ও চরিতার্থ মনে করেন। তিনি শিক্ষা বা দীক্ষার অপেক্ষা না করিয়া এবং শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের প্রতি দ্রষ্টব্য না করিয়া, স্বাভাবিক অনুরাগ-ভরেই ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহার সখীগণও তাঁহারই অনুবর্তিনী হইয়া, অনুক্ষণ অনন্তচিত্তে উভয়েরই সন্তোষসাধন করেন। প্রেমতত্ত্ব পণ্ডিতগণ ঐরূপ ভগবৎ-প্রেমকেই ‘গোপীভাব’ বলিয়া বর্ণনা করেন ; ঐ গোপীভাবই ভক্তগণের নিকট ‘রাগাত্মিকা ভক্তি’ বলিয়া পরিচিত।

প্রেমরূপিণী শ্রীরাধার আনুগত্য ভিন্ন কেহ কখনই কৃষ্ণলাভে সমর্থ হয় না ; কারণ শ্রীরাধাই প্রেমের আধার এবং প্রেমভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ পাওয়াও অসম্ভব। এই জন্যই প্রেমতত্ত্ব পণ্ডিতগণ অগ্রে শ্রীরাধার নাম উচ্চারণ করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। মনুষ্যের মধ্যেও যাহারা গোপীভাবে ভগবানের ভজনা করিতে পারেন, তাঁহারা ঐ ভাবের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণলাভে সমর্থ হন এবং দেহান্তে নিজ ভাবের অমুরূপ চিন্ময়রূপ প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দময় ভগবদ্বিগ্রহ আলিঙ্গন পূর্বক পরম শান্তিলাভ করিতে পারেন।

এইরূপে পরমানন্দমুর্তি ভগবান্ হরি চিদানন্দময় নিজ নিত্য

ধামে আপনারই স্বরূপরূপিণী গোপীদিগের সহিত নিত্যই
নিজানন্দ আশ্বাদন করিতেছেন। সেখানকার সকল দেহই
চিৎখন; যেমন তরল জলে জলঘন জলোপল সকল ভাসিয়া
থাকে, সেইরূপ চিন্ময়ধামে চিৎখন বিগ্রহ সকল বিচরণ করে।
তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে উত্তরোত্তর শতগুণিত আনন্দের বিষয়
বর্ণিত হইয়াছে, আনন্দবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদায়
আনন্দের আধার-স্বরূপ। মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্তসূত্রে নির্দেশ
করিয়াছেন—“যখন শ্রুতি পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিয়া
উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আনন্দময়” এবং শ্রুতিতে
আছে—“আনন্দই ব্রহ্মের রূপ।” আনন্দমূর্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ
বেদান্তসূত্রের ও শ্রুতিবাক্যের মূর্তিমান্ অর্থস্বরূপে বিরাজমান।
ঐ মূর্তিমান্ পরমানন্দের আভাসই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উপজীব্য।
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দস্বরূপ রূপ ভাবকেরই ভাব্য,
প্রেমিকেরই প্রাপ্য এবং রসিকেরই আশ্রয়; অভাবুক, অপ্রেমিক
ও অরসিক দেবতারাও উহা অনুভব করিতে পারেন না। আমার
ন্যায় অল্পবুদ্ধি অভাবুক, অপ্রেমিক ও অরসিক মনুষ্যের উহাতে
হস্তার্পণ করাই ধৃষ্টতা মাত্র। আমি কাহাকেও রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব
বুঝাইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছি না; কোনও প্রকারে ভগবদ্ভ্যাস
আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। হেলায় শ্রদ্ধায় কৃষ্ণনাম
করিলেও সদৃগতি হয়; ইহা শাস্ত্রবাক্য এবং আমার ইহাতে
দৃঢ় বিশ্বাস।

ভাব রে হৃদয়ে সদা রাধিকা-রমণ ।
 গোলোকে বিরাজে নব-বারিদ-বরণ ।
 অপার্ধিব পীতধটী উজলে সুন্দর কটী
 ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে অঙ্গ অতি সুশোভন ।
 অপার্ধিব বিভূষায় শ্যামতনু শোভা পায়
 মুখর নূপুরে শোভে যুগলচরণ ।
 শিরে পিচ্ছচূড়া ভায় অধরে মুরলী গায়
 অপরূপ রূপে গানে ভুলায় ভুবন ।
 ভাব রে হৃদয়ে সদা রাধিকা-রমণ ।
 গোলোকে বিরাজে নব-বারিদ-বরণ ॥
 গোলোকবিহারী হরি ব্রহ্ম মুক্তিমান্ ।
 তাঁহাতে বিশ্বাস যার সেই ভাগ্যবান্ ॥
 ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্থামি-বিরচিত-
 শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতে গোলোকলীলামৃত ।

অবতার-লীলামৃত ।

স্ব-রূপে যে দেখু পালে, হয়ে অবতার ।

নানারূপে পালে ধরা নমি পদে তার ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে স্বয়ং বলিয়াছেন—“হে ভারত ! যে যে সময়ে ধর্ম্মের অবনতি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সেই সময়ে আমি অবনৌতে অবতীর্ণ হই ; সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্ত যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি ।” ভগবানের বাক্যই অবতার-বাদের অকাট্যপ্রমাণ ; অতএব কার্য্যবশতঃ সময়ে সময়ে ভগবদবতার হইয়া থাকেন ইহা স্থির । সকল সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন না ; কখনও অংশে কখনও বা অংশাংশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । কার্য্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া, তিনি তদনুরূপ রূপে অবতারের অবতারণা করেন ; এই নিমিত্তই অবতারদিগের মধ্যে অংশ ও অংশাংশরূপ তারতম্য হয় । যখন ভগবানের কিঞ্চিৎ অংশ ভগবদিচ্ছায় প্রকৃতির রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ আশ্রয় করে, তখন সেই সেই অংশই যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রনামে অভিহিত হন । ইঁহারা গুণাবতার ; ইঁহাদের শরীর সূক্ষ্ম এবং ইঁহারাই যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন । অলৌকিক বলশালী মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণ অংশাবতার মধ্যে পরিগণিত । ইঁহারা সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া, অলৌকিক কার্য্যসাধন করিয়া থাকেন । যখন অনন্তশক্তি ভগবানের একতম শক্তির কিয়দংশ ভগবদিচ্ছায় কোনও ভাগ্যবান্ মনুষ্যে আবিষ্কৃত

হয়, তখন তিনিও অবতার বলিয়া পরিগণিত হন । কপিলপ্রভৃতি মুনিগণ ও পৃথুপ্রভৃতি রাজগণ এই শ্রেণীর অবতার ।

শাস্ত্রের অভিপ্রায় আলোচনা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, ভগবান্ হইতে উদ্ভূত জীবমাত্রই 'ভগবদবতার' । এই নিমিত্তই শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—অবতার অসংখ্য । ঐতিহ্যে আছে—“পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন,—‘আমি বহু হইব’ ; অতএব যখন তিনিই বহু হইয়া জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, তখন সকলেই তাঁহার অবতার ; সুতরাং অবতার অসংখ্য । একটি রজতমুদ্রাও ধন বটে, কিন্তু যাহার একটিমাত্র মুদ্রা আছে, তাহাকে কেহই ‘ধনী’ বলে না ; যাহার প্রভূত মুদ্রা থাকে, সেইব্যক্তিই ধনী বলিয়া অভিহিত হয় । জীবমাত্রই ঈশ্বরবতার হইলেও, যাহাতে অত্যল্প ঐশী শক্তি প্রকাশ পায়, তাহাকে অবতার বলা হয় না ; পরন্তু যাহাতে প্রচুর পরিমাণে ঐশী শক্তির বিকাশ হয়, তিনিই অবতার বলিয়া গণনীয় । বস্তুতঃ একমাত্র পরমেশ্বরই বহু হইয়া আপনার উপর, আপনার দ্বারা, আপনার সহিত, আপনিই ক্রীড়া করিতেছেন—ইহাই জগতের রহস্য । কৃপাময় পরমেশ্বর নিজ মায়াদ্বারা নিজ অংশ স্বরূপ জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া, নিজাংশ গুরুদ্বারা ঐ সকল জীবকে অজ্ঞান হইতে উদ্ধার করিতেছেন । তিনি আপন অংশ-স্বরূপ, স্বতৃপ্ত জীবকে ক্ষুধা তৃষ্ণায় উৎপীড়িত করিয়া, আবার নিজাংশ অন্ন পানাদি দ্বারা, ক্রেশের শাস্তি বিধান করিতেছেন । তিনি একাংশে রোগীর ন্যায় হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করেন, অপরাংশে চিকিৎসক হইয়া আরোগ্যদান করিয়া থাকেন । এইরূপে

নিজাংশস্বরূপ সুখময় জীবগণকে শতশত দুঃখে নিপীড়িত করিয়া, আবার নিজাংশ জীবদ্বারা দুঃখের প্রতি বিধান করাই তাঁহার কার্য্য বা সৃষ্টিলীলা ।

জগতে যত প্রকার যন্ত্রণা আছে, সে সকলেরই মূল কারণ অবিজ্ঞা ; ভগবান্ তাহারও প্রতিকারের উপায় বিধান করিয়াছেন । তিনি নিজাংশ বিধাতার মুখদ্বারা নিজ নিশ্বাসাত্মক বেদ বহিষ্কৃত করিয়া, নিজাংশ গুরুদ্বারা নিজাংশ জীবকে ঐ বেদ উপদেশ দেন । জীব অবিজ্ঞাবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হইলেও, ঐ বেদার্থ অবগত হইয়া, নিজস্বরূপ স্মরণপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করে । জীবের বুদ্ধি আপাততঃ তিন প্রকার ; কৰ্ম্ম-প্রবণ, জ্ঞান-প্রবণ ও প্রেম-প্রবণ । জীবের বুদ্ধির প্রকার-ভেদে বেদ-পাঠও সূতরাং তিন প্রকার । যদিও অনেক শিষ্য একই আচার্য্যের নিকট বেদাধ্যয়ন করে, তথাপি শিষ্যদিগের বুদ্ধিভেদে বেদার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয় । যাঁহাদের বুদ্ধি কৰ্ম্ম-প্রবণ তাঁহারা কৰ্ম্মফল-স্বরূপ স্বর্গাদিই সার বিবেচনা করিয়া, তদর্থ্যে যাগযজ্ঞদ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চনা করেন এবং ক্ষুদ্র স্বৰ্গসুখ লাভ করিয়া, ভোগাসক্তে আবার মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন । যাঁহাদের বুদ্ধি জ্ঞান-প্রবণ, তাঁহারা জ্ঞানফল নির্ব্বাণ মুক্তিকেই পরমার্থরূপে বুঝিয়া, তাহার নিমিত্তই যত্ন করেন ; ইঁহাদের আনন্দের কথা দূরে থাকুক, ইঁহারা সুখের আশায় অনন্ত ব্রহ্মসাগরে আপন অস্তিত্বও হারাইয়া ফেলেন । আর যাঁহাদের বুদ্ধি প্রেম-প্রবণ, তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান

পূর্বক বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব পরমানন্দমূর্ত্তি অনুভব করেন এবং ‘সারাদপি সার’ জানিয়া তাহারই জ্ঞান ভজন সাধন করেন ; পরে ভৌতিকদেহ পরিত্যাগ-পূর্বক চিন্ময়দেহ লাভ করিয়া চিন্ময় গোলোকধামে অনন্তকালের জ্ঞান আনন্দমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যলীলায় নিরত হয়েন ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—“সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোনও একজন আত্মজ্ঞান লাভার্থ যত্ন করে এবং সহস্র সহস্র আত্মজ্ঞানীর মধ্যে, হয় ত, একজন আমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে ।” ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রেম-সাধক ভগবদ্ভক্ত অতি বিরল ; প্রেম-সাধন অতি কঠিন বলিয়াই বিরল । ভগবান্ নিজ ভক্তির কাঠিন্য সম্বন্ধে অর্জুনকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই ভগবৎপ্রেমের দুর্লভতা বুঝিতে পারা যায় । ভগবান্ বলিলেন,—“অর্জুন যিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি সর্বদাই প্রসন্নচিত্ত, যিনি প্রনয় বিষয়ের জ্ঞান শোক করেন না, যিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের জ্ঞান আকাজক্ষা রাখেন না এবং সর্বভূতে বাঁহার সমভাব, তিনিই আমার প্রতি পরাভক্তি অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করিতে পারেন ।” ঐরূপ ভগবৎ-প্রেম যে বেদের নিগূঢ়তত্ত্ব ও সমস্ত পুরুষার্থের চরমপুরুষার্থ, তাহাও ভগবান্ নিজেই বালিয়াছেন । তিনি প্রিয় সখা অর্জুনকে সমস্ত গীতা উপদেশ দিয়া উপসংহার-কালে বলিলেন,—“অর্জুন তুমি আমার প্রাণের বন্ধু ; অতএব এখন তোমার পরম মঙ্গলের নিমিত্ত তোমাকে সর্বশাস্ত্রের গুহাদর্শন গুহ অভিপ্রায় বলিতেছি,

শুন—আমাতেই মন অর্পণ কর, আমার তত্ত্ব হও, আমাকেই অর্চনা কর এবং আমাকেই প্রণাম কর ; আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে । সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমারই শরণাগত হও ; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ করিব । সাবধান হইও ; যাহার তপস্যা নাই, যাহার ভক্তি নাই এবং যাহার গুরুসেবা নাই, তাহাকে এই গুরুতম কথা বলিওনা ; তপস্বী, তত্ত্ব ও গুরুসেবী হইয়াও যে ব্যক্তি মনুষ্যজ্ঞানে আমার উপর দোষ-রোপ করে, তাহাকে কদাচ এ কথা বলিও না ।”

সুগুট ও সুদুর্লভ বস্তু সকলে সহজে পায় না ; ভগবৎপ্রেমের তুল্য সুগুট ও ভগবৎসেবার তুল্য সুদুর্লভ আর কিছুই নাই ; তাহা ভগবদ্বাক্যেই প্রতিপাদিত হইল ; এই নিমিত্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যুগেই স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন না এবং প্রতিযুগেই সুগুট প্রেমতত্ত্ব প্রকাশও করেন না । বৈবস্বত মনুর অষ্টা-বিংশ চতুষ্টয়ে, দ্বাপরের শেষে, কৃপাময় কৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । যাহাকে প্রীত করিতে হইবে, তিনি স্বয়ং নিজ প্রীতির সাধন বলিয়া না দিলে, অগ্নি কেহই তাহা বলিতে পারেনা এবং বলিলেও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না । নিজপ্রীতির সাধন নিজে বলিয়া দিলেই উপযুক্ত হয় । এই নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নস্বরূপা নিজ হলাদিনী শক্তিকে নিজাঙ্গ হইতে পৃথক করিয়া, প্রপঞ্চে প্রকটিত করেন এবং তদ্বারাই আপন প্রীতি-সাধনের সঙ্গুপায় শিক্ষা দিয়া থাকেন ।

সৎ, চিৎ ও আনন্দমাত্র বস্তুর নাম ব্রহ্ম ;—ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ এবং যাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, তিনিই ব্রহ্ম ;—ইহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দ এবং ব্রহ্ম একই বস্তু ; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়াও ব্রহ্মস্বরূপ অধিষ্ঠানেই প্রকাশিত হইয়া থাকে ; ইহাই শ্রুতি-সম্মত বেদাস্ত-দর্শনের সিদ্ধান্ত । মহামতি প্রাচীন ভাষ্যকারগণ ঐ একই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া, আপন আপন অভিপ্রায়ের অশুকূল নানাপ্রকার অর্থে পর্য্যবসিত করিয়াছেন । ফলতঃ সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যে জগৎকারণ, এ বিষয়ে সকলেরই ঐকমত্য আছে । ঐ নির্কিংশেষ সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ জগৎকারণ ব্রহ্মের ঘনীভূত ভাব অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহই ভগবান্ । ইহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে ।

ব্রহ্ম দুই প্রকার,—শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম । প্রণবধ্বনি বা নাদমাত্রই শব্দব্রহ্ম ; উহাই বেদরূপ শব্দময় মহাব্রহ্মের বীজ এবং ভগবান্ শ্রীহরির স্তমধুর নামই উহার ফল । আর সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই ব্রহ্মাণ্ডরূপ রূপময় মহাব্রহ্মের বীজ বা কারণ এবং অপ্রাকৃত আনন্দঘন কৃষ্ণরূপই উহার ফল অর্থাৎ নামের সার কৃষ্ণনাম এবং রূপের সার কৃষ্ণরূপ । বীজে ফল নাই ; কিন্তু ফলে বীজ আছেই । অতএব প্রণবে কৃষ্ণনাম নাই ; কিন্তু কৃষ্ণনামে প্রণব আছে এবং পরব্রহ্মে কৃষ্ণরূপ নাই, কিন্তু কৃষ্ণরূপে পরব্রহ্ম আছেই । বীজ জেয়,—ফল আস্বাদ্য । সুতরাং

প্রণব ও পরব্রহ্ম জ্ঞেয়, এবং কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণরূপ আশ্রাভ ।
অতএব কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রসময় কৃষ্ণনামের ও আনন্দ-ঘন-কৃষ্ণ-
রূপের আশ্বাদন হয়না; কিন্তু কৃষ্ণনামের ও কৃষ্ণরূপের উপাসনায়
ব্রহ্মজ্ঞান হয়;—বরং নীরস প্রণব-সাধন অপেক্ষা অনায়াসে হয় ।
সেই নিমিত্তই অল্লায়ু ও অল্পবুদ্ধি কলিজীবের প্রাতি কৃপা-পরবশ
হইয়া, আনন্দ-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাধারে ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ত্ব,
জ্ঞেয় ও আশ্রাভ এবং ঐশ্বর্য ও মাধুর্য্য প্রকাশ করিবার অভি-
প্রায়ে বহুকালের পর মথুরামণ্ডলে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকেন ;
এবং এই নিমিত্তই তিনি অন্যান্য অবতারদিগের মধ্যে পরিগণিত
নহেন—তিনি সর্বাবতারের মূলস্বরূপ অবতারী ।

তারে লইনু শরণ

যাহার শরণে রহে নিখিল ভুবন ।

বিধাতা করে সৃজন, পালে বিশ্ব নারায়ণ,

সংহারে পুরারি যার পেয়ে কৃপা-কণ ।

মৎস্য কূৰ্ম্ম আদি সবে, বলী যার বল-লবে

কপিলাদি যার জ্ঞানে, জ্ঞানী সুধীগণ ।

তারে লইনু শরণ

যাহার শরণে রহে নিখিল ভুবন ।

সকলের সেব্য কৃষ্ণ সর্ববশক্তিমান্ ।

ইহাতে বিশ্বাস যার সেই ভাগ্যবান্ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব গোস্বামি-বিরচিত-

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে অবতারলীলামৃত ।

জন্ম-লীলামৃত

কংসের শমন, সাধু জনের সহায় ।

কে বা সে বিচিত্র শিশু, নমামি তাহায় ॥

এক্ষণে আমি সেই নিত্যলীলাময়ের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-সমন্বিত মর্ত্যলীলার আলোচনা করিতে উদ্বৃত্ত হইলাম । যিনি নিত্যই সমস্ত জীবের অন্তর্য্যামী চিত্তাধিষ্ঠাতা চৈতন্যময় বাসুদেব এবং যিনি গোলোকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই মথুরায় লীলা-বিগ্রহধারী চিদানন্দমুক্তি বসুদেব-নন্দন বাসুদেব । তাঁহার শ্রীবিগ্রহ আনন্দঘন ; কিন্তু কেহ কেহ উহা আস্থমাংসময় মানবদেহ বলিয়া মনে করে ; কেহ কেহ ভগবন্তীলার গুঢ়রহস্য অনুশীলন না করিয়া, তাঁহাকে চোর, লম্পট ও ধৃত্ত প্রভৃতি অসদ্বিশেষণে বিশেষিত করে ; কেহ কেহ কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে আদর্শ-মনুষ্য বলিয়া কথঞ্চিৎ সন্মান প্রদান করেন ; কেহ কেহ লীলার বাস্তবতা অস্বীকার করিয়া নিজ পাণ্ডিত্যবলে বাস্তবলীলার উপর কল্পিত আধ্যাত্মিক বা রূপকার্থের আরোপ করেন ; আবার কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাঁহার ঐশ্বরিক কার্য্য স্বীকার করিতে চাহেন না ; ইহাদের সিদ্ধান্ত সর্ব্বাপেক্ষা হাস্যোদ্দীপক । উক্তাপহীন অনলের ন্যায় ঐশ্বরিক কার্য্যহীন ঈশ্বর কিরূপ এবং তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিবার হেতু কি, তাহা তাঁহারাই বুঝিতে পারেন ।

আধুনিক সুসভ্য সুধীগণ অলৌকিক পবিত্র লীলার

অসম্ভাবনা, কদর্যতা ও অশ্লীলতা আশঙ্কা করিয়া ঐ ঐ অংশ পরিত্যাগ-পূর্বক সিদ্ধান্ত করিতে যত্ন করেন ; কিন্তু ছনিশ্মল অশ্রান্ত আর্য্যশাস্ত্রের উপর লেখনীসঞ্চালনের পূর্বে, ভগবল্লীলা যে ভাবে বর্ণিত আছে, ঠিক সেই ভাবে রাখিয়া লীলার সম্ভাবনা, সাধুতা ও পবিত্রতার সমর্থন করা যায় কিনা, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত । অবশ্য, স্থানে স্থানে আধ্যাত্মিক বা রূপক বর্ণিত হইয়াছে ; কিন্তু যেখানে ঐরূপ বর্ণনা আছে, সেখানে স্পষ্টই আছে । ঈশ্বর সর্ববশক্তিমান, এ বিশ্বাস ঐহাদের আছে, তাঁহারা জীবহিতার্থ অবতীর্ণ ঈশ্বরের ঐশ্বরিক কার্য্যে অবিশ্বাস করিতে পারেন না । চির-ব্রহ্মচারী সত্ত্বগুণাবলম্বী পরমর্ষিগণ যোগবলে ভগবল্লীলা প্রত্যক্ষ দেখিয়া, যে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এখন রজোগুণে উন্মত্ত ও তমোগুণে বিমোহিত পণ্ডিতাভিমানগণ সেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিচার করিতেছেন ; ইহাই শাস্ত্র-বিকৃতির মূল কারণ । তদ্বদশা মহর্ষি বেদব্যাস প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বা স্বেয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রাতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং তদনুসারে তাঁহার ঈশ্বর-চরিতই প্রদর্শন করিয়াছেন ; অতএব শ্রীকৃষ্ণ-চরিত শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর-চরিতের অনুরূপ কিনা, তাহাই অনুসন্ধান করা উচিত । কিন্তু আধুনিক সমালোচকগণ তাহা না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-চরিত মানব-চরিতের সহিত মিলাইতে যান ; সূতরাং পদে পদে অসম্ভাবনা, কদর্য্যতা ও অশ্লীলতাই দেখিতে পান । এই জন্তই অলৌকিক কৃষ্ণ-চরিতের উপর তাঁহাদের অবিশ্বাস ও অনাস্থা হয় । যে ভাবেই হউক,

যিনি কৃষ্ণ-কথার আলোচনা করেন, তিনিই আমার প্রণম্য ; অতএব আমি ঐ সকল কৃষ্ণ-বিচারকদিগকে প্রণাম করিয়া, যথামতি শ্রীকৃষ্ণ-লীলার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । আমিও রজোগুণে উন্মত্ত ও তমোগুণে বিমোহিত ; আমারও ব্রহ্মচর্য্য বা যোগবল নাই ; তথাপি স্তম্ভুর কৃষ্ণ-লীলা যথাশক্তি আশ্বাদন করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ।

শাস্ত্রানুসারে ভগবল্লীলা তিন প্রকার । তিন প্রকার ধামে ঐ তিন প্রকার লীলা হইয়া থাকে । তন্মধ্যে প্রথম গোলোকলীলা ; আমি ক্ষমতানুসারে শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রথমেই উহার বিষয় আলোচনা করিয়াছি । দ্বিতীয় ভক্তহৃদয়স্থ লীলা ; ঐ লীলা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শিববাক্যে সূচিত হইয়াছে । মহাদেব ঋষিযজ্ঞে নিজঋগুর দক্ষকে প্রণাম করেন নাই ; তাহা শুনিয়া গৌরী অভিমান করেন, সেই অভিমান-ভঞ্জনের নিমিত্ত মহাদেব বলেন—“দেখ গৌরি ! হৃদয় রজঃ ও তমোগুণ-শূন্য হইয়া, বিশুদ্ধসত্ত্বময় হইলে, ঐ বিশুদ্ধসত্ত্বময় হৃদয়কে বসুদেব বলে ; ঐ বসুদেবে অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বে ভগবানের বিকাশ হয় ; এই নিমিত্তই তাঁহার নিত্যনাম “বাসুদেব” । আমি প্রতিনিয়তই সেই হৃদয়-বিহারী বাসুদেবের নিকট প্রণত আছি । অতএব আমার আর কাহাকেও বাহ্য প্রণাম করিবার প্রয়োজন নাই ।” ভক্তানুভূত এইরূপ হৃদয়স্থ লীলাকেই ‘আধ্যাত্মিক লীলা’ বলে । ভগবান্ কখন কখনও সচ্চিদানন্দবিগ্রহে লোক-লোচনের বিষয়ী-ভূত হইয়া মর্ত্যালোকেও লীলা করিয়া থাকেন ; তাহাই তৃতীয়

লীলা । আমি ভক্তগণের পরিতৃপ্তির জন্য এখন ঐ লীলার আলোচনা করিব । যদিও ভগবানের পার্থিব লীলাই আমার আলোচনার বিষয় তথাপি ব্রজলীলার অলৌকিক রসাস্বাদনই আমার বিশেষ লক্ষ্য । যদিও ব্রজলীলায় রজোরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের রুচি নাই, তথাপি শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তগণের উহাতে আনন্দ হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস ।

মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে অসম্ভ্য অবতারের মধ্যে সংক্ষেপে কতকগুলির পরিচয় দিয়া পরিশেষে বলিলেন,—“ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অংশ, কেহ কেহ বা অংশাংশ ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ । ইহারা সকলেই যুগে যুগে দৈত্য-দলিত লোকসকলের রক্ষা-বিধান করিয়া থাকেন” । শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ব্যাসবাক্যে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ব্রহ্ম বা স্বয়ং ভগবান্ । মাধ্যম্ভিন ঋতিতে সমস্ত পুরাণও বেদमध्ये পরিগণিত হইয়াছে ; অতএব পুরাণের কথা প্রমাণ নহে—একথা বলিবার উপায় নাই । মহামুনি বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণকেই পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মোচিত আচরণ প্রদর্শনপূর্বক নিজ প্রতিজ্ঞাত বিষয় সমর্থন করিয়াছেন । আমি সাধারণ লোকের সুখবোধের জন্য সেই ব্যাসবাক্যেরই কেবল বিশদ অনুবাদ করিব ! এই দুরূহ কার্য্যে গুরুকৃপাই আমার একমাত্র ভরসা ।

মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণবিভাবের সূত্রপাতেই বলিলেন,—
“পৃথিবী শত শত বলদৃপ্ত রাজদৈত্যদিগের শত শত সৈন্যভারে

আক্রান্ত হইয়া ; গোকুল ধারণপূর্বক করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন এবং আপনার দারুণ দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন । ব্রহ্মা ধরণীর দুঃখের কথা শুনিয়া মহাদেব ও ইন্দ্রাদিদেবগণের সহিত পৃথিবীকে লইয়া, ক্ষীরসাগরের তীরে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া, সমাহিতচিত্তে বেদোক্ত পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা দেবদেব কামপূরক পরমপুরুষ নারায়ণের উপাসনা করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে বিধাতা নারায়ণোক্ত আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া, দেবতাদিগকে বলিলেন,—“হে দেবগণ ! নারায়ণ যাহা বলিলেন, তাহা বলিতেছি, | শ্রবণ কর । তিনি বলিলেন,—পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীহরি ইত্যঃ পূর্বেই পৃথিবীর ক্লেশের বিষয় অবগত হইয়াছেন । সর্বেশ্বর ভগবান্ নিজ কালশক্তির দ্বারা ভূভার হরণ করিবার নিমিত্ত যতদিন মর্ত্যলোকে বিচরণ করিবেন, তোমরাও নিজ নিজ অংশে অবনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ততদিন অবস্থান কর স্বয়ং ভগবান্ও বসুদেবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন ; অতএব দেব-কামিনীগণও তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করুন ।” এ সকল কথা পাঠ বা শ্রবণ করিলে, আপাততঃ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু শাস্ত্রোক্ত কথা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া কিছুকাল মনন করিতে হয় ; মনন করিলে, আর অসম্ভাবনার অবকাশ থাকেনা ।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—“ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া চৈতন্য-স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডের মর্মে মর্মে প্রবেশ করিয়া থাকিলেন” । ইহা-

তেই বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবীস্থ মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি চৈতন্য পদার্থের কথা দূরে থাকুক, বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ এবং মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও জলাদি জড়পদার্থেরও অন্তরে অন্তরে চৈতন্য রহিয়াছে ; ঐ চৈতন্য, সকল পদার্থে সমভাবে থাকিয়াও বাহিরে কোথাও অল্প কোথাওবা অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় ; পদার্থান্তর্গত ঐ চৈতন্যই অধিষ্ঠাতা দেব বা অধিষ্ঠাত্রী দেবী নামে অভিহিত হইয়া থাকে । মৃত্তিকা, জল, কাষ্ঠ, পাষণ প্রভৃতি জড়পদার্থে আপাততঃ চৈতন্য লক্ষিত না হইলেও শাস্ত্রসম্মত এবং বৈজ্ঞানিক বুধগণের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট । ঐ চৈতন্য বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পদার্থে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রূপে অবস্থিত আছে । পৃথিবীস্থ ও অন্যান্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রস্থ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিভক্ত চৈতন্য আছে, সেইরূপ পৃথিবীর ও অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের অন্তর্গত এক এক অবিভক্ত সমষ্টিচৈতন্যও আছে । ঐ সকল সমষ্টিচৈতন্যই ঐ সকল গ্রহনক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । ঐ সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সর্বদাই সকলের পাপপুণ্য প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন । যাঁহারা এই পরম সত্য অনুভব বা বিশ্বাস করিতে পারেন, অসৎকার্য্যে তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি জন্মে না । ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ আর্য্যসন্তানগণ ঐ সর্ববানুসূত ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই, সূর্য্যাদিগ্রহ, অগ্ন্যাদিভূত, গঙ্গাদিনদী ও অশ্বখাদি বৃক্ষকেও পূজা ও প্রণাম করিতেন এবং এখনও অনেকে করিয়া থাকেন । স্থূল দৃষ্টিতে আপাততঃ পৃথিবী মনুষ্যই বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহার অন্তরে এক চৈতন্য-

ময়ী পৃথিবী আছেই আছে ; তিনিই মন্বয়ী পৃথিবীর চিন্ময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবী ।

মনুষ্যাদি জীবগণ পৃথিবীরই এক একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ ; অতএব যেমন মানবের একাঙ্গে বেদনা হইলে সর্বদশবীরই অসুস্থ হয়, সেইরূপ মানবের ক্লেশে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে ক্লেশানুভব করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । অথবা যেমন পুত্রের অসুখে পিতামাতাও অসুখী হইয়া থাকেন, সেইরূপ নিজাঙ্গজাত পুত্রস্থানীয় মানবের অসুখে চৈতন্যরূপিণী ভূতধাত্রী ধরিত্রী অধীরা হইতেই পারেন । সেই জন্ম যখন কংসাদি দুর্দাস্ত দৈত্যদিগের উৎপীড়নে সজ্জন-সমাজ উৎপীড়িত হইল, ধর্ম্মভাব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিল এবং অধর্ম্মের প্রবল প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল, তখন মানবনেত্রের অদৃশ্য প্রকৃত 'গো' অর্থাৎ ধরাধিষ্ঠাত্রী দেবী গোরূপে সূক্ষ্মদেহধারী বিধাতার নিকট গমন করিয়া, পাপ-বিষাক্ত স্বকীয় কুৎসিত অঙ্গের চিকিৎসাদ্বারা সর্ববাঙ্গে স্বাস্থ্যবিধানের নিমিত্ত আবেদন করিলেন । মানবগণ বিপন্ন হইয়া, ধন-জনাদিদ্বারা নানা প্রকার প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য্য না হয়, তখন অগত্যা বিধাতার শরণাগত হয়, ইহা স্থূল পৃথিবীতেও দেখিতে পাওয়া যায় ! বুঝা তর্ক না করিয়া, আস্তিক্য বুদ্ধির সহিত অন্তর্দৃষ্টিতে অর্থাৎ অভিনিবিষ্ট-চিন্তে চিন্তা করিলে, এ সকল বিষয় অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় । অতএব চৈতন্যরূপিণী ধরাধিষ্ঠাত্রী ইচ্ছাপূর্ব্বক সময়োচিত রূপ ধারণ করিয়া, সূক্ষ্মলোকে গমন-পূর্ব্বক সূক্ষ্ম জীবের সহিত

সূক্ষ্মভাবে কথোপকথন করিবেন, ইহা কোনও রূপেই অসম্ভব নহে । আর্য্যসন্তানদিগের সাংসারিক সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মই, গোমূলক ; অতএব গো-রক্ষায় ধর্ম্মরক্ষা হয় এবং ধর্ম্মরক্ষায় শাস্তিরক্ষা হইয়া থাকে । এই নিমিত্তই পৃথিবী গোরূপ ধারণ করিয়া, ব্রহ্মার নিকট আত্মরক্ষা অর্থাৎ ইঙ্গিতে ধর্ম্মরক্ষাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।

ব্রহ্মা রজোগুণের অধিষ্ঠাতা ; সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যেই তাঁহার অধিকার ; রক্ষাকার্য্যে তাঁহার অধিকার নাই । সত্ত্বাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুই রক্ষাকার্য্যের অধিকারী ; এই নিমিত্ত ব্রহ্মা পৃথিবীকে লইয়া, অসীম সম্বরূপ ক্ষীরসাগরে শয়ান নারায়ণের নিকট গমন করিতে বাধ্য হইলেন । জগদীশ্বরের জগৎ-রাজ্য পরিদর্শনে ব্রহ্মাই রাজ-প্রতিনিধির ন্যায় প্রধান কর্ম্মচারী ; সুতরাং তাঁহার আদেশানুসারে বা ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রাদি দেবতারাও গমন করিয়াছিলেন । এক একটি মানবদেহের আভ্যন্তরিক কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে, এ বিষয় বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায় । মনঃসংবলিত জীব যে বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারা তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন । নিখিল জীবের সমষ্টিই ব্রহ্মা ; সুতরাং ব্রহ্মাকে ক্ষীরসাগরে গমনোচ্ছত দেখিয়া, মূর্ত্তিমান্ দেবগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন । তাহার পর ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মার মুখে পৃথিবীর আবেদন শ্রবণ করিয়া, আকাশবাণীতে সহস্রেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইবে, ইহা জানাইয়া সকলকে আশ্বাস প্রদান করিলেন । এ কথাও এই ঘোর নিরীশ্বর যুগের পক্ষে উপকথাই বটে ; কিন্তু এখনও মনোরথ-

সিদ্ধির নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে অনশনে কোনও দেবমন্দিরে পড়িয়া থাকিলে, আকাশে প্রত্যাদেশ শুনিতে পাওয়া যায় ; তবে ব্রহ্মা যে, বিষ্ণুর প্রত্যাদেশ শুনিবেন, ইহা বিচিত্র কি ?

মানবদেহের আভ্যন্তরিক ব্যাপার আলোচনা করিলেও এ সকল বিষয় বুঝিতে পারা যায়। তমোগুণ হইতে রজোগুণ উৎপন্ন হয়, রজঃ হইতে সত্ত্ব, সত্ত্ব হইতে ব্রহ্মানুভব এবং ব্রহ্মদর্শন হইলেই শাস্তি হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,— “যেমন পার্থিব দারুর ঘর্ষণে প্রথমে ধূম, তাহার পর অগ্নি উৎপন্ন হয় এমত ঐ অগ্নি হইতেই বেদোক্ত যজ্ঞাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে ; সেইরূপ তমঃ হইতে রজঃ, রজঃ হইতে সত্ত্ব এবং সত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মদর্শন হয়।” এখানেও পাপরূপ তমোগুণে সমাচ্ছন্ন ধরণী রজঃস্বভাব ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন ; ব্রহ্মা ধরণীর সহিত সত্ত্বস্বভাব বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বিষ্ণু গুণাণ্ডাত্ত্ব স্বয়ং ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ আধ্যাত্মিক কার্য্য-প্রণালী যেমন দেহের মধ্যে হইয়া থাকে, সেইরূপ দেবলোকে দেহবান্ দেবতাদিগেরও সূক্ষ্মভাবে কার্য্য-কলাপ চলিয়া থাকে। এ বিষয় স্থানান্তরে আরও বিশদভাবে আলোচিত হইবে। দেবতার মনুষ্যদেহে অধিষ্ঠান করিয়া, যাহা যাহা করিয়া থাকেন, তাহাকেই আধ্যাত্মিক বলে। অতএব সূক্ষ্ম শরীরে দেবতাদের কার্য্যকলাপ, প্রত্যক্ষভাবে দেবতাদের সহিত ভগবানের আবির্ভাব এবং নরদেহে আধ্যাত্মিকভাবে ঐ সকলের স্ফুর্তি ; ইহার একটিও মিথ্যা নহে।

অতঃপর বসুদেবের বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে ; তাহাতে কোনও অসম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না । কংসের প্রতি দৈববাণী আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু কখনও কখনও কাহারও মনে অচিরভাবি অমঙ্গল স্বতই সূচিত হইয়া থাকে, এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় । বিশেষতঃ নিত্যভীত দুর্মলোকদিগের এরূপ হইয়াই থাকে ; সর্বলোক-শত্রু কংসের তাহাই হইয়াছিল—তাহাই দৈববাণী । বামনেত্র-স্ফুরণাদিও লোক-প্রসিদ্ধ অশুভ-সূচক ; দৈবতত্ত্বের আলোচনা করিলে, ঐ সকলও দৈব ইঙ্গিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায় । অথবা লীলাময় ভগবানই স্বলীলা সিদ্ধির নিমিত্ত কংসকে সত্যসত্যই ঐরূপ আকাশবাণী শুনাইয়াছিলেন—সর্ববশক্তিমান ভগবানে কিছুই অসম্ভব নহে । ফলতঃ আন্তিক্য-বুদ্ধিতে আলোচনা করিলে, কংসের প্রতি দৈববাণী অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে না ।

ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ ব্রহ্মাকে আকাশবাণীতে বলিয়াছিলেন—“বসুদেব-গৃহে পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিবেন ; অতএব তাঁহার প্রীতিসাধনের জন্ত দেবনারীগণ নিজ নিজ অংশে অবনীতে অবতীর্ণ হউন ।” নারায়ণের বাক্যও বুঝিতে পারা যায় যে, স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মই বসুদেব-নন্দন হইয়াছিলেন । ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়স্থ অষ্টাদশ শ্লোকের ভাষ্যে ভাষ্যকার-চুড়ামণি শঙ্করাচার্য্য বাসুদেবের নিরতিশয় ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং আনন্দগিরিও ঐ ভাষ্যের অর্থ

আরও বিশদ করিয়া দিয়াছেন । অতএব শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা স্থিরীকৃত হইয়াছে । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ আনন্দস্বরূপ এবং তাঁহার নামও আনন্দস্বরূপেরই পরিচায়ক, গোলোক-প্রসঙ্গে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে । ভগবানের জন্মও যে তাঁহার আনন্দস্বরূপের পরিচায়ক, এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে ।

ভগবানের আবির্ভাব দুই প্রকার ; নৃসিংহাদির ন্যায় সহসা অদ্ভুত আবির্ভাব এবং ভক্তদ্বারা লৌকিকের ন্যায় প্রতীয়মান আবির্ভাব । মহাত্মা বসুদেব বিশুদ্ধ সত্ত্বের অবতার এবং দেবী দেবকীও সত্ত্ববৃত্তির বা ভক্তির আধার ; সুতরাং উপযুক্ত পতির উপযুক্ত পত্নী । ভক্তি-ভাবিত বিশুদ্ধ সত্ত্বেই যে ভগবানের বিকাশ, ইহা পূর্বের বলা হইয়াছে এবং সাধকমাত্রেই ইহা বুঝিতে পারেন । তাহাই লীলা করিয়া দেখাইবার জন্য ভক্তাধীন ভগবান্ সম্ভাবতার বসুদেবের ও ভক্তিরূপিণী দেবকীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন । বসুদেব ও দেবকী সভয়চিত্তে ভগবচ্ছিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কংস-কারাগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন । যখন কংস-ভক্তে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ষট্ পুত্র বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন স্বয়ং ভগবান্ আবির্ভূত হইলেন, ইহাই মহর্ষি বেদব্যাস লিখিয়াছেন এবং ইহাই ভক্তযোগী সর্বজ্ঞ শুকদেব প্রচার করিয়াছেন । ভাগবতে আছে—“ভক্তের অভয়দাতা ভগবান্ও পরিপূর্ণ স্বরূপে বসুদেবের হৃদয়ে প্রকাশমান হইলেন । বিলাস-সক্ত সুদূরায় কংস মূর্ত্তিমান্ সংসার বা সংসারাসক্তির অবতার ;

সুতরাং সর্বদাই ভগবদ্বিরোধী । যে ব্যক্তি সংসারকে কারাগৃহ ভাবিয়া ভীতচিত্তে ভগবানের শরণাগত হন, তিনি ষট্পুত্র-বিনাশে অনুতপ্ত হইয়া, পরিশেষে শ্রীহরির দর্শনলাভ করেন ; ইহাই এই লীলার অন্তর্গত সুগূঢ় শিক্ষা । এই বিষয় বুঝাইবার জন্য আমি একটি তত্ত্ববোধক পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি ।

সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্মার মন হইতে মরীচি-নামক ঋষি উৎপন্ন হইলেন । মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি মনের অবতার । ঐ মনোবতার মরীচির ছয় পুত্র হয় । মনেতেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও মনোভোগ্য বিষয়-সমষ্টি, এই ষড়্বিধ ভোগবাসনা হইয়া থাকে ; সুতরাং মনোবতারের ছয়পুত্র, ছয় বিষয়ানুরাগের অবতার । উহারা পিতামহ ব্রহ্মাকে কন্যাসক্ত দেখিয়া হাস্য করিয়াছিল ; তাহাতে ব্রহ্মা কুপিত হইয়া ‘মর্ত্য লোকে জন্মগ্রহণ কর’ বলিয়া অভিসম্পাত করেন । পরে তাঁহারা রোদন করিতে করিতে অনেক অনুনয় বিনয় করিলে, ব্রহ্মা কৃপা-পরবশ হইয়া বলিলেন—“আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা অন্তথা হইবার নহে ; তবে যে কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ না করিয়া ভগবন্মাতা দেবকীর গর্ভে জন্মলাভ করিবে ; পরে কংসহস্তে বিনষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার এইস্থানে থাকিতে পারিবে । ভোগাবতার ঐ ছয় মরীচিপুত্রই শাপভ্রষ্ট হইয়া দেবকীজঠরে জন্মগ্রহণ করে । এই পৌরাণিকতত্ত্ব আলোচনা করিলেই কৃষ্ণাবির্ভাবের হেতু বুঝিতে পারা যায় । যিনি সংসারকে কারাগারের স্থায়, ক্লেশাগার মনে করিয়া, সর্বদা সত্যে কালযাপন করেন, তাঁহারই

ষড়বিধ ভোগানুরাগ নষ্ট হয় এবং তিনিই ভগবানকে উৎপাদন করিতে পারেন । কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যলোকে এই অমূল্য গুহ্যতম উপদেশার্থ প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিত্তই সংসারাবতার কংসের কারাস্থিত সমুপ্ত বসুদেব ও দেবকীর ভোগাবতার ষট্পুত্র বিনাশ করাইয়া, স্বয়ং তাঁহাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েন ।

ভগবৎ-শক্তি যোগমায়া দেবকীর সমুদগর্ভ আকর্ষণ করিয়া, গোকুলস্থ রোহিণীর উদরে স্থাপন করিলে, নগরবাসিগণ মনে করিল, দেবকীর গর্ভস্রাব হইয়াছে ; একথা শুনিলে আপাততঃ অসম্ভব ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু এরূপ ঘটনা জগতে নিত্যই ঘটিতেছে । যাঁহারা জন্মান্তর মানেন, তাঁহাদের ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই । কোনও গর্ভবতী নারীর গর্ভস্রাব হইলে, ঐ গর্ভ যে তৎক্ষণাৎ অন্য শরীরে গর্ভরূপে পরিণত হয়, ইহা ত শাস্ত্রসম্মত সম্পূর্ণ সত্য । নিবিচ্ছিন্ন চিন্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সম্ভ্রান এক জন্মেই দুই উদরে উৎপন্ন হইল । পৃথিবীতে যে এরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সেই অসাধ্য-সাধিনী বোগমায়ারই কার্য । যে মায়া ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে জীবকে সর্বদাই যোনি হইতে যোনিপুত্রে লইয়া যাইতেছেন, সেই মায়াই ভগবদাদেশে দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া, রোহিণীর উদরে লইয়া গেলেন ; ইহা আবার বিচিত্র কি ?

জীবের জন্ম সম্বন্ধে বেদান্তের যেরূপ সিদ্ধান্ত, ভগবান্ লীলা করিয়া তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন ; অত্বে ইহা শুনিয়া উপহাস

করিতে পারে ; কিন্তু যাঁহারা বেদান্ত-নিরূপিত মায়াতত্ত্ব আলোচনা করিয়া জগদ্ব্যাপার অবধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা পরমানন্দের সহিত ইহা স্বীকার করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—“দেবকীর ষটপুত্র বিনষ্ট হইলে এবং সপ্তমগর্ভ রোহিণীতে নীত হইলে, ভক্তবৎসল ভগবান্ পরিপূর্ণ স্বরূপে প্রথমে বসুদেবের হৃদয়ে প্রকাশমান হইলেন । পরম ভাগ্যবান্ বসুদেব আপন হৃৎপদ্মে যেরূপ রূপ-দর্শন করিতে-
ছিলেন, সেই অপরূপ রূপ দেবকীকে শ্রবণ করাইলেন অর্থাৎ গুরু যেমন শিষ্যকর্মে রূপাভিব্যঞ্জক ইচ্ছামন্ত্র প্রদান করেন, সেইরূপ বসুদেব আপন মনোদৃষ্ট কৃষ্ণরূপ মন্ত্ররূপে দেবকীর কর্ণে অর্পণ করিলেন । শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রসকল বীজনামে অভিহিত ; কারণ সদৃশকর্তৃক সংক্ষেপে সমুপ্ত ঐ বীজমন্ত্র-সামানেই দেবতাস্বরূপ প্রকাশিত হয় । বসুদেব-দত্ত ভগবদ্ভাবই দেবকীর অলৌকিক গর্ভবীজ হইল । অতএব স্ত্রীপুরুষের সহ-
বাসে ও শোণিত-শুক্রসংযোগে দেবকীর গর্ভ হয় নাই ; সূতরাং স্পর্শই বুঝিতে হইবে যে, দেবকীর গর্ভ হৃদয়েই হইয়াছিল, —উদরে হয় নাই । মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা স্পর্শই বলিয়াছেন । মহর্ষি বলিয়াছেন,—“যিনি পরমাত্ম-স্বরূপে নিখিল জীবের হৃদয়াভ্যন্তরে নিত্যাবরাজিত, শূরনন্দন বসুদেব সেই পরমাত্মার মূলস্বরূপ কৃষ্ণরূপ, দীক্ষা-প্রণালীতে দেবকীকে অর্পণ করিলেন ; দেবী দেবকীও পূর্ববদিক্-সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, নিজ হৃদয়স্থিত পরমাত্মার পরমানন্দময় পরমরূপ আপন হৃদয়ে

ধারণ করিলেন।” শ্রুতিও বলিয়াছেন—“মনোদ্বারাই পরমা-
ত্মাকে দর্শন করিতে হইবে”। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবকী-হৃদয়ে
আবির্ভূত হইয়া, ঐ শ্রুতির অর্থই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন।

দেবকীর গর্ভ যে অলৌকিক, অথচ শাস্ত্র-যুক্তিসম্মত, তাহা
প্রদর্শিত হইল। অস্তুবিকাশের ন্যায় ভগবানের বহির্বিকাশও যে
অলৌকিক ও শাস্ত্রসম্মত, এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা
যাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—“যেমন পূর্বদিকে পূর্ণচন্দ্র
উদিত হয়, সেইরূপ পরমাত্ম-স্বরূপে নিখিল-ভূতস্থিত ভগবান্
দেবরূপিণী দেবকীর সমীপে আবির্ভূত হইলেন।” যোগবর
শুকদেব বলিলেন—“ভগবান্ আবির্ভূত হইলেন।” ইহাতেই
বুঝিতে পারা যায়, ভগবানের প্রাকৃত জন্ম হয় নাই, উহা তাঁহার
আবির্ভাব। কারণ হইতে কার্যোৎপত্তির নাম জন্ম, আর
নিত্যসিদ্ধ বস্তুর সহসা বহিঃপ্রকাশের নাম আবির্ভাব।
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল স্থানে সকল শরীরেই নিত্যসিদ্ধ;
সুতরাং তাঁহার এইরূপ প্রকাশকে জন্ম বলা যায় না,—তাহা
আবির্ভাব মাত্র। কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাই
আপনার অপ্রাকৃত জন্মের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি
বলিয়াছিলেন—“অর্জুন। যে ব্যক্তি আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য
কর্ম্ম যথার্থ অবগত হইতে পারে, তাহার পুনর্জন্ম হয় না; সে
ব্যক্তি আমাকেই প্রাপ্ত হয়।” টীকাকার-শিরোমণি শ্রীধরস্বামী
ভগবদ্বক্তৃ দিব্যশব্দের ‘অলৌকিক’ অর্থ করিয়াছেন এবং
ভাষ্যকার-কুঞ্জর শঙ্করাচার্য্যও দিব্য শব্দের অর্থ ‘অপ্রাকৃত’

করিয়াছেন । অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় মাতৃকৃষ্ণিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই,—আবির্ভূতই হইয়াছিলেন, ইহা লব্বশাস্ত্র ও সর্বমহাজন সন্মত ।

শ্রীকৃষ্ণই ঘাঁহার প্রাণস্বরূপ সেই পরম ভাগবত গৌরাজ-প্রিয় রূপ-গোশ্বামী লঘুভাগবতামৃত নামক নিজগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে যে রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহারও অনুবাদ করিয়া দেখাইতেছি ।—“মহাবিশু ঘাঁহার বিলাসরূপ, সেই লীলা-পুরুষোত্তম” বৈবস্বতমন্তরীয় অষ্টাবিংশ দ্বাপরের শেষে স্বয়ং আবির্ভূত হইবার অভিপ্রায়ে অগ্রে সঙ্কর্যণকে প্রকটিত করেন ; পরে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে প্রকটিত করিতে অভিলাষী হইয়া, প্রথমে বসুদেবের হৃদয়ে স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন । অনিরুদ্ধ নামক ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ ঐ সময়ে বসুদেবের হৃদয়স্থিত লীলা-পুরুষোত্তমে মিলিত হইয়া থাকেন । তৎপরে ভগবান্ পরিপূর্ণ স্বরূপে বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে আত্ম-প্রকাশ করেন । ঐ চিদানন্দময় ভগবদ্বিগ্রহ দেবকীর হৃদয়স্থিত বাৎসল্য-রসস্বরূপ প্রেমানন্দামৃতে লালিত হইয়া শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিপুষ্ট হইতে থাকেন । অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীর মহানিশায় দেবকীর হৃদয় হইতে তিরোভূত হইয়া কারাগাররূপ সূতিকা গৃহস্থ দেবকী-শয্যায় আবির্ভূত হইয়া থাকেন । ঐ সময়ে জননী দেবকী প্রভৃতি সকলেই মনে করেন, এই শিশু অনাগ্নাসেই উদর হইতে নিঃসৃত হইল ।”

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণব্রহ্ম, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ যে আনন্দঘন এবং তাঁহার আবির্ভাব যে অপ্রাকৃত ওদৃবিষয়ে আর অধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণের অপেক্ষা কি আছে ? শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দঘন বিগ্রহে চর্মমাংসাদি সপ্তধাতুর সম্বন্ধ মাত্র ছিল না, শাস্ত্রানুসারে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী, চতুর্ভূজ ও বসনভূষণে বিভূষিত হইয়াই ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৃতীয় পাণ্ডব অজ্ঞান ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইয়া এইরূপ রূপই দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—“আমি তোমার শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী কিরীটালঙ্কৃত শাস্ত্ররূপ দেখিতে ইচ্ছা করি ; অতএব হে বিশ্বরূপ ! সেই চতুর্ভূজরূপে আমাকে দর্শন দাও।” ভাষ্যকারকুঞ্জর শঙ্করাচার্য্যও নিজকৃত গীতাভাষ্যে বসুদেব-গৃহোদ্ভূত ভগবানের ঐরূপ রূপ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, তবে গীতার একাদশ অধ্যায়স্থ পঞ্চাশত্তম পঙ্ক্তির শঙ্করভাষ্য দেখিতে পারেন। প্রাকৃত শিশু সর্ববালঙ্কারে ভূষিত হইয়া গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, ইহা নিতান্তই অসম্ভব। অতএব ভগবান্ যে, চিদ্রূপে ভূষিত হইয়া চিদাকারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা স্থির।

ভগবদাবির্ভাবের পূর্বে দেবকীর যে সকল পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া কংস হস্তে নিহত হয়, তাহারা প্রাকৃত সম্ভান ; কস্মদোষে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রসূত হইয়াছিল। জগতে এরূপ লোকও কদাচিৎ দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া

যায়, যাহারা পুনঃ পুনঃ বহুপুত্র বিনষ্ট হওয়ায় ভাগ্যক্রমে সংসারের অসারতা বুঝিয়া ভগবানেই মনোনিবেশ করেন । ভক্তবৎসল ভগবান্ও ঐরূপ শরণাগত মুমুকু ভক্তদিগের সুদৃঢ় সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া থাকেন । কংসদ্বারা বসুদেব ও দেবকীর পুত্রগণকে বিনাশ করাইয়া, ঐ অমূল্য তত্ত্বোপদেশ প্রদান করাই ভগবানের এই লীলার অভিপ্রায় ।

অনন্তর ভগবান্, পিতামাতার প্রার্থনায় আপনার তত্ত্বপরিচয় প্রদান করিয়া, চতুর্ভূজ ঐশ্বররূপ আচ্ছাদন-পূর্বক দ্বিভুজ প্রাকৃত শিশুর ন্যায় হইলেন এবং আপনাকে গোকুলে রাখিবার জন্য বসুদেবকে আদেশ করিলেন ; শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে । পিতামাতার প্রার্থনা উপলক্ষ্যমাত্র ; ভগবানের নিজেরই দ্বিভুজ হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল । তাঁহাকে ব্রজে যাইতে হইবে ; ব্রজধাম বিশুদ্ধ প্রেমের ভূমি ; প্রেমের রাজ্যে ভগবান্ ‘ভগবান্’ নহেন ; প্রেমের রাজ্যে ভগবান্ সখা, পুত্র ও পতি ; সুতরাং প্রেমময় ব্রজমণ্ডলে যাইতে হইলে, তাঁহাকে দ্বিভুজ হইতেই হইবে ; সেই জন্য তিনিই অন্তর্ধ্যামিরূপে বসুদেব ও দেবকীকে ঐরূপ প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন ।

যদিও বসুদেব কারারুদ্ধ ও শৃঙ্খলবদ্ধ ছিলেন, তথাপি মুক্তিদাতার ইচ্ছায় তৎক্ষণাৎ কারাগারের দ্বার স্ততই মুক্ত এবং শৃঙ্খল অপনীত হইল ; বসুদেব শিশুরূপী পরমেশ্বরকে ক্রোড়ে লইয়া অনায়াসে নির্গত হইলেন । ঐ সময়ে ঘন ঘন বারি বর্ষণ হইতেছিল ; যমুনাও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু অনন্তশক্তি

ভগবানের অনন্তশক্তির প্রভাবে বৃষ্টির জল কৃষ্ণবাহক বসু-
দেবকে স্পর্শ করিতে পারিলনা । যাঁহার অনন্তশক্তির একাংশ
পৃথিবী প্লাবিত করিতেছিল, তাঁহারই অনন্তশক্তির অপর একাংশ
বসুদেবের ছত্র হইয়া দাঁড়াইল । প্রবল-প্রবাহবতী সুবিস্তৃত
যমুনাও সুপ্রশস্ত রাজপথের ন্যায় হইয়া গেল । পাঠকগণ স্মরণ
রাখিবেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ
নরবাহনে আরোহণ করিয়া, রাজধানী হইতে বৃন্দাবিনে ক্রীড়া
করিতে যাইতেছেন । যমুনা ও বর্ষার বারি তাঁহারই প্রজা ;
তাঁহারই বলে বলীয়ান্ হইয়া, তাঁহারই আজ্ঞায় তাঁহারই কার্যে
নিযুক্ত আছে ; অতএব তাহারা যে তাঁহার প্রতিকূল না হইয়া
অনুকূল হইবে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে ।

কেনোপনিষদে ইন্দ্রের ব্রহ্মপরীক্ষার কথা স্মরণ করুন ;—
স্বয়ং অগ্নি ব্রহ্মদত্ত একটি সামান্য তৃণও দগ্ধ করিতে এবং স্বয়ং
বায়ুও উহা পরিচালিত করিতে সমর্থ হন নাই । গিরিধারণ লীলার
প্রসঙ্গে আমি এ বিষয় বিস্তার পূর্বক বলিব । এখন জানিয়া
রাখুন, যাঁহারঃ সমক্ষে অগ্নিঃ তৃণ দগ্ধ করিতে পারেন নাই এবং
পবনও উহা পরিচালিত করিতে পারেন নাই, সেই মূর্তিমান
পরব্রহ্মই জীবের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া, ঐ বিষয়টি অভিনয়
করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইলেন । শ্রুতিতে আছে,—তাঁহার ভয়ে বায়ু
প্রবাহিত হয়, তাঁহার ভয়ে সূর্য্য উদ্ভিত হয়, তাঁহার ভয়ে অগ্নি
প্রজ্বলিত হয়, তাঁহার ভয়ে ইন্দ্র বারি বর্ষণ করে এবং তাঁহারই
ভয়ে মৃত্যু জীবের প্রাণ হরণ করিয়া থাকে ।

কুরুক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবান্ও বলিয়াছেন—“হে অর্জুন !”
যে সূর্য্যতেজ জগৎ প্রভাসিত করে, এবং চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে
তেজ দেখিতে পাও, সে সমুদায় আমারই তেজ জানিও”।
যাঁহারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, যাঁহারা শাস্ত্র যুক্তি
মানেন এবং অবতারবাদে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা
নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোনও শক্তিই
কৃষ্ণবাহক বস্তুদেবকে বাধা দিতে পারে না। অতএব মৃদ-
বিকার শৃঙ্খলাদির রোধিনীশক্তি এবং যমুনা-জীবনের ক্রেদিনী-
শক্তি বস্তুদেবকে বাধা দিতে পারিল না, ইহাতে বিস্ময়ের
লেশমাত্রও নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই লীলাদ্বারা মনুষ্যকে
দেখাইলেন যে, যে ব্যক্তি আমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে,
তাহার কুত্রাপি বাধাবিঘ্ন হয় না।

অনন্তর বস্তুদেব গোকুলে উপস্থিত হইয়া, যশোদার গৃহে
প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, তিনিও একটা কন্যা প্রসব
করিয়া নিদ্রায় অভিভূত আছেন। স্নযোগ বুঝিয়া, বস্তুদেব আপন
ব্রহ্ম-পুত্রকে যশোদার শয়্যায় শয়ান রাখিয়া এবং যশোদার
মায়া-কন্যাকে বক্ষে লইয়া মথুরায় গমন করিলেন এবং আপনিই
কারাগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনিই আপন পদে শৃঙ্খল নিবদ্ধ
করিয়া দিলেন,—দিবেন বৈ কি ; তিনি যে, ব্রহ্ম পরিত্যাগ
করিয়া মায়াকে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন ! স্মতরাং আপনিই
আপন হস্তে আপনাকে বদ্ধ করিলেন।

ইতি পূর্ব্বে যখন কংস আকাশবাণী শুনিয়া দেবকীর মন্তক

ছেদন করিতে উত্তত হইল, তখন ধার্মিকবর বসুদেব, “তোমাকে দেবকীর গর্ভজাত সমস্ত সন্তান অর্পণ করিব” এই বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন বসুদেবের সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল ? তিনি পরম ধার্মিক হইয়াও এরূপ মিথ্যাচরণ করিলেন কেন ? এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কথাই বটে। কিন্তু একজন নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলিলে, তাহাতে পাপ নাই ; বরং ধর্ম্মই আছে ; ইহা লৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্রের নৈতিক ব্যবস্থা। তদ্ব দর্শন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বসুদেব মিথ্যা শব্দমাত্র উচ্চারণ করিয়া, পরম সত্য বস্তুই রক্ষা করিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—“ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ ; বসুদেব-তনয় সেই ব্রহ্মেরই কর-চরণাদি-বিশিষ্ট চিন্ময় বিগ্রহ। স্তুতরাং বসুদেব পরম সত্যই রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভারতের উদ্‌যোগ-পর্ব্ব আছে—“সত্যেই কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত এবং কৃষ্ণেই সত্য প্রতিষ্ঠিত, অতএব কৃষ্ণই পরম সত্য এবং এই জন্তই কৃষ্ণের অপর একটি নাম, সত্য।” এক্ষণে বুঝিতে পারা যায় যে, যাহাকে জানিতে পারিলে দশদিক্ সত্যময় হইয়া যায়, বসুদেব মিথ্যা শব্দের উচ্চারণে পাপ কংসকে বঞ্চনা করিয়া, সেই সত্যাদপি সত্যই রক্ষা করিয়াছিলেন। যিনি সংসার-রূপ কংস-কারায় আবদ্ধ থাকিয়াও সংসারকে বঞ্চনা করিয়া হৃদয়-গোকুলে গোপনে সত্য স্বরূপ ভগবান্কে রাখিতে পারেন, তাঁহার অধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক ; তিনিই মুক্তির অধিকারী।

ইহার পর আর একটি বিস্ময়-কর ব্যাপার ঘটিল—যখন কংস দেবকী-কন্যা বোধে যশোদার কন্যাকে শিলোপরি নিষ্ক্রেপ করে, তখন ঐ কন্যা আকাশে উথিত হইয়া, কংসের ভাবী মৃত্যুর সূচনা করিয়া অদৃশ্য হইল । এ বিষয় আপাততঃ বিস্ময়-জনক মনে হয় বটে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—“ঐ কন্যা স্বয়ং যোগমায়া ।” তাহা হইলে আর বিস্ময়ের কথাই নাই ; কারণ অসাধ্য-সাধনী শক্তির নাম মায়া ; সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় কোনও কার্যই বিস্ময়কর নহে । সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম যখন মূর্তিমান্, তখন শক্তিস্বরূপিণী তৎকিঙ্করী মায়াও মূর্তিমতী । জ্ঞান দ্বারাই মায়ার ধ্বংস হয় ; অনধিকারে বলপূর্ব্বক মায়াকে বিনাশ করিতে উদ্বৃত্ত হইলে, নিজেরই মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠে ; ইহাও এই লীলার গূঢ় রহস্য ।

ভগবৎসম্বন্ধে সকলই অলৌকিক । নিত্যসিদ্ধের জন্ম, সচ্চিদানন্দের আকার, অনাদির শৈশব, গোলোকবিহারীর মর্ত্য-লীলা এবং ষড়ৈশ্বর্য্যশালীর গো-চারণ প্রভৃতি সমস্তই অলৌকিক । অলৌকিক হইলেও ঋষিবাक্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহাতে সমস্ত অসম্ভবই সম্ভব । অতএব, অতঃপর আমি শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কার্য্যসম্বন্ধে কেবল শাস্ত্র দেখাইয়াই নিরস্ত হইব,—সম্ভবাসম্ভবের বিচারার্থ অত্যধিক চেষ্টা করিয়া কালক্ষেপ করিব না । ইচ্ছা করিয়া না বুঝিলে, কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না ; বিশেষতঃ ভগবৎসম্বন্ধীয় বিষয় বুঝাইবার বা বুঝিবার নহে ; উহা কেবল বিশ্বাসের বিষয় ।

তারে ভাব্‌রে আমার মন ।

(তারে) চিন্তে গেলে চিরকালেও চিন্‌বি না কেমন ।

অপরূপ শিশুসাজে আপন ইচ্ছায় সাজে

বিধাতার বড় কিন্তু বয়সে সে জন ।

আসি মথুরা মণ্ডলে বহুদেবে পিতাবলে

জগতের পিতা কিন্তু বেদের বচন ।

ভক্তিতে ভজিলে পরে জীবের জনম হ'রে

আপনি জনমে কিন্তু কি জানি কেমন ।

চিদানন্দ ধামে রয় দেবের দেবতা হয়

নরাকারে নরলোকে করে বিচরণ ।

তারে ভাব্‌রে আমার মন ।

চিন্তে গেলে চিরকালেও চিন্‌বি না কেমন ।

ব্রহ্মমূর্তি কৃষ্ণ, তাঁর বিচিত্র বিকাশ ।

যাহার সৌভাগ্য সেই সাধুর বিশ্বাস ।

ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গোস্বামি-বিরচিত-

শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃতে জন্ম-লীলামৃত ।

অসুর-সংহার-লীলামৃত ।

ভুবনের পিতা হ'য়ে নন্দের কুমার ।

শিশু হ'য়ে দৈত্য দলে গতি সে আমার ॥

জ্ঞানিগণ জ্ঞানদ্বারা সত্ত্বাত্ম পরব্রহ্ম অনুভব করিতে পারেন কিন্তু ঐ জ্ঞান যদি প্রেম-মিশ্রিত হয়, তবে সবিশেষ ব্রহ্মও দেখিতে পাওয়া যায় । প্রেম-মিশ্রিত জ্ঞানে সবিশেষ পরব্রহ্ম পরিদৃষ্ট হইলেও ঐশ্বর্য্য বোধজন্ম ভয় ও সঙ্কোচের অন্তরায় থাকায়, সাধকের অবাধ আনন্দ হয় না । প্রেম প্রগাঢ় হইলে, জ্ঞান তাহাতেই আচ্ছন্ন হইয়া যায় ; তখন ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া মনে হয় না ; তখন মনে হয়,—তিনি আমার সখা, তিনি আমার পুত্র বা তিনি আমার পতি । ঐক্য ভাব হইলে ভয় বা সঙ্কোচের সম্ভাবনা থাকে না ; সুতরাং তখন সাধকের অবাধ পরমানন্দ ।

বসুদেব ও দেবকীর প্রেম জ্ঞান-মিশ্রিত, এই নিমিত্ত তাঁহারা আনন্দময় ভগবান্কে উৎপাদন করিয়াও বাৎসল্য ভাবের সেবাজন্ম বিমলানন্দ আনন্দনে সমর্থ হইলেন না । অমিশ্র প্রেমের আধার স্বরূপ ব্রজবাসিগণই ভগৎ-সেবা-সুখের অধিকারী হইলেন । একই সাধকের, প্রথমে জ্ঞানমিশ্র প্রেম উৎপন্ন হইয়া, পরিণামে উহাই অমিশ্র প্রেমে পরিণত হয় ; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একই সাধকের ঐ দুই প্রকার ভাব অভিনয় করিয়া সুস্পষ্ট দেখাইবার নিমিত্ত দুই ভাবের দুই সম্প্রদায় ভক্তের অবতারণা করিলেন ।

ক্রম-সাধন দ্বারা একই ভক্তের ক্রমে ক্রমে শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের উদয় হয় । শাস্ত অপেক্ষা দাস্ত, দাস্ত অপেক্ষা সখ্য, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর ভাব শ্রেষ্ঠ । শ্রীমদ্ ব্রজমণ্ডল প্রধানতঃ সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য ভাবেরই লীলা-ক্ষেত্র ; অতএব ভগবানের ব্রজ-লীলাই অন্যান্য লীলা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ-দায়িনী । ব্রহ্মাদি দেবতারাপ্ত যাঁহার অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই অখিল পূজ্য পরমেশ্বরে সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য ভাব যে, পরমানন্দ-প্রদ, ইহা বলাই বাহুল্য । ব্রজের ভাব দেবতাদিগেরও দুর্ব্বোধ্য ; আমি মন্দমতি মনুষ্য হইয়াও কেবল আত্মতোষের নিমিত্তই তাহাতে হস্তার্পণ করিলাম,—অপর কাহাকেও বুঝাইবার নিমিত্ত নহে ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ব্রজধাম সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের লীলাক্ষেত্র । সেখানে ঈশ্বর ‘ঈশ্বর’ নহেন ; নিখিল ভুবনের ঈশ্বর সেখানে সখ্য, পুত্র ও পতি । যেমন রাজমিত্র, রাজমাতা ও রাজমহিষী রাজাকে ‘রাজা’ জানিয়াও বন্ধু, পুত্র ও পতিভাবেই সর্ব্বদা দর্শন করে ; রাজাকে ‘রাজা’ বলিয়া ভয় করে না, সেইরূপ শ্রীদামাদি গোপবালক, যশোদাদি প্রাচীনা গোপী এবং শ্রীরাধাদি-নবীনা গোপী, জগদীশ্বরকেও পূজা বা ভয় না করিয়া, তাঁহাকে সখ্য, পুত্র ও পতি বলিয়াই দোঁখতেন । যেমন অগ্নিকণার স্বভাব দেখিয়া অগ্নিরাশির স্বভাব বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ চিদংশ জীবের প্রকৃতি দর্শনে চিদ্ব্যন ভগবানের প্রকৃতিও জানা

যাইতে পারে । আমরা জগতে দেখিতে পাই, প্রেমে যেমন জীব জীবের বশীভূত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না; অতএব নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রেমই ভগবদ্-বশীকরণের একমাত্র মহামন্ত্র বা মর্হোষধি । সেই জগ্গাই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ব্রজবাসীর প্রেমে মুগ্ধ । শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগের প্রগাঢ় প্রেমের বশীভূত হইয়া, তাঁহাদের আনন্দ উৎপাদনের নিমিত্ত বাল্যকালে যে যে লীলা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কংস-প্রেরিত দস্যুদিগের বিনাশ একটা অগ্ৰতম বিস্ময়কর কার্য্য । আমি প্রথমে তাহারই আলোচনা করিতেছি ।

অনাদিকাল হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে । উহাদের পরস্পর বাধ্যবাধকসম্বন্ধ ; অর্থাৎ উহার পরস্পর পরস্পরকে পরাভূত করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয় । সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইলে, ভগবদ্ভক্তি জন্মায় ; রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে ভোগবাসনা বলবতী হয় এবং তমোগুণের প্রভাবে জীবের হিংসাদি অতিনীচ প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে । দেবতার সাধ্বিক-স্বভাব, অম্বরেরা রাজস-স্বভাব এবং রাক্ষসেরা তামস-স্বভাব ; এই নিমিত্ত তাহাদের পরস্পর বিরোধের কথা শুনিতে পাওয়া যায় । সাধ্বিকাদি স্বভাবের তারতম্যানুসারে মনুষ্যের মধ্যেও দৈব-প্রকৃতি আম্বর-প্রকৃতি ও রাক্ষস প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় । রাজস ও তামস প্রকৃতির মনুষ্যেরাই পার্থিব অম্বর ও পার্থিব রাক্ষস ; ভগবানের প্রতি ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ উহাদের প্রকৃতিগত ।

পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান্ যখন যখন যে যে রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তৎসঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি তাঁহার একান্ত ভক্ত এবং কতকগুলি তাঁহার ঘোর বিরোধী মনুষ্যও জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সংসারে সর্বদাই যে সকল রাজসী ও তামসী চিন্তা ভগবচ্চিন্তার বিঘ্ন উৎপাদন করে, উহারাই সংসাররূপ আধ্যাত্মিক কংসের আধ্যাত্মিক চর এবং যে সকল আত্মীয় বা অনাত্মীয় মনুষ্যাদি হইতে ভগবদুপাসনার ব্যাঘাত হয়, তাহারাই আধিভৌতিক কংসের আধিভৌতিক চর। ঐ সকল মনুষ্যের মধ্যে যাহারা রজঃ-স্বভাব, তাহার নররূপী অশুর এবং যাহারা তামস-স্বভাব তাহারাই নরাকার রাক্ষস। ভগবান্ স্বয়ং, দৃশ্য বা অদৃশ্যরূপে স্বভক্তের ঐ সকল অন্তরায় অপনীত করিয়া থাকেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়া অভিনয় পূর্বক তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। ভোজরাজ কংস মূর্ত্তিমান্ সংসার বা সংসারের অবতার ; সংসারনাশন ভগবানের আবির্ভাব ও ভক্ত কর্তৃক ভগবদুপাসনা তাহার অসহ ; সুতরাং ভগবান্কে বিনাশ করিয়া পৃথিবী হইতে ভগবদুপাসনা উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত গোকুলে হিংসা-স্বভাব দৈত্য-দিগকে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্তম্ভীগণ ভাবিয়া দেখিবেন, এখনও পৃথিবীতে কংসের ন্যায় কংসের অভাব নাই।

ঐ সকল কংসচর মায়াবলে পশুপক্ষ্যাদির রূপ ধারণ করিয়া, ব্রজমণ্ডলে উপদ্রব আরম্ভ করে। অশুরেরা স্বভাবতই কামরূপী ; অতএব উহাদের নানারূপ ধারণ করা বিচিত্র নয়। পতঞ্জলির

যোগশাস্ত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অগ্নিমান্দি-
অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে কামরূপ ধারণ করাও একটা সিদ্ধি; অতএব
ধারণাবলে মনুষ্যও ইচ্ছানুরূপ রূপধারণ করিতে পারে; সুতরাং
কংস-চরদিগের নানারূপ ধারণ করা অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া
দেওয়া যায় না। আরও, কূটনীতি-বিশারদ ছলনা-চতুর রাজগণ
স্বকোশলে পশুপক্ষীদিগকেও চর-কার্যে প্রশিক্ষিত করিয়া
তাহাদের সাহায্যে শত্রুসংহার করিয়া থাকেন,—এরূপ শুনিতে
পাওয়া যায়, কখনও বা দেখিতেও পাওয়া যায়। যাহারা
স্বভাবতই অবিশ্বাস-রোগে আক্রান্ত তাঁহাদিগকে বুঝাইবার উপায়
নাই। কিন্তু ঋষিবাক্যে অবিশ্বাস করিবার পূর্বে এ সকল চিন্তা
করা উচিত।

দুরাত্মা কংস কৃষ্ণ বিনাশের নিমিত্ত যাহাদিগকে ব্রজধামে
পাঠাইয়াছিল, রাক্ষসী পুতনাই তাহাদের অগ্রবর্ত্তিনী। রাজ্য-
লোলুপ অনেক রাজানুর কোশলে চরদ্বারা স্কুমার শত্রুস্বতের
প্রতি বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে, এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নিতান্ত
বিরল নহে। অতএব ভোগসর্বস্ব কংস পুতনা দ্বারা যশোদা-
নন্দনের প্রতি বিষপ্রয়োগ করিয়াছিল, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব; আর
যৈড়েশ্বর্যশালী পরমেশ্বর স্তনদংশনে একটা সামান্য রাক্ষসীকে
বিনাশ করিলেন, এ বিষয়েও অসম্ভাবনার অবকাশই নাই।
মুণ্ডকোপনিষদে বলিয়াছেন—“চন্দ্র সূর্য্যাদি সংবলিত নিখিল জগৎ
তাঁহারই প্রভায় প্রভাসিত এবং তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান।
অতএব যিনি পুতনাকে প্রাণশক্তি দিয়াছিলেন, তিনিই আবার

তাহা হরণ করিলেন, ইহাতে অসম্ভাবনার সম্ভাবনা কোথায় ? অতএব ঐতিহাসিক ও যুক্তিসঙ্গত ঋষিবাক্যে অর্থাস্তরেরও প্রয়োজন নাই । যদি অসম্ভাবনা না থাকে তবে শাস্ত্রে যে রূপ আছে, সেই রূপই থাকায় দোষ কি ? মহর্ষি বেদব্যাস পুতনার মৃতদেহ বর্ণনায় অত্যন্ত বাহুল্য করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয় । ইহাতে পারে, উহা অতিরঞ্জিত ; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তির বিবেচনা করা উচিত যে, অল্পবিস্তর অতিরঞ্জিত না করিলে, বর্ণনীয় বিষয়ের বসপূর্ণ হয় না । অতএব রস পুষ্টির নিমিত্ত স্থলবিশেষে অতিরিক্ত বর্ণনার প্রয়োজন হয় । রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐরূপ বাহুল্য বর্ণনায় দোষের পরিবর্তে সৌন্দর্য্যই দর্শন করিয়া থাকেন । আমার বোধ হয়, পৃথিবীতে এরূপ গ্রন্থ নাই, যাহাতে কিছু না কিছু অতিরঞ্জন দেখিতে পাওয়া যায় না । অতএব পুতনার মৃতদেহ সম্বন্ধে যদি বাহুল্য বর্ণিত হইয়াই থাকে, তাহা অনুমোদন করাই উচিত ।

পুতনা সম্বন্ধে আমার নিজের যে রূপ সিদ্ধান্ত, তাহাও একবার আলোচনা করি । শাস্ত্রে পুতনা নামে এক প্রকার বালগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় । অলোক-শক্তিশালিনী পুতনা উৎকট রোগরূপে শিশু-শরীরে আবিষ্ট হইয়া, তাহাদের জীবন বিনাশ করে । পৃথিবীস্থ কোনও কোনও মানবী ঐ পুতনার মত্রে সিদ্ধ হইয়া, তাহার ন্যায় শিশু-ঘাতিনী শক্তি লাভ করে । অতিচার-মন্ত্রদ্বারা, কিংবা বিষাক্ত দ্রব্য দ্বারা অথবা বিষময় দৃষ্টিদ্বারা শিশুসন্তান বিনাশ করাই ইহাদের

স্বভাব । আর এক প্রকার বালগ্রহ আছে, তাহার নাম ডাকিনী ; অনেক ইতর-জাতীয়া নারী ডাকিনী-মস্ত্রে সিদ্ধ হইয়া ঐরূপ অভিচার করিয়া থাকে ; তাহাদিগকে প্রচলিত ভাষায় ডাইনী বলে । ডাকিনী নামের অপভ্রংশে ডাইনী নাম চলিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । ঐ দুই প্রকার নারীর ব্যবসায় একই প্রকার ; সুতরাং ঐ দুই শ্রেণীই ডাইনী । তৎকালে মথুরা নগরীতে কংসপালিত পুতনারই শিশু-সংহার কার্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রতিপত্তি ছিল । সেই জন্য রাজনীতি-বিশারদ ভোজরাজ কংস অনায়াসে লীলা-শিশু যশোদানন্দনের সংহার-বাসনায় প্রথমেই ডাইনী পুতনাকে প্রেরণ করে । পুতনার প্রকৃত নাম বকী ; কিন্তু পুতনা-সিদ্ধ বলিয়া এবং অভিচার কার্যে অদ্বিতীয় বলিয়া সকলে তাহাকে ক্ষুর দেবতা সাক্ষাৎ পুতনার ন্যায় মনে করিত এবং পুতনা নামেই আহ্বান করিত । এখনও পৃথিবীর স্থানে স্থানে ডাইনী বা পুতনা অনেক আছে এবং এখনও কুল-কামিনীগণ নিজ নিজ শিশুসন্তানদিগকে ডাইনীর দৃষ্টি হইতে সাবধানে রক্ষা করিয়া থাকে । প্রাচীন কালের ডাইনীগণ পুতনা ও ডাকিনীর ন্যায় শূন্যে বিচরণ ও কামরূপ ধারণ প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য করিতে পারিত ; এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের সাত্ত্বিকী শক্তির ন্যায় তাহাদের তামসী শক্তিও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে ; সুতরাং সে কালের স্বাভাবিক বিষয় এক্ষণে অস্বাভাবিক বা অসম্ভব হইয়াছে ।

আমি সত্যদর্শী মহর্ষির বাক্য অণুমাত্রও মিথ্যা মনে করি না ; অতি প্রাচীনকালে আর্য্য মহর্ষিদিগের সমসময়ে মনুষ্যের

বল, বুদ্ধি, পরমায়ু এক্ষণকার মনুষ্যদিগের অপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ; বিশেষতঃ তখন সাংখ্যিক প্রকৃতির লোকেরা সদভিপ্রায়ে এবং তামসিক প্রকৃতির লোকেরা অসদভিপ্রায়ে আধ্যাত্মিক আলোচনা করিয়া দৈবশক্তি সঞ্চয় করিত । এখন আর সে চর্চাই নাই ; সুতরাং অলৌকিক দৈবীশক্তির কথা উপহাস-জনক অলীক উপকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ।

যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আদি, সেই সর্বেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত “প্রেমময় শ্রীবৃন্দাবনে গোপনারী যশোদার শিশু হইয়া মধুর বাল্যলীলা প্রকাশ করেন । ভবিষ্যতে সাধকগণ তাঁহার বাল্য লীলা ও কৈশোর লীলা শ্রবণ বা কীর্তন করিতে করিতে তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া পাছে তাঁহাকে সামান্য নরশিশু মনে করে, সেই জন্য তিনি বাল্য ও কৈশোরলীলার মধ্যে মধ্যে আপন অলৌকিক ঐশ্বরিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন । দিব্যদৃষ্টি মহর্ষিও ভগবানের সেই সেই ঐশ্বরিক কার্য অবিকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।

ভগবানের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনই মহর্ষির প্রধান উদ্দেশ্য ; পূতনার দেহ বর্ণনা করা তাহার পরিপোষক অঙ্গমাত্র । পূতনার আকার যদিও অতিরঞ্জিত বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, বর্ণনীয় মূল বিষয় অতিরঞ্জিত হয় নাই । ভগবান যখন পূতনা বধ করেন, তখন তাঁহার লীলাবয়স একমাসমাত্র । অজাতদম্ব একমাসের শিশু স্তনদংশনে একটা সামান্য নারীকে বিনাশ

করিলেও তাহা অদ্ভুত ; কিন্তু স্বয়ং ভগবানে অদ্ভুত কিছুই নাই,—তিনি নিজেই অদ্ভুত । পুতনা যতই প্রবলা হউক, তাহাকে বিনাশ করা ভগবানের পক্ষে কিছুই নহে ; তথাপি লীলার অমুরোধে শিশু হইয়াছেন বলিয়াই অদ্ভুত রসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে । অদ্ভুত রসের স্থায়ী ভাব বিস্ময় এবং এস্থলে এক-মাস-বয়স্ক অদ্ভুত পরাক্রমশালী যশোদানন্দন ঐ রসের আলম্বন । বিরোধী কংসচরগণ যতই বৃহৎ ও পরাক্রমশালী হইবে, শিশুরূপী ভগবানের অন্তর্নিহিত বিস্ময়কর ঐশ্বর্য্য ততই অভিব্যক্ত হইবে,—মানবগণ মায়া-শিশু ভগবান্কে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিবে । রসতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি এই অভিপ্রায়েই যদি পুতনার দেহ অতিরঞ্জিত করিয়াও থাকেন, ভালই করিয়াছেন । অভাবুক অরসিক ভিন্ন আর সকলেরই উহাতে আনন্দই হইবে ; স্তরাং উহা ভূষণ,—দূষণ নহে । যে সকল কংসচর ভগবান্কে বিনাশ করিতে উদ্ধত হইয়াছিল, স্ত্রধীগণ উহাদের সকলেরই বৃত্তান্ত এইরূপেই বুঝিয়া লইবেন । আমি গ্রন্থ-বাল্যভয়ে প্রত্যেকের বিষয় পৃথক পৃথক আলোচনা করিলাম না ।

আনন্দের অন্তরায় তিন প্রকার,—আধিভৌতিক, আধি-দৈবিক ও আধ্যাত্মিক । আনন্দময়ের অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত ব্রজধামে ঐ তিন প্রকার উপদ্রবই হইয়াছিল । ইহাতে “শ্রেয়াংসি বহুবিস্তানি,” এই সুপ্রসিদ্ধ মহাজনবাক্যের অর্থ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় । ব্রজে যে সকল উপদ্রব হইয়াছিল, তন্মধ্যে পুতনা,

বক, বৎস, শকট ও অশ্বাস্বর প্রভৃতির উপদ্রব আধিভৌতিক ; ইন্দ্রকৃত শিলা-বর্ষণাদি আধিদৈবিক; এবং ঐ দুই প্রকার উপদ্রব-জন্য ব্রজবাসিদিগের অশান্তিই আধ্যাত্মিক উপদ্রব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমণ্ডলের ঐ ত্রিবিধ উপদ্রব অপনীত করিয়া দেখাইলেন যে, যাহারা অসংশয়ে আমার উপর নির্ভর করিতে পারে, আমি সেই ঐকান্তিক ভক্তগণের সকল দুঃখ স্বয়ং দূর করিয়া থাকি। আরও দেখাইলেন, জলে, স্থলে, ও অন্তরীক্ষে, সর্বত্রই আমার শক্তি অব্যাহত। দুর্জয় কালিয়কে দমন করিয়া জলে, পুতনাদিকে বিনাশ করিয়া স্থলে এবং তৃণাবর্তকে বিনাশ করিয়া আকাশে আপন অবাধ ঐশ্বর্যের পরিচয় দিলেন। যাহারা শাস্ত্রালোচনা করেন, তাহারা বেদ-পুরাণোক্ত ব্রহ্মশক্তির সহিত কৃষ্ণ-শক্তির একা বুঝিয়া লইবেন।

অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির অন্তর্গত এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ধরামণ্ডলের উপর দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অত্রত্য সমস্ত পদার্থই আকার প্রকারে পরস্পর বিভিন্ন। একজাতীয় বস্তুর মধ্যেও সকলে সর্ববাংশে সমান নহে। একটী বৃক্ষের সহিত সর্ববাংশে সমান আর একটী বৃক্ষ নাই এবং একটী মনুষ্যের সহিতও সর্ববাংশে সমান দ্বিতীয় মনুষ্য দেখা যায় না। যেমন বাহ্যাকারে একটির গায় আর একটী মনুষ্য নাই, সেইরূপ আভ্যন্তরিক প্রকৃতিও সকলের সমান নহে। ঋষিবাক্যের সমালোচনা করিয়া দোষ গুণ বিচার করা অনেকের স্বভাব; কিন্তু আমার প্রকৃতি ঋষিবাক্যের একটীও অমূলক মনে করিতে

চাহে না । দোষই হউক, গুণই হউক, সেই জন্মই পুতনাকে
লইয়া এত অধিকক্ষণ অতিবাহিত করিলাম ।

তুমি ত দয়াল অতি,

তবু হ'লোনা তোমাতে রতি ॥

শিশু-বেশ ধরি মারি সুর-অরি

রাখিলে ব্রজ-বসতি ।

তোমার বিনাশ করি অভিলাষ

মরিল যত কুমতি ।

অরাতি নিধন হেরি সুরগণ

বরষে কুসুম ততি ।

করুণা-নিধান কর কৃপা দান

ওহে ভকতের গতি ॥

তুমিত দয়াল অতি,

তবু হ'লোনা তোমাতে রতি ॥

শিশু সাজি দৈত্য-নাশ করে ভগবান্ ।

ইহাতে বিশ্বাস যার সেই ভাগ্যবান্ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত-

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে অস্বর-সংহার লীলামৃত ।

চৌর্য-লীলামৃত

শরণ আমার সেও গোলোকের হরি ।

বৃন্দাবনে চোর যিনি ক্ষীরসর হরি ॥

এক্ষণে আমি ভগবানের চৌর্য-লীলার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম ; ইহা শুনিলে অসারদর্শাদিগের অতীব অবজ্ঞা এবং পক্ষান্তরে সারদর্শাদিগের পরমানন্দ হইয়া থাকে । পরমানন্দময় পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি কৃপালু হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রুতযুক্ত নিজতত্ত্ব নিজেই অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছেন এবং পরবর্তী জীবগণের মুক্তির নিমিত্ত বেদব্যাসের হৃদয়ে জ্ঞান-শক্তি সঞ্চার করিয়া, তদ্বারা আপনার লীলা আপনিই পুরাণাকারে প্রকাশ করিয়াছেন । মহর্ষি বেদব্যাস প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিয়াছেন “শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্” ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং বলিয়াছেন,— “আমি ব্রহ্মের ঘনভূত বিগ্রহ ।” অতএব ব্যাসবাক্য ও ভগবদ্বাক্যানুসারে বুঝিতে পারা যায় ; শ্রীকৃষ্ণই আনন্দময় মূর্তিমান্ পরব্রহ্ম । ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে জীবের মুক্তি হয় না, ইহা শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে। যখন শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না, তখন কৃষ্ণলীলা না বুঝিলে যে, মুক্তির উপায়ান্তর নাই ; ইহাই স্থির হইল । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলাতে আপনার ব্রহ্মত্বই দেখাইয়াছেন ; সুতরাং মানব চরিত্রের দৃষ্টান্তে কৃষ্ণ-চরিত সমালোচনা করিলে পদে পদেই সংশয় উপস্থিত হয় ।

কিন্তু শ্রুতান্ত্র ব্রহ্মচরিতের দৃষ্টান্তে কৃষ্ণ-চরিত আলোচনা করিলে, সংশয়ের অবকাশই থাকে না । নিকষাক্ত রজত-রেখার আদর্শে সুবর্ণের পরীক্ষা হয় না ; সুবর্ণের পরীক্ষা করিতে হইলে, নিকষাক্ত সুবর্ণরেখাকেই আদর্শ করিতে হয় । সেইরূপ ব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র চরিত সমালোচনা করিতে হইলে, শ্রুতান্ত্র ব্রহ্মচরিতই আদর্শরূপে অবলম্বন করা উচিত ।

শ্রীতে বলিয়াছেন—“জগতে নানা বস্তু নাই ; যে ব্যক্তি নানা বস্তু বলিয়া মনে করে, সেই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ।” যেখানে অণু কিছুই শুনা যায়না, অণু কিছুই দেখা যায় না এবং অণু কিছুই জানা যায়না, তাহাই ব্রহ্ম—তাহাই অমৃত ।” ভগবান্ বলিয়াছেন,—“আমাকে সর্বময় বলিয়া জানে, এরূপ মনুষ্য অতি দুর্লভ ; বহু জন্মের সাধনায় কোনও মনুষ্য আমাকে সর্বময় বলিয়া বুঝিতে পারে । যাঁহারা বিনয়শীল বিদ্বান্ ব্রাহ্মণে, গাভীতে, হস্তীতে, কুকুরে ও চণ্ডালে একমাত্র ব্রহ্মসত্তা দর্শন করেন, তাঁহারাই পণ্ডিত । হে অর্জুন ! কি সাত্ত্বিক, কি রাজসিক, কি তামসিক সমুদায় ভাবই আমি হইতে উৎপন্ন ; আমি ঐ সকলে নাই, কিন্তু ঐ সকল ভাব আমাতে আছে । ব্রহ্ম সর্বপ্রকার ভেদশূন্য, স্তূতরাং নিশ্চল ; অতএব অভেদদর্শী ব্যক্তিগণ মর্ত্যালোকে থাকিয়াও ব্রহ্মেই অবস্থান করেন এবং অবিচ্ছিন্নস্থানুভব করিয়া থাকেন । যিনি প্রিয়-লাভে আনন্দিত ও অপ্রিয় সংঘটনে উদ্বিগ্ন নহেন, সেই স্থির-বুদ্ধি সুধীব্যক্তি ব্রহ্মেতেই অবস্থান করেন ।” এই সকল শ্রুতি-

বাক্য ও ভগবদ্বাক্য মুমুক্শুব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ কেবল সমদর্শনেরই উপদেশ দিতেছে। অতএব যিনি সর্বত্র সমদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করেন, তিনিই মুক্তির অধিকারী; পক্ষান্তরে ভেদদর্শীর সংসার-বন্ধন অনিবার্য। প্রিয় বা অপ্রিয় ঘটনায় বাঁহার অনুরাগ বা বিদ্বেষ হয়না, তিনিই পরমানন্দরূপ মুক্তির অধিকারী। যিনি চোরে বদাণ্ডে, পণ্ডিতে মুখে, পুত্রে ও অমিত্রে সমদর্শন করিতে পারেন, তাঁহার সর্বদাই সুখ; সমদর্শন ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। সর্বময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই চরম ব্রহ্মজ্ঞান অভিনয় করিয়া প্রতাক্ষ দেখাইবার নিমিত্ত প্রেমরূপিণী গোপীদিগের দধিক্ষীরাদি সর্বস্ব সর্বদা অপহরণ করিতেন, এবং গোপীগণের হস্তগর্ভ তিরস্কারেও সঙ্কুচিত বা ভীত না হইয়া হস্ত করিতেন। যখন দেখিতেন, গোপীগণ তাঁহার প্রাতি রুষ্ট হইলেন না, তখন অধিকতর ক্ষীরাদি হরণ করিয়া বানরদিগকে প্রদান করিতেন; তাহাতেও গোপীদিগের বিরক্তি না দেখিলে, অধিকতর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিতেন—দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতেন, গৃহমধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করিতেন, অসময়ে বৎসদিগের বন্ধন খুলিয়া দিতেন এবং কখনও বা নিদ্রিত শিশুদিগকে কাঁদাইয়া চলিয়া যাইতেন।

গোপীদিগের সমতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই তিনি সর্বদা ঐরূপ অসহ উপদ্রব করিতেন; কিন্তু গোপীগণ বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আনন্দময়ের আনন্দময় উপদ্রবে পরমানন্দই পাইতেন। যশোদার নিকটে পরিহাসময় আবেদন-বাক্যই তাঁহাদের হৃদগত আনন্দের পরিচায়ক। প্রেমতত্ত্ব-বিশারদ মহর্ষি বেদব্যাস

কৃষ্ণোপদ্রবে গোপীদিগের হৃদ্যগত আনন্দ কৌশলে বর্ণনা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই । তিনি লিখিয়াছেন —“গোপীগণ কৃষ্ণের মনোহর কোমর-দৌরাভ্য দর্শনে অপার আনন্দ অনুভব করিয়া পরিহাসার্থ বাহুরোষ প্রকাশ পূর্বক, যশোদার নিকটে গিয়া আবেদন করিলেন,—যশোদে ! তোমার আদরের গোপাল আমাদের উদ্ভাস্ত করিল । অসময়ে বৎসদিগকে ছাড়িয়া দিয়া পলায়, কিছু বলিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, উদুখলাদির উপরে দাঁড়াইয়া শিক্যস্থিত ক্ষীরসর হরণ করিয়া খায়, আপনি খাইতে না পারিলে বানরদিগকে খাওয়ায়, পরিশেষে ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায় । যদি কোনও দিন চুরি করিবার কিছু না পায়, সেদিন নিদ্রিত শিশুদিগকে কাঁদাইয়া পলায়ন করে । উপরিস্থিত দুগ্ধভাণ্ড হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে না পারিলে, যন্তি দ্বারা উহার নিম্নে ছিদ্র রচনা করিয়া মুখব্যাদান পূর্বক উদ্ধর্মুখে দাঁড়াইয়া ভাণ্ডনিঃস্থত দুগ্ধপান করে । অন্ধকার গৃহেও তাহার অশ্রুবিধা হয়না ; অঙ্গস্থিত মণিময় অলঙ্কারের প্রভাষ গৃহ আলোকিত হইয়া যায় । ইহার উপর আবার গৃহমধ্যে মলমূত্রও ত্যাগ করে । তোমার গোপাল গোপনে চুরি বিছায় বেশ পারদর্শী হইয়াছে । আমরা গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেই তৎক্ষণাৎ গিয়া ঐ সকল উপদ্রব করে । তুমি কি উহাকে শাসন করিবেনা ? নন্দমহিষী যশোদা গোপীদিগের ঐ সকল কথা শুনিয়া তাহাদের মনের ভাব বুঝিলেন স্ততরাং নিজ পুত্রকে তিরস্কার করিতে ইচ্ছা করিলেন না, প্রত্যুত হাসিতে লাগিলেন ।

অন্যের কৃত দৌরাভ্য কখনও কাহারও প্রীতিকর হয় না । কিন্তু মহর্ষি বলিলেন,—কৃষ্ণের দৌরাভ্য রুচির অর্থাৎ মনোহর ; ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, যশোদানন্দনের দৌরাভ্য গোপীদের আনন্দই হইত । তৎপদাৰ্থী টীকাকার শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যাস্থলে এই চৌর্যলীলার গূঢ় তৎপদার্থ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতেই বাহির করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন,—“যখন গোপীগণ ভগবান্কে “চোর চোর” বলিয়া আক্রোশ করিতেন, তখন তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন—“তোরাই চোর, আমিই গৃহস্বামী ! ভগবানের ঐরূপ বাক্য আপাততঃ দুঃস্থ বালকের হাস্যজনক ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু উহার গূঢ় অভিপ্রায় বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের সারভূত ; কারণ যিনি ব্রহ্মাণ্ডস্বামী তিনি সকল গৃহেরই স্বামী । চোর দুই প্রকার,—লৌকিক চোর ও তাত্ত্বিক চোর । পরধনহারীকে লৌকিক চোর বলা যায়, আর যে ব্যক্তি জগৎপিতা জগদীশ্বরের সৃষ্টধন তাঁহার দরিদ্র সম্ভানদিগের সাহায্যার্থ অর্পণ না করিয়া, নিজগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে, শাস্ত্রানুসারে ও যুক্ত্যানুসারে সেইই তাত্ত্বিক চোর । পরধন-হারীর পাপ অতিসামান্য, সুতরাং রাজদণ্ড ভোগ করিলেই তাহার পাপক্ষয় হয় ; কিন্তু দরিদ্রের দুঃখের দিকে আক্ষেপ না করিয়া যে ব্যক্তি কেবল আপনাই ধনসঞ্চয় করে, সে চোরের চূড়ামণি ; তাহার মুক্তি কখনই হয় না ।

শাস্ত্রে আছে—যৎপরিমিত ধনে যাহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ হয় তৎপরিমিত ধনই তাহার নিজস্ব ; যে ব্যক্তি তদতিরিক্ত ধন

‘আমার’ বলিয়া অধিকার করে সেইই যথার্থ চোর, তাহার দণ্ড হইবেই হইবে।” এই নিমিত্তই যে গোপীর গৃহে প্রচুর দধিদুগ্ধ থাকিত, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে চোর বলিতেন। স্বয়ং ভগবানও বলিয়াছেন—“আমি যাহাকে কৃপা করি প্রথমেই তাহার সর্বস্ব হরণ করিয়া লই। দধিদুগ্ধাদিই গোপজাতির সর্বস্ব ; অতএব লৌকিক শুল নীতির দিকে দৃষ্টি না করিয়া তদ্বদৃষ্টিতে আলোচনা করিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৌর্য্যালীলার উপলক্ষ্যে গোপীদিগের ধৈর্য্য ও সমতা পরীক্ষা করিয়া জগতে সমদর্শনরূপ সার তত্ত্ব-জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের দধিদুগ্ধ হরণ করিয়া, বানরদিগকে অর্পণ করিতেন, ইহাও পরমতত্ত্বজ্ঞানেরই উপদেশ বুঝিতে হইবে। তিনি দেখাইলেন—আমিই একজনের ধন হরণ করিয়া অপরকে দান করি ; আমিই পরব্রহ্ম, স্বেচ্ছায় বহুরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে এইরূপ লীলা কবিত্ব থাকি। জগতে আমি-ভিন্ন দাতা নাই এবং আমি-ভিন্ন তৎস্বরূপ নাই ; আমিই চোর হইয়া হরণ করি এবং আমিই দাতা হইয়া দান করি ; ইহা আমার গুণময়ী লীলা। কৃপাময় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিখিল শাস্ত্রের সার এই পরমতত্ত্ব প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিত্তই গোপীদিগের দধিদুগ্ধ হরণ করিয়া বানরদিগকে প্রদান করিতেন। নিতানিরঞ্জন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অজ্ঞ-নিন্দিত চৌর্য্যবিহার স্তম্ভভীর রত্নাকর স্বরূপ ; জ্ঞানিগণ ইহার অন্তস্তুল হইতে তত্ত্ব-জ্ঞানরূপ পরম রত্ন আহরণ করেন, ভক্তগণ বাল্যলীলাময়

পরমামৃত আশ্বাদন করেন ; আর জ্ঞানভক্তিহীন বিজ্ঞাভিমানিগণ ইহাতে কেবল কলঙ্কস্বরূপ শম্বুকই দেখিতে পান ।

শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—“সকলই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই ; একমাত্র পরব্রহ্মই আপন ইচ্ছায় বহুরূপ ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছেন ।” স্বয়ং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ জীবের সুখবোধের নিমিত্ত তাহাই অভিনয় করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইলেন । অতএব সর্বদা ভগবান্কে তস্কর মনে করার কথা দূরে থাকুক, মানবরূপী তস্করকেও তস্কর মনে করা অজ্ঞানের কার্য্য । যখন জীব বহুসৌভাগ্যের ফলে মনুষ্য-তস্করকেও ব্রহ্ম অর্থাৎ কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিতে পারিবে, তখনই তাহার মুক্তি, অন্যথা মুক্তি নাই । সজ্জনগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, নীতিবিজ্ঞা ও তত্ত্ববিজ্ঞা এই উভয় বিজ্ঞাই বিভিন্ন-বিষয়িণী— নীতিশিক্ষা সংসারীর উপযুক্ত, আর যাঁহারা মুক্তির কামনা করেন, তত্ত্বশিক্ষাই তাঁহাদের প্রয়োজনীয় । নৈতিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে, ভগবান্কে চোর বলিয়া মনে হইবে এবং তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে মনুষ্য-চোরকেও ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে । ভগবানের ব্রহ্মলীলা তত্ত্বোপদেশপূর্ণ ; সুতরাং অত্যন্ত দুর্বোধ্য ; নৈতিক বুদ্ধিতে আলোচনা করিলে উহা মলিন বলিয়া মনে হইবে । বেদাদি শাস্ত্রে যে শব্দময় ব্রহ্ম-চরিত নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই শ্রীবৃন্দাবনে লীলাময় কৃষ্ণ-চরিত ; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এমন সুপবিত্র কৃষ্ণ-চরিত্রও লোকে নরচরিত করিয়া তুলিতে চাহে । কালমাহাত্ম্যই ইহার কারণ ।

পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া, যাহাদের হিওসাধনের
জন্ত স্বয়ং চৌর্য্য পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন, তাহারাই তাঁহাকে চোর
বলিয়া কলঙ্কিত করিতে লাগিল—ধন্য কাল । ভগবান্ স্বয়ং
বলিয়াছেন—“মুঢ়েরা আমার মনুষ্যাকার দেখিয়া, আমাকে মানুষ
ভাবিয়া অবজ্ঞা করে ; আমার পরম স্বরূপ বুঝিতে পারে না ।”
লোকে কথা-প্রসঙ্গে বলে “যার জন্মে করি চুরি, সেই বলে চোর”
ভগবান্ এই প্রচলিত প্রাচীন কথার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইলেন ।

কি করিলি ভবনদৌ পারের উপায় রে ।

আয়ু-রবি অস্তাচলে যায় পায় পায় রে ।

গোপিকার ননৌচোর গোকুলে গোপ-কিশোর

ভজ তারে পারে যাবি তাহারি কৃপায় রে ।

এ নদীতে ছ'টা চোর শাস্তি চুরি করে তোর

চোরের সন্ধান চোর বিনা কেবা পায় রে ।

কি করিলি ভবনদৌ পারের উপায় রে ।

আয়ু রবি অস্তাচলে যায় পায় পায় রে ॥

পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান্ ননৌ চুরি করে ।

বিশ্বাস করিতে পারে ভাগ্যবান্ নরে ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত-

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে চৌর্য্যলীলামৃত ।

মৃদুভক্ষণ-লীলামৃত ।

মাটি খায়, মিথ্যা কয় ভববারি তারে ।

অপরূপ গোপশিশু, প্রণমামি তারে ॥

অনুক্ষণ একই রসের আশ্বাদন কাহারও রুচিকর হয় না ; এই নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সুমধুর বাল্যলীলার মধ্যেই স্বকীয় অসীম ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতে অভিলাষ করিলেন । এই মৃদুভক্ষণ-লীলার অন্তরে অমূল্য তত্ত্বোপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় ; শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া, তাহাই জীবোদ্ধারের জন্ত জগতে প্রকাশ করিতে অভিলাষী । প্রেমই তাঁহার পরম প্রিয় বস্তু ; ব্রজ-ভূমি সেই প্রেমের আকর ; এই নিমিত্ত একদিন বাৎসল্য-প্রেম পরিপুষ্ট করিবার অভিলাষে, তিনি বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে সুধাবোধে ব্রজের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেন । সহচর বালকেরা যশোদার নিকটে গিয়া বলিল,—মা ! “তোমার গোপাল মাটি খাইয়াছে।” বস্তুতঃ উহা সেই বহুরূপী কৃষ্ণেরই কথা ; তিনিই মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেন,—আবার তিনিই যশোদার নিকট নিবেদন করিবার নিমিত্ত অন্তর্বাসিরূপে ব্রজ-বালকদিগকে ঐরণ করিলেন । যশোদা ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য জানিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উহা স্বীকার করিলেন না ; প্রত্যুত সহচরদিগের উপরেই, মিথ্যাবাদী বলিয়া, দোষারোপ করিলেন । ❀

বাল্যলীলার সৌন্দর্য্য-রক্ষার ছলে আপন ব্রহ্মত্ব প্রদর্শনই মুক্তফণ অস্বীকার করিবার উদ্দেশ্য । সঙ্গিগণের উপর দোষারোপ করিয়া নিজদোষ প্রক্ষালণ করা অশাস্ত্র বালকের স্বভাব-সিদ্ধ ; ভগবান্ তাহাই 'করিয়া বাল্যলীলার সৌন্দর্য্য রক্ষা করিলেন ; ইহাই এই লীলার বাহ্যার্থ । বাহ্যার্থ হইলেও রসজ্ঞ ভক্তগণ নীরস তত্ত্ব জ্ঞানের অনুসন্ধান না করিয়া, ইহা হইতেই পরানন্দবস আশ্বাদন করেন । তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শব্দগুলি মিথ্যা হইলেও ভগবান্ উহারই দ্বারা পরম সত্যেরই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন । যাঁহার অন্তরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত অর্থাৎ যাঁহার উদরের বাধির নাই; স্ততরাং বাহ্য বস্তুও নাই, তিনি আবার কি ভক্ষণ করিবেন এবং যিনি আত্মানন্দেই সর্ব্বদা পারতৃপ্ত, তিনি আবার কি জগত্‌ই বা ভক্ষণ করিবেন । ইহাই এই লীলার অভিপ্রেত এবং ইহাই শ্রুত্যানুসৃত পরব্রহ্মের অগ্ন্যতম লক্ষণ । অতএব পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ শিশুচ্ছলে যে শব্দগত মিথ্যা বলিয়াছিলেন, তাহা অর্থগত সম্পূর্ণ সত্য এবং নিজ সঙ্গিগণকে যে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন, তাহাও স্ততরাং সত্য । বাৎসল্যাময়া কৃষ্ণ-জননী অদাস্ত সন্তানের বাক্যে বিশ্বাস করিলেন না, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখমধ্যে মুক্তিকার চিহ্ন আছে কিনা তাহাই দোঁখতে চাহিলেন । ভগবান্ বলিলেন,—“মা ! যদি ইহাদিগকে সত্যবাদী এবং আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তোমার মনে হয়, তবে এই আমি মুখ ব্যাদান করিতেছি, আমার মুখে মুক্তিকার চিহ্ন আছে কিনা, প্রত্যক্ষ দেখ ।”

এই বলিয়া ভগবান্ মুখব্যাধান করিলে নন্দমহিষী যশোদা ব্রহ্মস্বরূপ সন্তানের উদরমধ্যে সেই শ্রুতিসিদ্ধ পরম সত্য দেখিতে পাইলেন । তিনি দেখিলেন,—শিশু সন্তানের ক্ষুদ্রোদরে সপ্তবীপ, সপ্তসমুদ্র, সমস্ত নদী, সকল পর্বত এবং বন জনপদ-সংবলিত পৃথিবী মণ্ডল অবস্থান করিতেছে । দেখিলেন,—দশদিগ্ ও আকাশাদি পঞ্চভূত কৃষ্ণের উদরেই রহিয়াছে ; দেখিলেন,—চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র ও অসংখ্য তারাগণ-সংবলিত জ্যোতিষ্চক্র পুত্রের সঙ্কীর্ণ উদরমধ্যেই ভ্রমণ করিতেছে । তিনি আবার দেখিলেন—সম্বাদী তনু গুণ, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয়, মন, জীব, কাল, কৰ্ম্ম ও স্বভাব প্রভৃতি জগতের মূল তত্ত্ব সকলও কৃষ্ণের অন্তরেই অবস্থিত । কেবল ইহাই নহে, পরিণেষে সন্তানের উদরমধ্যে আবার একটী ব্রজমণ্ডল, তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণসমীপে অপর একটী যশোদাকেও দেখিতে পাইলেন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মাতৃসন্নিধানে যাহা দেখাইলেন,—তাহা অবিকল শ্রুতিবাক্যেরই অভিনয়—“যাহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, যাহাতে অবস্থিত থাকে এবং বাহাতেই লীন হয়, তাহাই ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম স্থূলও নয়, অণুও নয়, অথচ স্থূল ও অণু দুইই ।” ইত্যাদি যে সকল ব্রহ্ম-লক্ষণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, ভগবানের এই লীলা দর্শন বা শ্রবণ করিলে, তাহারই প্রত্যক্ষ অর্থ ভিন্ন আর কিছুই মনে হইতে পারে না । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকেও বিশ্বরূপ দেখাইয়া ছিলেন, এখন তাহা কাহারও অজিহিত নাই । বেদান্তদর্শনের

প্রধান গ্রন্থ পঞ্চদশীতে অবিকল এই কথাই আছে—“যেমন সূর্যমণ্ডল দর্পণে বৃহদাকাশস্থিত জগতের প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায়—সেইরূপ চিদানন্দ-ঘন ব্রহ্মরূপে অনন্ত আকাশের সহিত এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশমান রহিয়াছে।” উপনিষৎ, বেদান্ত-দর্শন ও গীতার প্রতি বাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই লীলায় অশ্রদ্ধা করিতে পারেন না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন; পরন্তু বাঁহাকে দেখাইলেন, সেই বাৎসল্য-রূপিণী যশোদা ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্তে বিভীষিকাই দেখিলেন। তিনি শিশু সন্তানের ক্ষুদ্রোদরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া, ভয়বিহ্বল-চিত্তে ও কম্পিত-কলেবরে কতই আশঙ্কা করিলেন। পরিশেষে যদিও একবার কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া সংশয় করিলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার অগাধ-বাৎসল্য-সাগরে তৎক্ষণাৎ নিমগ্ন হইল। বাৎসল্যময়ী যশোদা ও সখ্যময় অর্জুন উভয়েরই ভগবদৈশ্বর্য্য দর্শনে সন্তোষের পরিবর্তে ভয়ই হইয়াছিল। কিন্তু উভয়ের ভয়ের মধ্যেও বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়—যশোদা কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইয়া পুত্র-বোধে কৃষ্ণেরই অকল্যাণ আশঙ্কা করিলেন, আর অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন। ইহাতেই সখ্য ও বাৎসল্যের তারতম্য বুঝিতে পারা যায়। পরিশেষে যশোদা কৃষ্ণের শৈশব ভাব দেখিয়া শাস্ত হইলেন, এবং অর্জুনও তাঁহার পূর্ববৎ সারথ্য-ভাব দর্শনে শাস্তি লাভ করিলেন। যেমন রাজার মাতা এবং রাজার সখা রাজাকে

পুত্র ও সখা বলিয়াই আনন্দ পাইয়া থাকেন ; ‘রাজা’ বলিতে চাহেন না, সেইরূপ যে সমস্ত সাধক প্রেম-সাধনে ভগবানকে পুত্র-ভাবে বা মিত্রভাবে ধারণা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে পরমানন্দকর পুত্রভাবে বা মিত্রভাবেই দেখিতে চাহেন ;— আনন্দ-বিঘাতক ঈশ্বর-ভাবে দেখিতে চাহেন না। সুতরাং পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুত্ববাচক সম্বোধনও করেন না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই মৃদুক্ষণ লীলা করিয়া যেমন প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান দেখাইলেন, সেইরূপ ভগবৎ-প্রেমের অদ্ভুত মহিমাও দেখাইলেন। সুবিশাল ব্রহ্মজ্ঞান স্বগভীর প্রেম-সাগরে বিশ্বের ন্যায় কখনও ভাসমান হয় এবং ভৎক্ষণাৎ তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়। প্রেমের মহিমা দেখাইবার নিমিত্ত প্রেমতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাসও প্রেমময়ী যশোদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তগণ বেদোক্ত মন্ত্রে ঐশ্বর্য মহিমা কীর্তন করিয়া থাকেন, গোপনারী যশোদা সেই পরম-পুরুষকে নিজ পুত্র বলিয়া স্থির করিলেন,— যশোদাই ধন্য। জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি লইয়া চিরকালই বিতণ্ডা চলিতেছে ; কেহ বলেন, জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ; কেহ বলেন, যোগই শ্রেষ্ঠ এবং কেহ বলেন, ভক্তিই মুক্তির একমাত্র কারণ। সাধারণ মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, মহানুভব ভাষ্যকার ও টীকাকারদিগের মধ্যেও এইরূপ মতভেদ বহুকাল হইতেই উঠিয়াছে। এক্ষণে যাঁহার উপর যাঁহার অনুরাগ, তিনি তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই মতের পোষকতা করেন। অবশ্য আমিও একতম মতের পক্ষপাতী ; কিন্তু এস্থলে আমার

নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া ঋষিবাণ্য উদ্ধৃত করিয়াই
নিরস্তুরহিলাম । যদি প্রয়োজন বোধ করি, তবে যথাস্থানে
তাহা অভিব্যক্ত করিব ।

কে চিনিবে বল তায়

আনন্দ-সদন নিত্য নিরঞ্জন

কেন বৃন্দাবনে মাটি খুঁটি খায় ।

হ'য়ে সত্যময় মিথ্যা কথা কয়

কেন এত ভয় গোপী যশোদায় ।

কেমনে কি জানি ছুধের বাছনি

ত্রিভুবন আনি উদরে দেখায় ।

নাহি বিশেষণ সরে না বচন

লইলু শরণ সে রাজা পায় ।

কে চিনিবে বল তায়

আনন্দ-সদন নিত্য নিরঞ্জন

কেন বৃন্দাবনে মাটি খুঁটি খায় ।

শিশুবেশে হরি বিশ্ব ধরেন উদরে ।

বিশ্বাস করিতে পারে ভাগ্যবান নরে ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোপাল-বরচি-ত-

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে মৃৎক্ষণ-লীলামৃত ।

দামোদর-লীলামৃত

অস্তর বাহির হীন তবু বাঁধা যায় ।

নমি তারে, মা যশোদা বেঁধেছিল যায় ॥

যাঁহার অস্ত নাই, তিনি বন্ধ হন, প্রথমতঃ ইহাই আশ্চর্য্য !
আবার, রজ্জুদ্বারা বন্ধ হন, ইহা আরও আশ্চর্য্য ! আবার, একটা
গোপনারীর হস্তে বন্ধ হন, ইহা আশ্চর্য্য হইতেও আশ্চর্য্য !
কঠোপনিষদে বলিয়াছেন,—“ব্রহ্ম আশ্চর্য্য, এবং ব্রহ্মের দ্রষ্টা,
বক্তা ও শ্রোতাও আশ্চর্য্য ।” অতএব ব্রহ্মঘন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও
তাঁহার লীলা যে, আশ্চর্য্য হইবে, ইহা বিচিত্র নহে । যদি
দ্রষ্টা, বক্তা ও শ্রোতা সকলেই আশ্চর্য্য অর্থাৎ দুজ্জের, সুতরাং
দুস্ত্রাপ্য হইলেন, তবে কিরূপে জীবের ব্রহ্মজ্ঞান হইবে ? জীব
মুক্তি পাইবেই বা কিরূপে ? যদিও ব্রহ্মবাচক শাস্ত্র আছে বটে,
তথাপি শাস্ত্র হইতে পরোক্ষ জ্ঞানই হইয়া থাকে ; ধ্যান ভিন্ন
অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না এবং রূপ ভিন্ন ধ্যানও হয় না, ইহা স্থির ।
এই নিমিত্তই স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সবিগ্রহে অবতীর্ণ হইয়া, আপনার
অপ্রাকৃতরূপ ও অপ্রাকৃতলীলা পৃথিবীতে প্রকাশ করেন ।
মনুষ্যের নিকট যাহা অসম্ভব, ভগবানের তাহা স্বাভাবিক । যাহা
মনুষ্যের অসাধ্য, তাহা ভগবানেরও অসাধ্য হইলে, মনুষ্যে ও
ভগবানে বিভিন্নতা কি ? এই সকল কথা স্মরণ না রাখিয়া
কৃষ্ণলীলার আলোচনা করিলেই নানাবিধ সংশয় উপস্থিত হয় ।

বেদবাক্যানুসারে বুঝিতে পারা যায় যে, পরব্রহ্ম একই সময়ে
অস্থূল ও অনণু এবং স্থূল ও অণু ; তাহা হইলে, সবিগ্রহ পূর্ণব্রহ্ম
শ্রীকৃষ্ণ অসীম হইয়াও ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য ভক্তের
নিকট বদ্ধ হইবেন, ইহা বিচিত্র কি ? ভক্তকৃত বন্ধনে ভগবানের
যেরূপ প্রীতি হয়, ষোড়শোপচারের সহিত পূজাতেও সেরূপ হয়
না। অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকৃত বন্ধনজন্য সেই পরম
প্রীতিলভের ঐকান্তিকলোভে,—পৃথিবীতে প্রেমের প্রভূত মহিমা
প্রকাশ করিবার বাসনায় এবং তৎসঙ্গেই শ্রুত্যানুসৃত ব্রহ্মজ্ঞান
উপদেশ দিবার অভিলাষে বাল্যচাপল্যের ছলে প্রেমময়ী
যশোদার নিকটে অত্যধিক উপদ্রব আরম্ভ করিলেন ! প্রেমময়ী
যশোদাও বাৎসল্যের প্রবল প্রভাবে ভগবান্কে আত্মজভাবে
নিজস্ব মনে করিয়া, বন্ধন করিতে উপক্রম করিলেন । তিনি গৃহ
হইতে রজ্জু আনয়নপূর্বক তদ্বারা তনয়ের ক্ষুদ্রোদর বেষ্টিত
করিয়া যেমন গ্রন্থিবন্ধন করিতে যাইবেন, অমনি দেখিলেন,
তাহার রজ্জু দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইল । পুনর্ববার দীর্ঘতর রজ্জু
আনিয়া পূর্বরজ্জুর সহিত সংযুক্ত করিলেন ; তাহাও গ্রন্থিবন্ধন-
কালে দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইল ! তৃতীয়বার তৃতীয় রজ্জু আনিলেন,
তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না,—রজ্জুর অবস্থা
পূর্বের মতই হইল । যশোদার প্রতিজ্ঞা বা ঐকান্তিক বাসনা,—
কৃষ্ণকে বাঁধিতেই হইবে,—তাহার চপলতা দূর করিতেই হইবে ।
সুতরাং গৃহের প্রায় সমস্ত রজ্জুই ক্রমে ক্রমে আনিয়া
ফেলিলেন, তথাপি দুই অঙ্গুলির কিছুতেই পূরণ হইলনা । তখন

যশোদার নিজ শক্তির উপর এবং নিজ রজ্জুর উপর ঘৃণা জন্মিল। সর্বাস্থ্যর্যামী ভক্তবৎসল ভগবান্ দেখিলেন,—জননীর সর্ববশরীর কাঁপিতেছে, ঘস্মাক্ত হইয়াছে এবং অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ; তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গিয়াছে ; কেবল লজ্জার অশ্রুরোধে অনিচ্ছায় বন্ধন-চেষ্টা করিতেছেন মাত্র । তখন ভক্তবৎসল আর থাকিতে পারিলেন না ;—নিজেরই জন্ত জননীর ক্লেশ আর দেখিতে পারিলেন না । স্নতরাং কৃপা করিয়া আপনিই আপনার বন্ধন স্বীকার করিয়া লইলেন । যদিও মুনিবর বলিয়াছেন,—“ভগবান্ কৃপা করিয়া বন্ধ হইলেন” তথাপি আমার মনে হয় যে, সে কৃপা ভগবানের ইচ্ছাধীন কৃপা নহে ; যশোদার ঐকান্তিক প্রবল প্রেমই তাঁহাকে বলপূর্বক কৃপা করাইয়াছিল । কেননা, ইহার পরেই শুকদেব আবার বলিয়াছেন—“ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার বশীভূত, সেই সর্ববিশ্বরও ভক্তের যে সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন,—ইহাই তিনি লীলা করিয়া দেখাইলেন” ।

কেহ কেহ এই দামোদর-লীলার বাস্তবতা স্বীকার না করিয়া, ইহাতে এক প্রকার অভিনব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আরোপ করেন । তাঁহারা বলেন,—“যশোদা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি, রজ্জু প্রেম, কৃষ্ণ পরমাত্মা এবং হৃদয় ব্রজমণ্ডল ।” এই ব্যাখ্যা অতি সুন্দর ও সত্য ; আমিও এই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী ; কিন্তু লীলা অস্বীকার করিলে এরূপ ব্যাখ্যা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বলিয়া মনে করি । দেহ আশ্রয় করিয়া যাহা থাকে, তাহাই আধ্যাত্মিক ; দেহ ভিন্ন আধ্যাত্মিকের স্থান কোথা ? যদি কেহ জ্রোথ করিয়া

কাহাকেও প্রহার করে, সেরূপস্থলে ক্রোধই প্রহারের আধ্যাত্মিক কৰ্ত্তা, ইহা সত্যই ; কিন্তু দেহ ভিন্ন ক্রোধের সত্তাই নাই ; অতএব ঐরূপস্থলে ক্রোধকে ধরিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলে, দেহের সঙ্গে ক্রোধও অলীক হইল । 'ঐরূপ যদি কেহ বিশুদ্ধ প্রেমে ভগবান্কে অন্তরে বাহিরে প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে প্রেমই ভগবৎপ্রাপ্তির কৰ্ত্তা, তাহা সত্যই ; কিন্তু ভক্তের দেহ অস্বীকার করিলে, প্রেমের স্থান কোথা ? দেহ মিথ্যা বলিলে, প্রেমও কেবল আকাশ-কুসুমের ন্যায় শব্দ মাত্র হইয়া গেল । দেহের ভাব বা আচরণ দেখিয়াই ক্রোধ, প্রেম বা অন্ত কোনও আভ্যন্তরিক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় । সৎ কিংবা অসৎ যে কোনও ভাবের ধ্যান করিতে হইলে, সেই ভাবময় একটি দেহ আপনা আপনিই হৃদয়ে অঙ্কিত হইবে, তবে সেই ধ্যেয় ভাবের অনুভব হইবে । যদি কেহ আমাকে দাস্তিক বলিতে চাহেন বলুন ; কিন্তু আমি অসঙ্কোচে বলিব, যিনি ভাবের আকার অনুভব করিতে না পারিয়া ভাবের কথা কহেন, তিনি ভাব বুঝেন নাই । ইহা ত সাধারণ ভাবের কথা ; অনন্তভাব যাঁহার অন্তর্গত, সেই ভাবময় ভগবান্ শ্রীহরি চিদানন্দবিগ্রহে শ্রীবৃন্দাবনলীলার নায়ক হইয়াছিলেন । তিনি ইচ্ছামুসারে কখনও চিদানন্দ-দেহে কখনও বা ভৌত দেহেও ক্রীড়া করিতেন । ব্রজবাসিগণ তাঁহার ইচ্ছাময়ী লীলার সহকারী ; সুতরাং ব্রজলীলায় যেমন তিনি নিজের রূপবান্, সেইরূপ তাঁহারই ইচ্ছায় যশোদাও রূপিণী এবং বন্ধনরজ্জুও রূপবিশিষ্ট । অতএব যদিও ভগবান্ যশোদার

প্রেমের বন্ধ হইয়াছিলেন ; তথাপি বন্ধনের নিমিত্তস্বরূপ রজ্জু স্বীকার করিতেই হইবে ।

বন্ধনকালে যশোদার সকল রজ্জুই দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইয়াছিল ; একবারও এক অঙ্গুলি বা তিন অঙ্গুলি ন্যূন হয় নাই । এক্ষণে আমি তাহারই কারণ আলোচনা করিতেছি । যতক্ষণ অহস্তা ও মমতা অর্থাৎ এই দেহটী আমি এবং এই সকল বস্তু বা ব্যক্তি আমার, এইরূপ ধারণা বলবতী থাকে, ততক্ষণ ভগবান্কে বন্ধনের কথা দূরে থাকুক, ধ্যান করাও অসম্ভব । যশোদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—আমিই কৃষ্ণকে বাঁধিব এবং আমার রজ্জু দ্বারা ই বাঁধিব ; সেই জন্মই বাঁধিতে পারিলেন না ; ঐ অহস্তা ও মমতা দুইটাই প্রতিবন্ধ হইল । যখন আপন ক্ষমতার উপর ও আপন রজ্জুর উপর তাঁহার ঘৃণা হইল, তখন অহস্তা মমতা দূরে পলায়ন করিল এবং তখনই দুই অঙ্গুলি রজ্জু আসিয়া ঐ দুইএর শৃঙ্খ আসন অধিকার করিল ;—রজ্জু পূর্ণ হইয়া গেল—ভগবান্ও বন্ধ হইয়া পড়িলেন । দুঃশাসন-কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ চিন্তা করিলে, এ বিষয় সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় । বন্ধনকালে যশোদার রজ্জু ন্যূন হইয়াছিল, কিন্তু আকর্ষণকালে দ্রৌপদীর বস্ত্র বদ্ধিতই হইয়াছিল । যশোদা আপন ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইল না ; আর দ্রৌপদী সেই বিষম দুঃসময়ে করুণস্বরে কেবল ‘হা গোবিন্দ’ বাঁজিয়া ডাকিয়াছিলেন । সুতরাং অনন্তস্বরূপ ভগবান্ গোবিন্দ দ্রৌপদীর বস্ত্রमध्ये প্রবেশ করিলেন ;—বস্ত্রও সুতরাং

অনন্ত হইয়া গেল । যদিও সখা-প্রধানা দ্রোপদী অপেক্ষা বাৎসল্যময়ী যশোদা অত্যধিক উচ্চস্থানীয়া, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ অহঙ্কারিতা ও নিরহঙ্কারিতার ফল প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিত্তই ঐরূপ লীলা করিয়াছিলেন । আরও তিনি পূর্বের মৃদুক্ষণ-লীলায় আপন অন্তঃপূর্ণতা দেখাইয়া, দামোদর-লীলায় বহিঃপূর্ণতা দেখাইলেন এবং ইহাও দেখাইলেন যে, ভক্ত যেমন প্রেম-রজ্জুতে হৃদয়-বৃন্দাবনে ভগবান্কে আবদ্ধ করিতে পারে, সেইরূপ প্রগাঢ় প্রেমের বলে বহির্বৃন্দাবনে বাহ্য স্থূল রজ্জুতেও অবরুদ্ধ করিতে পারে ; কিন্তু ঈদৃশ প্রগাঢ় প্রেম ব্রজবাসিনী নন্দমহিষী ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না ; অথবা বাৎসল্যময়ী যশোদার কৃপা হইলে নিতান্ত অসম্ভবও নয় । সেই জন্যই প্রেমোন্মত্ত পরমর্ষি পরমোল্লাসে যশোদার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন,—“গোপনারী যশোদা ভগবানের যেরূপ কৃপা লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং লক্ষ্মীও এরূপ কৃপা প্রাপ্ত হন নাই ; কেননা ভগবানের এই মনোহর ব্রজভাব কেবল একমাত্র প্রেমেরই গ্রাহ্য ;—জ্ঞানেরও নয়, যোগেরও নয় ।”

জননী যশোদা যখন দেখিলেন,—চপল পুত্র বদ্ধ হইয়াও পলায়নের চেষ্টা করিতেছে, তখন তাঁহাকে একটা সুবৃহৎ উদুখলের সহিত বাঁধিয়া নিশ্চিস্তচিত্তে গৃহকার্য্যে নিবৃত্ত হইলেন । এ দিকে ভগবান্ও সেই বৃহৎ উদুখলের সহিতই সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন । শ্রুতি বলিয়াছেন,—“পরব্রহ্ম উপবিষ্ট হইয়াও এবং শয়ান হইয়াও তদবস্থাতেই দূরে গমন করিতে

পারেন” । শ্রীকৃষ্ণ নিজজননৌকে দেখাইলেন এবং জগৎকে শিক্ষা দিলেন যে, আমি বদ্ধ হইয়াও পলায়ন করিতে পারি ।

নন্দভবনের দ্বারের সম্মুখেই দুইটি অর্জুনবৃক্ষ বহুকাল হইতে দণ্ডায়মান ছিল । ঐ দুই বৃক্ষের মধ্যস্থলে অতি সঙ্কীর্ণ অবকাশ ; ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণ সেই সঙ্কীর্ণ পথেই প্রবেশ করিলেন । চিৎখন ক্ষুদ্র বিগ্রহ প্রবেশ করিলেও দারুণ বৃহৎ উদুখল তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না ; ঐ দুই বৃক্ষই স্বভাবের শাসনে তাহাকে বাধা দিল । বালক ভগবান বৃক্ষদ্বয়ের বিরুদ্ধাচরণে রুষ্ট হইয়া উদুখল আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । প্রথম আকর্ষণেই সেই বৃহৎ বৃক্ষদ্বয় উন্মূল হইয়া প্রচণ্ড শব্দের সহিত ভূপতিত হইল । পূর্বে জলময়ী যমুনা কৃষ্ণবাহক বসুদেবকে সহজেই পথ প্রদান করিয়াছিলেন ; সুতরাং যথাবৎ অবস্থিতই রহিলেন । কিন্তু বৃক্ষদ্বয় কৃষ্ণানুবর্তী উদুখলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল ; সুতরাং আপনাই প্রাণ হারাইল । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাঁহার পক্ষে দুইটি বৃক্ষ উৎপাটন করা অসম্ভব নয় । অতএব এবিষয়ে অর্থাস্তর কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই ।

পাদপদ্বয়ের পতনকালে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা হইয়াছিল । পতিত বৃক্ষদ্বয়ের মূল হইতে পরম সুন্দর দুইটি দেবমূর্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া, ভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । আপাততঃ ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু কৰ্ম্মানুরূপ জন্মান্তর স্বীকার করিলে, ইহাতে অসম্ভাবনার কোনও কারণই নাই । মৃত্যুকালে দেহান্তর্গত সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীর পূর্ব দেহ পরিত্যাগ

করিয়া, নিজ কৰ্ম্মামুরূপ দেহান্তর আশ্রয় করে । ঐ লিঙ্গ শরীর অতি সূক্ষ্ম হইলেও সর্ববদর্শী ভগবানের অদৃশ্য নয় এবং যোগিবর বেদব্যাসও যোগেন্ত্রে উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন ; ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । নল-কুবর ও মণিগ্রীব নামে কুবেরের দুই পুত্র ছিল । উহারা উভয়েই ধনমদে উন্মত্ত হইয়া সর্বদাই অসদাচরণ করিত । দেবর্ষি নারদ উহাদের প্রাতি কৃপাপরবশ হইয়া গোকুলে বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত অভিসম্পাত করেন । উহারাই অসৎকর্ম্মের ফলে বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয় এবং দেবর্ষির কৃপাবলে ভগবদ্ধামে জন্মগ্রহণ করে । অসৎ কর্ম্ম করিলে, দেবতারাও বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হন । আবার দুঃখ-ভোগান্তে পাপকর্ম্মের ক্ষয় হইলে বৃক্ষেরাও দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রেই, বিচিত্র কর্ম্মের ফলে জীবের বিচিত্র দেহ-প্রাপ্তি স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে । জগদ্-বিখাতা, দেবতা ও মনুষ্যদিগকে সদসদ্বিবেচনা করিবার শক্তি দিয়াছেন ; সুতরাং তজ্জন্ম তাহারা দায়ী ; তাহারা অসৎ কর্ম্মের ফলে নিকৃষ্ট যোনি এবং সৎ কর্ম্মের ফলে উৎকৃষ্ট যোনি পাইবেই । বৃক্ষ ও পশুপক্ষীদিগকে বিবেচনা শক্তি দেন নাই ; সুতরাং তাহারা তজ্জন্ম দায়ী নহে ; তাহাদের দণ্ডস্বরূপ নিকৃষ্ট দেহ ভোগ হইলেই কর্ম্মক্ষয় হয় এবং ক্রমে ক্রমে বা একবারেই উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মলাভ হইয়া থাকে । যাঁহারা ফলদাতা ঈশ্বর স্বীকার করেন না, তাঁহাদের কথা পৃথক্ ; কিন্তু যাঁহারা সর্ববসাক্ষী পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার

করেন, তাঁহাদের উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । যাহারা সদসদ্ 'জ্ঞানবান্ হইয়াও অসৎকর্ষ্ম করিবে, তাহারা ঈশ্বরের অমোঘ নিয়মে দণ্ড পাইবেই । অজ্ঞান শিশুসন্তানকে গুরুতর অপরাধ করিতে দেখিয়াও, কোন্ পিতা তাহাকে দণ্ডদান করেন এবং জ্ঞানবান্ বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র অশ্লায় আচরণ করিলে, কোন্ পিতাই বা তাহাকে দণ্ড না দিয়া থাকেন ? ব্যাঘ্র প্রাণিহত্যা করে এবং বিড়াল দুগ্ধ অপহরণ করে, তাহাতে তাহাদের পাপ নাই ; কারণ তাহাদের সদসদ্ বিবেচনা নাই ; কিন্তু জ্ঞানবান্ মনুষ্য বা দেবতা যদি ঐরূপ আচরণ করে, অবশ্যই অধম যোনিরূপ উৎকট দণ্ড পাইবে । ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া, অবিশেষে সকলেরই স্বতঃ ক্রমোন্নতি স্বীকার করিলে, উপাস্ত ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মানুষ্ঠান নিতান্ত নিরর্থক হইয়া পড়ে । অতএব কীট হইতে পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত সমস্ত অজ্ঞজীব পূর্ববর্ত্ত পাপজন্তু নিকৃষ্ট দেহ ভোগ করিয়াই ক্রমে ক্রমে বা একবারেই উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইতে পারে ; পক্ষান্তরে মনুষ্য ও দেবতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, উঠিতে পারিবে না ; অধিকন্তু নামিতেও পারিবে, ইহা স্থির ।

ভক্তবর নারদের কৃপায় স্থাবরাবস্থাতেও তাহাদের পূর্ববস্তুতি নষ্ট হয় নাই । অতএব তাহারা পূর্বজন্মের সুখসম্পত্তি ও আপনাদের দারুণ দৌরাত্ম্য স্মরণপূর্ব্বক অনুতপ্তচিত্তে আত্ম-মোচনের জন্য সর্ব্বদাই ভগবান্কে স্মরণ করিত ; পরে কৰ্ম্মফল

ভোগ করিয়া কৃষ্ণদর্শনে কৃতার্থ হইয়া বৃক্ষদেহ পরিত্যাগপূর্বক দেবদেহ প্রাপ্ত হইল । সর্বদর্শী ভগবান্ উহা প্রত্যক্ষ দেখিলেন ; যোগিবর বেদব্যাসও যোগবলে জানিয়া লিপিবদ্ধ করিলেন ; ইহাতে অসম্ভাবনা নাই । 'তাহারা সেই সূক্ষ্ম দেহেই ভগবানের স্তব করিয়াছিল, ইহাও আশ্চর্য্য নয় এবং ভগবান্ যে, তাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা ত আশ্চর্য্য নয়ই । মনুষ্য যখন কোনও কার্য্য না করিয়া এবং কথা না কহিয়া একাকী অবস্থান করে, তখনও তাহার মনে মনে নানা কথার আন্দোলন হয়, ইহা সকলেই জানেন, উহা সেই লিঙ্গ শরীরের কথা । সে কথা অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারে না । যাহারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শ্রবণ করে, তাহারা সূক্ষ্মশরীরের সূক্ষ্মকথা শুনিতে পায় না ; কিন্তু যিনি অকর্ণ হইয়াও শুনিয়া থাকেন, তিনি তাহা শুনিতে পান, ইহা শ্রুতি-সম্মত,— তিনিই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ । অতএব নলকূবর ও মণিগ্রীব যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব এবং অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ যে, শুনিয়াছিলেন ও পরচিন্ত্তিত বেদব্যাস যে জানিয়াছিলেন, তাহাও সত্য । শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ দুই চারিজন ব্রজবালকও কৃষ্ণশক্তির প্রভাবে এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিল । ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করাই ভগবানের স্বভাব ও প্রতিজ্ঞা । এই লীলায় যশোদার নিকটে বদ্ধ হইয়া এবং দেবদ্বয়ের বন্ধন মোচন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ আপন স্বভাবের পরিচয় দিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন ।

কি বিচিত্র ব্রজলীলা বুঝিতে না পারি
 ' কি গুণে নিগুণে গুণে বাঁধে নন্দনারী ।
 নিজে বদ্ধ উদূখলে বন্ধন ঘুচায়ে ছলে
 কুবের স্ত-যুগলে করে সুরপুর-চারী ।
 দৈবী মায়া গুণে যার বদ্ধ নিখিল সংসার
 কি লাঞ্ছনা ব্রজে তার, ধন্য প্রেম বলিহারি ।
 পুরায়ে গোপীর কাম নিলে দামোদর নাম
 আমারে কেন হে বাম, দয়া কর ভবতারি ।
 কি বিচিত্র ব্রজলীলা বুঝিতে না পারি
 কি গুণে নিগুণে গুণে বাঁধে নন্দনারী ॥
 জ্ঞানের অগম্য হরি প্রেমে বদ্ধ হয় ।
 যে করে বিশ্বাস তারে ভাগ্যবান্ কয় ॥
 ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত-
 শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতে দামোদর-লীলামৃত ।

ব্রহ্মমোহন-লীলামৃত ।



স্ব-রূপ দেখায়ে মোহ নাশে বিধাতার ।

চরায় নন্দের ধেমু জয় জয় তার ॥

বিশ্বপালক ভগবান্‌ও গোপরাজ নন্দের গোপালন করিয়া থাকেন এবং বেদকর্ত্তা ব্রহ্মারও ব্রহ্মসম্বন্ধে ভ্রম হয় ; সাধারণ বুদ্ধিতে ইহা বিশ্বাস করা যায় না । কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে, ঈশ্বরের অলৌকিক লীলা লোক-বুদ্ধির অগোচর ; তাঁহাতে সকলই সম্ভবে । আরও, যিনি বেদাস্ত-দর্শনে পরম সত্যের নিরূপণ করিয়াছেন, যিনি সত্যস্বরূপ স্বয়ং নারায়ণের জ্ঞানাবতার, সেই মুনি-শিরোমণি বেদব্যাস মিথ্যা লিখিয়াছেন, আর শূলদর্শী বিশ্বাস-বিহীন নাস্তিক-প্রায় নব্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধাস্তই সত্য, ইহা মনে ভাবিতেও সাহস হয় না । বিশ্বাসের সহিত সদবৈজ্ঞের ব্যবস্থাপিত ঔষধ সেবনই আরোগ্যাভিলাষী রোগীর কর্তব্য ; অতএব যাহারা ভীষণ ভবরোগে আক্রান্ত এবং শাস্তিলাভে সমুৎসুক, সর্বলোক-হিতৈষী ঋষিবরের বাক্যে বিশ্বাস করাই তাঁহাদের উচিত । যদি কেহ দস্তুর বশবর্ত্তী হইয়া ব্যাস-বর্ণিত কৃষ্ণলীলায় অবিশ্বাস করিতে চাহেন, করুন ; কিন্তু আমি একবার ব্যাসবাক্যের সারাসার বুঝিবার চেষ্টা করিব ।

প্রায় সকল দেশের সকল মহাপুরুষই প্রকারান্তরে অল্প

বিস্তর ধর্মচর্চা করিয়াছেন,—এখনও করিতেছেন ; কিন্তু ইহা অসম্ভোচে' বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষীয়, ধর্ম প্রাণ আৰ্য্য ঋষিগণ ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব যতদূর অনুভব করিয়াছিলেন, এরূপ আর কোথাও কেহই করিতে পারেন নাই'।

ঋষিদিগের সিদ্ধান্তানুসারে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবানের পার্থিব সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্যই সর্বপ্রধান জীব ; ধর্ম্যানুষ্ঠানে মনুষ্যেরই অধিকার এবং অন্যান্য স্থাবর জঙ্গম সমস্তই মনুষ্যেরই দেহরক্ষা ও ধর্ম রক্ষার আনুকূল্যার্থ সৃষ্ট হইয়াছে । আবার ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যের উপকারার্থ যে সকল জীব সৃষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে গোজাতিই সর্বপ্রধান । মনুষ্যের জীবন-যাত্রা নির্বাহে ও ধর্ম্যানুষ্ঠানে গোজাতিই বিশেষ প্রয়োজনীয় । মলমূত্রের দুর্গন্ধে বায়ু দূষিত হয় এবং তাহাতে মানবের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে ; কিন্তু গাভীর মল-মূত্রে দূষিত বায়ুও পরিষ্কৃত হয় । এবং উহার ব্যবহারে অনেক অত্যুৎকট রোগও প্রশমিত হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত বস্তুতঃ স্তম্ভ মহর্ষিগণ গাভীর মলমূত্র সুপবিত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । গোদুগ্ধে দেহের পুষ্টিসাধন ও চিন্তের সত্ত্বশোধন হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ গো-দুগ্ধ নরবালকদিগের জীবন-স্বরূপ । দধি ক্ষীরাদি উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য বস্তু গোদুগ্ধ হইতেই উৎপন্ন হয় । অতএব গাভী পুত্র-পালনী জননীর তুল্য ; স্তত্রাং মনুষ্যের মাতৃবৎ পূজনীয় । গোদুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তাহা দৈহিক ও মানসিক বলের প্রধান সাধন এবং ঘৃত দ্বারাই যাগযজ্ঞাদি ধর্মকার্য্য সম্পন্ন

হইয়া থাকে । অগ্নিতে আলিত ঘূতের গন্ধে বায়ু বিশোধিত হয় এবং ঐ অগ্নি হইতে উত্থিত ধূম মেঘরূপে পরিণত হইয়া, পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করে । অতএব গাভীই মনুষ্যের জীবন-ধারণ ও স্বাস্থ্য-শোধনের প্রধান হেতু । যাহা স্বাস্থ্যশোধনের হেতু, তাহা সূতরাং ধর্মরক্ষারও হেতু ; কারণ স্বাস্থ্য-শুদ্ধিই ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ । বুধগণ গাভীতে সন্তান উৎপাদন করিয়া, গোজাতির বংশ রক্ষা করে ; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বুধই ধর্মরক্ষার মূল বলিয়া প্রতীয়মান হয় ; এই নিমিত্ত “বুধ” শব্দের অর্থ ধর্ম—অভিধানেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায় । অভিনিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে দেখা যায়, গাভী হইতে ঘূত, ঘূত হইতে ধন্য, ধন্য হইতে চিত্তশুদ্ধি, এবং চিত্তশুদ্ধি হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব ধর্মই জ্ঞানের অন্ততম প্রবর্তক ; এই জন্মই ধর্মরূপ বুধ জ্ঞানরূপ মহাদেবের বাহন হইয়াছে ।

জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই জীবের মুক্তি ; অতএব গোজাতি মনুষ্যের মুক্তিরও হেতু ; সূতরাং গোজাতির রক্ষায় মনুষ্যের ইহকাল পরকাল উভয়ই রক্ষিত হয়, এবং গোজাতির অভাবে ধর্মালুষ্ঠানেরও অভাব হইয়া থাকে ; এই নিমিত্তই ভোজ-রাজ কংস বৈষ্ণবধর্ম নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আপন কিঙ্কর-দিগকে গোহত্যায়া নিযুক্ত করিয়াছিল । যে গোহত্যা করে, সেই ধর্মহত্যা করে এবং যে গোরক্ষা করে, সেই ধর্মরক্ষা করে । ধর্মরক্ষা করিতে হইলে, গোরক্ষক হইতেই হইবে, ইহাই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ তত্ত্ববর নন্দের গোরক্ষক অর্থাৎ

‘গোপাল’ হইলেন । ধর্ম্মরক্ষাই ভগবদবতারের প্রধান প্রয়োজন ; ধর্ম্মনায়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট কোনও জীব বা পদার্থ নাই ; সুতরাং ধর্ম্মের সাধন-রক্ষাই ধর্ম্ম রক্ষা । যাহারা গোরক্ষা করে, তাহারাই ভগবানের পরম প্রীতিভাজন ; সেই জন্য স্বয়ং ভগবান্ ছিলপূর্ব্বক গোপরাজ নন্দের গৃহে অবস্থান করিয়া গোচারণ করিয়াছিলেন ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,—“যাহারা অনন্ত-চিন্তে আমার উপাসনা করে, তাহাদের যোগক্ষেম আমি স্বয়ং বহন করিয়া থাকি ।” গোজাতিই গোপদিগের যোগক্ষেম ; অতএব ভক্ত-বৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তচূড়ামণি নন্দের যোগক্ষেম বহন করিয়া অর্থাৎ গোপালন করিয়া, আপন ভক্তবাৎসল্যও প্রত্যক্ষ দেখাইলেন । গোপাল-তাপনী ঋতিতে গোপ, গোপী ও গাভার বিষয় বিস্তার-পূর্ব্বক বর্ণিত আছে ; ঐ গ্রন্থ আলোচনা করিলে ঐ সকল বিষয় বিশেষরূপে জানিতে পারা যায় ।

কেহ কেহ বলেন,—গো-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করেন বলিয়া ভগবানের এই ‘গোপ’ উপাধি হইয়াছে । এ কথাও মিথ্যা নহে ; তবে জানিতে হইবে যে, ভগবান্ অস্ত-র্যামী পরমাত্ম স্বরূপে ইন্দ্রিয়গণের পরিচালন করেন এবং গোপ-বালকরূপে ঐকান্তিক ভক্তের গোপালনও করিয়া থাকেন ; সুতরাং উভয়থাই তিনি ‘গোপ’ । আবার তিনি যে, নিত্য গোপ, তাহার কারণ গোলোক-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার নাম

শুনিলে শিহরিয়া উঠেন ; আবার অনেক নব্যশিক্ষিত লোক লীলার উপর খড়্গহস্ত । তাস্তিকার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল লীলার্থ ব্যাখ্যা করিলে, প্রাকৃত উপাখ্যান হইয়া পড়ে এবং লীলা অস্বীকার করিয়া তত্ত্ব মাত্র অবলম্বন করিলে, আকাশে অট্টালিকার ন্যায় নিরাশ্পদ হইয়া উঠে,—রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের রসাস্বাদন হয় না ; তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া লীলারস আস্বাদন করিলে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও আনন্দানুভব দুইই হইয়া থাকে । অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ষাঁহার আদেশমাত্রে পরিচালিত, সেই পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত গোপবালক হইয়া ভক্ত-চুড়ামণি নন্দ ও যশোদাকে পিতা ও মাতা বলিয়া সম্বোধন করেন এবং তাঁহাদের আদেশে রাখালবেশে গোচারণ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, একথা শুনিলে যে অপার আনন্দ হয়, তাহা রসজ্ঞ ভক্ত ভিন্ন আর কে বুঝিবে ? কেবল শ্রবণানন্দ নয় ; সংসার-সন্তাপ-দগ্ধ জীবের হৃদয়ে একটা সান্ত্বনাদায়িনী আশারও সঞ্চার হয় । এরূপ মনোহারিণী লীলাতেও অরুচির কারণ অনুসন্ধান করিলে দুর্দৃষ্ট ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না । আমি ভগবানের এই ব্রহ্মমোহন-লীলা, তত্ত্বের সহিত আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব ।

ষাঁহারা শ্রুতি-সম্মত সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়া, চৈতন্যরূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন । ঐ অণু-প্রবিষ্ট ঈশ্বর-চৈতন্যই ব্রহ্মা অর্থাৎ জীব-সমষ্টি । ঐ জীব-সমষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে পৃথক্ পৃথক্ জীব উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা বলিয়া

প্রসিদ্ধ । যখন বৃহদব্রহ্মাণ্ডের মর্মে মর্মে ব্রহ্মাই অধিষ্ঠাতা হইয়া আছেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ-স্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহেও ব্রহ্মার অংশ, অধিষ্ঠাতরূপে বর্তমান আছে । ব্রহ্মা যে, কেবল ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতরূপেই আছেন তাহা নহে, তন্মিত্ত তাঁহার হস্তপদাদিবিশিষ্ট রজোগুণ-প্রধান অতিসূক্ষ্ম চিন্ময় দেহও আছে । তিনি ঐ চিন্ময় দেহে আপন অনুরূপ চিন্ময় লোকে অবস্থান করেন ; ঐ লোকের নাম ব্রহ্মলোক । প্রমোদনিষদে এই ব্রহ্মলোকের কথা স্পর্শই আছে । ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, অতএব তাঁহাতে যে, অধিকপরিমাণে ঐশী শক্তি আছে, একথা বলাই বাহুল্য । ব্রহ্মা হইতেই সমস্ত দেব-নরাদির উৎপত্তি ; সুতরাং ব্রহ্মার অন্তর্গত ঐশীশক্তি পর পর অধস্তন লোকে ও পরপর অধস্তন জীবে ‘তম’ ‘তর’ পরিমাণে আছেই আছে । পূর্বেই বলা হইয়াছে,—ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা ; সুতরাং রজোগুণ-প্রধান । রজোগুণ-প্রধান হইলে ভ্রান্তি থাকিতেই হইবে ; অতএব ব্রহ্মারও ভ্রান্তি আছে ইহা স্বীকার্য্য । কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রমিত হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য ; সুতরাং ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন সুর-নরাদিতে অল্পবিস্তর পরিমাণে ভ্রান্তি আছে, ইহা যুক্তি-সিদ্ধ ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট । রজঃপ্রভাবে ব্রহ্মারও পরম-সত্য কৃষ্ণ-লীলায় সন্দেহ হওয়া সম্ভব ; মনুষ্যের হইবে ইহা বিচিত্র কি ? যখন শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরকে বিনাশ করেন, তখন অঘাসুরের জীবাত্মা তাহার দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া ভগবদ্বিগ্রহে প্রবেশ করিল । ক্ষুদ্রকায় গোপবালকের হস্তে প্রকাণ্ডাকার অঘাসুরের বিনাশ ও

সেই ক্ষুদ্র দেহে অঘাসুরের জীবাত্মার প্রবেশ দেখিয়া ব্রহ্মার বিস্ময় হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য সূক্ষ্ম শরীরে অন্তের অগোচরে গোকুলে আগমন করিলেন ।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার গোকুলে আগমন-বৃত্তান্ত শুনিয়া অনেকের অবিশ্বাস হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে ; কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, ইহাতে অবিশ্বাসের কারণ কিছুই নাই । চক্রেবর্তী রাজার উচ্চতর কৰ্ম্মচারীতে অধিকতর রাজশক্তি থাকে ইহা পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় । ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড-পতির প্রধানতম কৰ্ম্মচারী ; সুতরাং তাঁহাতে অধিক পরিমাণে ঐশ্বরী শক্তি আছেই ; তিনি সেই ঐশ্বরী শক্তির প্রভাবে অমানুষিক কার্য্য করিবেন ইহা বিচিত্র নয় । শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যে তাঁহার সংশয় হয়, তাহাও বিচিত্র নয় ; কারণ তিনি আত্ম-সৃষ্ট জীব-সমূহের সমষ্টি মাত্র, অতএব জীবের স্বভাব দেখিয়া তাঁহারও স্বভাব কথঞ্চিৎ অনুমান করা যাইতে পারে । শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব বা ভগবদ্ভূত আলোচনা করিতে উদ্বৃত্ত হইলেই, প্রথমে মনুষ্যের মনে দুইটী অন্তরায় উপস্থিত হয় ; ইহা রজোগুণাক্রান্ত মানব-হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ । ক্রমাগত মনন অর্থাৎ চিন্তা করিলে, উহা দূরীভূত হয় । ঐ দুই অন্তরায়ের নাম অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা । জীব-সমষ্টি রজোগুণ-প্রধান ব্রহ্মারও কৃষ্ণকার্য্য-দর্শনে প্রথমেই ঐ অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা-নামক অন্তরায় ঘটিয়াছিল । এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণই জীব শিক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই খেলা খেলিয়াছিলেন ।

একদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপাল-বেশে ব্রজবালকদিগের সহিত গোচারণার্থ বনে গমন-পূর্বক বৎসদিগকে তৃণাচ্ছন্ন-ভূমিতে স্বচ্ছন্দে তৃণ ভক্ষণ করিতে দিয়া, আপনি সহচরগণের সহিত গৃহানীত অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। অগ্নাত ব্রজবালকগণ কমলকেশরের ন্যায় মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট, এবং স্বয়ং ভগবান্ কমলমধ্যস্থ কর্ণিকার ন্যায় মণ্ডলের মধ্যস্থলে আসীন হইলেন; কিন্তু মণ্ডলস্থ প্রত্যেকেই দেখিল, আমিই কৃষ্ণের সম্মুখে বসিয়াছি। ঐতি বলিয়াছেন,—“ব্রহ্মের সকল দিকেই হস্ত, সকল দিকেই পদ, সকল দিকেই চক্ষু, সকল দিকেই মুখ ও সকল দিকেই কর্ণ।” সুতরাং প্রত্যেকেই ব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্ব স্ব অভিমুখীন দেখিল, ইহা আশ্চর্য্য নহে।

শ্রীকৃষ্ণ সহচরগণের সহিত ভোজনানন্দে তন্মগ্ন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে সংশয়াকুল ব্রহ্মা কৃষ্ণপরীক্ষার্থ অলক্ষিতভাবে আগমন করিয়া, মায়া-প্রভাবে বৎসগণকে হরণ করিয়া অন্তহিত হইলেন। ভগবান্ ভোজনার্থ একগ্রাস অন্ন উত্তোলন করিয়াছেন এমন সময়ে ইঠাৎ বৎসদিগকে যথাস্থানে দেখিতে না পাইয়া, অশ্বেষণার্থ একাকীই তদবস্থায় প্রস্থান করিলেন। এ দিকে ব্রহ্মাও পুনর্ব্বার সেইরূপে আসিয়া ভোজন-নিরত রাখালগণকে সেইরূপে হরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মার এইরূপ অসাধারণ শক্তি অদ্ভুত ও অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতে পারে; কিন্তু অবিকল এইরূপ না হউক এতাদৃশী শক্তি মনুষ্যের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও মনুষ্য পৈশাচী শক্তির

প্রভাবে সতালক মঞ্জুষার অন্তর্গত বস্তু সর্বসমক্ষে অলক্ষিত ভাবে অন্ত্র পরিচালিত করিতে পারে, এরূপ দেখা গিয়াছে । যাহা মনুষ্যে পারে, মনুষ্যের সৃষ্টিকর্তা, তাহা বা তদপেক্ষা আশ্চর্য্যাতম কার্য্য করিবেন, ইহা বিচিত্র কি ? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভগবৎকথার আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা আসিয়া অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এবং নিরন্তর মননদ্বারা উহা নিরাকৃত হয় ; ব্রহ্মার এই কৃষ্ণপরীক্ষা ঐ মননেরই প্রত্যক্ষ অভিনয় ।

এ দিকে লীলাবালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণকে না পাইয়া, বিষণ্ণের ন্যায় পূর্ব্বস্থানে আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন,—রাখালগণও তথায় নাই । অখিলদর্শী সকলই জানেন ; সুতরাং ইহা ব্রহ্মারই মায়াজাল জানিয়া মায়েশ্বর মনে মনে হাসিলেন । যেমন কোনও উদারচিত্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি আপন ভৃত্যকে ধনাপহরণ করিতে দেখিয়াও দরিদ্র বোধে দয়াপরবশ হইয়া অপহৃত বস্তু তাহাকেই অর্পণ করেন এবং ভাগ্যদার অপর বস্তু দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিয়া কৌশলে তাহাকে সৎশিক্ষাও দিয়া থাকেন, সেইরূপ সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজভৃত্য ব্রহ্মার এইরূপ আচরণে উপেক্ষা করিয়া, আপন বিশ্বময় বিগ্রহ হইতেই সেইরূপ বৎস ও সেইরূপ রাখালগণকে আবিস্কৃত করিলেন ; ক্ষমতা থাকিতেও ব্রহ্মাপহৃত বৎস ও রাখালগণকে আনিতে ইচ্ছা করিলেন না । এইরূপ করিলে ব্রহ্মাও ক্ষণকাল আত্মগৌরব অনুভব করিবেম এবং ব্রজগোপী ও গাভীগণও আপন আপন পুত্র ও বৎসদিগকে

পাইয়া আনন্দলাভ করিবেন, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। তদভিন্ন জননী যশোদার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইবার জন্ত ব্রজগোপী ও গাভীদিগের বহুদিন হইতে বলবতী ইচ্ছা ছিল, পুত্র ও বৎসচ্ছলে তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করাই ভক্তবৎসল ভগবানের দ্বিতীয় অভিপ্রায়। “সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময়” এই শ্রুতার্থ প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করাই তাঁহার তৃতীয় ও মুখ্য অভিপ্রায়। পরম্পরায় সমস্ত ব্রহ্মময় হইলেও এ সময়ে সমস্ত ব্রজধাম সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইয়া গেল। সমুদায় বৎস ব্রহ্ম, সমস্ত রাখাল ব্রহ্ম, রাখালগণের বস্ত্র অলঙ্কার, বিঘাণ, বেণু, যষ্টি প্রভৃতি সকলই ব্রহ্ম। ভগবান্ দেখাইলেন,—আমিই কৰ্ম্ম, আমিই করণ, আমিই অধিকরণ, আমিই অপাদান ও আমিই সম্প্রদান। সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা বুঝিলেই মুক্তি হয় ইহা শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে; বেদাধ্যয়ন করিলে পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু ভগবান্ এই লীলা করিয়া অপোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় করিয়া দিলেন। অপোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, কৃষ্ণলীলা ধ্যান করা ভিন্ন আর উপায় নাই। অতএব কৃষ্ণলীলা যেমন ভক্তের আত্মদানের সামগ্রী, সেইরূপ জ্ঞানীর শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের একমাত্র অবলম্বন।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—“যদি জীব সাধনবলে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করে, তথাপি তাহাকে আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, কেবল আমাকে পাইলেই আর জন্মমৃত্যুর মুখ দর্শন করিতে হয় না। এক্ষণে

বুঝিতে পারা যায় যে, যাহা কৃষ্ণোপাসনা তাহাই ব্রহ্মোপাসনা ; কৃষ্ণোপাসনা ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পারে না । শাস্ত্র তিন প্রকার ;—বেদ, জগৎ ও কৃষ্ণলীলা । শ্রবণের শাস্ত্র বেদ, বিচারের শাস্ত্র জগৎ এবং ধ্যানের শাস্ত্র কৃষ্ণলীলা ; অর্থাৎ প্রথমে গুরুমুখে বেদ শ্রবণ করিয়া জগৎস্থ বিচার করিতে হয়, তৎপরে কৃষ্ণলীলা ধ্যান করিলেই অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভব হইয়া থাকে । ইহাকেই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কহে । ঐ তিন প্রকার সাধনের পরেই ভগবানে প্রেমভক্তি জন্মে,—জীব কৃতার্থ হইয়া যায় । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ঐ প্রেমভক্তির কথাই বলিয়াছিলেন,—তিনি বলিয়াছিলেন,—যাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, যাহার শোক নাই, যাহার চিন্ত প্রসন্ন এবং যে ব্যক্তি সমদর্শী স্তবরাং ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করিতে পারে ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শত শত বৎস ও রাখাল হইয়া এক বৎসর রহিলেন । প্রতিদিন আপনিই, আত্মস্বরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া, আত্মস্বরূপ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, আত্মস্বরূপ বিষণ, বেণু ও যষ্টি ধারণ করিয়া, আত্মস্বরূপ সহচরগণের সহিত আত্মস্বরূপ বৎসদিগকে লইয়া, গোচরে গমন করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে ব্রজগোপী ও গাভীদিগের নবজাত সন্তান ও নবজাত বৎস অপেক্ষা পূর্বজাত সন্তান ও পূর্বজাত বৎসদিগের প্রতি অধিকতর স্নেহ দেখা গিয়াছিল । তাহা ত হইবারই কথা ; তখন অখিলাত্মা স্বয়ং কৃষ্ণই যে, তাঁহাদিগের পূর্বসন্তান ও পূর্ববৎস ।

শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—“এ সংসারে কেহই কাহাকেও ভাল বাসে না ; সকলেই নিজ নিজ আত্মাকেই ভালবাসে ; সেই আত্মার প্রীতির নিমিত্তই পিতা, মাতা, পতি, পত্নী ও পুত্রগণ পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিয়া থাকে ।” শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়, শুকদেব ঐ শ্রুত্যর্থ অবলম্বন করিয়াই পরীক্ষিতকে এ বিষয় বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“যাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহাদের দেহই প্রিয় ; দেহের অনুরোধেই অশান্ত বস্তু বা ব্যক্তি তাহাদের প্রিয় হয়। দেহ প্রিয় হইলেও আত্মার ন্যায় প্রিয় নহে ; কারণ দেহ জীর্ণ হইলেও বাঁচিবার আশা বলবতী থাকে ; অতএব আত্মাই সর্ববাপেক্ষা প্রিয়তম ; আবার সেই আত্মারও আত্মা এই শ্রীকৃষ্ণ জগতের মঙ্গলের জন্য নরাকার ধারণ করিয়াছেন।” পঞ্চদশী নামক বেদান্ত দর্শনেও ঠিক ঐ কথাই আছে। অতএব গোপী ও গাভীদিগের নবসন্তান ও নববৎস অপেক্ষা কৃষ্ণস্বরূপ পূর্ব সন্তান ও পূর্ব বৎসদিগকে অধিকতর স্নেহ করা, লোকদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক হইলেও বাস্তবিক সত্য ; কারণ কৃষ্ণই প্রেমাবলম্বন আত্মা এবং সেই আত্মাই তখন তাঁহাদিগের পুত্র ও বৎস। ভগবান্ এই লীলায় ঐ পূর্বোক্ত শ্রুত্যর্থই অভিনয় করিয়া দেখাইলেন।

মনুষ্য-পরিমাণে এক বৎসর ব্রহ্মার নিমেষ মাত্র। শ্রীবৃন্দা-বনে এই ভাবে প্রায় এক বৎসর পূর্ণ হইল ; কিন্তু ব্রহ্মা অপহৃত রাখাল ও বৎসগণকে মায়াবরণে আবৃত করিয়াই, রাখাল ও

বৎসগণের অভাবে কৃষ্ণের দুর্দশা দেখিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ গোচর-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, কৃষ্ণ সেই সকল রাখাল ও সেই সকল বৎস লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন । ব্রহ্মার বিশ্বয়ের সীমা রহিল না । তিনি ভাবিলেন, এ কি ? এ সকল কোথা হইতে আসিল ? রাখাল ও বৎস সকলই ত হরণ করিয়াছি । ব্রহ্মা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই সহসা দেখিলেন,—আর সে রাখালগণ নাই, আর সে বৎসগণও নাই ; তাহাদের স্থানে শঙ্খচক্রাদি-ধারী নবনীরদ শ্যাম চতুর্ভুজ নারায়ণ-গণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন ; এবং প্রত্যেক নারায়ণের নিকটে জয়-বিজয়াদি পার্শ্বদ, নারদাদি ঋষি, প্রহ্লাদাদি ভক্ত ও মূর্ত্তিমান্ মহাদাদি তত্ত্ব ভক্তিভরে স্তব পাঠ করিতেছেন । পরিশেষে অত্যন্ত বিশ্বয়ের সহিত দেখিলেন,—প্রত্যেক নারায়ণের চরণ-সমীপে এক একটা ব্রহ্মাও উপবিষ্ট রহিয়াছেন ।

যাঁহাদের শাস্ত্রানুশীলন আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন যে, প্রকৃতি-জাত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবদৈশ্বর্যের একপাদ মাত্র ; তাঁহার ত্রিপাদৈশ্বর্য প্রকৃতির বাহিরে । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্বের আপনিই বৎস-বালাদি হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত আপন একপাদ বিভূতির আভাস দিয়াছিলেন । পরে সপরিষ্কার শত শত নারায়ণ হইয়া প্রকৃতির বহিঃস্থিত আপন ত্রিপাদ বিভূতির প্রত্যক্ষ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন । শাস্ত্রের আলোচনায় এবং ভগবানের এই লীলার দৃষ্টান্তে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, যে সকল শক্তি ও যে সকল ভাব অতি সূক্ষ্ম নিরাকার রূপে

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে সঞ্চারিত রহিয়াছে, সেই সকল শক্তি ও ভাব প্রকৃতির বাহিরে অপ্রাকৃত চিৎস্বরূপে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট হইয়া নিত্যই বিরাজমান আছেন। কিঞ্চৎ বিশ্বাস-মিশ্রিত বিচারের সহিত আলোচনা করিলে, ইহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়। বিশেষতঃ যাঁহারা গীতানুরাগী তাঁহাদিগকে ইহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। স্থপতির আদিতে ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মার হৃদয়ে যে বাঙ্গ্য বেদ বিকাশিত করিয়াছিলেন, এখন সেই বেদে তাঁহার সংশয় দেখিয়া, সেই বেদার্থই অভিনয় করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। তখন ব্রহ্মা বুঝিলেন,—সকলই ব্রহ্মময়,—সকলই কৃষ্ণময়,—কৃষ্ণ ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। ইহাই অসম্ভাবনাকুল ব্রহ্মার মনন-নস্তুর একতানত্বরূপ নিদিধ্যাসন।

গোচারণকারী গোপবালকের এই অত্যদ্ভুত ঐশ্বর্য দেখিয়া, ব্রহ্মা বিস্ময়ে, ভয়ে ও ভক্তিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বস্তুতঃ উহা তাঁহার মুচ্ছা নহে, উহা সাধনাঙ্গের চরম ফল,—সমাধি। সহৃদয় সজ্জনগণ এখন শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা শ্রুত্যাঙ্ক ব্রহ্মতত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর সহিত মিলাইয়া লইবেন ;—দেখিবেন,—যাঁহারা বাগ্‌বিতণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া সাধনাদ্বারা ব্রহ্ম-তত্ত্ব অবধারণ করিতে চাহেন, ব্রহ্মার ন্যায় তাঁহাদেরও ক্রমে ক্রমে ঐ সকল অবস্থা হইয়া থাকে। ভক্তবৎসল করুণাময় কৃষ্ণ বেদ-বিধাতার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তখন ব্রহ্মা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—

বালকগণ নাই, সে বৎসগণ নাই এবং সপরিবার সে সকল

নারায়ণও নাই ; কেবল একমাত্র নন্দ-গোপের গোপালক পুত্র আপন সহচর ও বৎসগণের অদর্শনে বিষমমনে অন্নের গ্রাস হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন । বিধাতা বেদে লিখিয়াছিলেন—
“যাঁহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, যাঁহাতে অবস্থান করে এবং যাঁহাতেই লীন হইয়া যায়, তিনিই ব্রহ্ম ; এখন প্রত্যক্ষ দেখিয়া নিজ বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারিলেন ;—বুঝিলেন সেই ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ । যাঁহারা জগৎপূজ্য পরমেশ্বরের গোচারণ অতি অসম্ভব ; ও অপমানজনক বলিয়া অস্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্যই ভগবানের এই লীলা ;—ব্রহ্মা উপলক্ষ্য মাত্র । তিনি কাহারও গোচারণ করেন না, তিনি আপনিই আপনাকে চরাইয়া থাকেন ; ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের অচিন্ত্য রহস্য । তখন স্তব-শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা নিতান্ত লজ্জিত হইয়া, নন্দগোপের পুত্রকে ভক্তি-ভরে স্তব ও প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।

ভগবানের এই ব্রহ্ম-মোহন লীলা অভিনিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সাধকের যাগযজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম, যোগ, তপস্বী, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির পরে ভাগ্যক্রমে ভক্তির উদয় হয় এবং ভক্তির উদয় হইলেই সকল সাধনের চরম ফলস্বরূপ আনন্দঘনমূর্তি অনুভূত হইয়া থাকে ; সেই আনন্দঘন মূর্তিই ভগবান্ বাসুদেব বা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ । ভগবান্ অর্জুনকে সমস্ত সাধনের উপদেশ দিয়া পরিশেষে এই সর্ববৃহত্তম উপদেশই দিয়াছিলেন । যদি শ্রদ্ধাভক্ত পরতত্ত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হয়, তবে কৃষ্ণলীলা ধ্যান ভিন্ন

গত্যন্তর নাই । যেমন আয়ুর্বেদ, বৈদ্য, চিকিৎসা ও ঔষধ
থাকিতেও মনুষ্য মরিয়া থাকে, সেইরূপ বেদ, গুরু, উপদেশ ও
শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণলীলা থাকিতেও মনুষ্য মুগ্ধ হইয়া থাকে ;—
দৈবং হি বলবন্তরম্ ?

কে হে তুমি বল আমারে

কত রূপ ধর

কত খেলা কর

তাই ত চিনিতে পারি না তোমারে ।

এখনি দেখিছু রাখালের সাজে চরাইছ খেঁচু কাননের মাঝে
অধরে মুরলী স্তম্ভধুর বাজে সঙ্গে সখাগণ ঘেরি চারি ধারে ।
আবার দেখিছু এ কি চমৎকার শত শত শিশু বাছুর-আকার
ধরেছ চিনিতে সাধ্য আছে কার আপনি খেলিছ লয়ে আপনারে ।

আবার দেখিছু শত নারায়ণ শঙ্খচক্রধারী শ্যামল-বরণ

তখনি আবার শ্রীনন্দনন্দনচরণে পতিত হেরি বিধাতারে ।

কে হে তুমি বল আমারে

কতরূপ ধর কত খেলা কর

তাইত চিনিতে পারি না তোমারে ।

বিধিপূজ্য পরমাত্মা গোপের কুমার ।

ইহাতে বিশ্বাস যার ভাগ্য বলি তার ॥

ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গোস্থামি-বিরচিত-

শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃতে ব্রহ্মমোহন-লীলামৃত ।

কালিয়দমন-লীলামৃত ।

শরণ লহ রে কালিদমন-চরণ ।

কালসর্প পিছে তোর করে বিচরণ ॥

কালিয় সর্পের (কালি গোখুরা) আকার অসম্ভব বৃহৎ এবং তাহার বিষণ্ণ বিষম তীব্র স্মৃতিরাজ্য কালিয়ার উপর অনেকেরই মহাবিদ্রোহ । সেই বিদ্রোহের বশবর্তী হইয়া কেহ কেহ রূপক নামক স্মৃতিশ্রুতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া, তাহাকে একেবারে অস্তিত্বহীন করিতে চাহেন । আমি নিরস্ত্র হইয়াও, কৃষ্ণের জীব বলিয়া, তাহাকে রক্ষা করিতে সাহস করিয়াছি । সাধ্যানুসারে বিপন্নকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত ; চেষ্টা করিয়াও যদি রক্ষা করিতে না পারে, তবে চেষ্টাকারীর দোষ নাই ; ইহা মহাজনের উপদেশ । সেই জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখি ।

কালিয়জাতীয় একটী বৃহৎ সর্প বহুদিন হইতে রমণক-নামক দ্বীপে সজাতীয়গণকে লইয়া বাস করিত । পরে গরুড়ের উপদ্রবে উদ্ভুক্ত হইয়া মথুরামণ্ডলস্থ যমুনার অন্তর্গত একটী স্রুগভীর হ্রদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিল । ইহার মধ্যে অসম্ভাবনা কিছুই নাই । পশু পক্ষীদিগের স্বভাবই এইরূপ ; তাহারা যেখানে বাস করে, যদি অশ্রুর উপদ্রবে বা খাদ্যাদির অভাবে অসুবিধা ঘটে, তবে অশ্রুত্র গিয়া অবস্থান করিতে

থাকে, ইহা স্বাভাবিক । সর্পজাতি ও পক্ষিজাতি প্রায়ই সমভক্ষক । অর্থাৎ *সর্পেরা যে সকল বস্তু ভক্ষণ করে, তাহার মধ্যে অনেক বস্তু পক্ষীরাজ ভক্ষণ করিয়া থাকে ; অতএব খাদ্য লইয়া পক্ষীদিগের সহিত কালিয়দিগের বিবাদ হওয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । পশুপক্ষীদিগের মধ্যে খাদ্য লইয়া বিবাদ সর্বদাই দেখা গিয়া থাকে । গরুড়-জাতীয় পক্ষিগণ অত্যন্ত বৃহৎকায় ও বলবান, তাহাতে আবার তাহারা আকাশচারী ; সুতরাং যখন খাদ্য লইয়া বিবাদ হইত, তখন কালিয়দিগকেই পরাস্ত হইতে হইত । এই নিমিত্ত নাগরাজ কালিয় অন্য উপায় না দেখিয়া সেশ্বান পরিত্যাগপূর্বক সগণে যমুনার হ্রদে আসিয়া বাস করে । এমন অনেক সর্প আছে, যাহারা জলেস্থলে বাস করিতে পারে ।

পূর্বের মৌভরি নামে এক ব্রাহ্মণ যমুনাতীরে তপস্যা করিতেন । তিনি সর্বদাই গরুড়কে মৎস্য আহার করিতে দেখিয়া, মৎস্যদিগের প্রতি দয়া ও গরুড়ের প্রতি ক্রোধপরবশ হইয়া এইরূপ অভিসম্পাত করেন,—“যদি গরুড় অত্যাধি আর কখনও যমুনায় প্রবেশ করিয়া মৎস্য ভক্ষণ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে।” তদবধি গরুড় আর যমুনায় যাইত না ; সুতরাং তত্রত্য জলচরগণ নির্ভয়ে তথায় বাস করিত । এই নিমিত্তই কালিয় গরুড়ের উপদ্রবে রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয়গণের সহিত যমুনায় বাস করে । এখন ভারতবর্ষে আর প্রকৃত ব্রাহ্মণ নাই ; সুতরাং বিপ্রশাপের কথা

অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না ; প্রত্যুত শুনিয়া উপহাসই করিবেন ; তাহা জানি । কিন্তু তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত যে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ ; যাঁহারা সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের বাক্য অণুথা হইবার নহে । তস্তিন্ন পতঞ্জলি বলিয়াছেন ;—“যাঁহারা সত্য-প্রতিষ্ঠা অবলম্বন করিতে পারেন অর্থাৎ কখনই সত্য হইতে বিচলিত হয়েন না ; তাঁহাদের বাক্য সফল হইবেই ।” তখন সেইরূপ সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন ; স্মৃতরাং তাঁহাদের অভিসম্পাত ও আশীর্ব্বাদ সফল হইত ।

বহুসংখ্যক বিষ-দূষিত জন্তু কোনও জলাশয়ে বাস করিলে, উহার জলও দূষিত হইয়া থাকে । তীব্রবিষ কালিয় বহু-সংখ্যক সজাতি লইয়া যমুনাত্রদে বাস করায়, যমুনার জল দূষিত হইয়াছিল, ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই । ব্রজ-ধামিগণ যমুনার জল দূষিত দেখিয়া তাহা ব্যবহার করিতেন না এবং সর্পভয়ে সেদিকে যাইতেনও না ; ইহাতে তাঁহাদের অনেক অসুবিধা হইত । এ পর্য্যন্ত বৃত্তান্তে অসম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না । পুরাণে কালিয়-বিষের তীব্রতা যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা নিতান্তই অসম্ভব ; স্মৃতরাং অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু সে অতিরঞ্জন সহ্য করাই রসজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কর্তব্য । অসাধারণ তীব্রতা প্রদর্শনই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত । রসপুষ্টির জন্য ঐরূপ অত্যাশ্রিত, দোষের নয় ; বরং উহাতে বর্ণনীয় বিষয় বিশেষ হৃদয়স্পর্শী হয় । এ কথা আমি পূতনাপ্রসঙ্গেও বলিয়াছি ।

কালিয় সর্পের সুবৃহৎশরীর ও সহস্র মস্তক বড়ই অসম্ভব ।

ইহার সমাধানের নিমিত্ত যদি বলি যে, সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে সকলই সম্ভব, তাহা হইলেই চুকিয়া যায় কিন্তু এখনকার দিনে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করা বড়ই সাহসের কার্য্য। তবে ঋষিবাক্য একবারে উড়াইয়া দিতে আমার অণুমাত্র ইচ্ছা হয়না। কালিয়ার বৃহৎ শরীর সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই; কারণ শৈলে ও সমুদ্রে স্তব্ধ হইয়া সর্প অনেকেই দেখিয়াছেন। এখন সহস্র মস্তক লইয়াই বিঘম সমস্তা। লোকে বিবাদস্থলে বলিয়া থাকে “কার এমন মাথার উপর মাথা যে, আমার বাটীতে প্রবেশ করিবে।” কাহারও মস্তকের উপর মস্তক থাকেনা; অতএব এস্থলে বিপক্ষেব দুৰ্জ্জয়ত্বই অভিপ্রেত। বোধ হয় গ্রন্থকার কালিয়ার অতি দুৰ্জ্জয়ত্ব দেখাইবার নিমিত্ত ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—“কালিয়ার একটা মস্তক কৃষ্ণ-পদভরে নিমগ্ন হইবামাত্র অমনি আর একটি উঠিতেছে। ইহাতে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ভগবৎপদভরে কালিয়মস্তক যতবার নিমগ্ন হয়, তত বারই সজ্জাতি প্রিয় অশ্লীল সর্পগণ ফণা বিস্তার করিয়া ভগবান্কে দংশন করিতে আসিতেছে, এবং ভগবান্ও তখনই তাহার মস্তকে দাঁড়াইতেছেন, আবার কালিয় উঠিতেছে, আবার ভগবান্ তাহার মস্তকে যাইতেছেন, আবার একটি উঠিতেছে, আবার ভগবান্ তাহাকেও দমন করিতেছেন। ইতর জীবের মধ্যে ঐরূপ স্বাভাবিক সজ্জাতিপ্রিয়তা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়; একটির উপর কেহ অত্যাচার করিলে

তাহার শতশত সজাতি আসিয়া বিরোধীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় । কালিয়ের সজাতীয়গণ কালিয়কে নিগৃহীত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে ফণা ধরিয়াছিল ; মহর্ষি বেদব্যাস সেই অভিপ্রায়েই কালিয়কে সহস্র-মস্তক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । সংগারেও দেখিতে পাওয়া যায়, এক ব্যক্তির বলবিক্রমশালী নয় পুত্র থাকিলে, লোকে তাহাকে দশমস্তক বলিয়া নির্দেশ করে ; অথবা পুত্রাদি না থাকিলেও দুর্দান্ত মনুষ্যকে, লোকে “একই একশ” বলিয়া থাকে—এবং সেও আপনাকে দশমস্তক অথবা “একই একশ” বলিয়া গর্ব করিয়া থাকে । অতএব কালিয়ের সহস্র মস্তকই থাকুক, উহার একটিও কাটিবার প্রয়োজন নাই । স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অসাধ্য কিছুই নাই ; তিনি ভক্তবৎসল ; সুতরাং ভক্তিভূমি বৃন্দাবনে জলাভাবে ভক্তগণের অত্যন্ত অসুবিধা দর্শনে দুর্দান্ত কালিয়কে সগণে নির্বাসিত করিলেন ।

কালিয়-বৃন্তান্তে এখনও সাধারণ দৃষ্টিতে অনপনেনয় অসম্ভাবনা রহিয়াছে । কালিয়পত্নীদিগের কৃষ্ণস্তুতি কে বিশ্বাস করিবে ? বাস্তবিক ইহা বিশ্বাস করিবার বিষয় নহে, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ঋষিবাক্য অগ্রাহ্য করিতে আমার ইচ্ছা হয়না,—সাহসও হয়না । অতএব দেখি, ইহার কোনও সংপত্তা আছে কিনা ।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—বাক্যের অবস্থা চারিপ্রকার ; ঐ চতুর্বিধ অবস্থার নাম পরা, পশ্চাত্তী, মধ্যমা ও বৈখরী । ঐ প্রথমোক্ত পরাবস্থা মুলাধারেই থাকে, উহা বক্তারও অননুভূত । মুলাধার হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইলে, উহাকে পশ্চাত্তী বলে,

তখন উহা বক্তার অনুভবের বিষয় হয় । তাহার পর কণ্ঠসমীপে উঠিলে উহার মধ্যমা নাম হয়, তখন উহা বক্তার স্পন্দিত অনুভূত হয়, কিন্তু অশ্রুত বুঝিতে পারেনা । তাহার পর বক্তার বাগিন্দ্রিয়দ্বারা বৈখরী, অর্থাৎ ভাষা বা বাক্যরূপে বহির্গত হয় । ঐ বৈখরী বা বাক্যই অপরে শুনিয়া বক্তার মনের ভাব বুঝিতে পারে । মনীষী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যোগিগণ পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমাঃ শুনিতে পান ও বুঝিতে পারেন । যাহারা মুক অর্থাৎ বাক্য-শক্তিবিহীন, তাহারা যখন মনের ভাব প্রকাশ করিবার বাসনা করে, তখন তাহাদের ভাষা পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে ; বাগ্‌যন্তের অভাব বশতঃ বৈখরী হইতে পারেনা ; স্ততরাং তাহারা অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মনোভাব কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া থাকে । চতুর লোকই অঙ্গ-ভঙ্গি দেখিয়া মুকের মনোভাব বুঝিতে পারে ; —নির্বোধ বালক পারে না । পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর জীবেরও হর্ষ-শোকাদির কারণ উপস্থিত হইলে, বাগিন্দ্রিয়ের অভাব বশতঃ বৈখরীবাক্য প্রকাশ করিতে পারে না ; কিন্তু ঐ সময়ে তাহাদেরও ভাষা পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমাবস্থা প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ তাহারা যাহা বলিতে ইচ্ছা করে, তাহা অব্যক্তভাবে মনে মনে বলিয়া থাকে । সর্ববাস্তুর্য়ামী শ্রীকৃষ্ণের কথা দূরে থাকুক, মনীষী ব্রাহ্মণগণও নরেন্তর জীবদিগের ঐরূপ মনোগতবাক্য বর্ণে বর্ণে বুঝিতে পারেন, এবং সাধারণ মনুষ্যের মধ্যেও যাহারা সাঙ্ঘিক-স্বভাব, যাহাদের হৃদয় আছে, যাহাদের দয়াধর্ম আছে, তাহারাও বাহ্য ভঙ্গি দেখিয়া উহার সারার্থ অনুভব করিতে পারেন ।

যখন জগজ্জননী ত্রিগুণময়ী মহামায়ার রাজসিক ও তামসিক উপাসকগণ দেবীর পূজাকালে বলিদানার্থ পশু, আনয়ন করিয়া দারুনির্ম্মিত ঘাত-যন্ত্রে আবদ্ধ করে, তখন ঐ আবদ্ধ পশু উচ্চস্বরে যে চীৎকার করে, তাহার অর্থ নাই কি ?—নিশ্চয়ই আছে । সে প্রাণ রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া কোনও অলৌকিক সাহায্যের প্রার্থনা করিতেছে ; সেই অলৌকিক সাহায্য-প্রার্থনাই ঈশ্বরের স্তব । উহা ঈশ্বর জানেন, মনীষি-গণ বুঝেন এবং সাত্ত্বিক হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রেই উহার সারাংশ অনুভব করিতে পারেন । সে নিশ্চয়ই কোনও অনির্দিষ্ট পুরুষের নিকট আপন প্রাণ ভিক্ষা করিতেছে । বধের নিমিত্ত নিবদ্ধ পশু ত কাতরস্বরে প্রাণ ভিক্ষা করিবেই ; এতদ্ভিন্ন এমন অনেক তির্য্যগ্জাতি দেখা যায়, যাহারা সজাতিসঙ্কট দেখিয়া সকলেই মনে মনে রোদন ও ভাব ভঙ্গি দ্বারা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া বিপন্নের প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়া থাকে । দলপতি কালিয়ার প্রাণ সঙ্কট দেখিয়া তাহার সজাতীয় সর্পীগণ রোদন করিতে করিতে ব্যাকুলভাবে মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বরের স্তব করিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিবে, ইহা বিচিত্র কি ? সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ যে, তাহা শুনিতে পাইবেন এবং যোগিবর বেদব্যাস যে, জানিতে পারিবেন, তাহাই বা আশ্চর্য্য কি ? আমি যাহা পারিনা, তাহা আর কেহই পারে না, আমি যাহা বুঝিনা, তাহা আর কেহই বুঝেনা, এরূপ সিদ্ধান্ত লঘুচৈতের পরিচায়ক ।

মহর্ষি বেদব্যাস সর্পীদিগের মনোভাব ঘেরূপ বুঝিয়াছিলেন

তাহাই সালঙ্কারে বিস্তারপূর্বক নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ভাবগ্রাহী মহর্ষি বেদব্যাস সর্পাদিগকে মানবীর স্থায় বজ্রালঙ্কারে সাজাইয়াছেন, ইহা প্রকৃত না হইলেও দোষের নয় । মানবীর রোদন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে মানব-পাঠকের যেরূপ করুণরসের আশ্বাদন হয়, ইতর জীবের রোদনের কথায় সেরূপ হয়না, প্রত্যুত অনেকের হৃদয়রসের উদয় হইয়া থাকে । পরবর্তী পাঠকের বা শ্রোতার মনে যাহাতে করুণরসের উদ্বেক হয়, তাহাই মহর্ষির উদ্দেশ্য । সর্পজাতির বজ্রালঙ্কার নাই, এ কথা সকলেই জানেন । মহর্ষি যদি লিখিতেন,—সপৌরা ফণা ধরিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে স্তব আরম্ভ করিল, তাহা হইলে তাঁহার লোকহিতকর পবিত্র উদ্দেশ্য ভাসিয়া যাইত । মানব কিংবা মানবীর আকার আরোপিত না করিলে, মানব কিংবা মানবীর নিকট তির্য্যগ্ জাতির মনোভাব প্রকাশ করা যায় না । ভাবপ্রকাশই ভাবুক লেখকের উদ্দেশ্য এবং ভাবগ্রহণই ভাবুক পাঠক ও ভাবুক শ্রোতার কর্তব্য । অতঃপর কালিয় পূর্ববৎ এখানেও উপদ্রব দেখিয়া অগ্নত্র প্রস্থান করিল । কালিয় চলিয়া গিয়াছে, যমুনার জলও নিঃশূল হইয়াছে, এখন আর তাহার উপর রুষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই ।

কতকগুলি ব্রজবালক কালিন্দীর বিষজল পানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করেন । এ সম্বন্ধে কোনও কথাই বলিবার নাই । সর্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কিছুই অসম্ভব নহে ।

ধন্য তোমার লীলা খেলা ধন্য বৃন্দাবন
ভাব্তে গেলে ভাব-সাগরে ডুবে যায় হে মন॥

তীত্র বিষধর অতি ভয়ঙ্কর
তাহার শিরেতে দিলে চরণ ।
তব মনোগত কি বুঝিবে নর
কি তব করুণা কিবা পীড়ন ॥
সর্প সরাইয়া সরিতে শোধিলে
মৃত সখিগণে দিলে জীবন ।
আপনার সাধ সব ত সাধিলে
এ দীনে করুণা কর এখন ॥

ধন্য তোমার লীলা-খেলা ধন্য বৃন্দাবন ।
ভাব্তে গেলে ভাব সাগরে ডুবে যায় হে মন ।

দুরন্ত কালিয়ে দমে নন্দের নন্দন ।
ইহাতে বিশ্বাস করে ভাগ্যবান জন ॥
ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গোস্বামি-বরচিত-
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে কালিয়দমন-লীলামৃত ।

বস্ত্রহরণ-লীলামৃত :

অনুচিত গোপীবাস-চোরে ভালবাসা ।

অবাধ্য হৃদয় তারে দিতে চাহে বাসা ॥

এক্ষণে আমি ভগবান্ :শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ-লীলার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । সারদাশী জ্ঞানী তত্ত্বগণ এই লীলা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন কিন্তু শব্দমাত্রদর্শী সাধারণ লোকের ইহাতে অত্যন্ত অরুচি দেখিতে পাওয়া যায় । কেহ কেহ ইহাতে রূপকার্থ কল্পনা করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করেন । ফলতঃ ভগবানের এই লীলা সাতিশয় দুর্বোধ্য ; আমি কেবল কৃষ্ণকথা আশ্বাদন করিবার লোভেই ইহাতে হস্তার্পণ করিয়াছি, কাহারও নিকট প্রশংসা পাইবার আশা অতি অল্পই ।

তত্ত্বদর্শী মহর্ষিদিগের বাক্য আলোচনা করিতে হইলে, অত্যধিক অভিনিবেশের প্রয়োজন । অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, অভিনিবেশ-সহকারে আলোচনা করিলে, বোধ হয়, ঋষিবাক্যে কাহারও অনাদর হইবার সম্ভাবনা নাই । আপাত-দৃষ্টিতে বস্ত্রহরণ অতি কুৎসিত বিষয় বলিয়াই মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা স্থির জানিতে হইবে যে, পরমার্থদর্শী মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য অসার বা অশ্লীল হইতে পারে না । মহর্ষি বলিয়াছেন,—“ব্রজ-

কুমারিকাগণ অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে পূর্ণ একমাস হবিষ্য ভোজন করিয়া নিয়মপূর্বক কাত্যায়নীর অর্চনা করিয়াছিলেন ।” অনুঢ়া বালিকাদিগকে কুমারী বলে; “কুমারী” শব্দের উত্তর অল্পার্থে “কন” করিলে “কুমারিকা”, শব্দ সিদ্ধ হয়, সুতরাং কুমারিকা বলিলে অত্যন্ত অল্পবয়স্কা বালিকা বুঝায় ; অতএব ব্যাসবাক্যে বুঝিতে পারা যায় যে, পূজাকারিণী বালিকারা তখন অনুঢ়া ও অত্যন্ত অল্পবয়স্কা । শ্রীকৃষ্ণও তখন পৌগণ্ডবয়স্ক অর্থাৎ পঞ্চম হইতে দশম বৎসরের মধ্যবর্তী । ইহাতেই অনুমান করা যায়, বালিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অল্পবয়স্কা, কেহ কেহ বা তাঁহার সমবয়স্কা । সরলা বালিকাদিগের ঐরূপ অল্পবয়স্ক বালকের উপর ঐরূপ সুপবিত্র প্রগাঢ় অনুরাগের মধ্যে মলিনতা আছে, ইহা মনে করিলেও পাপ হয় । ব্যাসবর্ণিত ব্রজবালাদিগের পূজাপদ্ধতি আলোচনা করিলে, প্রাকৃত মলিন ভালবাসার পরিবর্তে অপ্রাকৃত সুপবিত্র ভগবৎ-প্রেমেরই পরিচয় পাওয়া যায় । বালিকারা অতি প্রতুষে শয্যা হইতে উঠিয়া, সকলে সমবেত হইয়া পরস্পর করধারণ পূর্বক কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে, কালিন্দীর তীরে উপস্থিত হইতেন । অরুণোদয়-কালে যমুনার জলে স্নান করিয়া, কাত্যায়নীর বালুকাময়ী প্রতিমা নিষ্কারণপূর্বক গৃহানীত গন্ধমালাদিদ্বারা তাঁহার পূজা করিতেন । পূজান্তে সকলেই প্রার্থনা করিতেন,—হে মহামায়ে মহাযোগিনি অধীশ্বরী দেবি কাত্যায়নি ! শ্রীনন্দনন্দনকে আমার পতি কর ।

নারী জাতির সাপত্ত্য-যজ্ঞণা যে, চিরকৌমাৰ্য্য ও বৈধব্য

অপেক্ষাও অধিকতর দুঃসহ ইহা কাহারও অবদিত নাই । কিন্তু ব্রজ বালিকারা একই সময়ে একই স্থানে সমবেত হইয়া একই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক একই দেবীর নিকট একই পুরুষকে পতিরূপে পাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন । প্রাকৃত কামিনীদিগের এরূপ ভাবে প্রাকৃত পতি-কামনা অতীব অসম্ভব । দ্বিতীয়তঃ যদি একজন পুরুষের প্রতি বহুনারীর অনুবাগ জন্মে, তবে তাহাদের প্রত্যেকেই অপরকে বঞ্চনা করিয়া গোপনে প্রার্থনা বা চেষ্টা করিয়া থাকে, ইহাষ্ট প্রাকৃত প্রণয়ের স্বাভাবিক প্রথা । কিন্তু ব্রজবালাদিগের আচরণ ঠিক তাহার বিপরীত । অতএব তাহাদের অনুরাগও বিপরীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত আনন্দঘন পুরুষের প্রতি অপ্রাকৃত অনুরাগ বা বিশুদ্ধ প্রেম । যাহারা বিবাহ কাহাকে বলে, পতি কাহাকে বলে এবং প্রণয় কাহাকে বলে, তাহা জানে না, সেই সকল স্কুমারা কুমারীদিগের একটা স্কুমার কুমারের উপর অকারণ অদম্য অনুরাগ অত্যন্ত অসম্ভব ; স্ততরাং ইহা প্রাকৃত প্রণয় নহে ; ইহা বহুজন্মাজ্জিত রাশি রাশি স্মৃতির ফলস্বরূপ অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-প্রেম ।

যে দিন ব্রত পূর্ণ হইল, সেই দিন তাঁহারা যমুনায় গমন-পূর্বক তীরে আপন আপন বস্ত্র রক্ষা করিয়া, বিবস্ত্রাবস্থায় পরমানন্দে জলে অবগাহন করিলেন । আজ তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই ; তাঁহারা নিশ্চয় বুঝিয়াছেন, যখন নির্বিবন্ধে ব্রত সমাপ্ত হইয়াছে, তখন আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবই । অতএব তাঁহারা পরমোল্লাসে জলক্রোড়া আরম্ভ করিলেন ।

এদিকে সর্বাস্ত্রধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে তাঁহাদের প্রেমের পবিত্রতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিঃশব্দে তথায় আগমন পূর্ব্বক তীরস্থ বস্ত্র সকল হরণ করিয়া, নিকটস্থ কদম্ব-বৃক্ষে আরোহণ করিলেন । গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পরিহাস মিথ্যাও নহে এবং লৌকিক ক্রীড়াও নহে,— ইহা প্রত্যক্ষ পরম তত্ত্ব-জ্ঞানের চরম উপদেশ । এখন আমি তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব ।

শ্রুতি বলিয়াছেন—“ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হইলেই জীবের ভয় অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হয় ।” যতক্ষণ দ্বিতীয় জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ লজ্জাও থাকে ; সুতরাং বস্ত্রাবরণের প্রয়োজন হয় । দ্বিতীয় জ্ঞান দূর হইলে অর্থাৎ সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন হইলে, আর আবরণের প্রয়োজন হয় না । এই জন্ম শুকদেব, সনকাদি ঋষি ও অবধূত ভরত উলাঙ্গ ছিলেন ; কারণ তাঁহাদের দ্বিতীয় জ্ঞান ছিল না, লজ্জাও ছিল না, সুতরাং বস্ত্রের প্রয়োজনও ছিল না । তাঁহাদিগকে অসভ্য অসদাচারী বলিয়া কেহ অবজ্ঞাও করে না । এই নিমিত্ত শাস্ত্রে দেখা যায়, জ্ঞানরূপী মহাদেবও দিগম্বর । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে ঐ শ্রুত্যানুসারে পরম অদ্বয় জ্ঞান উপদেশ দিবার নিমিত্তই গোপীদিগের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন । সারদর্শী সুধীমাত্রেই বুঝিবেন যে, শুকদেব, সনকাদি ঋষি ও ভরত আপন আপন ইচ্ছায় বস্ত্রত্যাগ করেন নাই, সর্বাস্ত্রধারী ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া তাঁহাদের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন । জীব ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়াই দ্বিতীয় জ্ঞান জন্ম বস্ত্র

গ্রহণ করে এবং ভগবৎ-কৃপায় সমদর্শন হইলেই বস্ত্র ত্যাগ করিয়া থাকে ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ অমূল্য তত্ত্বোপদেশ পৃথিবীতে প্রচার করিবার জন্ত গোপীদিগের বস্ত্র হরণ পূর্বক কদম্ব-বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা সকলে এই কদম্ব-তলে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর, নতুবা কিছুতেই বস্ত্র পাইবে না । গোপীদিগের দ্বিতীয় জ্ঞান সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই ; স্মৃতিরাং লজ্জায় উঠিতে পারিলেন না, জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াই পুনঃ পুনঃ বস্ত্র ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । এখানে বুঝিতে হইবে যে, পরম-পতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের লজ্জা ছিল না ; সুবিস্তৃত যমুনা-তটে, পাছে অন্য কেহ দেখিতে পায়, এই জন্তই তাঁহাদের লজ্জা । তাঁহারা যখন বুঝিলেন, জল হইতে না উঠিলে কৃষ্ণ কিছুতেই বস্ত্র দিবেন না, তখন অগত্যা সুকোমল করে নিজ নিজ যোনিদেশ মাত্রই আচ্ছাদন করিয়া উত্থিত হইলেন । ভগবানের হৃদয় কুসুম অপেক্ষাও কোমল এবং বস্ত্র অপেক্ষাও কঠিন ।— তাঁহার হৃদয় এখন বস্ত্ররূপ ধারণ করিল । তিনি সরলা অবলাদিগকে “আহতা” অর্থাৎ ঈষদন্ধত-যোনি জানিয়া তাঁহাদের ঐরূপ সরলাচরণেও সন্তুষ্ট হইলেন না ; প্রভুত ব্রতনাশের ভয় দেখাইয়া ছলপূর্বক তাঁহাদের হস্তাবরণও উৎসারিত করাইলেন । পরে হাসিতে হাসিতে বস্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন,—হে অবলা-গণ ! তোমরা যে জন্ত কাত্যায়নী ব্রত করিলে, তাহা আমি বুঝিয়াছি ; আমার সহিত বিহারই তোমাদের অভিপ্রেত কিন্তু

তোমাদের সে সময় এখনও হয় নাই ; এখন গৃহে যাও, এক বৎসর পরে আমার সহিত রমণ করিবে। গোপীদিগের ইচ্ছা ছিল, তখনই কৃষ্ণের সহিত বিহার করেন ; কিন্তু ভগবানের আদেশে আশ্বস্ত ও দুঃখিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ-লালার উপরিভাগ অত্যন্ত অল্লীল বলিয়া, অনেকেরই মনে হয়। অতএব ইহার প্রকৃত তত্ত্ব আরও বিশদভাবে আলোচনা করিতেছি।

প্রথমে অবিद्या বা মায়া ভগবদ্বিমুখ জীবের হৃদয় অধিকার করে ; তৎক্ষণাৎ দেহাভিমান, রাগ, দ্বেষ, ও অভিনিবেশ ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হয় ; ইহাই জীবের বন্ধনের কারণ। যদিও ঐ সকল গুলিই বন্ধনের কারণ, তথাপি আদি কারণ এবং প্রধান কারণ মায়া বা অবিদ্যা। মায়াই অহঙ্কারাদি লইয়া ভগবদ্বিমুখ জীবকে অনুক্ষণ উৎপীড়িত করিতে থাকে। ঐ মায়া হইতেই জীবের বিষম-বুদ্ধি হয় এবং ঐ বিষম-বুদ্ধি হইতেই লজ্জাদি হইয়া থাকে। অতএব সকল অনর্থের মূল মায়া। ভগবানের শরণাগত না হইলে, মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার নাই। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,— “আমার দৈবী গুণময়ী মায়া অত্যন্ত দুৰ্জ্জয়, বাহারা আমার শরণাগত হয়, তাহারাই মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়”।

ব্রজবালাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতি অর্থাৎ সর্ববতোভাবে রক্ষকরূপে পাইবার জন্তই কাত্যায়নী পূজা করিয়াছিলেন ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভেদপ্রদর্শিনী মায়া সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই ; সম্পূর্ণ

মায়াক্ষয় না হইলেও আনন্দমূর্তি ভগবানের সহিত জীবের সম্মিলন হয় না এবং এই জন্যই তাঁহারা সেই দিনেই কৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে পারিলেন না । তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আদেশমাত্রেই, পাছে কেহ দেখে, এই ভয়ে লজ্জায় জল হইতে উঠিতে পারেন নাই ; অনেক বাদানুবাদ করিয়া যদিও উঠিলেন, তথাপি করদ্বারা যোনিদেশ আচ্ছাদন করিয়া উঠিয়াছিলেন ; ইহাতেই তাঁহাদের ভেদজ্ঞান প্রকাশ পাইল । স্মৃতির মূর্তিমান্ অদয় জ্ঞান-তত্ত্বের সহিত আলিঙ্গন হইল না ।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনের নিকট মায়াকেই যোনি নামে নির্দেশ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন,—“মহদ্ব্রহ্ম অর্থাৎ মায়াই আমার যোনি অর্থাৎ গর্ভাধান-স্থান ; আমি তাহাতে চিদ-বীৰ্য্য নিক্ষেপ করিলেই জগতের উৎপত্তি হয় ।” মায়ারূপ সূক্ষ্ম স্থূল যোনি হইতে সূক্ষ্ম জগতের উৎপত্তি হয় এবং প্রসিদ্ধ ভৌতিক যোনি হইতে ভৌতিক জীবদেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে । লোকপ্রসিদ্ধ স্থূল যোনি, সেই সূক্ষ্ম মায়া-যোনিরই ভৌতিক আকৃতি ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন । ত্রিগুণময়ী মায়া সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইলেই, কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই শুদ্ধ জীব বা ভগবানের পরা প্রকৃতিরূপে পরিণত হয় এবং আনন্দধনমূর্তি ভগবানের সহিত আলিঙ্গিত হইয়া নিত্যানন্দ আন্বাদন করে । ইহাকেই বেদান্তে, পাতঞ্জলে ও পুরাণে জীবের স্বরূপাবস্থান বলিয়াছেন ।

কিঞ্চিন্মাত্র মায়াসম্বন্ধ থাকিতে জীবের কৃষ্ণালিঙ্গন অর্থাৎ

পরমানন্দের সহিত বিহার হইতেই পারে না । যাহার মায়া-
সম্বন্ধ আছে, তাহারই ভেদজ্ঞান আছে এবং যাহার ভেদজ্ঞান
আছে, সেই ব্যক্তিই লিঙ্গগোপন করিতে চাহে ; মায়াভীত
ব্যক্তির গোপনীয় কিছুই নাই । কি নর কি নারী সকলেরই
পক্ষে এই নিয়ম ; অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া এস্থলে পুরুষের বিষয়
আলোচনা করিলাম না । গোপীগণ করদ্বারা ভৌতিক যোনি
আচ্ছাদন করিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের প্রকৃত মায়াযোনি
প্রকাশ হইয়া পড়িল ; সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ উন্মূলিত হয়
নাই দেখিয়া, ভগবান্ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন ।
শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—“ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে
“আহতা” দেখিয়া বস্ত্রসকল স্ফেদে রাখিয়া আনন্দে হাসিতে হাসিতে
বলিতে লাগিলেন” । ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ সর্বপ্রধান টীকাকার
শ্রীধরস্বামী ভগবদ্-বাক্যস্থিত “আহতা” শব্দের অর্থ “ঈষৎ অক্ষত-
যোনি” লিখিয়াছেন । স্বামীর টীকা অত্যন্ত নিগূঢ়, তাঁহার লিখিত
“ঈষৎ অক্ষত যোনির” অর্থ ঈষৎ অক্ষত-মায়াই বুঝিতে হইবে ।
কেন না, যখন ভগবান্ গোপীদিগকে ঈষৎ অক্ষতযোনি বলিয়া বুঝি-
লেন, তখন তাঁহাদের প্রসিদ্ধ যোনি করাবৃত্তই ছিল, তিনি তাহা
দেখিতে পান নাই ; অতএব যোনি শব্দের অর্থ মায়াই শ্রীধর
স্বামীর লক্ষ্য । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের মায়া বা অবিজ্ঞা
ঈষদক্ষত অর্থাৎ সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় নাই জানিয়া, নিজ অঙ্গসঙ্গের
অযোগ্য বোধে তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন বটে, কিন্তু
তাঁহাদের বিশুদ্ধ ভাবে শক্তি আরাধনায় বিশুদ্ধ প্রেমের পরিচয়

পাইয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন। সেইদিন বিহারও হইত, কেবল ঐষৎ অক্ষত অবিছাই প্রতিবন্ধক হইল।

এ স্থলে ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, ব্রজকুমারীগণ, ভগবানকে পতিভাবে পাইবার নিমিত্ত কাত্যায়নীনাশ্রী যে শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন, তিনি শাস্ত্রমূর্তি সাদ্বিকী শক্তি ;—ঐশ্বর্যশালিনী সাংসারিক-সুখদায়িনী রাজসী শক্তি, বা মদোন্মত্তা ভীমদর্শনা তামসী শক্তি নহেন। এখন প্রকৃত শাস্ত্রীয় উপাসনা নাই ; এখনকার উপাসনা কুলক্রমাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে ;—বস্তুতঃ উপাসনা ব্যক্তিগত,—কুলগত নহে। সাদ্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন প্রকার ভাবের মধ্যে বাঁহার যেরূপ ভাব, সেই ভাবের শক্তিই তাঁহার স্বাভাবিক উপাস্য। এখনকার শক্তিপ্রতিমার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন ভাব দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অভীষ্ট প্রতিমার ধ্যান করিতে করিতে সাধকের হৃদয় সেই প্রতিমার ভাবেই গঠিত হয় ; তখন তিনি, সাদ্বিকই হউক, রাজসিকই হউক, কিংবা তামসিকই হউক ; আপন প্রবৃত্তির অনুরূপ কার্য সাধন করিতে পারেন। রামচন্দ্র দুর্গার অর্চনা করিয়া রাবণবধে সমর্থ হইয়া ছিলেন ;—সরস্বতীর অর্চনা করিলে সমর্থ হইতেন না। একলব্য দ্রোণাচার্যের প্রতিমা ধ্যান করিয়া অসাধারণ ধনুর্দ্ধর হইয়াছিল ;—বিদুরের প্রতিমা ধ্যান করিলে হইত না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রারম্ভে অৰ্জুনকে দুর্গার স্তব করিতে আদেশ দিয়াছিলেন,—ষষ্ঠী বা মনসার স্তব করিতে

বলেন নাই । দস্যুগণ তামসী শক্তির পূজা করিয়াই রাত্রিকালে গৃহস্থের গৃহ লুণ্ঠন করিতে যায়,—শীতলার পূজা করিয়া যায় না । অতএব যাঁহারা প্রতিমা পূজার রহস্য বুঝিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিবেন যে, গোপীগণ পরমানন্দ-মূর্ত্তি ভগবান্কে পাইবার জন্য বিশুদ্ধ সাংখ্যিকশক্তিরই অর্চনা করিয়াছিলেন ; রাজসী বা তামসী শক্তির অর্চনা করেন নাই ।

ভগবানের বিহার দুই প্রকার । সৃষ্টির নিমিত্ত ঈশ্বররূপে ত্রিগুণময়ী মায়ার সহিত বিহার, এবং আনন্দঘন ভগবদ্রূপে শুদ্ধজীবরূপা স্বরূপ-শক্তির সহিত বিহার । রাসলীলা-প্রসঙ্গে এ বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক বলিব ; এক্ষণে অবলম্বিত বিষয়ের অবশিষ্টাংশ আলোচনা করিয়া সমাপ্ত করি ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে আপন বিহারের অযোগ্য দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য এক বৎসর অবসর দিয়া গৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন । স্ত্রীজাতি রমণের নিমিত্ত স্বয়ং প্রার্থনা করিতেছে এবং পুরুষ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে ; কামের অধিকার মধ্যে এরূপ দেখা যায় না ; অতএব লৌকিক যুক্তি, শাস্ত্রীহ্ম প্রমাণ ও নিরপেক্ষ সুগভীর ভাবনার সহিত আলোচনা করিলে, বুঝিতে পারা যায় যে, বস্ত্রহরণলীলার মধ্যে বদর্য্য বা অশ্লীল বিষয় কিছুই নাই ; কেবল আছে,—পরম তত্ত্ব-জ্ঞানের চরম ফল ভগবৎপ্রেমের কথা । কেবল লীলা দেখিলে ইহা চঞ্চল বালকের খেলা মাত্র ; তত্ত্ব দেখিলে, ঈশ্বর-কর্ত্তৃক ভক্তের চরম পরীক্ষা । ইহার সুগূঢ় তত্ত্ব ভাবুকেই ভাবনা করিতে

পারে এবং ইহার অন্তর্নিহিত অলৌকিক রস রসিকেই আশ্বাদন
করিতে পারে,—অন্তে পারে না ।

এ ত নহে শুধু বসন হরা ।

মিছে অপবাদ ভুবন-ভরা ।

তুমি সর্ববোধারে যে দেখিতে পারে

কার ভয়ে তার বসন পরা ।

এই শিক্ষা সার দিতে গোপিকার

ছলেতে বসন হরণ করা ।

শ্রীনন্দনন্দন নিত্য নিরঞ্জন

বৃন্দাবনে তুমি দিয়েছ ধরা ।

প্রেমগন্ধ নাই ধরিতে না চাই

বসনের ভার যুচাও ত্বরা ।

এ ত নহে শুধু বসন হরা ।

মিছে অপবাদ ভুবন-ভরা ।

পরব্রহ্ম হরে বস্ত্র ব্রজ-গোপিকার ।

ইহাতে বিশ্বাস যার ভাগ্য বলি তার ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোশ্বামি-বিবচিত-

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে বস্ত্রহরণ লীলামৃত ।

অনভিক্ষা-লীলামৃত ।



মুনিমন-অগোচর হরি ভিক্ষা করে ।

বুঝিতে না পারি তারে নমি ষোড় করে ॥

মুণ্ডক শ্রুতিতে আছে—“অনেকে পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও নিত্যানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম অনুসন্ধান না করিয়া, সামান্য স্বর্গস্থলের আশায় মহা আড়ম্বরে যাগযজ্ঞ করিয়া থাকে । তাহারা মনে করে, স্বর্গ স্থখই পরম শ্রেয়ঃ, ইহা অপেক্ষা স্থখকর ও মঙ্গলকর আর কিছুই নাই ।” স্বয়ং ভগবান্ও অর্জুনকে বলিয়াছেন,—“অতত্ত্বজ্ঞ মূঢ়েরাই বেদের কস্মকাণ্ডস্থ আপাত মনোহর স্বর্গস্থলের কথাতেই মুগ্ধ হইয়া বায় এবং বলিয়া থাকে,—স্বর্গস্থখই সকল স্থখের শেষ সীমা ।”

করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ উপরি উক্ত শ্রুত্যর্থ ও গীতার্থ প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিত্ত আবার এক নূতন লীলা আরম্ভ করিলেন । শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-স্থানের অদূরে কতকগুলি কস্মী ব্রাহ্মণ স্বর্গলাভের বাসনায় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন । কিন্তু তাঁহাদের পত্নীগণ অননুচিত্তে কেবল কৃষ্ণ-চিন্তাই করিতেন এবং কৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল হইয়াও ভক্তি-হীন পতিগণের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণসমীপে যাইতে পারিতেন না । ঐ সকল বিপ্র ও বিপ্রপত্নীদিগকে কৃপা করিবার নিমিত্ত কৃপাময় কৃষ্ণের কৃপাসিদ্ধ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল । ঐ ভগবৎকৃপাই

ক্ষুধারূপ ধারণ করিয়া, সহচর ব্রজবালকদিগকে অত্যন্ত কাতর করিয়া তুলিল । তাহারা চক্রিচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের নিকট অন্ন-ভিক্ষার্থ গমন করিল ; এবং যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইয়া বলিল,—“শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোচারণ করিতে আসিয়া অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইয়াছেন ; তাহারা কিঞ্চিৎ অন্নভিক্ষার্থ আমাদিগকে আপনাদের নিকট পাঠাইলেন, অতএব কিছু অন্নদান করুন । ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞেতেই উন্মত্ত, রাখালদিগের কথা শুনিয়াও শুনিলেন না । ব্রজবালকেরা হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল ।

সুখ দুই প্রকার—প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ ; নশ্বর পাথিব বা স্বর্গীয় সুখের নাম প্রেয়ঃ এবং সনাতন ব্রহ্মানন্দের নাম শ্রেয়ঃ । অল্প-দর্শী অজ্ঞান লোকেরা আপাত-রম্য ক্ষণস্থায়ী স্বর্গাদিসুখের জন্য কৰ্ম্ম করে এবং সুচতুর সুধীগণ স্বর্গাদিসুখ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সনাতন ব্রহ্মানন্দই বাঞ্ছা করেন । যজ্ঞনিরত সকাম বিপ্রগণ বুঝিলেন না যে, যিনি যজ্ঞ, যাজ্ঞিক ও যজ্ঞসাধন হুতাদির অধিষ্ঠাতা ও ফলদাতা এবং যাঁহার প্রীতির জন্তই ষাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, সেই স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান-শ্রীকৃষ্ণ আপনই আপন প্রীতি প্রার্থনা করিতেছেন ; সেই জন্ত তাহারা গোপবালকদিগের অন্ন-প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকাম কৰ্ম্মী ও নিষ্কাম ভক্তের বিভিন্নতা দেখাইবার জন্ত এবং অপমান সহ্য করা ভিক্ষকের কর্তব্য, এই লৌকিক উপদেশ দিবার নিমিত্ত আপন সহচরদিগকে বিপ্রপত্নীদের নিকট পুনর্ব্বার ভিক্ষার্থ পাঠাইলেন ।

তাহারাও কৃষ্ণদেশে বিপ্রপত্নীদিগের নিকট গমন করিয়া ভগবানের নামোল্লেখ পূর্ববক অন্ন প্রার্থনা করিল । কৃষ্ণনাম কর্ণগোচর হইবা মাত্রই বিপ্রপত্নীগণ প্রেমে পুলকিত হইলেন, তাহার উপর তাঁহার ভিক্ষার কথা শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না ; তৎক্ষণাৎ নানাবিধ সুস্বাদু ভক্ষ্যপূর্ণ অন্নপাত্র লইয়া কৃষ্ণসমীপে স্বয়ং গমন করিলেন,—ব্রাহ্মণগণ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও তাঁহারা ভ্রক্ষেপ করিলেন না । ইহাতেই সকাম কষ্টা ও নিকাম ভক্তের বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইল, এবং ইহাও প্রদর্শিত হইল যে, ভগবৎপ্রেমে শিক্ষা, দীক্ষা, বয়স ও জাত্যাদির অপেক্ষা নাই । বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্কে চিনিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহাদের পত্নীগণ অশিক্ষিত হইয়াও কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া কৃষ্ণসমীপে প্রস্থান করিলেন । এই জন্তই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,—“আমি মানবাকার ধারণ করিয়াছি বলিয়া মৃতেরা আমাকে চিনিতে পারে না” । একটী বিপ্রপত্নী আপন পতিকর্তৃক গৃহে রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য তিনি কৃষ্ণসমীপে যাইতে পারেন নাই । তাঁহার মনোমালিন্যই তাঁহার অবরোধের মূলকারণ,—পতিগণ বাহ্য উপলক্ষ্য মাত্র ; ইহা রাসলীলা প্রসঙ্গে বিস্তারপূর্বক বলা হইবে ।

বিপ্রপত্নীগণ ভগবান্কে সেই সমস্ত ভক্ষ্যসামগ্রী অর্পণ করিলেন এবং আর গৃহে না গিয়া তাঁহার পরিচর্যায় কালাতিপাত করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় জানাইলেন । পাছে ভগবান্ অস্বীকার করেন, সেই আশঙ্কায় তাঁহারা বলিলেন,—আমাদের

গৃহে যাইবার উপায় নাই, কেননা আমরা পতিনিষেধ লঙ্ঘন করিয়া -তোমার কাছে আসিয়াছি, অতএব আমাদের পতিগণ আর আমাদেরকে গ্রহণ করিবেন না । ব্রাহ্মণীগণ গৃহে যাইতে না পারিবার কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়াই ধরা পড়িলেন ; তাঁহারা এখনও যে, কৃষ্ণলাভের অযোগ্য, তাঁহাদের বাক্যেই তাহা প্রকাশ হইয়া গেল । ভগবান্ তাঁহাদের বাক্যেই বুঝিলেন এবং সকলেই বুঝিতে পারেন যে, যদি তাঁহাদের পতিগণ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা গৃহে যাইতে পারিতেন । অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা রাসাভিলাষিণী গোপীদের ন্যায় কৃষ্ণলাভের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারেন নাই । ভগবান্ বলিলেন, —আমি বলিতেছি, তোমাদের পতিগণ তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন ; অতএব গৃহে যাও এবং গৃহে থাকিয়া সর্বদা আমার নাম শ্রবণ ও কীৰ্ত্তন করিও,—আমাকে পাইবে । বিপ্রপত্নীগণ ভগবদাদেশে দুঃখতর্জিতে অগত্যা গৃহে গমন করিলেন ।

ভগবান্ দীর্ঘসখা অজ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—“যাহারা আমাতে মনঃপ্রাণ সমর্পণ পূর্বক পরম্পর প্রেমোপদেশ প্রদান করে এবং আমার লীলা শ্রবণ কীৰ্ত্তন করিয়াই পরমানন্দের আন্বাদনে সমুচ্চ থাকে, আমি তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, সেই বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয় ।” বিপ্রপত্নীদিগকে গৃহে গিয়া শ্রবণ কীৰ্ত্তন করিতে বলায়, গীতোক্ত ঐ কথারই অর্থ প্রদর্শিত হইল । যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের দুর্বুদ্ধি দেখিয়া ভগবানের দয়া হইয়াছিল ; ভক্তিমতী পত্নী-

দিগের সঙ্গ পাইয়া তাঁহাদের চৈতন্য হইবে, এই অভিপ্রায়টি ভগবানের অন্তর্নিহিত ছিল এবং ব্রাহ্মণী পরিচারিণী রাখা বৈশেষ্যের কর্তব্য নয়, ইহা স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দেওয়াও তাঁহার অন্ততর অভিপ্রায় । বিপ্রপত্নীদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি আপন লীলার সার্থকতা দেখাইলেন ।

ব্রাহ্মণীদিগকে প্রত্যাখ্যান করিবার যে যে কারণ প্রদর্শিত হইল, তন্মিত্র একটা প্রকৃত নিগূঢ় কারণ ছিল । ভগবদ্ভাব দুই প্রকার,—ঐশ্বর্য্যভাব ও বিশুদ্ধ প্রেমভাব । প্রেমভাবের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের ভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; ঐরূপ বিশুদ্ধ সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য ভাবেই বৃন্দাবন-বিহারীর সেবা লাভ করা যায় । যতদিন ব্রজবাসী গোপগোপীদিগের ন্যায় বিশুদ্ধ প্রেম না হয়, ততদিন পরমানন্দময় গোপ-বালকরূপী ভগবানের সেবা পাওয়া যায় না । যদিও বিপ্রপত্নীদিগের কৃষ্ণপ্রেম জন্মিয়াছিল, তথাপি গোপীভাব হয় নাই ; সেই জন্য আপাততঃ তাঁহারা কৃষ্ণসেবা পাইলেন না বটে, কিন্তু ভগবানের উপদেশানুসারে শ্রবণ কৌন্তন করিতে করিতে গোপীভাব জন্মিলে জন্মান্তরে পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই । রাস-লীলা প্রসঙ্গে গোপীভাবের বিষয় সবিস্তারে বলা হইবে ।

এ দিকে ষাঙ্কিকগণ আপন পত্নীদিগের সুনির্ম্মল ভগবৎ-প্রেম দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন এবং আপনাদিগের মূঢ়তা স্মরণ করিয়া অমুতাপে আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন । তাঁহারা মনে করিলেন, আমরাও সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া

কৃষ্ণের শরণাগত হই ; কিন্তু কংসভয়ে পারিলেন না ।
 অশিক্ষিত ব্রাহ্মণীদের কংসভয় হয় নাই কিন্তু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-
 দিগের কংসভয় হইল । অনুতাপ হইলেও তখনও তাঁহাদের
 কৰ্ম্মসংস্কার ছিল, সেই জন্যই কংসভয় হইয়াছিল । সে ত কংস
 ভয় নয় ; সংসার-সুখনাশের আশঙ্কা মাত্র । আশ্চর্য্যের বিষয়
 এই যে, যাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিলে, কালভয় দূরে যায়,
 বিপ্ৰেরা সামান্য কংসভয়ে তাঁহার শরণ লইতে পারিলেন না ।

নমামি নমামি মুরারে

তুমি না জানালে হরি কে জানে তোমারে ।

কমলা কিঙ্করী যার অন্ন ভিক্ষা কেন তার

বুঝিবার সাধ্য কার বিধি বিষ্ণু হারে ।

বেদবাদী বিপ্রগণ পেলেনা হে দরশন

অজ্ঞ বিপ্রনারীগণ চক্ষে দেখে চিদাকারে ।

ধন্য নন্দ-পশুপাল পাতিয়া প্রেমের জাল

ধরিয়া কালের কাল গোপাল করিল তারে ।

নমামি নমামি মুরারে ।

তুমি না জানালে হরি কে জানে তোমারে ।

জগতের অন্নদাতা অন্ন ভিক্ষা করে ।

বিশ্বাস করিতে পারে ভাগ্যবান্ নরে ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি বিয়চিত-

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে অন্নভিক্ষা-লীলামৃত ।

গিরিধারণ-লীলামৃত ।

• ————— •

যার সঙ্গে সুররাজ না বুঝে বিগ্রহে ।

প্রণাম সে গিরিধারী বালক-বিগ্রহে ॥

ব্রজবাসিগণ বহুকাল হইতে প্রতিবৎসর ইন্দ্রযজ্ঞ করিয়া আসিতেছিলেন ; সপ্তবর্ষবয়স্ক শ্রীকৃষ্ণ তাহা রহিত করিয়া দিলেন । তাহাতে ইন্দ্র অত্যন্ত কুপিত হইয়া সমস্ত বৃন্দাবন বিশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রচণ্ড বায়ুর সহিত মুঘলধারে বারি ও শিলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্বত উত্তোলন করিয়া ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিলেন ; ইহাই গোবর্দ্ধনধারণ-লীলার স্থূল কথা । আপাততঃ ইহা অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় ; অথচ সত্যনিষ্ঠ বেদব্যাসের বর্ণিত বিষয় মিথ্যা বলিতেও সাহস হয় না । অতএব ইহার সারানুসন্ধান করা কর্তব্য । কিন্তু শাস্ত্র ভিন্ন অতীত বিষয়ের প্রমাণ আর কিছুতেই হইতে পারে না । কোনও অতীত লৌকিক ঘটনা সপ্রমাণ করিতে হইলে ইতিহাসের আশ্রয় লইতে হয় । যদি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ সাধারণ মানুষের লিপিত ইতিহাসের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে অশ্রান্ত অপৌরুষেয় বেদ-বাক্য ও অশ্রান্ত ঋষিপ্রণীত পুরাণ বাক্য প্রমাণ হইবে না কেন ? বেদবাক্য স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, পুরাণও বেদমধ্যে পরিগণিত, কারণ

বেদে ও পঞ্চদশীনামক বেদান্তদর্শনে পুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই প্রধান । আমি বেদের অনুসরণ করিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত গোবর্দ্ধনধারণ নামক কৃষ্ণলীলা বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্, তাহা শাস্ত্রযুক্তি দেখাইয়া অনেক-বার বলা হইয়াছে । সমস্ত শক্তি বাঁহার পূর্ণরূপে আছে, তিনিই ভগবান্ । অত্যন্ত উচ্চ হইলে পতিত হইতে হয়, ইহা ভগবানেরই অনাদিসিদ্ধ নিয়ম । গুরৈশ্বর্য-ভোগে ইন্দ্রের দম্ব সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, সেই নির্মম্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার অপরিবর্তনীয় নিয়ম প্রত্যক্ষ দেখাইবার ইচ্ছায় কোশলে ইন্দ্রের কোপ উৎপাদন করিয়া, তাহার অত্যধিক দম্ব দূর করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন । যখন তিনি দেখিলেন, সমস্ত ব্রজবাসিগণ সমারোহে ইন্দ্রযজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন সময়োচিত কৰ্ম্মবাদ আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ কৰ্ম্মফলদাতা কেহই নাই, অতএব ফলকামনায় ইন্দ্রের পূজা কারবার কোনও প্রয়োজন নাই ; এইরূপ বুঝাইয়া তাহাদিগকে ইন্দ্রযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিলেন এবং তৎপরিবর্তে গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ করিতে উপদেশ দিলেন । যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে, ততক্ষণ যাগযজ্ঞাদির প্রয়োজন ; ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যাগযজ্ঞের প্রয়োজন নাই, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ; কিন্তু ব্রজবাসিগণ বিগ্রহবান্ পূর্ণব্রহ্মকে পুত্রাদিরূপে প্রাপ্ত হইয়াও আবার ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেছিলেন, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে ইন্দ্রপূজা হইতে নিরস্ত করাও ভগবানের অভিপ্রেত ।

কেনোপনিষদে যে ইন্দ্রের ব্রহ্মপরীক্ষার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারণ-লীলা তাহারই প্রত্যক্ষ অভিনয় ; অতএব শ্রুতিবাক্যে তাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা ভগবানের গোবর্দ্ধন-ধারণে অবজ্ঞা করিতে পারেন না । আমি ক্রমে শ্রুতির সহিত মিলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিব ।

প্রবীণ গোপেরাও যে, সপ্তমবর্ষীয় বালকের কথায় চির-প্রচলিত প্রথা পারিত্যাগ করিল, ইহার কারণ আর বুঝাইতে হইবে না । শ্রুতি ব্রহ্মকে মনের মন বলিয়াছেন । ভগবান্ও অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—“হে অর্জুন । ঈশ্বর সর্ববভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে পুত্তলিকার ন্যায় পরিচালিত করিতেছেন ।” অতএব ঈশ্বরের শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তাঁহারা যজ্ঞ-ত্যাগ করেন নাই,—তাঁহার ইচ্ছা মাত্রেই করিয়াছিলেন । যখন ব্রজবাসিগণ গোবর্দ্ধনের উদ্দেশে পূজার সামগ্রী অর্পণ করেন, তখন ভগবান্ গোপবালকরূপে থাকিয়াও অন্ত্র এন্ অপূর্বরূপ ধারণ পূর্বক গোবর্দ্ধন নামে আপন পরিচয় দিয়া স্বহস্তে তাহা গ্রহণ করিলেন । তিনি এই লীলা করিতা শ্রুতি ও গীতার অভিপ্রেত আপন ‘সর্ববতঃস্থিতি’ দেখাইলেন ।

এদিকে ইন্দ্র আপন প্রাপ্য বৃত্তির লোপ হওয়াতে কৃষ্ণের প্রতি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, মেঘাদিগকে আহ্বান পূর্বক বাত-বর্ষাদ্বারা বৃন্দাবন বিধ্বস্ত করিতে আদেশ করিলেন । প্রচণ্ড পবনের সহিত তৎক্ষণাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং মূলধারে বারি ও শিলাবর্ষণ হইতে লাগিল । কেনোপনিষদে

আছে,—ইন্দ্র অম্বরজয়ে অত্যন্ত গর্বিত হইয়া, ব্রহ্মপরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতি দেবগণকে পাঠাইয়া ছিলেন; ইহা সেই শত্ৰুতান্ত্র বৃত্তান্তের প্রত্যক্ষ উদাহরণ;—উপন্যাস নহে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপর এবং ব্রহ্মবাসীদিগের উপর ইন্দ্রের কোপের বিষয় আধ্যাত্মিকভাবে আলোচনা করিলে, বোধ হয় আরও বিশদ হইতে পারে; অতএব সেইভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি।

শাস্ত্রানুসারে দেবতা দুই প্রকার; সূক্ষ্মভূত-নির্মিত সূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট স্বর্গবাসী দেবতা, এবং মনুষ্যের শরীরস্থ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা-দিগের মধ্যে সুররাজ ইন্দ্রও একজন। ঐ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারাই নরভুক্ত রস আশ্বাদন করেন; পরন্তু জীব ভ্রমপ্রযুক্ত “আমি ভোগ করি” বলিয়া মনে করে। মনুষ্য ঐ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের ইচ্ছানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ভোগ করে; তাহাতে ঐ দেবতারাই পরিতৃপ্ত হন। যখন কোনও মনুষ্য মুক্তি-কামনায় ভোগ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে আবস্ত করে, তখন প্রথমে তাহার হৃদয়স্থিত কাম অর্থাৎ ভোগবাসনা সাধনার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বলিয়াছিলেন,—“রজোগুণেশ্বর কামই মুক্তিপথের কণ্টকস্বরূপ।” আবার ঐ কামও বস্তুত জীবের নহে; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদেরই কাম বা ভোগবাসনা। মনুষ্য ভোগ ত্যাগ করিতে আরম্ভ

করিলে, উহাদেরই বৃত্তি লোপ অর্থাৎ ভোগের অভাব হয় ; সুতরাং তাহারা অন্তরায় হইয়া ভক্তের বিঘ্ন করিতে থাকে । সাধকের উপর দেবতাদের এইরূপ অত্যাচার সংসারে সর্বদাই হইতেছে ; সুবুদ্ধি লোকেই তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন ।

এক্ষণে স্বর্গবাসী দেবতাদের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখি । ঈশ্বরের সৃষ্টি এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা দেখিতে পাই, একটি পদার্থের অবিকল অনুরূপ আর একটি পদার্থ নাই । এইরূপ উপাদান, স্বভাব, শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি, ও ভাবনা, প্রভৃতিও প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার । অতএব মনুষ্যোচিত মনে চিন্তা করিলে অনুমান করা যায়, অথবা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যায় যে, অনন্ত আকাশবর্তী অসংখ্য পৃথিবীর, বা গ্রহাদির উপাদান ও আকার ভিন্ন ভিন্ন এবং সেই সেই স্থানের অধিবাসীদিগের উপাদান, আকার, স্বভাব, শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তা প্রভৃতিও বিভিন্ন প্রকার । যে যে স্থানে সৃষ্টিভোগের সামগ্র্য পৃথিবীর অপেক্ষা অধিক, সেই সেই স্থানের নাম স্বর্গ ;—এবং সেই সেই স্থানের অধিবাসীদিগের শরীর সূক্ষ্ম উপাদানে নির্মিত ; উহারা ইচ্ছামত রূপধারণ করিতে পারে এবং অতুল ঐশ্ব্যের মধ্যে সর্বদা “দেবন” অর্থাৎ ক্রীড়া করিয়া থাকে, এই জন্য উহাদের সাধারণ নাম দেব । দেবগণ মনুষ্যের অলক্ষিতভাবে পৃথিবীতে আসিতে পারেন এবং স্বস্থান হইতেও পৃথিবীর ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন । যিনি সূর্যালোকের অধীশ্বর, তাহার নাম সূর্য্য এবং যিনি চন্দ্র-

কিছু জড়কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চালক একজন চেতন মনুষ্য থাকিতেই হইবে ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দেবতাদের শরীর সূক্ষ্ম,— মনুষ্য চক্ষুর অদৃশ্য ; অতএব মেঘের পরিচালক ইন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায় না । সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অত্যাশ্চর্য্যময় অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্য কীটাপুকাট ; তাহাদের ইন্দ্রিয়শক্তি ও চিন্তাশক্তি তদনুরূপ অল্পাদপি অল্প । মনুষ্য যাহা করিতে ও ভাবিতে পারে না তাহা মনুষ্যের কাছে অসম্ভব হইলেও ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সম্ভব । এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই ; দম্ভশূন্য স্তম্ভীগণ বুঝিয়া লইবেন ।

যখন ইন্দ্র কৃষ্ণের উপর রুষ্ট হইয়া, বৃন্দাবনে শিলা ও বারি-বর্ষণ করেন, তখন সমস্ত গোপ গোপী প্রাণরক্ষার্থ সপ্তমবসীয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন । তর্কযুক্তির অপেক্ষা না করিয়া ভগবানে বিশ্বাস করাই বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেমের লক্ষণ । ঐশ্বর্য্যাক্ষ দেবরাজ যাঁহাকে গোপবালক বুঝিয়া, দমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অশিক্ষিত গোপেরা প্রাণসঙ্কটে তাঁহারই শরণাগত হইলেন ! ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ শরণাগত ভক্তদিগের কাতরতা দেখিয়া, মনে মনে ভাবিলেন—“ব্রজবাসিগণ আমার পরম ভক্ত ও আমারই শরণাগত ; তাঁহারা আমি ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না ; অতএব আমি আপন অলৌকিক প্রভাবে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিব ।” তিনি অর্জ্জুনকে এই কথাই বলিয়াছিলেন,—যাহারা আমাতে সকল কৰ্ম্ম অর্পণ

করিয়া, আমার ধ্যান ও আমারই উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে অবিলম্বে মৃত্যু ও সংসার হইতে পুরিত্রাণ করি।” তখন ভক্তাধীন ভগবান্ ইন্দ্রকে আত্ম-পরিচয় দিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গোবর্দ্ধনপর্বত উত্তোলনপূর্বক বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে রাখিয়া দাঁড়াইলেন এবং ব্রজবাসিগণকে তাহার নিম্নে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণাশ্রয় গোপগণও ভগবদাদেশে আপন আপন শিশু, পশু ও গৃহসামগ্রী লইয়া বিশ্বস্তচিত্তে শৈলতলে প্রবেশ করিলেন।

অধুনা ভগবানের এই গোবর্দ্ধন ধারণ অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া কেহ কেহ স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণের ঐত্বোক্ত পরব্রহ্ম প্রমাণ করিয়াছেন,—মনুষ্যই নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন—“হে গার্গি ! সেই পরব্রহ্মের শাসনেই চন্দ্র, সূর্য, স্বর্গ ও পৃথিবী শূন্যে অবস্থান করিতেছে”। অতএব পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রেই গোবর্দ্ধন উর্দ্ধে উঠিয়া শূন্যে অবস্থিত ছিল ; কনিষ্ঠাঙ্গুলি ছলমাত্র। যাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্রসূর্যাদির সহিত সমস্ত জগৎ প্রতিনিয়ত শূন্যে অবস্থান করিতেছে, তাঁহারই ইচ্ছায় যে, সামান্য গোবর্দ্ধন সপ্তাহমাত্র শূন্যে থাকিবে ইহা বিচিত্র কি ? সর্বসমর্থ শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ না করিয়াও বাতবৃষ্টি নিবারণ করিতে পারিতেন ; কিন্তু সাধকের ব্রহ্মাধ্যান স্তম্ভ করিবার নিমিত্ত কৃপা করিয়া শৈলোদ্ধার

করিয়াছিলেন । যেমন চিন্তাচতুর মনুষ্য অতি ক্ষুদ্র ভূচিত্র দেখিয়া, বিপুল পৃথিবীর ভাব গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ স্তবুদ্ধি ‘সাধক’ ভগবানের ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধন ধারণ অবলম্বন করিয়া, তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডধারণ ধারণা করিতে সমর্থ হইবে ; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের করুণামূলক অভিপ্রায় । শাস্ত্রে আছে—ইন্দ্রই হস্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; শ্রীকৃষ্ণ সেই ইন্দ্রেরই সহিত বিরোধ করিয়া হস্তদ্বারা গিরিধারণপূর্বক ইন্দ্রকে এবং জীবকে দেখাইলেন যে, কোনও কার্য্য করিতে হইলে, আমার ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না ; আমি অহস্ত হইয়াও ধারণ করিতে পারি এবং অপাদ হইয়াও গমন করিতে পারি ।

সপ্তাহান্তে দেবরাজ লজ্জিত হইয়া বাতবর্ষাদির উপসংহার করিলেন ; গোপেরাও ভগবানের আদেশে স্তব্ধ শরীরে গিরিতল হইতে বহির্গত হইয়া, স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন ! কেনোপনিষদে আ'ছ যে, ইন্দ্রপ্রেরিত অগ্নি, বায়ু ও বরুণ ব্রহ্মসমীপে একটী তৃণমাত্র দগ্ধ করিতে, পরিচালিত করিতে ও আর্দ্র করিতে পারে নাই । শ্রীবৃন্দাবনেও ইন্দ্র-প্রেরিত বায়ু ও বর্ষা ভগবৎ সমীপে ভগবদ্ভক্তদিগকে স্পর্শও করিতে পারিল না । অতএব শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারণলীলা সেই ঐশ্বর্য্যবৃত্তান্তেরই অভিনয় । অতঃপর ভগবান্ শৈলবরকে যথাস্থানে যথারূপে স্থাপন করিলেন ।

ইহার পর আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হয় । আপাত-দৃষ্টিতে তাহা উপহাসজনক উপন্যাস বলিয়া মনে হইতে

পারে । দেবরাজ ইন্দ্র আত্ম-পরাতবে অত্যন্ত লজ্জিত ও ভীত হইলেন । তখন গোলোকস্থ সুরভি ইন্দ্রকে কৃষ্ণের পরিচয় দিয়া, অপরাধ-ক্ষমাপনार्थ তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সমীপে আনয়ন করিলেন । ইন্দ্র সুরভির আদেশে ভগবানের স্তব করায়, কৃপাময় কৃষ্ণ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন ।

নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাও সেই পূর্বোক্ত ঐশ্বর্য-বৃত্তান্তেরই শেষাংশ । ঐশ্বর্যে আছে,—“অমলাদি দেবতারা ব্রহ্মের নিকট আত্মশক্তি প্রকাশে অসমর্থ হইয়া, লজ্জিতভাবে ইন্দ্রের নিকট আগমনপূর্বক নিজ নিজ পরাভব নিবেদন করিলে, ইন্দ্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন । ঐ সময়ে আকাশে এক দেবীমূর্তি আবির্ভূত হইয়া, ইন্দ্রকে বুঝাইয়া দিলেন যে, অমলাদি দেবতারা যাহার নিকট গিয়াছিল, তিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম ; তাঁহার শক্তিতেই তোমরা সকলে শক্তিমান হইয়াছ ; তোমাদের নিজের কোনও ক্ষমতাই নাই । ইহা শুনিয়া, ইন্দ্র লজ্জিত হইয়া মনে মনে পরব্রহ্মের শরণাগত হইলেন ।”

এক্ষণে বুঝিতে পারা যায় যে, সুরভিনামে যিনি ইন্দ্রকে কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া, বৃন্দাবনে কৃষ্ণসমীপে আনিয়াছিলেন, তিনিই ঐশ্বর্য-বৃত্তান্ত ইন্দ্রের উপদেশদাত্রী আকাশগিরিনী দেবী এবং তিনিই গোলোকস্থ মূর্ত্তিমতী সদ্বিজ্ঞা বা গো-মাতা সুরভি । কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ ঐ ঐশ্বর্য-বৃত্তান্তই জীবের সুখবোধার্থ লীলা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন । মহর্ষি বেদব্যাস উদ্ভট উপন্যাস লিখেন নাই ; যাহা ঐশ্বর্যে উক্ত হইয়াছে এবং ভগবান্ যাহা

লীলা করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহাই অবিকল বর্ণনা করিয়াছেন ।
যে সকল পল্লবগ্রাহী পণ্ডিত ইন্দ্রের ন্যায় দস্তের বশীভূত হইয়া
ইহা বিশ্বাস না করেন, বোধ হয়, যথাসময়ে তাঁহারাও আবার
ভগদর্প ইন্দ্রেরই ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইবেন ; সম্প্রতি যেন
তাহার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাইতেছে ।

নবনীত-কোমলকায় নবনীরদ-বরণে

শিরে পিচ্ছচূড়া শোভে পীত বসন পরণে ।

গলে ঢুলিছে বনমালা করে রতনময় বালা

কিরণে করিয়ে আলা বাজে নৃপুর শ্রীচরণে ।

ধরি ভূধর বাম করে দাঁড়ায়ে আছে অকাতরে

ধরেনা হাসি শ্রীঅধরে কে রে ও শিশু বৃন্দাবনে ।

সভয়ে ব্রজবাসিগণে নিরীখে প্রমাদ গণে

পড়িলে গিরি বৃন্দাবনে বাঁচিবে বাছা কেমনে ।

নামায়ে রাখ হে গিরি ডুবে যাগ্ আজ্ ব্রজপুরী

কোমলাঙ্গ এত ভারি হেরিতে নারি নয়নে ।

নবনীত-কোমল-কায় নবনীরদ-বরণে

শিরে পিচ্ছচূড়া শোভে পীত বসন পরণে ।

শিশুরূপে হরি গিরি ধরে বাম করে ।

বিশ্বাস করিতে পারে ভাগ্যবান্ নরে ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত-

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে গিরিধারণ-লীলামৃত ।

নন্দোদ্ধার-লীলায়ত

হেরি ষারে জগপতি মানে পরাজয় ।

দেবের দেবতা নন্দ-গোপালের জয় ॥

একদা ব্রজরাজ নন্দ একাদশীতে নিরন্তর উপবাস করিয়া, পরদিন অল্পক্ষণ ছাদশী থাকায়, পারণের অনুরোধে রাত্রিতেই যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। সাধারণতঃ রাত্রিকালে জলাবগাহন নিষিদ্ধ ; সুতরাং জলাধিপতি বরুণের অনভিজ্ঞ ভৃত্যগণ নন্দকে অবৈধাচারী মনে করিয়া বরুণের নিকট লইয়া যায়। নন্দের রক্ষকগণ তাঁরে দাঁড়াইয়াছিল ; তাহারা নন্দকে না দেখিয়া, ব্যাকুলচিত্তে উচ্চস্বরে ক্রোধ ও বলরামকে ডাকিতে লাগিল। ইহাই নন্দোদ্ধার লীলার সূত্রপাত। ভাবিয়া দেখিলে, ইহাতে অনৈসর্গিক কিছুই নাই। যাঁহারা আস্তিক্যবুদ্ধিতে জগদ্ব্যাপার আলোচনা করিয়াছেন বা করেন, তাঁহাদের নিকটে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সম্ভাবতই স্নানভোজনাদি কার্যে মনুষ্যের প্রবৃত্তি ইহা থাকে। সর্বলোকহিতৈষী মহর্ষিগণ মনুষ্যের ইচ্ছানিষ্ঠ বিবেচনা করিয়া, ঐ স্বাভাবিক স্নানভোজনাদিতেও সময় ও পরিমাণাদির নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। রাত্রিকালে স্নান করা, বিশেষতঃ রাত্রিকালে নদীতে স্নান করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ; কারণ রাত্রিতে স্নান করিলে শ্লেষ্মা জন্মে এবং রাত্রিকালে নদীতে স্নান করিতে গেলে অনেক বিপদের আশঙ্কা

আছে । ধর্মজীবন নন্দ দৈহিক অনিষ্টের উপর দৃষ্টি না করিয়া, ধর্মরক্ষার নিমিত্তই রাত্রিতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন । প্রথমতঃ তিনি অতি বৃদ্ধ, তাহার উপর উপবাস-বশতঃ অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছিলেন ; সেইজন্য একাকী না গিয়া দুই চারিজন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়াছিলেন । ভৃত্যগণ তীরে রহিল, তিনি একাকী নদীতে অবগাহন করিলেন । পূর্বের বলা হইয়াছে, নন্দ অতিশয় বৃদ্ধ এবং উপবাস জন্য অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছিলেন ; স্মৃতাং শ্রোতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া পতিত, নিমগ্ন ও অদৃশ্য হইলেন ।

এ পর্যান্ত যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে অসম্ভাবনা কিছুই নাই । এখন বরুণ ও বরুণভৃত্যদিগের বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করি । আজকাল নিরতিভাবিকা শ্রুতি ও গীতা সকলেরই কণ্ঠস্থ । কৃষ্ণলীলা আলোচনা-কালে শ্রুতি ও গীতা স্মরণ করিলে, সংশয়ের সম্ভাবনা থাকে না । শ্রুতি বলিয়াছেন,—‘ব্রহ্ম-চৈতন্য ব্রহ্মাণ্ডের মর্মে মর্মে অনুপ্রবিষ্ট আছে ।’ ভগবানও বলিয়াছেন,—‘কি স্থাবর কি জঙ্গম, আমি ভিন্ন কোনও পদার্থই নাই ।’ অতএব একমাত্র ব্রহ্মশক্তিতেই সমস্ত জগৎ শক্তিমান । শক্তির পরিচালক ব্রহ্ম-চৈতন্য ; তাহাকেই শাস্ত্রে ঈশ্বর বলে । ঐ শক্তি ও চৈতন্য বৃহৎ বস্তুতে অধিক ও ক্ষুদ্র বস্তুতে অল্প পরিমাণে আছে । ঐ চৈতন্য সমস্ত শক্তির অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ শক্তি চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন । সূর্য্যবৎ বারিধির অন্তর্গত শক্তি বৃহৎ এবং ঐ শক্তিতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যও বৃহৎ । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদনদীর অন্তর্গত শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প এবং তাহাতে

অধিষ্ঠিত চৈতন্যও অল্প । পৃথিবীস্থ সমস্ত জলাশয়ে অধিষ্ঠিত একটি রাশি-চৈতন্যই বরুণ নামে অভিহিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য উহারই অধীন বা ভূত্যা ; উহাদিগকেই জলদেবতা বলে । নিবিষ্টমনে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যমুনার অন্তর্গত চৈতন্যাদিষ্ঠিত শক্তিই নন্দকে লইয়া গিয়াছিল ; সুতরাং মহর্ষি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সত্য ;—বরুণের ভূত্যাগণই নন্দকে লইয়া গিয়াছিল । গিরিধারণ-লীলায় বলা হইয়াছে যে, দেবতারা অধিষ্ঠাতৃরূপে জগদন্তরে অবস্থান করেন ; তন্মিন্ন তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্ম শরীরও আছে এবং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, মর্ত্যলোকে আসিতেও পারেন ; কিন্তু যোগী কিংবা ভগবানের কৃপাপাত্র ভিন্ন কেহ দেখিতে পায় না । ব্রাহ্মণেরা যখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তখন তাঁহারা দেখিতেন,—জগতে কাহারও কোনও শক্তি নাই, একমাত্র অনন্ত ব্রহ্মশক্তিতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত ; সুতরাং তাঁহারা আপনার বা অন্তের সকল কার্য্যই পবত্রক্ষে অর্পণ করিয়া পরমশাস্তি অনুভব করিতেন ।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নন্দের উদ্ধার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা করি । যখন নন্দের কিস্করগণ তাঁহাকে না দেখিয়া, উচ্চস্বরে কৃষ্ণ ও বলরামকে আহ্বান করিতে লাগিল, ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন । যিনি সত্তারূপে সকল বস্তুতেই প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহার যমুনাজলে প্রবেশ করা অদ্ভুত নহে । জলজন্তুগণ যাহার শক্তিতে সর্ব্বদা জলে বাস করিয়া থাকে, লীলা-বিগ্রহধারী সেই

সর্ববশাক্তিমান্ ভগবানের জলপ্রবেশ অণুমাত্রও অসম্ভব নহে । বাস্তবিক, তিনি জলে প্রবেশ করেন নাই, বৃন্দাবনে অস্থিহিত হইয়া বরুণালয়ে আবিভূত হইয়াছিলেন,—জলপ্রবেশ লীলামাত্র । সূক্ষ্মশরীরধারী বরুণদেবেরও কৃষ্ণস্তুতি অস্বাভাবিক নয় ; বমলার্জুন-ভঞ্জে তাহা আলোচনা করা হইয়াছে । যাহা আমি দেখিতে পাই না, যাহা আমি শুনিতে পাই না, তাহাই যে মিথ্যা, এরূপ সিদ্ধান্ত চাবাক-সম্প্রদায়েই শোভা পায় ; ঈশ্বর-বাদী সজ্জনগণের উপযুক্ত নয় । পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বরুণের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, পিতার সহিত বৃন্দাবনে গমন করিলেন ।

ভাব অভাব, সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ঈশ্বর হইতেই হয় । জীব তাহা সহজে বুঝিতে পারে না বলিয়াই, ক্রপাময় কৃপা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইলেন । যখন কোনও ব্যক্তি প্রাণাস্তকর পীড়া হইতে পরিত্রাণ পায়, তখন স্বভাবতই বলিয়া থাকে ‘ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন ।’ যিনি স্বয়ং ভগবানের সখা, সেই অর্জুনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া, ভগবান্ তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন ।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমধ্যেই নন্দাদি গোপদিগকে বৈকুণ্ঠ দেখাইয়াছিলেন । যাঁহারা গীতোক্ত বিশ্বরূপ-প্রদর্শন বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে ইহা আর বুঝাইতে হইবে না । ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা ভগবানের স্বভাব ; অতএব ভক্তেচ্ছায় তিনি সকলই করিতে পারেন । শ্রুতিতে ব্রহ্মের লক্ষণ যেরূপ নির্ণীত হইয়াছে, ভগবান্ মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য তাহাই লীলা করিয়া

দেখাইয়াছেন । যাঁহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, যাঁহাদের শ্রুতি ও গীতায় শ্রদ্ধা আছে এবং যাঁহারা অবতারবাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণলীলায় অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই । যাঁহারা অনৈসর্গিক বলিয়া কৃষ্ণলালা বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাঁহাদের জানা উচিত যে, নিসর্গ যাঁহার অধীন, তাঁহার আবার অনৈসর্গিক কি আছে ! ভক্তবর নন্দ লৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্রে অনাদর করিয়া রাত্রিতে জলে অবগাহন করায় কিঞ্চিৎ ক্রেশ পাইলেন এবং ঐকান্তিক হরিভক্তির প্রভাবে ক্রেশমুক্ত হইলেন । ভগবানে যাঁহার অবিচলিত ভক্তি, দেবতারা তাঁহাকে বক্ষা করিয়া থাকেন, ইহাই এই লীলার অন্তর্গত উপদেশ ।

হেঁয়ালি ব'ল'বি কে রে আয়
দেবতা হ'য়ে পূজো করে কোন্ বা গোয়ালায় ।
শমন-রাজে দমন করে নরের মত কায় ।
বালক হ'য়ে বলে বিশ্ব পলকে চালায় ।
ব'লুতে যদি না পারিস্ ত গড় ক'রে যা তায় ।
হেঁয়ালি ব'ল'বি কে রে আয় ।
দেবতা হ'য়ে পূজো করে কোন্ বা গোয়ালায় ।
শিশু হ'য়ে পরব্রহ্ম পিতারে বাঁচায় ।
ভাগ্যবান মানবের বিশ্বাস ইহায় ॥

ইতি শ্রীলীলকান্তদেব-গোন্ধামি-বিরচিত-

শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতে নন্দোদ্ধার-লীলামৃত ।



রাস-লীলামৃত ।

ভুবনমোহনরূপে কামে করে জয় ।

শিবসেব্য সেই রাস-বিহারীর জয় ॥

সর্ববভক্ত শিরোমণি রাখাই কেবল ।

রূপিণী হলাদিনী সেই রাখা মোর বল ॥

গোপীনাথ নন্দসুতে করি নমস্কার ।

তঁার রূপা বলে লিখি তঁার লীলা সার ॥

সখীসহ শ্রীরাধায় নমি ভক্তি ভরে ।

যাঁদের হৃদয়াসনে গোবিন্দ বিহরে ॥

মায়া-অন্ধ আমি, রাসলীলা মায়া-পারে ।

মোর চপলতা তাহা চায় বর্ণিবারে ॥

অথবা গুরুর পদ-পদ্ম-মধু পেলে ।

দৃষ্টি পেয়ে গূঢ়তত্ত্ব দেখি অবহেলে ॥

“যাহারা আমাকে যে ভাবে উপাসনা করিবে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই রূপা করিব”; সকলেই জানেন, ইহা ভগবানের শ্রীমুখের প্রতিজ্ঞাবাক্য । স্কুমারী ব্রজকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার অভিপ্রায়ে পূর্ণ একমাস সংযত থাকিয়া কাত্যায়নীর অর্চনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু ভগবান্ তাহাদিগের যৎকিঞ্চিৎ চিন্তামালিন্য দেখিয়া, রাসলীলার অযোগ্যবোধে আরও এক

বৎসর অবসর দিয়া প্রত্যাখ্যান করেন । বজ্রহরণ প্রসঙ্গে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে । এক বৎসর অতীত হইলে, নিদিষ্ট পূর্ণিমার রাত্রিতে ব্রজবালাগণ ভগবানের সহিত 'রাসলীলা' করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন । সর্বাস্তুর্য্যামী প্রেমাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্তর্গত আকুলতা অবগত হইয়া, আপনিও রমণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ।

জ্ঞানী, যোগী ও কৰ্ম্মাদিগের দৃষ্টিতে আত্মানন্দ-পরিতৃপ্ত পূর্ণ-ব্রহ্মেরও রমণেচ্ছা অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ভাবনা-চতুর প্রেমিক উপাসক উহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন । প্রকৃত প্রেম জন্মিলে প্রেমাশ্রয় ও প্রেমবিষয় অন্তরে অন্তরে এক হইয়া যায় ; তখন প্রেমাশ্রয়ের ভাব প্রেমবিষয়ে এবং প্রেমবিষয়ের ভাব প্রেমাশ্রয়ে অনুভূত হয় । গোপীরা প্রেমের আশ্রয় এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয়; সুতরাং গোপীদিগের অপ্ৰাকৃত আন্তরিক ব্যাকুলতা, মূর্তিমান্ পূর্ণব্রহ্মকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিল । প্রেমের অনুরোধে পূর্ণকামের কামনা, চৈতন্যময়ের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা-হীনেরও তৃষ্ণা হইয়া থাকে, এ কথা প্রেমিক ভিন্ন অণ্ণে বুঝিবেনা । বস্তুতঃ আপন প্রাজ্ঞানুসারে প্রেমরূপিণী গোপীদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার বলবতী ইচ্ছাই ভগবানের রমণেচ্ছা,—মনুষ্যোচিত ইন্দ্রিয়-পরিচালিত ইচ্ছা নহে । গোপীদিগেরও নরাকার পরব্রহ্মে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার প্রীতিসাধন করিবারই অভিলাষ,—আপন আপন ইন্দ্রিয়তর্পণের ইচ্ছা একেবারেই ছিল না ।

অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, প্রেমময়ী গোপী ও আনন্দময়

গোবিন্দের রাসলীলা কামগন্ধবিহীন । টীকাকার-চুড়ামণি শ্রীধর-স্বামী রাসলীলা-বিবরণের প্রারম্ভেই বলিয়া রাখিলেন,—“ব্রহ্মাদি দেবগণকে পরাভব করিয়া কন্দর্পের অত্যন্ত দর্প হইয়াছিল ; ভগবান্ মাধব সেই দুর্দর্শী-কন্দর্পের দর্প দূর করিয়া গোপী-মণ্ডলের মধ্যে শোভা পাইতেছেন ।” তিনি আরও লিখিয়াছেন—“মায়া-মুক্ত লোকদিগেরই রাসলীলায় কামপ্রতীতি হয়,—তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত-গণের হয় না ।” স্বয়ং ভগবান্ও অজ্জুনকে বলিয়াছেন,—“আমি যোগমায়ায় আবৃত থাকি ; সূতরাং সকলে আমার যথার্থ স্বরূপ অবলোকনে সমর্থ হয় না ।” শ্রীধরস্বামী রাসলীলার নির্মলতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সগর্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । আমি যথাবসরে স্বামিপাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া, সে বিষয়ের আলোচনা করিব । রাসলীলায় কন্দর্পদমনই প্রদর্শিত হইয়াছে ; আমিও তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব ।

শ্রুতি বলিয়াছেন—“সেই পরব্রহ্মই পরম রস ; সেই রসের আনন্দন পাইলেই জীব নিত্যানন্দে নিমগ্ন হয় ।” শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ সেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আধার ; এই নিমিত্ত ভক্তিগাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে ‘রসরাজ’ বলে । জীব রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরা প্রকৃতি । জীবরূপা পরাপ্রকৃতির সহিত রসের মিলন অর্থাৎ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের বিহারই “রাস” । জীব আপনার অপ্রাকৃত শুদ্ধস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, এবং আপনার পরম সেব্য পরমানন্দ ভুলিয়া, দেহাভিমানবশতঃ সন্দেহাই শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ অনুভব করে এবং ক্লেশের নিবৃত্তি ও

আনন্দপ্রাপ্তির নিমিত্ত অজ্ঞানবশতঃ ভৌতিক ভোগের বাসনা করিয়া থাকে । ঐ বলবতী ভোগবাসনারই নাম ‘কাম’। জীব কামের প্ররোচনায় আনন্দহীন পদার্থে আনন্দ অনুসন্ধান করে ; স্ততরাং কুত্রাপি তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া, কেবল অনুক্ষণ ইতস্ততঃ ধাবমান হয় । ভাগ্যক্রমে যখন জীব সকল রসের আধারস্বরূপ আনন্দময় বিগ্রহ আশ্বাদন করিতে পারে, তখন সেই পরমানন্দেই পরিতৃপ্ত হয় ; অণ্ড কিছুই অভিলাষ করে না ; তখন কামও স্বীয় স্বাভাবিক চপলতা পরিত্যাগ পূর্বক ‘প্রেম’ নাম ধারণ করিয়া, সেই পরমানন্দেই নিমগ্ন হইয়া যায়,—আর উঠিতে পারে না,—উঠিতে চাহেও না । যে আনন্দের আশ্বাদন পাইলে, মন চিরদিনের জন্য পরিতৃপ্ত হয়, সে আনন্দে যে, মনোবিলাস কাম মুক্ত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে । এই নিমিত্তই আনন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ নামট ‘মদনমোহন’ । কামের নিবৃত্তি হইলেই জীবের মুক্তি, ইহা সর্ববাদি-সম্মত । অতএব শ্রীধবস্বামী ঠিকই বলিয়াছেন যে, রাসের মধ্যে শৃঙ্গারকথা কেবল ছলমাত্র ; শৃঙ্গারের ছলে মুক্তিপথ-প্রদর্শনই রাসলীলার একমাত্র লক্ষ্য ।

শ্রুতি বলিয়াছেন—“বিদ্যা, বুদ্ধি বা গুরুদ্বারা পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না,—সেই পরমাত্মা নিজে যাহাকে চাহেন, সেইই তাঁহাকে পায় ।” পূর্বের কোমলমতি গোপবালিকাগণ মূর্ত্তিমান্ পরমাত্মাকে পাইবার নিমিত্ত কাত্যায়নীর অর্চনারূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন,—তথাপি পাইলেন না । কিন্তু এখন গোপীদিগের সময় হইয়াছে দেখিয়া, ভগবান নিজেই বংশীর গানে

তঁাহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । এস্থলে ভগবানের বংশীসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত মনে হয় ।

পরব্রহ্মের ন্যায় শব্দব্রহ্মও দুইপ্রকার,—সগুণ ও নিগুণ । নিগুণ শব্দব্রহ্ম কেবল নির্বিশেষ নাদমাত্র ; উহাতে স্বর ও ব্যঞ্জনাদি কোনও বর্ণ নাই । ঐ নিগুণ শব্দব্রহ্ম সগুণ পরব্রহ্মে সংযুক্ত হইলেই তাহাকে ‘সগুণ শব্দব্রহ্ম’ বলে ; তাহা হইতেই প্রণবাদি সমস্তবেদের উৎপত্তি হয় । শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ যেমন সচ্চিদানন্দঘন, সেইরূপ ভগবানের বংশীও নাদপ্রধান সচ্চিদানন্দঘন । যেমন একমাত্র অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের নিকট ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এই তিনপ্রকারে অনুভূত হয়েন, সেইরূপ একই নির্বিশেষ নাদ, সাধকভেদে তিনপ্রকার অনুভূত হইয়া থাকে । জ্ঞানী ও যোগিগণ হৃদয়াভ্যাস্তরে নির্বিশেষ নিরাসাদ প্রণবধ্বনি বা নাদমাত্র অনুভব করেন । জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি যাঁহাদের সাধন, তঁাহারা ঐ প্রণবধ্বনিই গান্ধীর্ঘ্য-মাধুর্য্য-বিশিষ্ট শঙ্খস্বনের ন্যায় শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা অমিশ্র বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারী, তঁাহারা সেই একই প্রণবধ্বনি মনোহর সুমধুর সঙ্গীতের ন্যায় আশ্বাদন করেন । যেমন জল, দুগ্ধ ও ক্ষীর উত্তরোত্তর স্বাদুতর হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রণবধ্বনি, শঙ্খস্বন ও বংশীর গান উত্তরোত্তর মিষ্টতর । এই নিমিত্তই জ্ঞান-মিশ্র-ভক্তিময় মথুরা ও দ্বারকাদিতে শ্রীকৃষ্ণের করে শব্দায়মান শঙ্খ এবং প্রেমময় বৃন্দাবনে সঙ্গীতস্বভাব মোহনমুরলী দেখিতে পাওয়া যায় ।

শ্রীমন্তাগবতে আছে,—“জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ ।” অর্থাৎ রাসাভিলাষী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বামদর্শনা গোপীদিগের মন হরণ করিতে পারে এরূপ অস্ফুট মধুরস্বরে মোহনমুরলীতে গান করিতে লাগিলেন । ইহার অভিপ্রেত তাত্ত্বিক অর্থঃ এইরূপ,—“বাম” শব্দের অর্থ সুন্দর এবং ‘দৃশ’ শব্দের অর্থ জ্ঞান ; যাঁহাদেরঃ সুন্দর অর্থাৎ নিখুঁত জ্ঞান জন্মিয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তু অসার বোধে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, আনন্দঘন ভগবান্কেই পরম দার বস্তু বলিয়া বুঝিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের গীত তাঁহাদেরই মন হরণ করে । শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরই মন হরণ করিবার জন্য বাঁশী বাজা-ইয়াছিলেন । ব্যাস-বাক্যের অন্তরে এরূপ গূঢ়ার্থ না থাকিলে, “বামদৃশাং” শব্দের কোনও সার্থকতা থাকে না । ব্রজবাসী গোপগোপীদিগের ন্যায় কৃষ্ণসর্বস্ব ভক্ত ব্রহ্মাণ্ডে অতি বিরল,— নাই বলিলেই হয় । তাঁহাদের মধ্যে মধুররসের ভক্ত ব্রজবালাগণ সর্ববশ্রেষ্ঠ ; সুতরাং তাঁহারাই বংশী-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন ; অন্য কেহ সে গান শুনিতো পায় নাই ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাদি কাল হইতে প্রতিনিয়তই মোহন মুরলীতে মোহন সঙ্গীত করিতেছেন । তিনি অনুক্ষণ সংসার-সন্তপ্ত জীবগণকে বংশীর গানে আহ্বান করিতেছেন,—বলিতে-ছেন, “আইস, সমস্ত জীব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আইস, আমাকে আলিঙ্গন কর, অনন্তকালের জন্য সুখী হইবে, অনন্ত শান্তি পাইবে ; আমি ভিন্ন আর কুত্রাপি বিমলানন্দ ও অসীম শান্তি নাই ।”

সংসার-কোলাহলে বধির-প্রায় জীব, ভগবানের এই সর্ব-বেদসার, স্নমধুর সঙ্গীত শুনিতে পায় না ; কিন্তু ক্ষণকালের জন্য ঐ কর্ণবিদারক কোলাহলের দিকে মনোনিবেশ না করিলেই শুনিতে পায় । প্রেমরূপিণী ব্রজগোপী সম্পূর্ণরূপে সর্বাবি-নিবেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; সেই জন্যই অতীন্দ্রিয় কৃষ্ণ-সঙ্গীত তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল ।

ভগবৎ-সঙ্গীত ভগবৎ-প্রাপ্তির মন্ত্রস্বরূপ । যেমন সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রহ্মসাধন প্রণবরূপ মহামন্ত্র নির্গত হয়, সেইরূপ মুরলীমুখ হইতে কৃষ্ণসাধন সঙ্গীত নিঃসৃত হইয়াছিল । এইজন্য ভক্তিতত্ত্ববিশারদ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী “জগো কলং বামদৃশাং মনোহরম্” এই বাক্য হইতে কামবীজ উদ্ধার করিয়াছেন ; তাহা অতি সুন্দর ও সুসংগত । অতএব কামবীজই গোপীদিগের কৃষ্ণসাধন মন্ত্র এবং বংশীই মন্ত্রদাতা গুরু । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপসংহারে সর্বশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া অৰ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—“সমস্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমারই শরণাগত হও ; আমি তোমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিব ।” এখানেও উহাই ভগবৎ-সঙ্গীতের সারার্থ এবং উহাই কামবীজ-যুক্ত, কৃষ্ণ-মন্ত্রের ভাবার্থ ।

গোপীগণ ভগবানের অনঙ্গবর্দ্ধন অর্থাৎ প্রেমবর্দ্ধন সঙ্গীত শ্রবণ মাত্রেই ধনজনাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া পরম্পরের অগোচরে ব্যস্তভাবে কৃষ্ণসমীপে প্রস্থান করিলেন । কামও অনঙ্গ, প্রেমও

অনঙ্গ : অতএব এস্থলে অনঙ্গ শব্দের অর্থ প্রেম । পূর্বের বলা হইয়াছে, কামই কৃষ্ণানন্দের আশ্বাদন পাইয়া, প্রেমরূপে পরিণত হয় ; অতএব কৃষ্ণলীলার মধ্যে যেখানে যেখানে অনঙ্গাদি কাম-বাচক শব্দ দৃষ্ট হইবে, সে সমুদায়ের অর্থ, প্রেমই বুঝিতে হইবে । ব্রজবালাগণ পরস্পর কেহ কাহাকেও না জানাইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরস্পর বঞ্চনার অভিপ্রায়ে নহে ; প্রকাশ হইলে পাছে অপর কেহ বিস্মাচরণ করে, এই অভিপ্রায়েই নিঃশব্দে গমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । স্বামী লিখিয়াছেন,—“অসাপত্ত্যের নিমিত্ত তাঁহারা গোপনে গমন করিয়াছিলেন ।” ইহাতেও ঐ পূর্বোক্ত অর্থই বুঝায়, কেননা “সাপত্ত্য” শব্দের অর্থ শত্রুতা ; পাছে অন্য কেহ জানিতে পারিয়া শুভাভিসারে শত্রুতাচরণ করে, সেই ভয়েই পরস্পর অলক্ষিত ভাবে গিয়াছিলেন । পূর্বের যাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া, কাত্যায়নীর নিকট কৃষ্ণ-পতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন যে, পরস্পরকে বঞ্চনা করিবেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে । শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন,—“গোপীগণ বংশীর গান শ্রবণ করিয়া, আনন্দে আত্মহারা হইয়া-ছিলেন ; সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরকে মনেই হয় নাই ।” এইরূপ অর্থ অতীব সুন্দর ও সুসঙ্গত ।

গৃহ, দেহ, ধর্ম ও আত্মীয় স্বজনাতির মুখাপেক্ষা না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণই ভগবৎ-প্রেমের প্রকৃত লক্ষণ ; মহর্ষি বেদব্যাস তিনটি শ্লোকদ্বারা গোপীদিগের ঐরূপ প্রেমের

পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—“কোনও গোপী গাভীদোহন করিতেছিলেন, কোনও গোপী চুল্লীতে দুগ্ধ উত্তপ্ত করিতেছিলেন, কোনও গোপী পরিবেশন করিতেছিলেন, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধপান করাইতেছিলেন, কেহ কেহ পতিসেবা করিতেছিলেন, কেহ কেহ ভোজন করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা গাত্র মার্জ্জন ও নয়নে অঞ্জন দিতেছিলেন; কৃষ্ণবংশী কর্ণগোচর হইবামাত্র সকলেই আপন আপন আরদ্ধ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণসমীপে প্রস্থান করিলেন; কেহ কেহবা অযথাভাবে বস্ত্রালঙ্কার ধারণ করিয়াই চলিলেন। শাস্ত্রে আছে—, “হৃদয়ে যৎকিঞ্চিৎ কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্কর্গ তৃণতুল্য তুচ্ছ হইয়া যায়। কৃষ্ণ-প্রাণা গোপীদিগেরও তাহাই হইয়াছিল এবং মহর্ষি গোপীদিগের তাৎকালিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহাই দেখাইলেন। পতিসেবা ও শিশু-পালন পরিত্যাগ করায় ধর্ম্ম, গোদোহন ও চুল্লীস্থিত দুগ্ধ উপেক্ষা করায় অর্থ এবং ভোজন, গাত্রমার্জ্জন ও নয়নাঞ্জনাদি পরিত্যাগ করায় কামত্যাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। কার্য্যবারা মোক্ষ-ত্যাগ দেখাইবার নয়; সেইজন্য মোক্ষত্যাগের কথা উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু তাহাও বুঝিতে হইবে; কারণ নির্বাণ-মুক্তি ভক্তদিগের বাঞ্ছনীয় নহে।

অতঃপর মহর্ষি বেদব্যাস ঋতীর অভিপ্রায়ানুসারে দেখাইয়াছেন যে,—“স্বয়ং ভগবান্ যাহাকে গ্রহণ করিতে চাহেন, সেইই ভগবান্কে পায় এবং কোনও প্রকার বিঘ্ন ঈশ্বরানুরাগী ভক্তের

গতিরোধ করিতে পারে না ।” যখন গোপীগণ বংশীর আকর্ষণে কৃষ্ণসমীপে গমন করেন, তখন তাঁহাদের পিতা, পতি ও ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই ;—পারিবার কথাও নয় । স্বয়ং ভগবান্ ভক্তকে আকর্ষণ করিলে, কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না । গোপীগণ আত্মীয়স্বজনের নিবারণে দ্রুতগতি করিলেন না,—চলিয়া গেলেন । তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি গোপী স্বজন-কর্তৃক গৃহ-মধ্যে রুদ্ধ হইয়াছিলেন,—যাইতে পারিলেন না । পরন্তু গৃহাবরোধই তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিবন্ধ নহে, যাহা প্রকৃত প্রতিবন্ধ এক্ষণে তদবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি ।

কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী দুই প্রকার,—নিত্য-সিদ্ধা ও সাধন-সিদ্ধা । রাধা-প্রকরণে নিত্যসিদ্ধা গোপীর কথা বলা হইয়াছে । গোলোকস্থ সেই সকল নিত্যসিদ্ধা গোপী গোকুলে আবির্ভূত হইয়া লোক-শিক্ষার্থ কৃষ্ণলাভের বাসনায় কাত্যায়নার অর্চনা করেন । তাঁহারা স্বরূপে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন ও মায়াগন্ধ-শূন্য ; স্ততঃ অবাধে কৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন ।

পূর্বের কতকগুলি ভক্ত মধুর-ভাবে সেবা করিবার বাসনায় কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন ; তাঁহারা আপন আপন সাধন-বলে শ্রীরন্দ্রাবনে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ; সেই সকল গোপীই সাধন-সিদ্ধা ।

সাধন-সিদ্ধা গোপীও আবার দুই প্রকার । কতকগুলি সাধন-

সিদ্ধা গোপী পরিণীতা ও অনপত্যা ; নিত্য সিদ্ধাদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠা হইলেও প্রায়ই সমবয়স্কা ও সমশীলা । বয়স ও স্বভাবের সাদৃশ্য হেতুক নিত্য-সিদ্ধাদিগের সহিত ইহাঁদের সখ্য হইয়াছিল । সঙ্গগুণে ইহাঁরা ভগবৎপ্রেমে নিত্য সিদ্ধাদিগের সমকক্ষ হইয়াছিলেন ;—ইহাঁরা জগতে কৃষ্ণভিন্ন আর কাহাকেও ‘আমার’ বলিতেন না । এই সকল গোপীই আত্মীয় স্বজনের নিবারণ না মানিয়া কৃষ্ণ-সমীপে গমন করিয়াছিলেন । পৃথিবীতে এরূপ অনেক উচ্চাঙ্গের ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা সাংসারিক বাধাবিল্লের মধ্যস্থলে থাকিয়াও তাহাতে ভ্রক্ষেপ না করিয়া অনুক্ষণ ভগবদুপাসনা করেন ; উক্ত গোপীগণ তাঁহাদিগের আদর্শ ।

অপর কতকগুলি সাধন-সিদ্ধা গোপী নিত্যসিদ্ধাদিগের অপেক্ষা অধিকবয়স্কা, পরিণীতা ও জাতাপত্যা । ইহাঁরা নিষ্মলা হইলেও মায়াগন্ধ-বিশিষ্টা । বয়সের আধিক্য ও হৃদয়ের অসাদৃশ্য বশতঃ নিত্যসিদ্ধাদিগের সহিত ইহাঁদের সখ্য হয় নাই । নিত্য-সিদ্ধাদিগের আনুগত্য ভিন্ন মধুরভাবে কৃষ্ণসেবা পাইবার উপায় নাই ; সেই জন্য তাঁহারা গৃহে রুদ্ধ হইলেন এবং কৃষ্ণ-সঙ্গ না পাওয়ায় অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন । ভগবানে গাঢ়াভিনিবেশ বশতঃ তাঁহারা পাপ-পুণ্য-শূন্য হইলেন এবং জারবোধে অর্থাৎ উপপত্তি বোধেও শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া গুণময় বন্ধন ছেদন পূর্বক জীবমুক্ত-যোগীর স্থায় অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্ম-স্বরূপে প্রাপ্ত হইলেন,—

সাক্ষাৎ সেবা পাইলেন না । ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁহাদের পাপ-পুণ্যক্ষয় হওয়া বিচিত্র নহে ।

দুঃখভোগে পাপক্ষয় এবং সুখভোগে পুণ্যক্ষয় হয়, তাহা সকলেই জানেন ; পাপ ও পুণ্যের সম-পরিমাণ দুঃখ ও সুখভোগ হইলেই সমস্ত পাপ ও পুণ্যের ক্ষয় হইয়া থাকে । ভক্তের ভগবদ্-বিচ্ছেদে যে রূপ অসহ যন্ত্রণা ভোগ হয়, তাহাতে নষ্ট হয় না এমন পাপ কেহ করিতেই পারে না এবং একাগ্রচিত্তে ভগবান্কে ধ্যান করিতে পারিলে, যে রূপ অসীম আনন্দ ভোগ হইয়া থাকে, তাহাতে নষ্ট হয় না এমন পুণ্যও কেহ করিতে পারে না । অপরূপ গোপীদিগের, কৃষ্ণ-সমীপে যাইতে না পারায় যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহা বাড়বানল অপেক্ষাও যন্ত্রণা-দায়ক এবং কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিয়া যে আনন্দভোগ হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও সুখকর ; স্তবরাং তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের পাপপুণ্য ক্ষয় হওয়া অসম্ভব নহে । বাস্তবিক গোপীদিগের পাপ-পুণ্যের বন্ধন আদৌ ছিল না ; কারণ পাপ-পুণ্যের লেশমাত্র থাকিতে শ্রীবৃন্দাবনে তৃণজন্মও দুর্লভ ; প্রেমাকর গোপকূলে জন্ম ত দূরের কথা । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপরূপ গোপীদিগকে নিমিত্ত করিয়া দেখাইলেন যে, যখন পাপপুণ্যের সম্বন্ধ থাকিতে যোগিলভ্য জীবনশ্রুতিও দুর্লভ, তখন মধুরভাবে মধুরমূর্তি ভগবানের সহিত ক্রীড়া যে অত্যন্ত দুর্লভ, তাহা আবার বলিবার কথা কি ? আরও দেখাইলেন, তাঁহাতে জার-বুদ্ধি থাকিতে কেহই মধুর-ভাবে তাঁহার সেবা পায় না । সাধকদিগের ইহা বিশেষরূপে স্মরণ

রাখা উচিত যে, বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখ আশ্বাদন করিতে হইলে, কেবল বাহিরে বৈরাগ্যের ছল করিলে চলিবে না ; কাবণ তাঁহার নিকটে কিছুই গোপন করিবার উপায় নাই । তিনি সক্ষম,—হৃদয়ের ভাবও জানিতে পারেন । বাহ্যবস্তুর সহিত বহির্বিদ্বেষের সম্বন্ধ থাকিলেও ক্ষতি নাই ; কিন্তু বাহ্যবস্তুর সহিত হৃদয়ের যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধের গন্ধ থাকিলেও ; কৃষ্ণ-পাদপদ্মের গন্ধও পাওয়া যায় না । অবরুদ্ধ গোপীগণ তাহারই দৃষ্টান্তস্থল । তাঁহারা পতি-পুত্রাদির প্রতি কিঞ্চিৎ মমতার জগ্ৰ ব্যতিচারিণী হইলেন ; সুতরাং কৃষ্ণসেবা পাইলেন না ।

যদি একটি স্ত্রীলোকের দুইজন পুরুষের প্রতি পতিবুদ্ধি হয়, তাহাকেই ‘জারবুদ্ধি’ বলে । অবরুদ্ধ গোপীদিগের সম্পূর্ণ কৃষ্ণানুরাগ জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও আপন আপন লৌকিক পতিদিগের উপরে যৎকিঞ্চিৎ পতিবুদ্ধি ছিল ; তাঁহারা প্রস্থিত গোপীদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র পতি বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই ; সুতরাং জার-বুদ্ধিই হইয়াছিল । জগতের কোনও বস্তুতে যৎকিঞ্চিৎ মমতা থাকিলে, ভগবৎসেবা পাওয়া যায় না ; অতএব অবরুদ্ধা গোপীদিগের যৎকিঞ্চিৎ মমতাভাসই রাসাভি-সারের প্রকৃত অন্তরায় হইয়াছিল,—গৃহাবরোধ নিমিত্ত মাত্র ।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ঐ সকল গোপীদের জীবন্মুক্তির কথা শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
“শুকদেব ! ঐ সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণকে পরম সুন্দর পুরুষ

বলিয়াই জানিতেন, পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না ; তবে তাঁহাদের জীবমুক্তি কিরূপে হইল ?”

শুকদেব উত্তর করিলেন,—যে ভাবেই হউক, শ্রীকৃষ্ণ মনোনিবেশ করিলেই মুক্তি হইবে, এ কথা আমি শিশুপাল-বধের প্রসঙ্গে তোমাকে বলিয়াছি ; আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?

শুকদেব পূর্বকথা স্মরণ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন ; কিন্তু শ্রীধরস্বামী অগ্নাক্ষরেই তাঁহার অভিপ্রায় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন । আমি তাঁহার সঙ্ক্ষিপ্ত বাক্য কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি । নিখিল ভুবনস্থ সূক্ষ্মহান মহীধর হইতে সূক্ষ্ম পরমাণু পর্য্যন্ত সমস্তই ব্রহ্ম ময় হইলেও প্রাকৃতিক পঞ্চভূতে আবৃত ; সূতরাং জ্ঞানদ্বারা ভৌতিক মায়াবরণ উন্মোচন না করিয়া, উপাসনা করিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না,—মুক্তিও হয় না । শ্রীকৃষ্ণ অনাবৃত ব্রহ্ম, তাঁহার শ্রীবিগ্রহে ভৌতিক আবরণ নাই ; সূতরাং সাক্ষাৎ ব্রহ্মের ধ্যান করিলে, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন নাই । বস্তু-শক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়াই নিজ কার্য করিয়া থাকে । যদি কোনও অবোধ বালক প্রস্ফুটিত পুষ্প ভাবিয়া অগ্নিশিখায় হস্তার্পণ করে, তাহার হস্ত দগ্ধ হইবেই ; বালকের জ্ঞান নাই বলিয়া, অগ্নির স্বাভাবিক দাহিকা-শক্তি স্বকার্য সাধনে ক্ষান্ত থাকিবে না । ভ্রান্তিগ্রযুক্ত অমৃতজ্ঞানে বিষপান করিলে মমুষ্য মরিবে এবং বিষজ্ঞানে অমৃত পান করিলেও অমর হইবে । যদি অগ্নি, বিষ বা অমৃত আবরণের মধ্যে থাকে, তবে

আবরণ উন্মোচন না করিলে উহারা কার্য্য করিতে পারিবে না । শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের অন্তর বাহির আনন্দময়, অতএব কৃষ্ণরূপ অর্থাৎ সাক্ষাৎ আনন্দ ধ্যান করিলে জীবও আনন্দময় হইয়া যাইবে এবং সমস্ত মায়াবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে, ইহা আবার বিচিত্র কি ? অতএব ধ্যান-পরায়ণ অবরুদ্ধ গোপীগণ জীবশ্রুতি পাইলেন ; কিন্তু নিজ নিজ লৌকিক পতিদিগের উপর কিঞ্চিৎ পতিভাবের গন্ধ থাকায় তাঁহারা ব্যভিচারিণী হইয়াছিলেন ; সুতরাং স্তবিমল রাসলীলায় অধিকার পান নাই । বস্ত্ততস্ত্ত সংসারের কোনও ব্যক্তিতে বা কোনও বস্ত্ততে ‘আমার,’ বলিয়া জ্ঞান থাকিলেই মায়া-সংযোগে প্রেম কলুষিত হয় ; সে প্রেমে সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না । অভিসারিণী গোপীদিগের তাহার কিছুই ছিল না । কৃষ্ণই তাঁহাদের একমাত্র পতি ও একমাত্র সম্পত্তি, সেই জন্য তাঁহারা অপ্ৰাকৃত অমিশ্র প্রেমের প্রভাবে আনন্দঘন পূর্ণ ব্রহ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইতে পারিলেন ।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসবিহার জীবের পরম ও চরম গতি । তাহা প্রাপ্ত হইতে হইলে, পদে পদে পরীক্ষা দিতে হয়; সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে রাসান্বাদন পাওয়া যায় । বস্ত্ত-হরণ-লীলায় গোপীদিগের যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই ; সেই জন্য এখন ভগবান্ মুরলীর গানে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াও আবার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন । তিনি প্রথমে প্রাণের ভয় দেখাইয়া বলিলেন,—“হে অবলাগণ ! তোমরা আমার নিকট আসিয়াছ ভালই, করিয়াছ ; কিন্তু প্রথমতঃ রাত্রিকাল,

দ্বিতীয়তঃ নিবিড় বন, তৃতীয়তঃ এই বনে বহুসংখ্যক হিংস্র জন্তু সর্বদা বিচরণ করে ; একরূপ সময়ে একরূপ স্থানে অবল্য মহিলা-দিগের থাকা উচিত নয় ; অতএব শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া যাও ।” গোপীগণের প্রতিজ্ঞা,—হয় কৃষ্ণসেবা পাইব, না হয় মরিব; স্মৃতরাং তাঁহারা ভগবানের ভয়প্রদর্শনে উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন । ভগবান্ বুকিলেন, গোপীগণ আমার জন্ম প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ; স্মৃতরাং তখন অগ্র পন্থা অবলম্বন করিলেন ;—তিনি ধর্ম্মভয় দেখাইয়া বলিলেন,—“দেখ, পতিসেবা, স্বশুর স্বশ্রীর আশ্রা রক্ষা ও অপত্য-পালনই স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম ; তাহা না করিলে অধর্ম্ম হয় ; অতএব গৃহে ফিরিয়া যাও ।” গোপীদিগের বিশ্বাস কৃষ্ণসেবাই সকল ধর্ম্মের সার এবং একমাত্র কৃষ্ণসেবাতেই সমস্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় ; স্মৃতরাং তাঁহারা অধর্ম্মভয়েও বিচলিত হইলেন না,—পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন । ভগবান্ এবার লোকভয় দেখাইয়া বলিলেন,—“দেখ, উপপতি আশ্রয় করিলে, স্ত্রীজাতির পারলৌকিক স্তুত ত নষ্ট হয়ই, অধিকন্তু ইহকালেও লোক-নিন্দার সীমা থাকেনা । অতএব গৃহে ফিরিয়া যাও ।” গোপীগণ আর থাকিতে পারিলেন না,—ভগবদ্-বাক্যের উত্তর করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহারা কৃষ্ণবাক্যের উত্তরে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সমুদায় লিখিতে হইলে গ্রন্থবাহুল্য হইয়া পড়ে ; অতএব আমি তাঁহাদের একটি-মাত্র কথা সজ্জনগণকে শুনাইব ; বোধ হয় তাহাতেই রাসলীলার পবিত্রতা সম্বন্ধে সংশয় থাকিবেনা ।

ভগবান্ গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন,—‘পতিপুত্রাদির সেবা করাই স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম; তাহা না করিলে অধর্ম হয়, অতএব তোমরা ফিরিয়া যাও ।’ তদুত্তরে গোপীগণ বলিলেন,—“দেখ কৃষ্ণ ! পতিপুত্রাদির সেবা করা যে, স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম, তাহা সকলেই জানে,—আমরাও জানি । আমাদের শিক্ষা নাই,—দীক্ষা নাই ; তথাপি আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস যে, তুমিই আমাদের পতি এবং তুমিই জগতের পতি । পতি শব্দের অর্থ রক্ষাকর্তা ; সুতরাং যে সর্ববতোভাবে রক্ষা করিতে পারে, সেই পতি । যাহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারে না, তাহারা কিরূপে অন্যের পতি হইবে ? তাহারা বাক্য মাত্রে পতি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারাই উপপতি । তুমিই একমাত্র রক্ষাকর্তা ; সুতরাং তুমিই যথার্থ পতি । পত্নীকে সর্ববতোভাবে সুখী করা পতির প্রধান কর্তব্য ; কিন্তু যাহারা নিজেই সুখের ভিখারী, তাহারা অন্যকে সুখী করিবে কিরূপে ? অতএব তাহারা বৈবাহিক মন্ত্রের অনুরোধে শব্দমাত্রে পতি, বস্তুতঃ তাহারাই উপপতি । তুমি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ ; তোমার সেবায় জীব অনন্ত আনন্দ লাভ করিতে পারে ; সুতরাং তুমিই সকলের স্বাভাবিক নিত্যপতি । আরও দেখ, শাস্ত্রানুসারে পুরুষ এক, তন্মিন্ন চেতন অচেতন সমস্তই প্রকৃতি ; সেই অদ্বিতীয় পুরুষ তুমিই । মানবীগণ ভ্রান্তিবশতঃ যাহাদিগকে পতি বলিয়া আশ্রয় করে, বস্তুতঃ তাহারাও প্রকৃতি ; প্রকৃতি হইয়া প্রকৃতির সহিত বিহার করে, সুতরাং উভয় পক্ষই সুখী হইতে

পারেনা । যখন জীব আপনাকে প্রকৃতি বলিয়া বুঝিবে এবং তোমাকেই একমাত্র পুরুষ বলিয়া জানিবে, তখন মায়িক পতি-পত্নী সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক তোমাকেই পতিত্বে বরণ করিয়া তোমারই সহিত বিহার করিবে এবং অবিচ্ছিন্ন অনন্ত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া যাইবে । আমরা তাহা বুঝিয়াছি, তাই তোমার শরণাগত হইয়াছি ।

“আরও দেখ, পুং নামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়া পুত্রের নাম ‘পুত্র’ হইয়াছে ; ইহা কেবল প্রবর্তক শাস্ত্রের প্রবর্তকবাক্য । ঈশ্বর ভিন্ন কেহ কি কাহাকেও নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে ? তুমিই সেই ঈশ্বর ; অতএব তোমার সেবাতেই পুত্রপালনের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

“আরও দেখ, যে ব্যক্তি নিজে স্বার্থশূন্য হইয়া অন্যের উপকার করে, তাহাকেই ‘সুহৃদ’ বলে । যাহারা আপন আপন অভাবের উৎপীড়নে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত, তাহারা নিষ্কাম হইয়া অন্যের উপকার করিবে কিরূপে ? তুমি নিজানন্দে পরিতৃপ্ত পরমেশ্বর ; তোমার কিছুই অভাব নাই ; অতএব তুমিই জীবের নিরূপাধি হিতৈষী ; সুতরাং তুমিই সুহৃদ । সুহৃদ বলিয়া যদি কাহারও সেবা করিতে হয়, তবে তোমারই সেবা করা আবশ্যিক । অধিক আর কি বলিব, তুমি নিখিল জগতের আত্মা, তোমা ব্যতিরেকে কোনও বস্তুর বা কোনও ব্যক্তির সত্তাই নাই ; অতএব তোমার সেবাতেই আমাদের জগৎসেবা সিদ্ধ হইবে ; ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ।

“আরও দেখ, আত্মার প্রতি ও আনন্দের প্রতি জীব মাত্রেরই, স্বাভাবিক প্রেম ; আত্মদর্শনই বেদাদিশাস্ত্রের চরম উপদেশ ; আত্মদর্শন হইলেই মানবজীবনের সমস্ত কর্তব্যের সমাপ্তি ও সমস্ত প্রাপ্তব্যের প্রাপ্তি হয়; সেই আনন্দময় অন্তরাত্মা তুমি, আমাদের সম্মুখে সশরীরে বিরাজমান । অতএব আমরা প্রাপ্তব্য পাইয়াছি ; সুতরাং আমাদের কর্তব্যেরও সমাপ্তি হইয়াছে । যাহারা এই পরমতত্ত্ব অবগত না হইয়াছে, তাহারা তোমার উপদেশে চিরকাল গৃহে থাকিয়া জড়প্রায় পতিপুত্রাদির সেবা করুক ; আমাদের গৃহে যাইবার বা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন নাই । আশীর্ব্বাদ কর, যেন শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যভাবে তোমারই সেবা করিতে পারি ।”

আর গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই, গোপীদিগের ঐ কয়টি বাক্যেই স্তম্ভিগণ বুঝিতে পারিবেন, রাসলীলায় প্রাকৃত নায়ক নায়িকার প্রসঙ্গ-মাত্রও নাই ; ইহা সমস্ত বেদের নিষ্পীড়িত সার সুতরাং মনুষ্যজীবনের চরম ফল ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সুবিমল মনোভাব অবগত হইয়া, তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন । অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন যে, গোপীদিগের দ্বিতীয় জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে ; কেবল লোকসংগ্রহের জন্য তাঁহারা বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন ; অতএব এখন আর বস্ত্রত্যাগের কথা উত্থাপন করিলেন না । যদিও গোপীদিগের অন্য কোনও বস্ত্রতে মমতার লেশমাত্রও ছিল না, তথাপি বীজরূপে যৎকিঞ্চিৎ অহংভাবের আভাস ছিল ।

ব্রহ্মাদি-বন্দিত সাক্ষাৎ ভগবানের সহিত বিহার-লাভে তাঁহাদের
অন্তর্নিহিত অহংভাবের বীজ গর্বরূপে পরিণত হইল । তাঁহারা
মনে করিলেন,—আমরা মদন-মোহনকেও মোহিত করিয়াছি ;
অতএব আমাদের তুল্য রূপবতী ও গুণবতী নারী কুত্রাপি
নাই । অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণও তাহা অবগত হইয়া সেই স্থানেই
অন্তর্হিত হইলেন । চিন্তাশীল ব্যক্তিমােই জানেন যে, মন
একই সময়ে দুই বস্তু ধারণ করিতে পারে না ; এবং বিনা অবল-
ম্বনেও ক্ষণকাল থাকিতে পারে না । যখন ভগবানে মনোনিবেশ
হয়, তখন জগৎ মনে থাকে না এবং যখন জগতের কোনও বস্তুতে
অভিনিবেশ হয়, তখন ভগবান্কে হৃদয়ে দেখা যায় না, ইহা
স্থির । এই সাধনতত্ত্ব দেখাইবার জন্মই শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা ।
বস্তুতঃ তিনি গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যান নাই ;
গোপীদিগের আপন আপন দেহের প্রতি অভিনিবেশ হইয়া-
ছিল ; সুতরাং তাঁহারা আর ভগবান্কে দেখিতে পাইলেন না ।
সাধনার শেষে ও ভগবৎপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে সাধকের
এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে ; এক একবার ভগবানের দর্শন
পাইয়া, তখনই আবার হারাইয়া ফেলেন ।

গোপীর অবিচ্ছাপকর্ষ করি বিলোপন ।

প্রথম অধ্যায় রাসে হৈল সমাপন ।

— — —

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তরুণুলতাদির নিকট গোপীদিগের কৃষ্ণ
জিজ্ঞাসা বর্ণিত হইয়াছে । ইহা অলীক কল্পিত কথা নহে । জ্ঞানিগণ

তন্ন তন্ন করিয়া ‘অতঃ’ পরিত্যাগ পূর্বক জগতের চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থে ব্রহ্ম অনুসন্ধান করিয়া থাকেন । ইহা সেই ব্রহ্মানু-
সন্ধানেরই প্রত্যক্ষ অভিনয় । তবে জ্ঞানী ও ভক্তের অনুসন্ধানের
বিভিন্নতা এই যে, জ্ঞানিগণ সকল পদার্থে ব্রহ্মের সত্তামাত্র অবগত
হইয়া চরিতার্থ হয়েন ; কিন্তু প্রেমময় ভক্তগণ পরব্রহ্মের নীরস
সত্তামাত্র সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ চক্ষুতে
দেখিতে, হস্তে সেবা করিতে ও হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে চাহেন ।
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,—“যে ব্যক্তি সকল
পদার্থেই আমাকে দেখিতে পায় এবং আমাতেই সকল পদার্থ
দেখিতে পায়, তাহার সহিত আমার কখনও বিচ্ছেদ হয় না ।”
সংসারেও দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য প্রিয়-বস্তুর অদর্শনে উন্মত্ত-
প্রায় হইয়া অচেতন পদার্থকেও জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করে ।
রসিক-চূড়ামণি মহাকবি কালিদাস বাম্পময় মেঘকেও যক্ষের
দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ; তাহা কবি-কল্পিত গল্প হইলেও
স্বভাবসিদ্ধ সত্য । ঐরূপ অবস্থায় প্রণয়ী মাত্রেই মনে মনে
ঐরূপ ভাব হইয়া থাকে,—প্রকাশ করিলেই অপ্রেমিক লোকে
তাহাকে পাগল বলিয়া হাস্য করে । ক্ষণমাত্র অলীক আনন্দ-
দায়ক পদার্থের অদর্শনে যদি এরূপ হইয়া থাকে, তবে সাক্ষাৎ
মূর্ত্তিমান্ নিত্যানন্দের বিচ্ছেদে প্রেমময়ী গোপীদিগের ঐরূপ
অবস্থা হইবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ; কিন্তু প্রেমিকেরই আনন্দ-
দায়ক ও অপ্রেমিকের হাস্যজনক । হাস্যপ্রিয়ের হাস্য
কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না ; কিন্তু সুধীগণ বোধ হয়

বুঝিয়াছেন যে, তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে গোপীদিগের কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসাই বেদাস্তের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা এবং প্রেম-নেত্রে দেখিলে মূর্তিমান্ পরমানন্দের মধুর-রসময়ী-লীলা ।

অতঃপর মহর্ষি বেদব্যাস গোপীদিগের কৃষ্ণানুকরণ বর্ণনা করিয়াছেন গোপীগণ একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে করিতে আপনারাও কৃষ্ণভাবে ভাবিত হইয়া গেলেন । কৃষ্ণপ্রাণ গোপীদিগের মধ্যে যে গোপী ভগবানের যে লীলায় অত্যন্ত অভি-নিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি সেই লীলার অনুকরণ করিয়া আপনা-কেই কৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন । ইহা ত সাধকের চরম সাধনার কথা । সাধক নিরন্তর একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে করিতে নিজেই ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ হইয়া যায় ; ইহাকেই সমাধি বলে । সমাধি দুই প্রকার, সবিবল ও নিবিবল । সবিবল সমাধিতে সময়ে সময়ে সাধকের ব্যুত্থান অর্থাৎ বহির্জ্ঞান হয় ; নিবিবলে তাহা হয় না । কৃষ্ণচিত্ত গোপীদিগের সবিবল সমাধি হইয়াছিল ; তাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে কৃষ্ণচিন্তা করিতে কারতে আপনারাই অন্তরে কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছিলেন । সংসারেও দেখিতে এবং শুনিতে পাওয়া যায়,—একব্যক্তি অপরকে ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া যায় । সুধীগণ লক্ষ্য রাখিবেন, রাস-লীলায় জ্ঞান আছে, যোগও আছে কিন্তু প্রগাঢ় প্রেমে উভয়ই আবৃত ।

শ্রীবৃন্দাবনে যে সকল কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বপ্রধানা । এ বিষয় গোলোক-প্রসঙ্গে বলা

হইয়াছে এবং তাঁহার নিত্য নাম “রাধা বা রাধিকা” সে বিষয়েও আলোচনা করা হইয়াছে । যেখানে প্রেম, সেইখানেই আনন্দ এবং যেখানে আনন্দ সেইখানেই প্রেম ; প্রেমিক লোকে ইহা বুঝিতে পারেন ; অতএব প্রেমময়ী রাধা ও আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ— উভয়ে নিত্য-যুগল । ভগবদারাদানার প্রধান সাধন প্রেম ; যিনি সর্বোচ্চ প্রেমে ভগবানকে রাধনা, অর্থাৎ আরাধনা করিয়া সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনিই রাধিকা । প্রধান গোপী বলিলে রাধাই বুঝাইবে ; অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে রাধানাম না থাকায় রাধার সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও কারণ নাই ।

অন্যান্য গোপীদিগের অপেক্ষা রাধার প্রেম উচ্চতর ; এই নিমিত্ত পূর্বোক্ত গোপীদিগের ন্যায় অলক্ষণের মধ্যেই তাঁহার গর্ব হয় নাই ; সুতরাং ভগবান্ গর্বিবতাদিগের নিকটে অন্তহিত হইয়া তাঁহারই নিকটে দৃশ্যমান ছিলেন । লোকশিক্ষার্থ অবতীর্ণ লীলা-প্রিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় রাধিকার হৃদয়েও আত্মাভিমান উপস্থিত হইল । শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া তাঁহারই সহিত ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া, তিনি আপনাকে সর্বপ্রধানা বলিয়া মনে করিলেন । কেবল তাহাই নহে ; দৌর্বল্যের ভাণ করিয়া ভগবানের স্বন্ধে আরোহণ করিতে উত্তত হইলেন ; কিন্তু সে উত্তম বিফল হইল ;—দর্পহারী হরিকে আর তথায় দেখিতে পাইলেন না ।

গোষ্ঠবিহারী শ্রীকৃষ্ণ পরম আনন্দের সহিত শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি সহচরগণকে সর্বদাই স্বন্ধে বহন করিতেন ; কিন্তু

প্রাণাধিকা রাধিকা একবার মাত্র স্বন্ধে আরোহণ করিতে চাহিয়া-
ছিলেন বলিয়া, তাঁহার এত অপমান করিলেন কেন ? এ, প্রেমের
উত্তর, অতি সহজ,—ব্রজবালকেরা সরল সখাভাবে শ্রীকৃষ্ণের
স্বন্ধে আরোহণ করিতেন, তাহাতে তাঁহার আনন্দই হইত ; কিন্তু
শ্রীরাধিকা প্রবল গর্বেবর ভরে স্বন্ধে আরোহণ করিতে গিয়া-
ছিলেন ; সুতরাং অপমানিত হইলেন । কামাধীন পুরুষের লাজ্জনা
এবং তাহার উপর কামিনীর দৌরাভ্য প্রদর্শন এই লীলার
অভিপ্রের্ত ; কিন্তু ইহা স্থূল লৌকিক অভিপ্রায় । শ্রুতিতে
বলিয়াছেন,—“যে ব্যক্তি মনে করে,—ব্রহ্ম বুঝিয়াছি, সে বুঝে
নাই ; যে মনে করে,—ব্রহ্ম বুঝি নাই, সেই বুঝিয়াছে ।” এই
লীলায় ঐ শ্রুতিবাক্যের অর্থ প্রত্যক্ষ প্রদর্শিত হইল ; শ্রীরাধা
মনে করিয়াছিলেন—“আমি নিখিল ভুবনের নিয়ন্তাকেও
নিজায়ত্ত করিয়াছি ; সুতরাং ভগবান্ তাঁহার আয়ত্ত হইলেন না ।
তখন শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে পূর্ব গোপীদের লায় সমধিক
কাতরা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ।

এ দিকে পূর্ব গোপীগণ কৃষ্ণাশ্বেষেণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে
করিতে সহসা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং সেই
পদচিহ্ন অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ইহাও
লৌকিক ও পারমার্থিক অভিপ্রায়ের পরিচায়ক । লোকেও
পলায়িত ব্যক্তির পদচিহ্ন ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া থাকে ;
ভক্তিমার্গেও ভগবান্কে পাইতে হইলে, ভগবৎ-পদাশ্রয় ভিন্ন
উপায়ান্তর নাই । তাঁহারা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,—

কৃষ্ণ পদচিহ্নের পার্শ্বে পার্শ্বে রাধার পদচিহ্ন রহিয়াছে । তদদর্শনে তাঁহারা শ্রীরাধার সৌভাগ্য সমর্থন করিয়া, ভক্তিরস-পোষক অনেক কথার আন্দোলন করিলেন । শ্রীরাধার প্রতি তাঁহাদের ঈর্ষাও হইয়াছিল ; কিন্তু সে ঈর্ষা' দোষের নহে । একজনের প্রাকৃত ধনজনাতি-সম্বন্ধীয় উন্নতি দেখিয়া অপরের যে ঈর্ষা হয়, তাহাই দোষের ; কিন্তু একজনের ভগবৎপ্রেমোন্নতি দেখিয়া যদি কাহারও ঈর্ষা হয়, তাহা দোষের নহে, বরং সকলেরই তাহা বাঞ্ছনীয় । তাঁহারা আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কৃষ্ণপিয়া রাধাও তাঁহাদের ন্যায় কৃষ্ণ হারাইয়া বোদন করিতে-ছেন । পবে শ্রীরাধার মুখে তাঁহার দুর্দশার কারণ শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া সকলেই পুনর্বার কৃষ্ণাশ্রয়ে প্রবৃত্ত হইলেন । চন্দ্রালোকে যতদূর পথ দেখিতে পাইলেন, ততদূর ভ্রমণ করিলেন ; তৎপরে নিবিড়তর কানন মধ্যে “তমঃ প্রবিষ্ট” অর্থাৎ গাঢ় অন্ধকার হইয়াছে দেখিয়া নিবৃত্ত হইলেন এবং দেহ ও গৃহাদি ভুলিয়া অনন্তচিন্তে কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন । ইহার মধ্যেও স্তম্ভিত সাধনতত্ত্ব রহিয়াছে ; আমি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি ।

যাঁহারা ভূত, ইন্দ্রিয়, দেবতা ও তদধিষ্ঠিত চৈতন্য বিশ্লেষ করিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ব্রহ্মাণ্ড দুই প্রকার, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র । পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি-সংবলিত শত শত সৌরজগতের সমষ্টিকে বৃহৎব্রহ্মাণ্ড বলে এবং এক একটি মনুষ্য-শরীরের নাম

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড । বৃহদব্রহ্মাণ্ডে বৃহদাকারে বা স্থূলাকারে যাহা যাহা আছে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ মানবশরীরে ক্ষুদ্রাকারে বা সূক্ষ্মাকারে সে সমস্তই আছে । সাধকের পক্ষে ইহা অবগত হওয়া অতীব আবশ্যিক ।* বৃহদব্রহ্মাণ্ডে যেমন বৃহদাকার বৃন্দাবন আছে, নরদেহেও সূক্ষ্মাকারে তাহা নিত্যই রহিয়াছে ; তাহাকেই হৃদয়-বৃন্দাবন বলে । সঙ্কসার প্রেমরূপ পূর্ণচন্দ্রের বিমল বিভায় উদ্ভাসিত হৃদয়-বৃন্দাবনে কৃষ্ণদর্শন হয় ; হৃদয়ে তমঃ অর্থাৎ তমোগুণ প্রবেশ করিলে, কৃষ্ণ-দর্শন হয় না ।

মহর্ষি বেদব্যাস বলিয়াছেন,—বৃন্দাবনে “তমঃ প্রবিষ্ট” দেখিয়া গোপীগণ নিবৃত্ত হইলেন । অগ্রে তাঁহাদের হৃদয়-বৃন্দাবনে তমঃ প্রবেশ করিয়াছিল, সেই জন্য তাঁহারা বহিবৃন্দাবনেও তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার দেখিলেন । তাঁহারা তমোভাবে অহঙ্কারপূর্বক দৈহিক বল প্রকাশ করিয়া, কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন ; যখন কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, তখন বুঝিলেন,—হৃদয়ে তমঃ প্রবেশ করিয়াছে ; এরূপ অনুসন্धानে কৃষ্ণ পাওয়া যাইবে না । যে ব্যক্তি হৃদয়-বৃন্দাবনে কৃষ্ণ দেখিতে না পায়, সে শতবার বহিবৃন্দাবনে ঘুরিলেও কৃষ্ণ দেখিতে পাইবেনা ; গোপীরাও সেই জন্যই পাইলেন না ; যখন তাঁহাদের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল, তখন তাঁহারা বুঝিলেন, দোষ কৃষ্ণের নয়,—দোষ আমাদেরই । তখন তাঁহারা দেহগৃহাদি বিস্মৃত হইয়া ভক্তিমার্গের অন্তরঙ্গ-সাধন কৃষ্ণগুণ সঙ্কীর্ণন আরম্ভ করিলেন । শ্রীমন্ত-গবত বলিলেন,—“গোপীগণ পুনর্ববার কালিন্দীর তীরে আসিয়া

কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন।” ইহা অতি সহজ কথা, ইহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিলনা, তথাপি তত্ত্বজ্ঞ টীকাকার ছাড়িলেন না ; তিনি অর্থ করিলেন—“যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের প্রথম সন্মিলন হয়, তাঁহারা পুনর্ববার সেই স্থানে আসিয়া গান করিতে লাগিলেন”। স্বামীর ব্যাখ্যায় লীলার্থ স্পষ্টই আছে, তদ্বার্থ আমি যেরূপ বুঝিয়াছি বলিতেছি।

ভগবানের সহিত জীবের নিত্য সেব্য-সেবক সম্বন্ধ ; ভগবদ্ধামই জীবের নিত্যধাম। কোনও অনির্বচনীয় দৈব-দুর্বিপাক-বশতই হউক, অথবা সেই লীলাময়ের লীলাভিলাষেই হউক, জীব নিজধাম হইতে বিচ্যুত হয় এবং নাট্যালয়স্থ নটের ন্যায় অন্তরূপ হইয়া পরের সহিত আত্মীয়তা-সম্বন্ধ স্থাপন করে। বহুকাল ঘুরিতে ঘুরিতে জীব যখন সৌভাগ্যক্রমে আপনাকে আপনি চিনিতে পারে, তখন সে অন্তরূপ ও অন্তসম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্বক স্বস্থানে গমন করিলেই পুনর্ববার ভগবানের সহিত তাহার সন্মিলন হয়। ইহাকেই বেদান্তে, পুরাণে ও পাতঞ্জলে জীবের স্বরূপাবস্থান বলিয়াছেন। গোতমীয় তন্ত্রে দেহান্তর্গত সুষুম্না-নান্নী সাস্বিকী নাড়ীকে হৃদয়বৃন্দাবনস্থ কালিন্দী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং শ্রীগোরাঙ্গের প্রিয়ভক্ত ভক্তিরসভৃঙ্গ সনাতন গোস্বামীও তাহা স্বীকার করিয়া, নিজ তোষণীনান্নী টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুষুম্না নাড়ীকে আশ্রয় করিলেই জীব প্রকৃত জীব হয় এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করে। বহিবৃন্দাবনস্থ

কালিন্দী অন্তর্বন্দাবনস্থ সেই সূক্ষ্ম-কালিন্দীরই জলময় স্ফুলা-
কার ; এই নিমিত্তই কালিন্দী-পুলিনই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের
অভিলষিত লীলাস্থান । তিনি অত্থাপি সেখানে মদনমোহন-
রূপে দাঁড়াইয়া মোহন মুরলীর গানে জীবকে স্বসমোপে
আহ্বান করিতেছেন । জীব প্রকৃত জীব হইয়া তথায় গমন
পূর্বক ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া কঁাদিলেই তাঁহার দর্শন পায় । গোপীগণ
যতক্ষণ নিজ নিজ দেহকে ‘আমি’ বলিয়া অহঙ্কার করিয়াছিলেন,
ততক্ষণ তাঁহারা অন্যথারূপিণী ছিলেন ; এখন তাঁহাদের ভ্রান্তি
দূর হইল, আত্মজ্ঞান জন্মিল ; সুতরাং তাঁহারা দেহ ও গৃহসম্বন্ধ
পরিত্যাগপূর্বক স্বরূপে স্বস্থানে আগমন করিলেন ;—তাঁহাদের
কৃষ্ণলাভের সুযোগ হইল ।

গোপীর ‘অস্মিতাপর্ব’ করি বিলোপন ।

দ্বিতীয় অধ্যায় রাসে হৈল সমাপন ॥

অনন্তর গোপীগণ যমুনা-পুলিনে গমনপূর্বক দেহ-গৃহাদি
কিছুতেই অভিনিবেশ না রাখিয়া, সকলেই অতি মধুরস্বরে
‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । এ বিষয়ে
বিশেষ কোনও ভাবার্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না । তথাপি
সাধনমার্গের কথা কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না ।

শুকদেব বলিলেন,—“গোপীগণ মিলিত হইয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত
রোদন করিতে লাগিলেন ।” ইহাই জ্ঞানী ও যোগীর সহিত
ভক্তের সাধন-বৈষম্য । জ্ঞানী ও যোগী কামোৎপত্তির ভয়ে

নির্জর্জনে একাকী থাকিয়া স স্ব প্রণালী অনুসারে সাধন করিয়া থাকেন ; কিন্তু প্রেমিক ভক্তগণ ভজনবন্ধুদিগের সহিত একত্র মিলিত হইয়া, মদনমোহনের উপাসনা করেন । • স্বয়ং ভগবান্ প্রিয়তম সখা অর্জুনের ঐ তিন সম্প্রদায়েরই সাধন-প্রণালী বলিয়াছেন । তিনি জ্ঞানীর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,— “জ্ঞানী বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক সংযত হইয়া একাকী নির্জর্জনে অনন্তচিন্তে ধ্যান করিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন” । যোগীর প্রসঙ্গেও ঐরূপ বলিয়াছেন ;— “যোগী সংযতচিত্ত নিরাশী ও অপরিগ্রহ হইয়া একাকী নির্জর্জনে আত্মসংযম করিবেন ।” ভক্ত-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,— “ভক্তগণ একত্র মিলিত হইয়া মদগত-চিন্তে ও মদগত-প্রাণে পরস্পর আমার লীলা বুঝাইয়া ও বুঝিয়া, আমার কথা আলাপনেই পরিতুষ্ট ও পরম আনন্দিত হইয়া থাকেন” । ফলতঃ জ্ঞানী অনন্ত ব্রহ্মসত্তায় স্বকীয় সত্তা বিসর্জন দেন, যোগী আপনাকেই সচ্চিদ্রূপ করিয়া একাকী অন্তরে অন্তরে আনন্দাস্বাদন করেন এবং ভক্ত বন্ধুভাবে সকলের সহিত মিলিত হইয়া, অন্তরে বাহিরে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ আলিঙ্গন করিয়া থাকেন ।

শুকদেব বলিয়াছেন— “গোপীগণ কৃষ্ণের নিমিত্ত ‘মধুর স্বরে’ রোদন করিতে লাগিলেন ।” মনুষ্যের রোদন মনুষ্যের কর্ণে কখনই মিষ্ট বলিয়া অনুভূত হয় না ; কিন্তু গোপীদিগের কৃষ্ণার্থ রোদন ভাগবত-চূড়ামণি শুকদেবের মধুর হইতেও মধুর মনে হইয়াছিল । ঘাঁহারা প্রাণের সহিত অকপটে ভগবানের

জন্ম কাঁদিয়াছেন এবং ভগবানের জন্ম অকপট রোদন শুনিয়াছেন, তাঁহারাই কৃষ্ণার্থ রোদনের মধুরতা অনুভব করিতে পারিবেন। এই নিমিত্তই ভক্তিরসজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাস গোপীবিলাপের নামকরণ করিয়াছেন,—‘গোপীগীত’।

মহর্ষি ঊনবিংশতিটি শ্লোকে গোপীগীত বর্ণনা করিয়াছেন ; গ্রন্থ-বাহুল্যের ভয়ে ও নিষ্প্রয়োজনবোধে আমি সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলাম না ; কেবল দুইটি মাত্র শ্লোকের সারার্থ বিবৃত করিয়া গোপীদিগের সুবিমল ভগবৎপ্রেমের পরিচয় দিতেছি ।

গোপীগণ স্তমধুর সঙ্গীতের শ্রায় স্বস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—“হে কৃষ্ণ ! তোমার জন্মনিমিত্তই শ্রীকৃন্দাবন সগৌরবে সমস্ত তীর্থের এবং সমস্ত দিব্যধামের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে এবং তোমার জন্মনিমিত্তই শ্রীকৃন্দাবনে সৌন্দর্য্যের ও সুখের বিরাম নাই ! এখানকার গোপগোপী, পশুপক্ষী, তরুলতা প্রভৃতি সমস্তই সর্বদা সৌন্দর্য্যে সুশোভিত ও আনন্দে উল্লাসিত ; কেবল আমরাই তোমাকে প্রাণ সমর্পণ করিয়াও অনুক্ষণ তোমার জন্ম রোদন করিয়া কালান্তিপাত করিতেছি ; একবার চাহিয়া দেখ । হে কৃষ্ণ ! আমরা তোমাকে জানি, তুমি সাধারণ গোপনারীর পুত্র নও ; তুমি চরাচর সমস্ত জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা ; বিধাতার প্রার্থনায় ধরার ভার হরণ করিবার নিমিত্ত তুমি ভক্তকূলে আবিভূত হইয়াছ।” সাধক-মাত্রেরই নির্বেদের পর ও ভগবৎপ্রাপ্তির পূর্বের মনে মনে এইরূপ গানই গাহিয়া থাকেন ।

গোপীদিগের বাক্যে পদে পদেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিতেন এবং ভগবান্ বলিয়াই তাঁহাকে পতিভাবে সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের প্রগাঢ় মাধুর্য্য প্রেমে ভগবানের ঐশ্বর্য্য আবৃত হইয়া থাকিত ; স্নিগ্ধস্বভাব প্রেম যখন কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের উত্তাপে গলিয়া তরল হইত, তখনই তাঁহারা অনাবৃত কৃষ্ণৈশ্বর্য্য দেখিতে পাইতেন । আবার মিলনের সময় যখন তাঁহাদের হৃদয় শান্ত ও শীতল হইত, তখন স্নিগ্ধস্বভাব প্রেম আবার প্রগাঢ় হইত,—তখন কৃষ্ণৈশ্বর্য্য আবার আবৃত হইয়া যাইত ।

গোপিকার রাগ-পর্ব্ব করি বিলোপন ।

তৃতীয় অধ্যায় রাসে হৈল সমাপন ॥

ভক্তাধীন ভগবান্ পরমোৎকৃষ্টিত গোপীদিগের প্রেমাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, মদনমোহনরূপে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন । শ্রুতি বলিয়াছেন,—“ব্রহ্ম দূরে ও নিকটে, অস্তরে ও বাহিরে ।” ভগবান্ এইরূপ লীলা করিয়া তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন । যতক্ষণ গোপীদিগের বহিরাসক্তির গন্ধমাত্র ছিল, ততক্ষণ ভগবান্ অত্যন্ত দূরে ছিলেন ; তাঁহারা সমস্ত বৃন্দাবন অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পান নাই ; যখন তাঁহাদের বহিরাসক্তি দূর হইল, সর্ববাস্তবকরণ কৃষ্ণেতেই অর্পিত হইল, তখন ভগবান্ সম্মুখে স্বয়ং সমুপস্থিত । গোপীগণ সবি-স্ময়ে দেখিলেন—পিপাসিতের স্নশীতল সলিল, ক্ষুধাতুরের স্নস্বাদ

পরমান্ন, সন্তপ্তের স্নিগ্ধচ্ছায়াময় বটবৃক্ষ, বন্ধুহীনের নিরুপাধি স্তম্ভঃ, স্বয়ং পরমানন্দ মূর্ত্তিমান্ হইয়া বাচকের ত্রায় সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ; সহসা সম্মুখে মদনমোহন রূপ দর্শনে তাঁহাদের আনন্দের সীমা রুহিল না । সে আনন্দ কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী ভিন্ন আর কেহ প্রকাশ করিতে পারে না,—অনুভব করিতেও পারে না । বোধ হয় কৃষ্ণাবতার বেদব্যাসও যথাভাবে অনুভব করিতে পারেন নাই ; সেই নিমিত্ত তিনি প্রাজ্ঞানন্দের দৃষ্টান্তে কৃষ্ণানন্দের পরিচয় দিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন,—
“যেমন জীব প্রাক্ত-সম্মিলনে সমস্ত সন্তাপশূন্য হইয়া বিমলানন্দ আন্বাদন করে, সেইরূপ গোপীগণ সহসা কৃষ্ণ-সন্দর্শনে বিরহ-বেদনা বিস্মৃত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন । উক্ত ব্যাসবাক্য অবদদর্শী বিষয়ী সজ্জনগণের স্তম্ভবোধ্য হইবে না ; অতএব সংক্ষেপে উহার অভিপ্রায় বিবৃত করিতেছি ।

বুদ্ধিতে প্রতিবিস্তিত ব্রহ্মচৈতন্তের নাম জীব ; ঐ জীবের তিনটি অবস্থা ;—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি । জাগ্রদবস্থায় জীব স্থূল দেহ ও হস্ত-পদাদি স্থূল কর্মেन्द्रিয় দ্বারা কৰ্ম্ম করে এবং চক্ষুঃ-কর্ণাদি স্থূল জ্ঞানেन्द्रিয় দ্বারা স্থূল বস্তু ভোগ করিয়া সাময়িক তৃপ্তিলাভ করে ; আবার অভিলষিত ভোগের অভাবে দুঃখিত হয় । জাগ্রদবস্থার সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্তের নাম ‘বিশ্ব’ । স্বপ্নাবস্থায় স্থূল ইन्द्रিয় নিশ্চেদ্য থাকে ; তখন জীব সূক্ষ্ম-দেহস্থ সূক্ষ্ম-ইन्द्रিয়-দ্বারা সংস্কার-কল্পিত কৰ্ম্ম করে এবং সংস্কার-কল্পিত বস্তু ভোগ করিয়া ক্ষণিক তৃপ্তি লাভ করে এবং তদভাবে দুঃখিতও হয় ।

স্বপ্নাবস্থার সাক্ষিচৈতন্যের নাম ‘তৈজস’ । সুষুপ্তি-অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ই নিশ্চেষ্ট থাকে ; ঐ অবস্থার সাক্ষি-চৈতন্যের নাম ‘প্রাজ্ঞ’ । কোনও প্রকার ইন্দ্রিয় এবং মন পূর্য্যাস্ত বিলীন থাকায় জীব তখন প্রাজ্ঞের সহিত মিলিত হয় এবং বিক্ষেপের সাধন-স্বরূপ ইন্দ্রিয়, বিক্ষেপের কারণ-স্বরূপ মন ও বিক্ষেপের অবলম্বন স্বরূপ কোনও বস্তু না পাইয়া স্থির-ভাবে কারণ-শরীরে শান্তিস্থ অন্তর্য্যমি অনুভব করে । মহর্ষি বেদব্যাস অতুল-নীয় কৃষ্ণানন্দের অনুরূপ দৃষ্টান্ত না পাইয়া, জীবামুভূত ঐ প্রাজ্ঞানন্দের সহিত তুলনা করিয়া কৃষ্ণানন্দের দিক্‌প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র । সুষুপ্ত বা সমাধিস্থ জীব কেবল অন্তরে অন্তরে অদৃশ্য আনন্দ অনুভব করে ; কিন্তু গোপীদিগের অন্তরে আনন্দ আত্মাদান এবং বাহ্যে মূর্ত্তানন্দ দর্শন । গোপীদিগের দ্রষ্টব্য দর্শন ও লব্ধব্য লাভ হইল,—আর কোনও কর্তব্য রহিল না । ওথাপি তাঁহারা প্রেম-প্রণোদিত হইয়া, প্রিয়তমের সমরোচিত সেবা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না ।

শুকদেব বলিয়াছেন,—“শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে গোপীদিগের সমস্ত বাসনা বিদূরিত হইল ; কৃষ্ণাতিরিক্ত আনন্দ না থাকায় তাঁহাদের আনন্দলিপ্সু অন্তঃকরণ শ্রুতির দ্বারা নিবৃত্তি পাইল । তথাপি তাঁহারা কুসুমরঞ্জিত নিজ নিজ উত্তরীয় আচ্ছাদিত করিয়া প্রিয়তমের উপবেশনার্থ আসন রচনা করিয়া দিলেন ।”

শুকদেব শ্রুতি-দৃষ্টান্তে গোপীদিগের বাসনা-নিবৃত্তি দেখা-ইয়াছেন । আমি সাধারণের সুখবোধের নিমিত্ত স্বামিপাদে

পদানুসরণ-পূর্বক শুকপ্রযুক্ত দৃষ্টান্তের সঙ্গতি প্রদর্শন করিতেছি । কৰ্ম্মকাণ্ডে ঐতিগণ যাগযজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রাদি ক্ষুদ্রেদেবতার উপাসনা উপদেশ দিয়া এবং স্বর্গাদি আপাতমধুর নশ্বর ফলের প্রলোভন দেখাইয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই ; পরে জ্ঞানকাণ্ডে বৈরাগ্যের সহিত সর্বোপাসনার চরম লক্ষ্য ও পরম ফল স্বরূপ পরব্রহ্ম নির্দেশ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন । গোপীগণও নিজ নিজ কায়িক কৰ্ম্মদ্বারা অর্থাৎ পাদচারে সমস্ত কাননে অনুসন্ধান করিয়াও ভগবানকে পাইলেন না, নিশ্চিন্তও হইতে পারিলেন না । অনন্তর তাঁহারা যমুনাপুলিনে প্রতিগমনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণেই সর্বকৰ্ম্ম সমর্পণ করিয়া রোদন করিতে কার্ণে মূর্ত্তিমান্ পূর্ণব্রহ্মের দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলেন । অতএব শুকদেবের অভিপ্রায়ে, কাভ্যায়নী-ব্রতচারিণী ও পাদচারে কৃষ্ণাষেধিণী গোপীরাই কৰ্ম্মকাণ্ডাশ্রিত-ঐতিগণের সদৃশী এবং যমুনাপুলিনস্থা নিরভিমানা কৃষ্ণপ্রাণা ও কৃষ্ণদর্শনে চারিতার্থী তাঁহারা ই জ্ঞান-কাণ্ডাশ্রিত ঐতিগণের স্থানীয়া । যতক্ষণ জীব যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা দেবভাস্ত্রের উপাসনা করিবে, ততক্ষণ ব্রহ্মানন্দ লাভে সমর্থ হইবে না । যখন নির্বিবল হইয়া একমাত্র পরব্রহ্মে নির্ভর করিতে পারিবে, তখনই কৃতার্থ হইয়া যাইবে । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া এই অমূল্য ঐতিার্থ প্রত্যক্ষ দেখাইলেন । এই নিমিত্তই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত্যর্থ কাভ্যায়নীর পূজা করিয়াও সেদিন কৃষ্ণসঙ্গলাভ করিতে পারেন নাই । আবার সমস্ত বৃন্দাবন অনুসন্ধান করিয়াও কৃষ্ণের দর্শন পাইলেন না ।

এখন কিন্তু তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবামাত্রই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন ।

গোপীগণ কৃতার্থ হইয়াও যে আবার ভগবানের সেবা করিতে গেলেন, ইহা জ্ঞানী ও যোগীর অনভিপ্রেত হইলেও ভক্তের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । শ্রুতিতে আছে,—“মুক্ত পুরুষেরাও ইচ্ছা-পূর্বক দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজনা করেন ।” শ্রীধর স্বামী এবং শঙ্করাচার্য্যও ইহা স্বীকার করিয়াছেন ।

অনন্তর ভগবান্ ভক্ত-রচিত আসনে উপবেশন করিলে, উভয় পক্ষে মনোহর প্রশ্নোত্তর হইতে লাগিল ।

গোপীগণ বলিলেন,—“হে কৃষ্ণ, পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায় ; কতকগুলি লোক ভাল বাসিলে ভাল বাসে, কতকগুলি লোক ভাল না বাসিলেও ভাল বাসে, আবার এমন কতকগুলি লোক আছে, তাহারা ভাল বাসিলেও ভাল বাসেনা এবং ভাল না বাসিলেও ভাল বাসে না ; ইহাদের মধ্যে তুমি কোন্ শ্রেণীর লোক ?

ভগবান্ উত্তর করিলেন,—সখীগণ ! পরম্পর ভালবাসায় ধর্ম্মও নাই—সৌহার্দও নাই ; উহা ভালবাসার আদান প্রদান,—ভালবাসার বিনিময় বা ব্যবসায়মাত্র ! কারণ, উহা স্বার্থপূর্ণ, স্তূতরাং কলুষিত । অতএব যাহারা ভাল বাসিলে ভালবাসে, আমি তাহাদের অন্তর্গত নহি । কারণ, ভালবাসা পাইবার প্রত্যাশা আমার নাই । পুত্র ভক্তি না করিলেও মাতা-পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন ; এরূপ ভালবাসায় ধর্ম্মও আছে, সৌহার্দও

আছে ; তথাপি আমি ঐরূপ ভালবাসা লইতেও চাহি না—
 দিতেও চাহি না । কারণ, ভজনা না করিলে আমি ত কৃপা
 করি না । আর যাহারা কাহাকেও ভাল বাসিতে চাহে না,
 তাহারা আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ;—আত্মারাম, আপ্তকাম,
 অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী । আত্মারামদিগের বহির্দৃষ্টি নাই ; সেই
 জন্ত তাঁহারা কাহাকেও ভালবাসেন না ; কিন্তু আমাকে নিখিল
 ব্রহ্মাণ্ডই দেখিতে হয়; অতএব উহাদের মধ্যে আমি নাই । যাহারা
 আপ্তকাম, তাঁহাদের বহির্দৃষ্টি থাকিলেও কিছুতেই ইচ্ছা নাই ;
 সূতরাং তাঁহারা কাহাকেও ভালবাসেন না ; কিন্তু আমি পূর্ণকাম
 হইয়া ভক্তেচ্ছায় ইচ্ছা করিয়া থাকি । অতএব উহাদের সঙ্গেও
 আমার সাদৃশ্য নাই । যাহারা অকৃতজ্ঞ, আমাকে তাহাদের
 অন্তর্গত বলিয়া মনে করিও না ; কারণ, ভক্তের ভজনানুরূপ
 ফলদান করাই আমার স্বভাব । আর যাহারা গুরুদ্রোহী অর্থাৎ
 উপকারীর উপকার না করিয়া বরং অনিষ্ট করিতে সাহসী হয়,
 সেই পাপাত্মাদিগের সঙ্গে আমাকে তুলনা করা যাইতেই পারে
 না । কারণ, আমি সমস্ত সত্বগুণপূর্ণ বেদশাস্ত্রের কর্ত্তা, বক্তা
 ও রক্ষিতা ।

এক্ষণে আমার প্রকৃতির পরিচয় দিতেছি, শুন । আমি
 ঐকান্তিক ভক্তকে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা দিয়া পরীক্ষা করি ; তন্ত
 যদি আমার প্রতি অসূয়াপরবশ না হইয়া নিরন্তর আমার ভজনা
 করে, তবে তাহাকে একবার দর্শন দিয়া অদৃশ্য হই । যে একবার
 আমার দর্শন পায়, তাহার সমস্ত জগৎ তুচ্ছ হইয়া যায় ; সূতরাং

তখন ভক্ত আমাকে না দেখিয়া, আমার চিন্তাতেই অনুক্ষণ নিমগ্ন থাকে ; নিরন্তর আমাকে চিন্তা করিতে করিতে তাহার হৃদয়ে আমার আনন্দময় মূর্তি মুদ্রিত হইয়া যায় ; তখন সে অনন্তকালের জন্ম অস্তুরে ও বাহিরে আমাকে প্রাপ্ত হয় ।

বস্ত্রহরণের দিন আমি তোমাদিগকে বারপর নাই লাঞ্ছিত করিয়াছি ; তাহাতে তোমরা আমার প্রতি রুষ্ট না হইয়া, আমাকেই পাইবার জন্ম অভিলাষ করিয়াছ ; আবার আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া কতই ভয় প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাতেও তোমরা নিবৃত্ত হও নাই ; পরিশেষে আমি তোমাদের প্রেম-পরিপাকের নিমিত্ত অদৃশ্য হইলাম ; তথাপি তোমরা গৃহে গেলে না ; প্রত্যুত গৃহাদি সমস্ত ভুলিয়া আমারই জন্ম রোদন করিতে লাগিলে ; আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সমস্তই দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি ; এখন তোমরা চিরকালের নিমিত্ত আমাকে পাইলে । অতএব আমার প্রতি দোষ দৃষ্টি করিও না ; আমি তোমাদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত তোমাদিগকে ক্লেশ দিয়াছি । আমি তোমাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত সেবানন্দ দিয়াও তোমাদের প্রেমের নিকট ঋণী রহিলাম ; যথার্থ প্রতিশোধ দিতে পারিলাম না—অনন্তকালেও পারিব না ; তোমাদের প্রেমের অর্দ্ধাংশমাত্র পরিশোধ করিলাম । তোমরা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছ , আমিও তোমাদিগকে আত্মসমর্পণ করিলাম ; কিন্তু সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের নিজস্ব হইয়া থাকিতে পারিব না,—আমার নাম জগদ্বন্ধু ।

সজ্জনগণ ! এখন প্রেমের মহিমা বুঝিয়া লইবেন; আনন্দঘন মূর্তি ভগবান সেব্য এবং প্রেমঘন মূর্তি গোপী—সেবক। আনন্দ জ্ঞানকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে, যোগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে; প্রেমকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। উত্তমর্ণ মরিয়া গেলে, অধমর্ণ বাঁচিয়া যায় ; জ্ঞানী ব্রহ্মসত্তা-সাগরে ডুবিয়া মরিলেন,— ভগবান্ বাঁচিয়া গেলেন ; যোগী সচ্চিৎ সমুজ্জ্বল হিরণ্যগর্ভে মিশিয়া গেলেন, ভগবান্ বাঁচিয়া গেলেন। পরন্তু প্রেমিক মরিতে চাহে না ; মরিয়াও চিন্ময় নিত্য দেহ ধারণ করিয়া অনন্ত-কাল ভগবান্কে তাগাদা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকে। এই জন্মই ভগবান্ সহজেই মুক্তি দিয়া থাকেন ; কিন্তু ভক্তি দিতে বড়ই ভয় করেন।

এখন বেশ বুঝিতে পারা যায়, রাসলীলায় শৃঙ্গার-কথা কেবল ইলমাত্র ; বস্তুতঃ চরম সাধন ও পরম তত্ত্বই রাসলীলার লক্ষ্য।

চতুর্থ বিদেহ-পর্ব করি বিলোপন।

চতুর্থ অধ্যায় রাসে হৈল সমাপন ॥

যাহার কেহ আছে বা কিছু আছে, তাহার কৃষ্ণ নাই ; যাহার কেহ নাই বা কিছুই নাই, তাহারই কৃষ্ণ আছেন। এখন ব্রজবালাদিগের কেহই নাই,—কিছুই নাই ; সুতরাং ভগবান্ তাঁহাদিগকে পরীক্ষোত্তীর্ণ ও নিতান্ত অনুরক্ত দেখিয়া, তাঁহাদের সহিত রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। গোপীগণ পরস্পরকে ধারণ পূর্বক মণ্ডলাকারে দাঁড়াইলেন ; ভগবান্ও অচিন্ত্য যোগপ্রভাবে

একাকী একই সময় দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উভয় হস্ত দ্বারা উভয় পার্শ্বস্থ গোপীর কণ্ঠধারণ করিলেন । কিন্তু প্রত্যেক গোপীই মনে করিলেন,—কৃষ্ণ আমারই কাছে আছেন,—আর কাহারও কাছে নাই । পূর্বের প্রসঙ্গ-ক্রমে “রাস” শব্দের অর্থ সঙ্ক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি । এখন প্রকৃত রাস-প্রসঙ্গে আর একবার আলোচনা করি । রসিকচূড়া-মণি শ্রীমান্ সনাতনগোস্বামী নির্দেশ করিয়াছেন,—“রাস” শব্দের যৌগিক অর্থ রস-কদম্ব অর্থাৎ সকল রসের সমষ্টি । অতএব আশ্রিত সকল রসের সমষ্টির নাম রাস ।

অলঙ্কার-শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে,—“যাহা আশ্বাদন করা যায়, তাহার নাম ‘রস’ ।” লোকে আশ্বাদন করে কি ? কায়, মন ও বাক্যদ্বারা যিনি যে কস্মই করুন, তাহার উদ্দেশ্য আনন্দাশ্বাদন । অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে, শৃঙ্গারাদি নবরসের কথা আছে, বাহ্যভিনয়ে উহাদের নাম ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ; কিন্তু অভিনিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, সুধীমাত্রেরি বুঝিতে পারেন যে, একমাত্র আনন্দই সকল রসের আশ্বাদ্য । সংগ্রাম-নিরত বীরের অসিবাঞ্ছনা, বাহ্যাস্ফোট ও গভীর গর্জনের তিতরে আনন্দ ; বীভৎস-দর্শীর মুখ-বিকার ও নাসিকা-কুণ্ডলের তিতরেও আনন্দ ; অপিচ কি, পুত্রশোকে রোদ্ধদ্যমান মাতা-পিতার হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও অন্তনিহিত আনন্দের আভাস দেখিতে পাওয়া যায় । কারণ, আনন্দ ভিন্ন কোনও কার্যে মনের প্রবৃত্তি হয় না,—ইহা প্রমাণ-প্রমিত স্বতঃসিদ্ধ সত্য । ভক্ষ্যবস্তুর তিতরেও

যে কটুতিক্তাদি ছয়টি রস আছে, তাহারও বাহ্যনাম ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ; কিন্তু আশ্বাদ্য একই আনন্দ । একজন কটু ভালবাসে, একজন তিক্ত ভালবাসে, একজন মিষ্ট ভালবাসে, ইহার অর্থ কি ? যে কটু ভালবাসে, সে কটুর ভিতর দিয়া আনন্দ পায়; যে তিক্ত ভালবাসে, সে তিক্তের ভিতর দিয়া আনন্দ পায়, এবং যে মিষ্ট ভালবাসে, সে মিষ্টের ভিতর দিয়া আনন্দ আশ্বাদন করে । অতএব যখন আশ্বাদ্য বস্তুর নাম রস এবং আশ্বাদ্য বস্তুই আনন্দ, তখন আনন্দই যে রস, ইহা স্থির । পিপীলিকা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই নিজনিজ স্বাভাবিক ও শাস্ত্রীয় কার্য্য করিতেছে; কিন্তু কেন যে করিতেছে, তাহা নিজেও সকলে বুঝিতে পারে না । তাহার কার্য্য করে, কেবল আনন্দের জন্য ; আনন্দ হইতে জীবের উৎপত্তি, আনন্দেই স্থিতি ও আনন্দেই লয়,—ইহা ঐতি-বাক্য । জীব আনন্দ হইতে জাত ; সুতরাং যেমন জল মাত্রেরই স্বাভাবিক গতি জল রাশির দিকে, সেইরূপ জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আনন্দরাশির দিকে—সেই আনন্দরাশিই ব্রহ্ম । অতএব জীব কেবল ব্রহ্মই চাহে ; কিন্তু ভ্রান্তিপ্রযুক্ত পথ দেখিতে পায় না । ঐতি বলিয়াছেন—“ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ ও রসস্বরূপ ।” সেই রস পাইলেই জীব আনন্দী হইবে । কি ভৌম, কি দিব্য, কি ভোগজ, কি ধ্যানজ, কি জ্ঞানজ, ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার আনন্দরস আছে, সকলই সেই একমাত্র ব্রহ্মানন্দের বা ব্রহ্মরসের আভাস মাত্র । সেই ব্রহ্মানন্দের বা ব্রহ্মরসের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আধার-স্বরূপ ঘনীভূত-বিগ্রহ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমপ্রকৃতি জীবরূপা প্রকৃতির সহিত সেই আনন্দঘন অর্থাৎ রসঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যক্ৰীড়ার নাম “রাস”। সেই রাসলীলায় অধিকার পাইলেই জীব চিরদিনের জন্য আনন্দী হইয়া যায়।

শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—“প্রাকৃত নর্তক নর্তকীদিগের নৃত্যের নাম “রাস”; শ্রীকৃষ্ণের রাস তাহা নহে,—তাহারই বিড়ম্বন অর্থাৎ অনুকরণ। শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত রাসের অনুকরণ করিয়া, কামজয় প্রদর্শন করিলেন।” শ্রীধরস্বামীর সংক্ষিপ্ত গূঢ়ার্থ বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে, পূর্বোক্ত অর্থেই পর্য্যবসিত হয়। এই নিমিত্ত তিনি বলিয়াছেন,—রাসলীলা শ্রবণ ও কীর্তন করিলে জীবের মুক্তি হয়।”

অপ্রাকৃত চিন্ময় গোলোকধামে, প্রেমপ্রধানা শুদ্ধজীবরূপা প্রকৃতির সহিত আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা নিত্যই হইতেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের পরম মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়া, তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। যদি কোনও মনুষ্য সাধনার ফলে ও সৌভাগ্যের বলে গোপীভাব প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে, সে নারীই হউক বা পুরুষই হউক, তাহার হৃদয়-বৃন্দাবনে এই রাসলীলা হইতে পারে। পরে ভৌতিক দেহের পতন হইলে, চিন্ময় গোপীদেহ-প্রাপ্তি ও গোলোকলীলা-লাভ হয়। রাসলীলা-জনিত আনন্দ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার উপায় নাই; পার্থিব আনন্দের মধ্যে মনুষ্য স্বাছা সর্বপ্রধান বলিয়া জানে, তাহাই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া

কথঞ্চিৎ বুঝাইতে ও বুঝিতে হয় । পার্থিব ভোগানন্দের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমজনিত আনন্দই সর্বপ্রধান ; ইহা সর্ববিস্মৃত ও সর্ববানুভূত । সেই জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া-প্রভাবে স্ত্রীপুরুষের ক্রীড়ার ন্যায় লীলা করিয়া, অসূক্ষ্মদর্শী মনুষ্যদিগকে রাসানন্দের দিক্ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । শ্রুতিতেও ঠিক এই কথাই আছে । ঋগ্বেদের জ্যোতির্ব্রাহ্মণে বলিয়াছেন,— “মনুষ্য যেমম প্রিয়তমা পত্নীর সহিত আলিঙ্গিত হইলে, অন্তর্বাহ্য সমস্তই ভুলিয়া যায়, সেইরূপ জীব আত্মার সহিত আলিঙ্গিত হইলে, অন্তর্বাহ্য কিছুই জানিতে পারে না ।” ঋতু্যুক্ত সেই আত্মারই আধার-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ঐ শ্রুতিবাক্যেরই অর্থ প্রত্যক্ষ দেখাইলেন ;—গোপীগণ তাঁহার সহিত আলিঙ্গিত হইয়া গৃহ দেহাদি ভুলিয়া গেলেন ।

পূর্বে বলা হইয়াছে ভগবান্ একাকী একই সময়ে দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন । ইহা মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মের সম্বন্ধে বিচিত্র নহে । যেহেতু একই ব্রহ্মের বহুরূপে বহুত্র স্থিতি শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে । জ্ঞানিগণ ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত বস্তুতে তাঁহাকে অনন্ত সত্তারূপে অনুভব করেন ; কিন্তু প্রেমিক ভক্তেরা অন্তরে বাহিরে তাঁহার আনন্দঘন বিগ্রহ দর্শন করিয়া থাকেন ; একথা প্রেমিকেরই বুঝিবার বিষয় । নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, সকলেই বুঝিতে পারেন—একই সময়ে শত শত ভক্ত একত্র অবস্থান করিয়া ভগবান্‌মূর্ত্তি ধ্যান করিলে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ হৃদয়ে ও সম্মুখে ধ্যেয় রূপ দেখিতে পান ; অতের

সম্মুখে দেখিতে পান না। তন্মিন্ন গোপীগণ একই স্থানে একই সময়ে সকলে মিলিত হইয়াই কাত্যায়নীর নিকট নন্দ-নন্দনকে পতিরূপে পাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; ভক্তাধীন ভগবানও সেই জন্ত একই স্থানে একই সময়ে সকলেরই অভিলাষ পূর্ণ করিলেন ; বিশ্বাস-বাসিত প্রেমের সহিত চিন্তা করিলে, ইহাতে সংশয় থাকে না। শ্রুতিও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন ;—“যিনি এক হইয়াও অনেকের কামনা পূর্ণ করেন, তাঁহাকে ভজনা করিলেই জীব শান্তি লাভ করে।” ভগবানের এই লীলা ঐ শ্রুত্যর্থেরই অভিনয়। আর তাঁহা যে মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়াছিলেন, নিত্যরাসের অনন্ততা প্রদর্শনই তাহার অভিপ্রায়। মণ্ডলের আদি অন্ত নির্দেশ করা যায় না, ইহা সকলেই বুঝেন। ভগবান্ অনাদিকাল হইতে অনন্তধামে অনন্তরূপে অনন্ত হলাদিনী শক্তিগণের সহিত বিহার করিতেছেন ; তাহার আদি অন্ত নাই, স্তম্ভরাং তাহাও মণ্ডলাকার। শ্রীবৃন্দাবনের রাস তাহারই বিকাশ মাত্র। নর্তক ও নর্তকীগণ মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত করিলে অধিকতর শোভা হয়, ইহা মণ্ডলের বাহ্য অভিপ্রায়। নৃত্যগীতাদি, মানুষানন্দের পরিচায়ক ; অতএব ভগবান্ যে গোপীদিগকে লইয়া নৃত্যগীতাদি করিয়াছিলেন, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবকে ক্ষুদ্রানন্দের ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে পরমানন্দে লইয়া যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য রস-পোষণও অবাস্তুর অভিপ্রায় বটে। জলক্রীড়া ও বনক্রীড়ার অভিপ্রায়ও ঐরূপ।

অচিন্ত্য-প্রভাব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে আপন অমোঘ ইচ্ছানুসারে কখনও ভৌতদেহে কখনও বা চিন্ময় দেহে লীলা করিতেন । অভিনিবেশের সহিত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি চিদানন্দদেহেই রাস-লীলা করিয়াছিলেন । সজাতীয় স্ত্রী-পুরুষেই বিহার হইয়া থাকে, বিজাতীয়ে হয় না ; অতএব রাসবিহারিণী গোপীরাও চিদ্রূপিণী । ভগবানের ও গোপীদিগের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে হস্তপাদাদি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল ; কিন্তু তৎসমুদয় ভৌতিক স্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নহে । বাঁহারা “অপাণিপাদ” শ্রুতির অর্থ ভাবনা করিতে পারেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন । সুনিপুণ চিত্রকরের অঙ্কিত সুন্দরী যুবতীর চিত্র অনেকে দেখিয়াছেন । উহার বাহুযুগল মৃণালের ন্যায় সুগোল ও সুকোমল, পয়োধর পীনোন্নত এবং পরিহিত বস্ত্র কোথাও নত কোথাও উন্নত বলিয়া স্পর্শই প্রতীয়মান হয় ; কিন্তু হাত বুলাইয়া দেখিলে কিছুই নাই,—একেবারেই সমতল । ভাবময় ভগবানের ও ভাবময়ী গোপীদিগের শ্রীবিগ্রহে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই আছে, প্রেমিক ভক্ত দেখিতেও পায় ; কিন্তু ভৌতিক হস্তদ্বারা ধরা যায় না । শুকদেব বলিয়াছেন—
“ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চরম ধাতু অবরুদ্ধ করিয়া গোপীদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন । তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, চিন্ময় দেহে ধাতুই নাই, সূতরাং অবরুদ্ধ করিবেন কি ? স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলেও ইহা অসঙ্গত নয় ; যুবতী রমণীর আলি-

জ্ঞানেও কামবিজয়া উদ্ধরেতা যোগিগণের খাতুক্ষরণ হয় না । ইহার হেতু নির্দেশ করিয়া আরও বিস্তারপূর্বক বলিতে পারিতাম ; কিন্তু তাহাতে অগত্যা অনেকের নিকট অশ্লীলরূপে প্রতীয়মান অনেকগুলি শব্দ ব্যবহার করিতে হয় ; সুতরাং কোমলমতি পাঠক পাঠিকাদিগের লজ্জার আশঙ্কায় ক্ষান্ত রহিলাম ; দেহতত্ত্বজ্ঞ সুধীগণ বুঝিয়া লইবেন । ফলতঃ রাসলীলা অতি পবিত্র ও কামগন্ধহীন ; ইহা অপ্রাকৃত মাধুর্য্য-প্রেমে জীবের ভগবৎপ্রাপ্তির আদর্শ । দুঃখের বিষয় এই যে, এক্ষণে অনেক নব্য সভ্য বিজ্ঞাবিজ্ঞ লোকে ইহার উপরিভাগ মাত্র দেখিয়া অশ্লীল বোধে অবহেলা করেন ।

ভগবানের বিহার দুই প্রকার । তিনি গোলোক-নামক নিজ নিত্যধামে চিদানন্দময়ী নিজ স্বরূপশক্তিদিগের সহিত বিহার করিয়া নিত্যই নিজানন্দ আন্বাদন করিতেছেন । গোলোক-বিহারে আরম্ভ নাই, সমাপ্তি নাই, বাসনা নাই এবং নিজানন্দ আন্বাদন ভিন্ন অন্য কোনও ফল নাই । রসময়-বিগ্রহের নিত্যবিহারে যে অলৌকিক রসের নিত্যানুভব হয়, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডস্থ সকল রসের শ্রেষ্ঠ আধার ও আদি ; এই নিমিত্ত উহার নাম আদ্যরস অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম রস । ইহা ভিন্ন সৃষ্টির প্রথমে ভগবান্ ঈশ্বররূপে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সহিত বিহার করেন ; ঐ বিহারের কথাই তিনি অর্জুনের নিকট বলিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছেন—“প্রকৃতি আমার যোনি অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান ; আমি উহাতে চিদবীৰ্য্য নিক্ষেপ

করিলে, উহা হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়।” এই বিহারে ইচ্ছাও আছে এবং ভূতোৎপত্তিরূপ ফলও আছে। এই বিহারে যে অমানুষিক রসের উদগম হয়, তাহা জগৎ-সৃষ্টির আদি কারণ ; এই নিমিত্ত তাহাকেও আত্মরস বলে। গুণ-সম্বন্ধ ও ফলকামনা থাকায় ইহা পূর্বোক্ত আত্মরস হইতে নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাসনা ও ভৌতিক লিঙ্গসম্বন্ধ না থাকায় ইহা অশ্লীল নহে। বিভিন্ন স্থূল চিহ্ন-বিশিষ্ট নরনারীদিগের বিহারে যে রসের উৎপত্তি হয়, তাহা সম্ভানোৎপাদনের কারণ ; এই নিমিত্ত তাহারও নাম আত্মরস ; কিন্তু উহা প্রায়ই জনেন্দ্রিয়-প্রণোদিত ; সূতরাং সংসারের প্রধান প্রয়োজনীয় হইলেও অশ্লীল হইয়া পড়িয়াছে। ঐ আদ্য রস বারনারী বা পরনারী-সম্বন্ধীয় হইলে অত্যন্ত অশ্লীল হয় ; কারণ তখন উহা কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষেই হইয়া থাকে এবং উহাতে জগতের কোনও উপকার নাই। সম্ভানোৎপাদনের বাসনা একবারেই না থাকায় উহা আদ্যরস বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না।

যদিও ঐ ত্রিবিধ রসেরই সাধারণ নাম আদ্যরস, তথাপি উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নামও আছে। নরনারীর আদ্যরস শৃঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীপুং-চিহ্ন-অবলম্বনে উৎপন্ন ; একজন্ম উহার নাম ‘শৃঙ্গার-রস’। প্রকৃতিস্বরের মিলন-জনিত রস সৃষ্টির আদিকারণ বলিয়া উহারই বিশিষ্ট নাম ‘আদ্যরস’। প্রেমময়ী স্বরূপশক্তি-দিগের সহিত আনন্দময় ভগবানের বিহার-জনিত রস সঙ্কল্পশূন্য,

নিত্য, শুদ্ধ ও মধুরাদপি মধুর ; এজন্য উহাই প্রকৃত ‘মধুর রস’ । ঐ রসেই সকল রসের পর্য্যবসান এবং ঐ রসের আশ্বাদন পাইলেই জীবের যাতায়াত সমাপ্ত হয় ; সেইজন্য প্রচলিত কথাই আছে—“মধুরেণ সমাপয়েৎ” ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের মঙ্গলের জন্য নিজ নিত্যলীলা ও সৃষ্টিলীলা অভিনয় করিয়া উভয়ের অবস্থা ও আনন্দগত তার-তম্য দেখাইলেন । শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যলীলা ও দ্বারকায় স্বশৃঙ্খ সংসারলীলা দেখাইলেন । শ্রীবৃন্দাবনে গোপীকৃষ্ণের সন্মিলনে মধ্যবর্তী ঘটক নাই, মন্ত্র নাই, সম্প্রদাতা নাই এবং বিবাহও নাই । গোপীদিগের অকপট মাধুর্য্য প্রেমই ঘটক, কৃষ্ণনাম-সঙ্গীর্ভনই মন্ত্র, অনন্তগামী সুবিমল চিন্তাই সম্প্রদাতা এবং শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণই বিবাহ । পক্ষান্তরে রুক্মিণী প্রভৃতি সকামা মহিষী-দিগের সহিত কৃষ্ণসন্মিলনে সমস্ত লৌকিক ব্যবস্থাই ছিল ।

ভগবান্ শ্রীবৃন্দাবনে শত শত নিকামা গোপীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন ; কিন্তু কাহারও একটি সন্তান হয় নাই, পক্ষান্তরে রুক্মিণী-প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র মহিষীদিগের প্রত্যেকের দশ দশ পুত্র ও এক এক কন্যা হইয়াছিল । ইহাতেই নিকাম-প্রেমে ও সকাম সংকল্পে ভগবৎসেবার ফলবৈষম্য প্রদর্শিত হইয়াছে । শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রাণা গোপীদিগকে কখনই ধনজন-বিয়েগজনিত শোকতাপ সহ করিতে হয় নাই, পক্ষান্তরে প্রদ্যুম্ন-হরণে রুক্মিণী ও সত্রাজিৎ-বিনাশে সত্যভামা যার-পর নাই কাতর হইয়াছিলেন । পরিশেষে ভগবান্ অসংখ্য

জনসকুল যতুকুল এক দিনেই ধ্বংস করিয়া স্বয়ং সংসারের ক্ষণধ্বংসিতা প্রদর্শন করিলেন । শ্রীবৃন্দাবনের একটি পশুপক্ষীরও ধ্বংস দেখাইলেন না ; অতএব শ্রীবৃন্দাবন-লীলাই 'শ্রুতযুক্ত আনন্দময় মূর্তিমান্ পরব্রহ্মের আনন্দময় অনশ্বর নিত্যলীলার আদর্শ । সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলার মধ্যে মধুর রসময় রাসলীলাই জীবের চরম ও পরম সাধনার ফল ।

তত্ত্ব সজ্জনগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন, গুণময় মলিন আদিরস হইতে সামান্যতঃ জগতের সৃষ্টি, কামময় অশ্লীল আদিরস হইতে চরাচর সমস্ত জীবের উৎপত্তি এবং গুণগন্ধ ও কামসম্বন্ধশূন্য মধুর-নামক অতি পবিত্র অনন্ত আদিরসেই জীবের চিরবিশ্রাম ও অনন্ত আরাম । পার্থিব আদিরস সেই পবিত্র মূল মধুর রসেরই ক্রম-বিকৃতি এবং সেই সুপবিত্র মূল মধুর রস এই পার্থিব অশ্লীল আদিরসের অবিকৃত যথার্থ প্রকৃতি ; সুতরাং জীব অনিত্য ও অজ্ঞান-মূলক উপাধি পরিত্যাগপূর্বক প্রকৃতিগত প্রেমের আশ্রয়ে ঐ মূল মধুর রসের আশ্বাদন পাইলেই প্রকৃতিস্থ হইল, শাস্ত্রোক্ত স্বরূপে অবস্থান করিল এবং পরাপ্রকৃতিরূপে আনন্দঘন মূর্তিমান্ পরব্রহ্মের সহিত আলিঙ্গিত হইয়া গেল । তাহারই নাম রাসলীলা । সে লীলায় ক্রিয়া নাই, ফল আছে ; সন্তোগ নাই, আনন্দ আছে এবং কামনা নাই তৃপ্তি আছে । পার্থিব আদিরসের আশ্রয় ভিন্ন সে লীলার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যায় না ; সেই জন্য বেদে, পুরাণে এবং বেদান্ত-

দর্শনেও উহারই সহিত উপমা দিয়া পরম রসময় লীলানন্দের কথাক্ষিৎ দিক্ প্রদর্শন করিয়াছেন । পরম কৃপাবান্ ভগবান্ও পার্থিব শৃঙ্গার রসের ছলে সেই অপার্থিব পরমতত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন ।

তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া কেবল ছলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে রাসলীলায় কাহারও সংশয় কাহারও বা ঘৃণা উপস্থিত হয় । ভক্তচূড়ামণি পরীক্ষিৎ লোক-সংশয়ের আশুজ্ঞা করিয়া, শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মুনিবর ! জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধর্ম্মাপনয়নের নিমিত্ত অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; তবে ধর্ম্মের কর্ত্তা, বক্তা ও রক্ষিতা হইয়া পরনারীসঙ্গরূপ অধর্ম্মাচরণ করিলেন কেন ? বিশেষতঃ তিনি নিজানন্দেই সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত ; তবে কি অভিপ্রায়ে এরূপ লোক-বিগর্হিত আচরণ করিলেন ?

পরীক্ষিতের প্রশ্নে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল । এজন্য তিনি সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন নাই ; কেবল লোক-শঙ্কার্থ লীলার হেতু জানিতে চাহিয়াছিলেন । শুকদেব বলিলেন,—দেখ পরীক্ষিৎ ! ধর্ম্মাধর্ম্মের রহস্য অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য ; একের পক্ষে যাহা অধর্ম্ম, অন্যের পক্ষে তাহা অধর্ম্ম না হইতেও পারে । জগতে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, অপাদান, সম্প্রদান, করণ ও অধিকরণ সমস্তই ব্রহ্মময় । যাঁহাদের এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে তাঁহাদিগকে তেজীয়ান্ বলে । তাঁহারা কোনও

কার্য্যই আমি করিতেছি বা অন্য কেহ করিতেছে বলিয়া মনে করেন না । তাঁহারা সকলই ব্রহ্মময় ও ব্রহ্মকার্য্য দেখিয়া থাকেন ; এজন্য তাঁহাদের কার্য্য-বিশেষে অন্তর 'অধর্ম্ম'-প্রতীতি হইলেও তাহা 'অধর্ম্ম' নহে । তাঁহাদের লৌকিক অসৎকর্ম্মে অধর্ম্ম নাই এবং লৌকিক সৎকর্ম্মে ধর্ম্মও নাই । শ্রুতি বলিয়াছেন,—পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় পাপপুণ্য ব্রহ্ম-জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারেনা ; স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়াছেন । ব্রহ্মমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানও হয় না । যাঁহারা কৃষ্ণের কৃপাপাত্র, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভে পাপপুণ্য অতিক্রম করিতে পারেন । এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, মনুষ্যও যাঁহার কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম অতিক্রম করিতে পারে, সেই স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মের আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কোথা ?

“আরও দেখ, যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, কাঁহার নিয়মে তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্মের বন্ধন হইবে ? আরও একটি গুঢ় বিষয় বলিতেছি, স্মরণ রাখিও ; যাঁহারা লৌকিক পাপাচরণ করে, কেবল তাঁহারাই পাপী নহে, যাঁহারা পাপীকে পাপী বলিয়া মনে করে, দ্বিতীয়-দর্শন-বশতঃ তাঁহারাও পাপী । যখন সোপাধিক মনুষ্যকেও পাপী মনে করিলে পাপী হইতে হয়, তখন যে ব্যক্তি নিরুপাধি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে পাপাশঙ্কা করে, সে পাপী হইতেও পাপী । যাঁহারা অবিচার বশীভূত, তাঁহারাই পাপপুণ্য দেখে ; সুতরাং পাপ বা পুণ্যের আচরণ

করিষা থাকে ; স্বয়ং অবিজ্ঞা ঘাঁহার আজ্ঞাকারিণী তাঁহার পাপপুণ্য কোথায় ? ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—“কৰ্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই ; হুতরাং কৰ্ম্ম করিলেও আমার কৰ্ম্মফল হয় না ।”.

মহারাজ ! আরও একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে ; যদি কোনও ভেদদর্শী কামপরায়ণ পুরুষ, শ্রীকৃষ্ণ ও জ্ঞানিগণের দৃষ্টান্তে সাহসী হইয়া ঐরূপ আচরণ করে, তবে তাহার ঘোর নরক হইতে নিস্তার নাই— জ্ঞানরূপী মহাদেব হলাহল পান করিয়াছিলেন বলিয়া, অণু কেহ পান করিলে মরিবেই মরিবে । অতএব সর্বসমর্থ মহাপুরুষেরা যাহা করেন, সাধারণ লোকে তাহা কখনই করিবে না ; তাঁহারা যাহা আদেশ করেন ? তাহাই করিবে এবং যে কৰ্ম্ম তাঁহারা স্বয়ং করেন, অপরকে করিতে আদেশও করেন তাহাও করিবে ।”

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এক্ষণে অনেক অতত্বদর্শী পাষণ্ড শুকদেবের ঐ শেষোক্ত অমূল্য উপদেশে অবহেলা করিয়া আপন আপন অসৎ প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত বাহ্য বৈষ্ণববেশ ধারণপূর্বক সুপবিত্র বৈষ্ণব-সমাজের উপর কালিমা ঢালিতেছে ; আরও দুঃখের বিষয় যে, অদৃশ্যমুখ ঐ সকল ছুরাঝা অনেক সরলপ্রকৃতি গৃহস্থের গৃহে গলহস্তের পরিবর্তে গৌরবলাভ করিয়া সমধিক প্রশ্রয় পাইতেছে ।

চিকিৎসা, করিতে হইলে কিছুদিন রোগের ভোগ দিয়া পরে প্রশমনের ঔষধ প্রয়োগ করাই উচিত । সেইরূপ শিষ্যকে সৎপথে আনিতে হইলে, প্রথমে কিয়ৎকাল শিষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির

অনুরূপ উপদেশ দিয়া, পরে প্রকৃত তত্ত্বোপদেশ দেওয়াই সদৃশকর কর্তব্য । মহারাজ পরীক্ষিত সর্বময় শ্রীকৃষ্ণের পরদার আশঙ্ক্য করিয়াছিলেন ; গুরুকুল-চূড়ামণি ‘শুকদেব’ প্রথমে তাহাই স্বীকার করিয়া, কৈমূর্ত্যাত্মায়ে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রতা প্রতিপাদন পূর্বক প্রকৃত তত্ত্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ।

শুকদেব বলিলেন,—“মহারাজ ! তোমার আশঙ্ক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণের পরদার-স্পর্শ স্বীকার করিলেও তাঁহাতে দোষ-স্পর্শ হয় না, ইহা তোমাকে বুঝাইলাম । এখন প্রকৃত তত্ত্বকথা বলিতেছি, শুন । সর্বময় শ্রীকৃষ্ণের পরদারই নাই : তবে পরদার-স্পর্শ-জন্ম পাপের সম্ভাবনা কোথায় ? যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের গোপদিগের এবং চরাচর সমস্তজীবের অন্তরে পরমাত্মস্বরূপে সর্বদাই বিরাজিত রহিয়াছেন, তিনিই লীলাবিগ্রহে গোপীদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন ; অতএব তাঁহার কেহই পর নাই ; তিনি আপনার নিত্য শক্তির সহিত অন্তরে বাহিরে নিত্যই বিহার করিয়া থাকেন ! কঠশ্রুতি বলিয়াছেন,—“যেমন অগ্নি সূক্ষ্মরূপে সকল পদার্থের অন্তরে থাকিয়াও বাহিরে প্রত্যক্ষ প্রকাশ পায়, সেইরূপ সর্বময় পরব্রহ্ম সমস্ত পদার্থের অন্তরে বাহিরে বিরাজিত আছেন ।” কৃষ্ণলীলা এই শ্রুতিবাক্যেরই মুর্ত্তিমান্ অর্থ । বিখ্যাত বৈদান্তিকগ্রন্থ পঞ্চদশীতেও আছে ;—“পূর্ণ-অদ্বয় আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা নিজ মায়ায় জগৎসৃষ্টি করিয়া জীবরূপে স্বয়ং তাহাতে প্রবেশ করিলেন । তিনি ব্রহ্মাদি উত্তম দেহে প্রবেশ করিয়া দেবতারূপে সেবনীয় হইলেন এবং মর্ত্ত্যাদি

অধম দেহে প্রবেশ করিয়া সেবকরূপে আপনিই আপনার সেবা করিতে লাগিলেন ।” অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সহিত আপনিই ক্রোড়া করিয়াছিলেন ; তাঁহার পরদার নাই ।”

ভগবানের লীলা দুই প্রকার ; প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত । তিনি নিজ একাংশে ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইয়া নরদেবাদি নানারূপে যে লীলা করেন, তাহা প্রাকৃত লীলা—ভগবানের একপাদ বিভূতি মাত্র । ইহা শ্রুতিতে আছে এবং ভগবান্ নিজেও অৰ্জুনকে বলিয়াছেন । আর নিত্যধামে নিজস্বরূপে নিজস্বরূপ শক্তির সহিত যে আনন্দময়ী নিত্যলীলা করিয়া থাকেন, তাহাই অপ্রাকৃত লীলা ও ভগবানের ত্রিপাদবিভূতি । শরণাগত ভক্তগণকে সেই লীলায় লইয়া যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান্ শ্রীভজধামে সেই লীলাই প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“ভগবান্ কি অভিপ্রায়ে এরূপ শৃঙ্গার-রসের লীলা করিলেন ?”

শুকদেব বলিলেন,—“মহারাজ ! পরমকৃপাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপন ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত মানবাকৃতি ধারণ করিয়া ঐরূপ লীলা করেন ; বাহা শুনিয়া শৃঙ্গার-রসপ্রিয় সাধারণ লোকেও ক্রমে ক্রমে ভগবৎপরায়ণ হইবে ।”

সারগ্রাহী রসজ্ঞ ভক্ত চলনাময় শৃঙ্গাররস গ্রহণ না করিয়া, তাহার ভিতর দিয়া অপ্রাকৃত মধুরাদপি মধুর রস আশ্বাদন পূর্বক পরমানন্দলাভে আপনাকে চরিতার্থ করিবেন এবং শৃঙ্গার-রসপ্রিয় সাধারণলোকে সার গ্রহণ করিতে না পারিলেও

অন্ততঃ শৃঙ্গার রসের লোভেও শ্রবণ করিতে করিতে ভগবন্মামের গুণে ক্রমে ক্রমে সারতর্কে উপনীত হইবে। সর্বলোক-সুহৃৎ ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণের করুণার সীমা নাই ; তিনি আত্মারাম হইয়াও অরসজ্ঞ অভক্তদের অধঃপতন দেখিয়া, তাহাদের উদ্ধারের জন্য প্রকৃত নটনটীর ন্যায় শৃঙ্গাররসের অভিনয় করিলেন। বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করেনা, ইহা সকলেই জানেন, অতএব শৃঙ্গাররস মনে করিয়া প্লরানন্দময়ী লীলা শ্রবণ করিলে জীব যে, স্থিরানন্দ প্রাপ্ত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন,—“কৃষ্ণ নাম মধুর অপেক্ষাও মধুর, মঙ্গল অপেক্ষাও মঙ্গল ও সমগ্র নিগম লতার চিন্ময় ফলস্বরূপ ; শ্রদ্ধায় হউক, হেলায় হউক, ঐ নাম একবারমাত্র গ্রহণ করিলে নরমাত্রেই পরিত্রাণ পায়।”

অনেকে অতিরঞ্জিত পৌরাণিক কথা বলিয়া স্কন্দপুরাণের অভিপ্রায়ে অবহেলা করিতে পারেন ; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অলৌকিক বা কেবল পৌরাণিক কথা নহে। ঐ বাক্যেরই পরিপোষক বৈদান্তিক মতও দেখাইতেছি। বেদান্তদর্শনের প্রধান গ্রন্থ পঞ্চদশী বলিয়াছেন,—“ভ্রম দুই প্রকার ; সংবাদী ভ্রম ও বিসংবাদী ভ্রম। মণিপ্রভায় মণিভ্রাস্তি হইলে, তাহাকে ‘সংবাদী’ ভ্রম বলে ; আর দীপপ্রভায় মণিভ্রাস্তি হইলে, তাহার নাম ‘বিসংবাদী’ ভ্রম। মণিপ্রভায় মণিভ্রম হইলে তাহাও ভ্রম এবং প্রদীপপ্রভায় মণিভ্রম হইলে তাহাও ভ্রম ; ভ্রমাংশে উভয় ভ্রমই সমান হইলেও ফললাভাংশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যদি একব্যক্তি দূর হইতে আবরণাস্তর্গত প্রদীপের প্রভা দেখিয়া উহাই

মণিজ্ঞানে গ্রহণ করিতে যায় এবং যদি আর একব্যক্তি দূর হইতে আবরণান্তর্গত মণির প্রভা দেখিয়া উহাই মণিজ্ঞানে গ্রহণ করিতে ধাবমান হয়, তবে উভয়েরই ভ্রান্তি হইয়াছে বটে কিন্তু প্রথম ব্যক্তি মণি পাইবে না, দ্বিতীয় ব্যক্তি পাইবেই । সেইরূপ সংবাদী ভ্রমে ব্রহ্মোপাসনা করিলে, উপাসনা সিদ্ধ হয় এবং পরমানন্দস্বরূপ মুক্তিও পাওয়া যায় ।”

এখন সকলে বিবেচনা করুন, মনুষ্য মাত্রেই স্বভাবতঃ কেবল অচ্ছিন্ন আনন্দেরই অনুসন্ধান করিতেছে । সূচতুর বা ভাগ্যবান্ লোকে সেই অভিলষিত নিত্যানন্দ লাভার্থ আনন্দময় ভগবানেরই উপাসনা করেন । কেহ কেহ মনে করেন প্রাকৃত শৃঙ্গার রসেই পবমানন্দ আছে ; এজন্য পরমানন্দমুক্তি ভগবানের চলনাময় শৃঙ্গার রসেই পরমানন্দ অনুসন্ধান করেন অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের লীলা বলিয়া শ্রবণ কীর্তন করিতে চাহেন ; কেহবা সংসারের দ্বিষময় বিষয়েই আনন্দ পাইবার চেষ্টা করেন । যে সকল রসজ্ঞ ভক্ত আনন্দ লাভার্থ সাফাৎ আনন্দময়কেই আশ্রয় করেন, তাঁহাদের আনন্দলাভে সংশয়ই নাই ; যাঁহারা আনন্দলাভের নিমিত্ত আনন্দময়েরই বাহ্যপ্রভাস্বরূপ শৃঙ্গাররসে আনন্দ পাইতে চাহেন, তাঁহাদের ভ্রম মণিপ্রভায় মণিভ্রান্তির ন্যায় সংবাদীভ্রম ; সুতরাং তাঁহারাও কালে পরমানন্দ পাইবেন । পুরাণে ভগবন্নামের আকর্ষণী শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে ; বেদান্ত-দর্শনও তাহা স্বীকার করেন । পঞ্চদশী বলিয়াছেন,—“সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি যদি মুমূর্ষুকালে প্রলাপ বশতঃ

নারায়ণের নাম উচ্চারণ করে, তাহাতেও সে দেহান্তে মুক্তি পাইবে ; কেন না তাহাও সংবাদী ভ্রম ।”

এক্ষণে, শৃঙ্গাররস-জ্ঞানেও রাসলীলা শ্রবণ ও কীর্তন করিলে যে মুক্তি হয়, তাহা শাস্ত্র প্রমাণে স্থির হইল ; কিন্তু যুক্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাহা সহজে স্বীকার করিবেন না । তাঁহাদের সন্তোষের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ যুক্তি প্রদর্শন উচিত বোধ করিতেছি । মনুষ্যমাত্রেয়ই পূর্বপূর্ব জন্মের অভ্যাস-জনিত সংস্কার পর পর জন্মে বিনা চালনায় আপন কার্য্য করিয়া যায় ; ইহা জন্মান্তরবাদি-মাত্রেই স্বীকার করিবেন । পূর্ব জন্মে বা বর্তমান জন্মে বাল্যাবধি যিনি ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, অনুক্ষণ নারায়ণনাম অভ্যাস করিয়াছেন এবং বিপদের সময় অস্ত্র প্রতিকার না করিয়া, নারায়ণ বলিয়াই ডাকিয়াছেন, পরজন্মে বা বর্তমান জন্মে মৃত্যুরূপ বিষম বিপদের সময় তাঁহার জিহ্বায় নারায়ণ নাম বিনা যত্নে আপনা আপনিই উচ্চারিত হইবে, ইহা স্থির । চিরাত্যস্ত নামের সংস্কাররূপ শক্তিই তাহার কাবণ । বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি প্রলাপেও যে নারায়ণ বলে, তাহাও সাধারণ প্রলাপ নহে,—পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফল । অনেকে মৃত্যুকালে বিনা অনুরোধে নানা প্রকার সাংসারিক অসার ও অমূলক কথা অনায়াসে বলিয়া যায়, কিন্তু হরিনাম বলিতে অনুরোধ করিলেও বলে না,—প্রত্যা ত বিরক্ত হয় ; আবার এক এক জন বিনা চেষ্টায় ও বিনা অনুরোধে কেবল হরিনামই করে ; এরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই শুনিতে এবং দেখিতেও পাওয়া

যায় । বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি কেবল প্রলাপে নারায়ণ নাম করিয়াই যে মুক্তি পায়, তাহা নহে; দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত অনুক্ষণ নামাভ্যাসে অপ্রকটভাবে তাহার মুক্তি হইয়াছিল, অন্তিমকালের নাম অথত্রে উপলক্ষ্য হইল মাত্র । যে সকল লোক শৃঙ্গাররসের লোভে প্রাকৃত কুৎসিত নাটক ও উপন্যাস না পড়িয়া বা না শুনিয়া, ভগবানের রাসলীলার কথা পড়িতে ও শুনিতে চাহেন, তাঁহাদেরও পূর্বসঞ্চিত স্মৃতি স্বীকার করিতেই হইবে । তাঁহারা যে, ক্রমে ক্রমে পরম রসের আশ্বাদন পাইয়া মুক্ত হইবেন, তাহাও স্থির । অনেকে বলিবেন,—এখন মুদ্রাঘটনের কুপায় প্রায় সকলেই ভাগবতোক্ত রাসলীলা পড়িতেছে ও শুনিতেছে, অথচ অনেকের তাহাতে ঘৃণাও দেখিতে পাওয়া যায় কেন ? এবং মুক্তিইবা হয় না কেন ? আমি বলিব,—ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করাই পূর্বসঞ্চিত দুষ্কৃতির পরিচায়ক । ঘৃণা না করিয়া পুনঃ পুনঃ নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিলে, পরম রসের আশ্বাদন অবশ্যসম্ভাবি । অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ছলক্রমে শৃঙ্গাররসের লীলা দেখাইয়া ভক্তভক্ত সকলকেই যে পরম অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় কালমাহাত্ম্যে দশচক্রে ভগবান্ও ভূত হইতে বসিয়াছেন ।

কৃষ্ণসর্বস্ব যোগিবর শুকদেব এইরূপে পরতত্ত্ব প্রদর্শন-পূর্বক পরীক্ষিতের সংশয়-নিরাস করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক প্রভাব দেখাইবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার বলিলেন—

মহারাজ ! রাসলীলা শ্রবণ করিয়া অজ্ঞলোকেই শ্রীকৃষ্ণে কলঙ্কারোপ করে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের পত্নীগণকে লইয়া বিহার করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার উপর, দোষারোপ করে নাই ; তাহারা আপন আপন পত্নীদিগকে আপন আপন পার্শ্বে শয়ানই দেখিয়াছিল । কৃষ্ণমাতা যশোদাও সমস্ত রাত্রি আপন পুত্রকে নিজশয়্যায় শয়ান দেখিয়াছিলেন । অসাধ্যসাধিনী মায়া বাঁহাঙ্গ অজ্ঞানুবর্তিনী, তাঁহার পক্ষে এক্রপ অসাধ্যসাধন বিচিত্র নহে । সংসারেও এক্রপ সূচতুর কদাচিত্ দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি স্থূল দেহদ্বারা পরিবার-বর্গের তুষ্টিসাধন করিয়াও অন্তরে অনুক্ষণ ভগবানের সহিত বিহার করেন । এক্রপ ভক্তই ভগবানের রাসলীলায় অধিকারী ।”

ইহার পর রাসলীলা শ্রবণ ও কীর্তনের ফল কীর্তিত হইয়াছে । শুকদেব বলিলেন,—“মহারাজ ! যে ব্যক্তি ব্রজবালাদিগের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর রাসলীলা শ্রদ্ধার সহিত নিরন্তর শ্রবণ বা কীর্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহার হৃদয়স্থ উৎকট রোগস্বরূপ কাম চিরদিনের জন্ত বিদূরিত হয় ।”

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যেভাবে রাসলীলা আলোচিত হইল, তদনুসারে শুকদেব-কথিত ফলকীর্তন অতীব সঙ্গত । যেমন উত্তাপময় তপনের বহিঃস্থিত তাপনাশক্তি পৃথিবীস্থ পদার্থ সকলকে উত্তপ্ত করে ; ঐ সকল পদার্থগত উত্তাপের বৃদ্ধি হয়, হ্রাস হয়, ধ্বংসও হয় ; কিন্তু সূর্য্যের স্বরূপস্থ তাপের বৃদ্ধি নাই,

হ্রাস নাই, ধ্বংসও নাই, সেইরূপ ভগবানের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কারিণী বহিরঙ্গা শক্তি বাহু জগতের কার্য্য করিয়া থাকেন। ঐ শক্তিতে কার্য্যাস্তর আছে, রূপাস্তর আছে ও ভাবাস্তর আছে এবং বুদ্ধি আছে, হ্রাস আছে, ধ্বংসও আছে ; সূতরাং অতর্পণীয় কন্দর্পের চপলতাও আছে। কিন্তু আনন্দময় ভগবানের হ্লাদিনীনাম্নী স্বগত স্বরূপশক্তি অনাদি-কাল হইতে একরূপে ও একভাবে তাঁহার সহিত আলিঙ্গিতই আছে, বাহু সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের সঙ্গে তাহার কোনও সম্বন্ধই নাই। উহাতে ভগবদানন্দ আনন্দান ভিন্ন কার্য্যাস্তর নাই, অপ্রাকৃত প্রেমের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন গুণাভিব্যঞ্জক রূপাস্তর নাই ও অপ্রতিহত প্রফুল্লতা ভিন্ন ভাবাস্তর নাই ; সূতরাং তুর্দর্প-কন্দর্পের দৌরাভ্যুও নাই। পরানন্দ-পরিতৃপ্তা ভগবৎ-স্বরূপ-শক্তির নিকটে কন্দর্প বিস্মিত, মোহিত ও স্তম্ভিত। সেখানে কাম লজ্জিত হইয়া আত্মরূপ-পরিবর্তন-পূর্ব্বক প্রেম হইয়া হ্লাদিনী শক্তির সহিত ভগবদানন্দ আনন্দানেই নিরত ; অপরকে উৎপীড়ন করিতে তাহার ইচ্ছা নাই,—শক্তি নাই,—অবসরও নাই। এইরূপ লোকাतीত অচিন্তনীয় হ্লাদিনী শক্তির মহাভাবময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট বিগ্রহের নাম রাধা বা প্রধানা গোপী ; তাঁহারই অনুবর্তিনী মূর্ত্তিমতী বৃন্তি সকলই তাঁহার সহচরী বা ললিতাদি সখী। এইরূপ গোপীদিগের সহিত আনন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা নিবিষ্ট-চিন্তে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে, জীব উৎকট কামরোগের

আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? এখন বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, জীবের বেদপুরাণোক্ত চরম সাধন ও পরমফল প্রত্যক্ষ প্রদর্শনই রাসলীলার অভিপ্রায় ।

রাসলীলা-সম্বন্ধীয় সকল কথারই সামঞ্জস্য হইল ; কিন্তু এখনও একটি প্রশ্নের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে । বোধ হয় তাহার উত্তর অতি সহজ ও স্বাভাবিক মনে করিয়াই পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেন নাই । তবে আমিই জিজ্ঞাসা করি । যদি গোপীগণ ভগবানের নিত্যশক্তি হইলেন, তবে তাঁহাদিগকে পরকীয় করিয়া সঙ্কটে আহ্বানপূর্ব্বক বিহার করিবার প্রয়োজন কি ছিল ? পরিণীতা পত্নী করিয়া বিহার করিলেইত পারিতেন, তাহা করিলে, বহিরঙ্গ লোকের নিকট তাঁহাকে লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত না ।

নব্য বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ ইহার বেশ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; কিন্তু তত্ত্বের সহিত মিলাইয়া দেন নাই । তাঁহারা রসিকচূড়ামণি ছিলেন ; সুতরাং রসাস্বাদনেই মগ্ন থাকিতেন ; নীরস তত্ত্বের দিকে বড় ঘাইতেন না । তাঁহারা বলিয়াছেন—“স্বকীয় অপেক্ষা পরকীয় রসে অধিকতর সুখাস্বাদন হয় ; রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ পরকীয় রসের আশ্বাদন-লোভে ঐক্লপ করিয়াছিলেন ।”

কথাটা ঠিকই বটে, কিন্তু আসল কথা ভাঙ্গিয়া না বলিলে, মলিন হৃদয়ে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ভাব আসিয়া পড়ে । আসল কথা ;—তিনি বাস্তবিকই পরকীয়-প্রিয় ; স্বকীয়াকে

পরকীয়া করিয়া সঙ্কেতে আহ্বানপূর্বক বিহার করাই তাঁহার স্বভাব এবং অনাদিকাল হইতে তাহাই করিতেছেন । তিনি হলাদিনীরূপা নিজ স্বরূপশক্তিদিগের সহিত এবং শুদ্ধ জীবরূপা স্বরূপ-শক্তির সহিত নিত্যধামে 'নিত্যই ক্রীড়া করিতেছেন ; তথাপি পরের সহিত ক্রীড়া না করিলে তাঁহার সুখবোধ হয় না, অথচ পর খুঁজিয়াও পান না ; কেননা শক্তিসুন্দর তিনি ভিন্ন আর'ত কিছুই নাই । পরের মধ্যে আছে, ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা অপরা শক্তি ; তিনিও জড় ; তাঁহার খেলবার ক্ষমতা নাই ; এমন কি বেদান্তে তাঁহার অস্তিত্বেও সংশয় করিয়া অর্দ্ধসত্তা মাত্র স্বীকার করিয়াছেন । যাহাই হউক পরকীয়-প্রিয় ভগবান্কে পর লইয়া খেলিতেই হইবে ; সুতরাং তাঁহাকেই আপন চৈতন্যের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া জাগাইলেন এবং তাঁহা দ্বারাই অস্বাভিভাবে ব্রহ্মাণ্ডনামে একটা প্রকাণ্ড ক্রীড়াভূমি নিৰ্ম্মাণ করাইয়া লইলেন । পরে স্বকীয় শুদ্ধজীবরূপা পরাশক্তিকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া বহুরূপিণী অপরা শক্তির সহিত মিলাইয়া দিলেন । ভগবদ্দিক্‌ছায় জীব অপরা শক্তির কুঁহকে পড়িয়া তাহার সঙ্গেই আত্মীয়তা করিল ; ভগবানের পর হইয়া গেল । এই জন্মই শ্রুতি বলিয়াছেন,—“পরমেশ্বর আপন ইচ্ছায় বহু হইলেন এবং ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন” ।

পূর্বের বলা হইয়াছে, ভগবান্কে পরকীয় রস আশ্বাদন করিতেই হইবে ; সুতরাং মুখ্যজীবকে বেদবাক্যে পুনঃ পুনঃ

আহ্বান করিতে লাগিলেন । সৌভাগ্য ক্রমে যে ব্যক্তি সে আহ্বান শুনিতে পাইল ও বুঝিতে পারিল, সে অপরা-
প্রকৃতির নিশ্চিত গৃহদেহাদির সঙ্গে আন্তরিক সম্বন্ধ ছাড়িয়া
দিল ; এবং তাহার অগোচরে অন্তরে অন্তরে গোপনে
পরমাত্মীয় পরমানন্দের সহিত বিহার করিতে লাগিল ;
তৎপরে যথাসময়ে দেহাবসান হইলে আবার নিত্যলীলায়
প্রবেশ করিল । মায়ামুগ্ধ মনুষ্য এই প্রকৃত পরকীয় রসের
রহস্য সহসা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া রূপাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং
অবতীর্ণ হইয়া এবং স্বকীয়া হলদিনী শক্তিকে পরকীয়া করিয়া
বেদার্থ-বাচক বংশীর গানে আকর্ষণপূর্বক প্রত্যক্ষ দেখাইলেন ।
পরকীয় রসের ইহাই প্রকৃত তাত্ত্বিক অভিপ্রায় ।

এতদ্ভিন্ন আরও একটি সাধনসম্বন্ধীয় উপদেশপূর্ণ অভিপ্রায়
আছে । লোকে কথায় বলে,—“শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি ।”
একথা এখন পরিহাস-মধ্যেই পড়িয়া গিয়াছে ; কিন্তু ইহা বেদ-
পুরাণাদি শাস্ত্রের নিষ্পাড়িতসার ও শেষ কথা । সাধক সাধনপথে
কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে মনে মনে ঐরূপ আন্দোলনই করিয়া
থাকে । সাধক বুঝিতে পারে, কুলের সঙ্গে অর্থাৎ প্রাকৃতিক
সংসারের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধের গন্ধ থাকিতে শ্যামসুন্দরকে
পাওয়া যায় না ; দুই দিক রাখা চলেওনা, একদিকই রাখিতে
হইবে ;—হয় সংসার, না হয় শ্যাম । অতএব সর্বব্যাগী অকিঞ্চন
না হইলে ভগবান্কে পাওয়া যায় না । ইহাই ত সকল শাস্ত্রের
সার কথা । ভগবান্ গোপীদিগকে সর্বব্যাগিনী করিয়া তাহাই

দেখাইলেন ; লৌকিক শাস্ত্রানুসারে অত্যাচার পতি পর্য্যন্ত ত্যাগ করাইলেন । যদি ভগবান্ গোপীদিগকে পরকীয়া না করিয়া স্বকীয়াই করিতেন, তবে অত্যাচার পতি-পরিত্যাগ প্রদর্শন করা হইত না ; এই অভিপ্রায়েও গোপীদিগকে পরকীয়া করিয়া ছিলেন । শ্রুতি বলিয়াছেন,—“এক-বৃক্ষবাসী বিহঙ্গ-যুগলের ন্যায় জীবাত্মা ও পরমাত্মায় পরম সখ্য, উভয়ে নিত্যই একত্র অবস্থান করে।” ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় ; “পরমপুরুষ পরমেশ্বরের সহিত সখ্যভাবেই জীব নিত্য-নিবদ্ধ । পতিপত্নী ভাবই সখ্যের শেষ সীমা ; অতএব নিষ্কাম পতিভাবে ভগবান্কে পাইলেই জীব আপন নিত্য স্বরূপে অবস্থান করিল । ভগবানের রাসলীলা এই চরম শিক্ষা ও পরম সাধনের আদর্শ ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পুরাণের দশটি লক্ষণ উক্ত হইয়াছে ; তন্মধ্যে প্রথম সর্গ অর্থাৎ ঈশ্বর-কর্তৃক পঞ্চ তন্মাত্র, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্মসৃষ্টি ; দ্বিতীয় বিসর্গ অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্তৃক চরাচর জীবের সৃষ্টি, তৃতীয় স্থিতি অর্থাৎ সৃষ্টিপালন জন্ত বিষ্ণুরই সর্ববাপেক্ষা উৎকর্ষ ; চতুর্থ পোষণ অর্থাৎ ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ ; পঞ্চম উত্তি অর্থাৎ কৰ্ম্মবাসনা ; ষষ্ঠ মন্থস্তর অর্থাৎ মনু প্রভৃতি সাধুদিগের আচরিত ধর্ম্ম ; সপ্তম ঈশানুকথা অর্থাৎ ভগবানের অবতার ও ভক্তদিগের পবিত্র কথা ; অষ্টম নিরোধ অর্থাৎ প্রলয়কালে সোপাধিক জীবের ঈশ্বরে লয় ; নবম মুক্তি অর্থাৎ অমৃত্যুরূপ পরিত্যাগ পূর্বক জীবের স্বরূপে অবস্থান, দশম আশ্রয় অর্থাৎ জ্ঞানী, যোগী ভক্ত ভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন প্রকার শাস্তি-

নিকেতন । আনন্দেই জীবের শান্তি, বিশ্রাম ও আরাম ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন । সৎ ভিন্ন চিৎ নাই, চিৎ ভিন্ন আনন্দ নাই, ইহাও সুধীগণ-সম্মত । ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দ, পরমাত্মাও সচ্চিদানন্দ এবং ভগবান্ও সচ্চিদানন্দ । এই নিমিত্ত ঐ তিনই জীবের আশ্রয় । তথাপি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানে স্বরূপতঃ বৈলক্ষণ্য আছে । সৎ-প্রধান হইলে ব্রহ্ম, চিৎ-প্রধান হইলে পরমাত্মা এবং আনন্দ-প্রধান হইলেই ভগবান্ । শ্রীকৃষ্ণই সেই মূর্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্ ; স্তৱাং শ্রীকৃষ্ণই পরমাশ্রয় । পরমানন্দের নিয়ত সত্তাবাচক কৃষ্ণনামেও আনন্দ, সহাস্রবদন নবান্বদ-শ্যাম নিত্যকিশোর ত্রিভঙ্গ কৃষ্ণরূপেও আনন্দ ; পীতধড়া মোহন-চূড়া, মোহনমুরলী, মুখর নৃপুংস ও বনমালা প্রভৃতি কৃষ্ণবেশেও আনন্দ, অশাস্ত্র কমনীয় কৃষ্ণভাবেও আনন্দ এবং বংশীবাদনরূপ কৃষ্ণকার্য্যেও আনন্দ ;—কৃষ্ণ আনন্দময় । শ্রীকৃষ্ণই “আনন্দ-ময়োহভ্যাসাৎ” এই বেদান্তসূত্রের লক্ষ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

টীকাকার-চূড়ামণি শ্রীধরস্বামী শ্রীকৃষ্ণকে “আশ্রিতাশ্রয়, জগদাশ্রয় ও পরমাশ্রয় বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন । বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজধামে আপনার ঐ ত্রিবিধ আশ্রয়তাই দেখাইয়াছেন । আশ্রিত ব্রজবাসীদিগকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আশ্রিতাশ্রয়তা, উদ্ভৱে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া জগদাশ্রয়তা এবং ব্রজবালাদিগকে পরমানন্দে পরিতৃপ্ত করিয়া পরমাশ্রয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন । অতএব যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি প্রভৃতি সর্ব সাধনের চরম ও পরম ফল যে এই রাসলীলা, ইহা স্থির ।

পূর্ণরাসে নিখিলাভি-নিবেশ দলন ।
 আনন্দ গোপালে প্রেম-গোপীর মিলন ॥
 মলিন হইয়া ছুই সুবিমল রাস ।
 ক্ষমা কর রাধাকান্ত ভাবি নিজ দাস ॥
 পরশি বিমল প্রেম করিয়াছি দোষ ।
 ক্ষমা কর ব্রজবালা, করিওনা রোষ ॥
 ক্ষমা কর কলিরাজ এ অবোধ নরে ।
 তব প্রজা হয়ে পূজে তব বৈরিবরে ॥

মদনমোহনরূপে শ্রীরাধারমণ,
 বিহরে হরষে রাসে হের রে নয়ন ।

প্রেমের পুতলি যত গোপবালা, নিকুঞ্জকানন রূপে করি আলা,
 রচিয়া মণ্ডল যেন হেমমালা, নাচে তালে তালে ফেলিয়া চরণ ।
 আনন্দমূর্তি গোলোকের পতি, দুই পাশে দেখে সকল যুবতি,
 বামেতে লইয়া রাধা রসবতী মণ্ডলের মাঝে মুরলীবদন ।
 প্রেমানন্দে মেলা এ রাসলীলায়, এ আনন্দে ব্রহ্মানন্দ লজ্জা পায়,
 হেন কৃপা হবে কবে বা আমায়, হৃদয়ে করিব রাস দরশন ॥

মদনমোহনরূপে শ্রীরাধারমণ ।

বিহরে হরষে রাসে হের রে নয়ন ॥

দাও দাও রাধে দাও দয়া করি মদনমোহনে প্রেমের লেশ,
 প্রেমময়ী তুমি প্রেম ত তোমারি তাই বাঁধিয়াছ প্রেমে পরেশ ।
 তুমি নিরমল রসের নিধান, তোমারি কারণে রাসের বিধান,
 তোমারি কারণে শুধু ভগবান, ধরেন মদনমোহন বেশ ।

দাও বলিতাদি রাধা-সহচরী, দাও প্রেমকণা দাও কৃপা করি,
 তোমরাই প্রেমসেবা-অধিকারী, তোমাদের কাছে আছে
 আনি বেশ।
 পতিত অধম আমি অতিছার, তোমরা সকলে দয়ার আধার,
 ধরিনু চরণে ছাড়িবনা আর, করিলাম পণ জীবন শেষ ।
 দাও দাও রাখে দাও দয়া করি মদনমোহনে প্রেমের লেশ ।
 প্রেমময়ী তুমি প্রেম ত তোমারি তাই বাঁধিয়াছ প্রেমে পহরশ ॥

বাঁশীতে অবলাকুল নাশেন ঈশ্বর ।
 ইহাতে বিশ্বাস যার সেই ভাগ্যধর ॥
 চাপলে লিখিনু লীলা কণামাত্র য়ার ।
 সেই কৃষ্ণ-প্রীতিমাত্র কামনা আমার ॥

ত্রিক্ষণার্ণবমস্ত ।

